মাসুদ রানা

স্বর্গরাজ্য

দুইখন্ড একত্রে

কাজী আনোয়ার হোসেন



সেবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা

স্বর্গরাজ্য

[দুইখণ্ড একত্রে]

কাজী আনোয়ার হোসেন

কঠিন কিছু নয়—
সাধারণ যোগ-বিয়োগের অঙ্ক; কিন্তু
তাই পাগল করে তুলেছে রানাকে।
বরফের এক বিশাল চাঁই ভাসছে সাগরে,
তার ভেতর আস্ত এক জাহাজ,
কাছাকাছি রাশান সাবমেরিন,
মাথার ওপর থেকে তীব্র বেগে নেমে এলো
কালো একটা জেট প্লেন—
বিয়োগ হয়ে গেলেন সঙ্গী ড. করিডন।
ডোনা আবারার কাঁধে দৈত্যের হাত,
কি যেন গজিয়ে উঠছে দক্ষিণ আমেরিকায়,
আইসল্যান্ডে কবিতা পাঠের আসর।
যোগ-বিয়োগের ফলাফল?
অসকার বিরহাম।

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মাসুদ রানা - ১০১, ১০২

স্বর্গরাজ্য ১,২

লেখকঃ কাজী আনোয়ার হোসেন

মাসুদ রানা

স্বর্গরাজ্য

(দুইখণ্ড একত্রে)

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-7101-8

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ১৯৮২
চতুর্থ প্রকাশ: ১৯৯৮

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩ ৪১ ৮৪
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রূম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana
SHWARGARAJJYA
[Part I&II)
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

ছত্রিশ টাকা

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড় *ভারতনাট্যম *স্বর্ণমৃগ *দুঃসাহসিক *মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা
দুর্গম দুর্গ *শত্রু ভয়ঙ্কর *সাগরসঙ্গম *রানা! সাবধান!! *বিস্মরণ *রত্নদ্বীপ
নীল আতঙ্ক*কায়রো *মৃত্যুপ্রহর*গুপ্তচক্র *মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র
রাত্রি অন্ধকার *জাল *অটল সিংহাসন *মৃত্যুর ঠিকানা *ক্ষ্যাপা নর্তক
শয়তানের দূত *এখনও ষড়যন্ত্র *প্রমাণ কই? *বিপদজনক *রক্তের রঙ
অদৃশ্য শত্রু *পিশাচ দ্বীপ *বিদেশী গুপ্তচর *ব্ল্যাক স্পাইডার *গুপ্তহত্যা
তিন শত্রু *অকস্মাৎ সীমান্ত *সতর্ক শয়তান *নীলছবি *প্রবেশ নিষেধ
*পাগল বৈজ্ঞানিক *এসপিওনাজ *লাল পাহাড় *হৃৎকম্পন *প্রতিহিংসা
হংকং সম্রাট *কুউউ! *বিদায় রানা *প্রতিদ্বন্দ্বী *আক্রমণ *গ্রাস *স্বর্ণতরী *পপি
জিপসী *আমিই রানা *সেই উ সেন *হ্যালো, সোহানা *হাইজ্যাক
আই লাভ ইউ, ম্যান *সাগর কন্যা *পালাবে কোথায় *টার্গেট নাইন
বিষ নিঃশ্বাস *প্রেতাত্মা *বন্দী গগল *জিম্মি *তুষার যাত্রা *স্বর্ণ সংকট
সন্ন্যাসিনী *পাশের কামরা *নিরাপদ কারাগার *স্বর্গরাজ্য *উদ্ধার *হামলা
প্রতিশোধ *মেজর রাহাত *লেনিনগ্রাদ *অ্যামবুশ *আরেক বারমুডা
বেনামী বন্দর *নকল রানা *রিপোর্টার *মরুযাত্রা *বন্ধু *সংকেত *স্পর্ধা
চ্যালেঞ্জ *শত্রুপক্ষ *চারিদিকে শত্রু *অগ্নিপুরুষ *অন্ধকারে চিতা
মরণ কামড় *মরণ খেলা *অপহরণ *আবার সেই দুঃস্বপ্ন *বিপর্যয় *শান্তিদূত
শ্বেত সন্ত্রাস *ছদ্মবেশী *কালপ্রিট *মৃত্যু আলিঙ্গন *সময়সীমা মধ্যরাত
আবার উ সেন *বুমেরাং *কে কেন কিভাবে *মুক্ত বিহঙ্গ *কুচক্র
চাই সাম্রাজ্য *অনুপ্রবেশ *যাত্রা অশুভ *জুয়াড়ী *কালো টাকা
কোকেন সম্রাট *বিষকন্যা *সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার *অপারেশন চিতা
আক্রমণ '৮৯ *অশান্ত সাগর *শ্বাপদ সংকুল *দংশন *প্রলয় সঙ্কেত *ব্ল্যাক
ম্যাজিক *তিক্ত অবকাশ *ডাবল এজেন্ট *আমি সোহানা *অগ্নিশপথ
জাপানী ফ্যানাটিক *সাক্ষাৎ শয়তান *গুপ্তঘাতক *নরপিশাচ *শত্রু বিভীষণ
অন্ধ শিকারী *দুই নম্বর *কৃষ্ণপক্ষ *কালো ছায়া *নকল বিজ্ঞানী *বড় ক্ষুধা
স্বর্ণদ্বীপ *রক্তপিপাসা *অপচ্ছায়া *ব্যর্থ মিশন *নীল দংশন *সাউদিয়া ১০৩
কালপুরুষ *নীল বজ্র *মৃত্যুর প্রতিনিধি *কালকূট *অমানিশা *সবাই চলে গেছে
অনন্ত যাত্রা *রক্তচোষা *কালো ফাইল।

স্বর্গরাজ্য

প্রথম প্রকাশ: মে, ১৯৮২

এক

উত্তর আটলান্টিক। দীর্ঘ আট ঘণ্টার রুটিন পেট্রলে বেরিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোস্ট গার্ড পেট্রল প্লেন। উদ্দেশ্য আইসবার্গের গতিবিধি লক্ষ এবং চার্ট তৈরি করা। মেঘমুক্ত ঘন নীল আকাশের নিচে চারদিকে যতদূর দৃষ্টি চলে শুধু কূল-কিনারাহীন অথৈ জলরাশি। কোথাও এতটুকু কুয়াশা বা ধোঁয়াটে ভাব নেই, স্ফটিকের মত স্বচ্ছ পরিবেশ। সাগরে ঢেউ আছে, কিন্তু বাতাসের উৎপাত নেই, তাই ঢেউয়ের মাথায় সাদা ঝুঁটি চোখে পড়ে না। আকাশে ওঠার পর প্রায় পাঁচ ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে, এই একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন দৃশ্যের কোন পরিবর্তন ঘটেনি।

চার ইঞ্জিনের মস্ত বোইং প্লেন এটা। সময়টা মধ্য মার্চ।

চারজন ক্রু সদস্যকে নিয়ে ককপিটে রয়েছে পাইলট, লেফটেন্যান্ট টমি কোস্টার। বাকি ছ'জন ক্রু কার্গো সেকশনে বসে সতর্ক নজর রাখছে রাডার এবং অন্যান্য সায়েন্টিফিক ইনস্ট্রুমেন্টের ওপর।

রিস্টওয়াচ দেখল লেফটেন্যান্ট টমি কোস্টার। কো-পাইলটের দিকে তাকাল একবার, ঘাড় কাত করে সম্মতি জানাল কেন্ ফুলেট। মস্ত একটা ইউ টার্ন নিল বোইং, সরল একটা কোর্সে স্থির হলো প্লেনের নাক, সোজা নিউফাউন্ডল্যান্ড উপকূলের দিকে ফিরে চলল ওরা।

'ডিউটি খতম,' শরীরটা ঢিল করে দিয়ে সীটে হেলান দিল লেফটেন্যান্ট টমি কোস্টার, কোলের ওপর থেকে তুলে নিল খোলা হরর উপন্যাসটা। আড়চোখে একবার তাকাল কো-পাইলটের দিকে। তারপর আবার বলল, 'সেন্ট জন'সে না পৌঁছানো পর্যন্ত বিরক্ত কোরো না আমাকে।' একটু বেশি কথা বলা অভ্যাস কো-পাইলট কেন্ ফুলেটের, সেজন্যেই তাকে সাবধান করে দেয়া।

তিন মিনিটও হয়নি হরর উপন্যাসে আবার মনোযোগ দিয়েছে পাইলট এই সময় বাধা। কো-পাইলট ফুলেট নয়, কানে ঘড় ঘড় করে উঠল হেড সেটটা। চাখ গরম করে কো-পাইলটের দিকে তাকাল লেফটেন্যান্ট কোস্টার।

হাসি চেপে চেহারায় কৃত্রিম আতঙ্ক ফুটিয়ে তুলে ফুলেট বলল, 'আমি আবার কি করলাম!'

ছোঁ মেরে মাইক্রোফোন তুলে নিল পাইলট, বাজখাঁই গলায় জানতে চাইল, 'কি ব্যাপার, হ্যাডলি?'

পিছনে, স্বল্পালোকিত প্লেনের পেটে, রাডার সেটের সামনে বসে আছে সীম্যান ফার্স্ট ক্লাস হ্যাডলি চেজ। চোখে পলক নেই তার। স্কোপের সবুজ আভায় ভৌতিক একটা চেহারা পেয়েছে তার অবয়ব। ধীরে ধীরে, প্রতিটি শব্দ পরিষ্কার স্বরে উচ্চারণ

করল সে, 'আজব একটা রিডিং, স্যার! আঠারো মাইল, বিয়ারিং তিন-চার-সাত।'

ককপিটে মাইকের সুইচ অন করল পাইলট টমি কোস্টার। 'ধমক খাওয়া দেখছি তোমাদের স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে!' রাজ্যের বিরক্তি প্রকাশ পেল তার গলায়। 'আজব মানে কি, অ্যাঁ? রিডিঙে ওটাকে আইসবার্গ বলে মনে হচ্ছে, নাকি পুরানো কোন ড্রাকুলা ছায়াছবির ওপর টিউন করেছ তোমার সেট?'

'হয়তো আপনার হরর উপন্যাসের কাভারটা দেখতে পাচ্ছে স্ক্রীনে,' তাচ্ছিল্যের সাথে ঠাট্টার সুর মিশিয়ে বলল কো-পাইলট।

হেডসেটে ফিরে এল চেজের গলা, 'আকার-আকৃতি দেখে মনে হচ্ছে একটা আইসবার্গ, কিন্তু সিগন্যালটা সাংঘাতিক শক্তিশালী—শুধু বরফ বলে মনে হচ্ছে না।'

'ঠিক আছে,' ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল টমি কোস্টার। 'চোখ বুলানো যাক।' কো-পাইলটের দিকে ফিরল সে। 'ওহে, কোর্স বদলাও। তিন-চার-সাত।'

মাথা ঝাঁকিয়ে কন্ট্রোল কলাম ঘোরাল কো-পাইলট ফুলেট। চারটে প্র্যাট হুইটনি পিস্টন ইঞ্জিনের একটানা আওয়াজে কোন পরিবর্তন হলো না, সাবলীল ভাবে ঘুরে গিয়ে নতুন একটা দিগন্তের দিকে মুখ করল বোইং।

একজোড়া বিনকিউলার তুলে নিয়ে নীল পানির সীমাহীন বিস্তারের ওপর চোখ বুলাল টমি কোস্টার। ফোকাস অ্যাডজাস্ট করল সে। প্লেন কাঁপছে, গ্লাস দুটো স্থির রাখা কঠিন। রোদ লেগে ঝলমল করছে সাগর, সূর্যের প্রতিফলনে চোখ ধাঁধিয়ে গেল বারবার। হঠাৎ করেই চোখে পড়ল সাদা বিন্দুটা। আইসবার্গ, সন্দেহ নেই। ককপিট উইন্ডশিল্ড যতই এগোল, আকারে ততই বড় হতে থাকল সেটা। মাইক্রোফোন তুলে নিল কোস্টার।

'দেখেছ, গোয়ান?' জানতে চাইল সে। 'কিছু বুঝে থাকলে বলো।'

চীফ আইস অবজারভার লেফটেন্যান্ট জন গোয়ান কন্ট্রোল কেবিনের পিছনে আধ-খোলা কার্গো দরজার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে আছে আইসবার্গের দিকে।

এক সেকেন্ড পর এয়ারফোনের ভেতর দিয়ে গোয়ানের যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর পেল কোস্টার, 'মরশুমের সবচেয়ে বড় বার্গগুলোর একটা। থরেথরে সাজানো বরফ। আনুমানিক দুশো ফিট উঁচু, ওজন...এই দশ লক্ষ টনের মত...'

ফুলেটের দিকে তাকাল পাইলট। 'অলটিচ্যুড?'

সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে উত্তর করল ফুলেট, 'এক হাজার ফিট। গত তিন দিন এই অলটিচ্যুডেই আছি আমরা...'

'বক্তৃতা দিতে বলিনি,' ধমক লাগাল পাইলট। 'জাস্ট চেকিং।' চোখে একজোড়া গগলস পরল সে। ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটার জন্যে মনে মনে প্রস্তুতি নিল, তারপর ভাল করে আইসবার্গটা দেখার জন্যে খুলে ফেলল পাশের জানালা। 'ওই যে দেখা যাচ্ছে,' ইঙ্গিতে আইসবার্গের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করল কো-পাইলটের। 'ওর ওপর দিয়ে বার দুয়েক উড়ে যাও, দেখি কি দেখা যায়।'

কোস্টারের মুখে মৌমাছির হুল ফুটিয়ে দিল হিম বাতাস। দশ সেকেন্ড পর অনুভূতি হারিয়ে অসাড় হয়ে গেল মুখের চামড়া। দাঁতে দাঁত চেপে, চোখ কুঁচকে আইসবার্গের দিকে তাকিয়ে থাকল সে।

বিশাল বরফটাকে পাল তোলা ভৌতিক জাহাজের মত লাগল। সগর্বে ভেসে যাচ্ছে ককপিট জানালার নিচে দিয়ে। সাবলীল ভঙ্গিতে থ্রটল পিছিয়ে নিয়ে এসে সামান্য একটু কন্ট্রোল ঘোরাল ফুলেট, পোর্টের দিকে ধনুকের মত বেঁকে গেল বোইঙের গতিপথ, সেই সাথে কাত হয়ে পড়ল প্লেন। বোইঙের নতুন গতি পথ বা কাত হয়ে পড়ার দিকে খেয়াল দিল না সে, পাইলটের কাঁধের ওপর দিয়ে ঝলমলে বরফের প্রকাণ্ড স্তূপের ওপর চোখ রেখে ইন্ডিকেটর ঘুরিয়ে চালিয়ে নিয়ে গেল প্লেন। এক, দুই করে পর পর তিন বার চক্কর দিল সে, প্লেন সিধে করার জন্যে পাইলটের কাছ থেকে নির্দেশ পাবার অপেক্ষায় রয়েছে। অবশেষে জানালার বাইরে থেকে মাথা টেনে আনল কোস্টার, তুলে নিল মাইক্রোফোন।

'হ্যাডলি? কই, আমার চোখে তো কিছুই পড়ল না। শুধু বরফ!'

'ওই বরফে কিছু একটা আছে, লেফটেন্যান্ট,' সাথে সাথে জবাব ভেসে এল হ্যাডলির। 'পরিষ্কার ব্লিপ পাচ্ছি আমার...'

পাইলট কোস্টার কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগে কথা বলল লেফটেন্যান্ট জন গোয়ান, 'আমার যেন মনে হলো, কালো মতো কিছু একটা দেখতে পেয়েছি, স্কিপার! পশ্চিম মুখে, ওয়াটার লাইনের কাছে।'

কো-পাইলটের দিকে ফিরল কোস্টার। চেহারায় এখনও রাজ্যের বিরক্তির ছাপ লেগে রয়েছে। বলল, 'দুশো ফিট নিচে নামো।'

হুকুম তামিল করতে এক মিনিটের বেশি নিল না ফুলেট। এক, দুই করে আরও কয়েকটা মিনিট পেরিয়ে গেল। বারবার চক্কর দিল সে আইসবার্গকে। প্লেনের গতি ঘণ্টায় মাত্র বিশ মাইল।

'আরও আছে,' গম্ভীর শোনাল পাইলটের গলা। 'আরও একশো ফিট নামো।'

'তার চেয়ে আমরা বরং ল্যান্ড করি ওটার ওপর,' কথাচ্ছলে বলল ফুলেট। ভয় যদি তার মনে ঢুকেও থাকে, চেহারা দেখে তা বোঝা গেল না। চোখে স্থির দৃষ্টি, দেখে মনে হয় এই লোক ঘুমিয়ে পড়তে যাচ্ছে। কিন্তু ভয়ঙ্কর ঝুঁকি নিয়ে প্লেন চালাবার দায়িত্বটাকে সে যে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছে তা বোঝা যায় ভুরুজোড়ার ওপর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখে। সাগরের নীল ঢেউগুলোকে এত কাছে লাগল, মনে হলো পাইলটের কাঁধের ওপর দিয়ে হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারবে। বার বার ছেদ পড়ল তার গভীর একাগ্রতায়, তার কারণ আইসবার্গের পাঁচিলগুলো এখন প্লেনকে ছাড়িয়ে আরও উঁচুতে উঠে গেছে, চূড়াগুলো সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেছে ককপিট জানালার ওপরে। একটু যদি বেঁকে যায় প্লেন, হঠাৎ যদি দমকা একটা বাতাস লাগে, ঢেউয়ের মাথায় বা বরফের গায়ে ধাক্কা খাবে পোর্ট উইঙের ডগা। সাথে সাথে সাঙ্গ হবে বোইং এবং তার সাথে দশজন লোকের ভবলীলা।

কি যেন একটা দেখতে পেল এবার পাইলট। পরিষ্কার নয়, আবছা। ধীরে ধীরে বড় হলো সেটা। একটু আকৃতি পেল। কিন্তু এখনও পরিষ্কার নয়। তবে বোঝা গেল, প্রকৃতি নয়, জিনিসটা মানুষের তৈরি।

ফুলেটের মনে হলো, এক যুগ পর জানালার বাইরে থেকে ভেতরে মাথা টেনে নিল পাইলট।

কেবিনে মাথা ফিরিয়ে নিয়ে এসে জানালা বন্ধ করল কোস্টার, এক ঝটকায়

অন করল সুইচ।

'গোয়ান? দেখেছ?' ভোঁতা শোনাল গলার স্বর, পাইলট যেন বালিশে মুখ গুঁজে কথা বলল। প্রথমে ভাবল ফুলেট, পাইলটের চোয়াল আর ঠোঁট বোধহয় ঠাণ্ডায় জমে গেছে। কিন্তু দ্রুত মুহূর্তের জন্যে তার দিকে একবার তাকাতেই নিজের ভুলটা বুঝতে পারল সে। ঠাণ্ডায় নয়, বিস্ময়ে শক্ত পাথরের মত জমাট হয়ে গেছে পাইলটের চেহারা।

ইন্টারকমের ভেতর দিয়ে যান্ত্রিক প্রতিধ্বনির মত ভেসে এল গোয়ানের গলা, 'দেখেছি। কিন্তু আমি...নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না—এ কিভাবে সম্ভব!'

'সম্ভব নয়!' আবার সেই ভোঁতা গলায় বলল পাইলট। 'কিন্তু বরফের ভেতর ওটা যে আছে তাতেও কোন সন্দেহ নেই। আইসবার্গের ভেতর ওটা একটা জাহাজ, গোয়ান। ফর গডস সেক!' ফুলেটের দিকে ফিরল সে। আপন মনে এদিক ওদিক মাথা নাড়ল। 'খুঁটিনাটি কিছু দেখতে পাইনি। ঝাপসা লাগল, ঠিক বুঝলাম না কি দেখলাম, বো নাকি স্টার্ন!'

চোখ থেকে গগলস্ নামিয়ে বুড়ো আঙুলটা ওপর দিকে তুলল সে। ধীরে ধীরে স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলল কো-পাইলট ফুলেট। সতর্কতার সাথে সিধে করল প্লেনটাকে। তারপর আটলান্টিকের ঢেউয়ের নাগাল থেকে নিরাপদ দূরত্বে তুলে নিয়ে এল বোইঙের পেট।

'মাফ করবেন, লেফটেন্যান্ট,' হেডফোনে হ্যাডলি চেজের গলা ভেসে এল। কার্গো সেকশনে, রাডার সেটের সামনে পিঠ বাঁকা করে বসে আছে সে। স্কোপের ঠিক মাঝখানে সাদা একটা ব্লিপ, সেটার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে আছে। 'একটা ধারণার কথা বলছি, ভুল হবার কোন সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। ওটা জাহাজ হোক বা ডায়নোসর, লম্বায় একশো পঁচিশ ফিটের কম নয়।'

'সম্ভবত পরিত্যক্ত একটা ফিশিং ট্রলার,' ঘস ঘস করে চোয়াল ঘষে বলল পাইলট। রক্ত চলাচল আবার শুরু হওয়ায় অসহ্য ব্যথা অনুভব করছে সে।

'নিউ ইয়র্কের ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টারের সাথে যোগাযোগ করব, লেফটেন্যান্ট?' জানতে চাইল ফুলেট। 'বললেই উদ্ধারকারী দল পাঠাবে ওরা।'

মাথা নাড়ল পাইলট। 'খামোকা ওদেরকে ব্যস্ত করে তোলার দরকারটা কি! বোঝাই তো যাচ্ছে, ওখানে কেউ বেঁচে নেই। নিউফাউন্ডল্যান্ডে নেমে বিস্তারিত রিপোর্ট করব আমরা।'

কয়েক মুহূর্তের নীরবতা, তারপর গোয়ান বলল, 'বার্গের ওপর দিয়ে আরেকবার যেতে চাই, লেফটেন্যান্ট। কুইক আইডেন্টিফিকেশনের জন্যে ওটার ওপর ডাই মার্কার ফেলা দরকার।'

'ঠিক। আমার সিগন্যাল পেলে ড্রপ করবে।' ফুলেটের দিকে ফিরল পাইলট। 'বার্গের সবচেয়ে উঁচু পয়েন্টের ওপর দিয়ে উড়ে যেতে হবে। যতটা সম্ভব নেমে যাও, বার্গ থেকে তিনশো ফিটের মধ্যে নামতে পারলে ভাল হয়।'

মন্থরগতিতে বিশাল একটা প্রাগৈতিহাসিক পাখির মত আইসবার্গের ওপর চলে এল বোইং, পাখিটা যেন বাসা খুঁজছে। পিছনে, খোলা কার্গো দরজার সামনে

দাঁড়িয়ে আছে গোয়ান, বাড়িয়ে ধরা হাতে রয়েছে জার ভর্তি লাল ডাই। পাইলটের কমান্ড কানে ঢুকতেই জারটা শূন্যে ছেড়ে দিল সে। প্রতি সেকেন্ডে ছোট হতে থাকল সেটা, শেষ পর্যন্ত কালো একটা বিন্দুর আকৃতি পেল। আইসবার্গের সমতল পিঠের ওপর পড়ে ভেঙে গেল জার। সাদা বরফের গায়ে ছড়িয়ে পড়ল লাল রঙ।

'চমৎকার!' খুশি হয়ে উঠল পাইলট। 'সুন্দর জায়গায় পড়েছে। সার্চ পার্টিকে আর কষ্ট করতে হবে না, কাছে এলেই দেখতে পাবে।' পরমুহূর্তে চেহারাটা গম্ভীর হয়ে উঠল। তাকাল আইসবার্গের আরও নিচে, যেখানে বরফের ভেতর আটকে আছে দুর্ভাগা জাহাজটা। 'আহা, কি করুণ পরিণতি! ভাবছি, কি ঘটেছিল তা কি কোনদিন জানতে পারব আমরা?'

ফুলেটের চোখের দৃষ্টিতে চিন্তার ভাব ফুটে উঠল। 'এর চেয়ে বড় কবর নিশ্চয়ই আশা করেনি ওরা।'

'বড়, কিন্তু অস্থায়ী। গালফ্ স্ট্রীমে পৌঁছে দু'হপ্তাও টিকবে না, গলে সব পানি হয়ে যাবে।'

এরপর আর কেউ কোন কথা বলল না। তার ফলে প্লেন ইঞ্জিনের একটানা গুঞ্জন যেন আরও বেড়ে গেল। ক্রু-রা সবাই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল যে যার চিন্তায়।

অবশেষে খুক খুক করে কেশে নিস্তব্ধতা ভাঙল টমি কোস্টার। আড়চোখে কো-পাইলট ফুলেটের দিকে একবার তাকিয়ে হাত বাড়াল হরর উপন্যাসটার দিকে। 'তোমাকে এই শেষ বার মনে করিয়ে দিচ্ছি, ফুলেট,' ভারী গলায় বলল সে, 'আমাকে বিরক্ত করা চলবে না। আর, হ্যাঁ, ফুয়েল গজটা তেষ্টায় মারা যাবার আগেই দয়া করে আমাদের তুমি বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে চলো।'

চলে গেল কোস্ট গার্ড পেট্রল প্লেন। ক্রমশ দূরে মিলিয়ে গেল ইঞ্জিনের শব্দ।

আকাশচুম্বি আইসবার্গটা সাগরের বুকে স্থির হয়ে আছে। না, স্থির হয়ে নেই আসলে, কিন্তু স্রোতের সাথে তার ভেসে যাওয়ার গতি এতই মন্থর যে খালি চোখে সেটা ধরা পড়ে না।

গ্রীনল্যান্ডের পশ্চিম উপকূলের একটা গ্লেসিয়ার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল এই আইসবার্গ। সে আজ প্রায় বছরখানেক আগের কথা। গ্লেসিয়ার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নেমে এসেছিল সাগরে। আকারে আরও বড় ছিল এটা, অন্যান্য বার্গের সাথে ধাক্কা খেয়ে এই আকৃতি পেয়েছে।

পেট্রল প্লেনটা অদৃশ্য হয়ে যাবার পরও বেশ কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা জমাট বেঁধে থাকল আইসবার্গের ওপর। তারপর একটু নড়েচড়ে উঠল কি যেন। ঠিক পানির কিনারার কাছে। আবছা দুটো আকৃতি ক্রমশ মানুষের মূর্তি ধারণ করল। হাঁটু সোজা করে উঠে দাঁড়াল তারা। তাকিয়ে থাকল পেট্রল প্লেনের গমন পথের দিকে।

খালি চোখে বিশ ফিট দূর থেকেও কেউ দেখতে পাবে না ওদের। দু'জনেই পরে আছে সাদা স্নোস্যুট, তুষার ধবল ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে।

অনেকক্ষণ ধরে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকল তারা। ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করছে। কোন শব্দ পাওয়া যায় কিনা শোনার চেষ্টা করছে। যখন বুঝল পেট্রল প্লেনটা আর

ফিরে আসবে না, দু'জনের মধ্যে একজন হাঁটু গেড়ে বসে পায়ের সামনে থেকে বরফ খুঁড়ে ছোট একটা রেডিও ট্র্যান্সমিটার এবং রিসিভার বের করল। দশ ফুটি এরিয়ালটা টেনে লম্বা করে নিয়ে ফ্রিকোয়েন্সি সেট করল সে। খুব বেশি দূর থেকে নয়, এই একই ফ্রিকোয়েন্সিতে অন্য কেউ তার সেট অন করে রেখেছে, কাজেই যোগাযোগ পেতে মোটেও কষ্ট হলো না।

দুই

প্রচণ্ড শীতে হি হি করতে করতে পাইপে আরও একটু জোরে কামড় বসাল লেফটেন্যান্ট কমান্ডার লী পেরি, পশমী কাপড় দিয়ে কিনারা মোড়া উইন্ডব্রেকারের গভীরে মুঠো পাকানো হাত দুটো আরও ইঞ্চি দুয়েক করে ঢুকিয়ে দিল। একচল্লিশ বছর বয়স কমান্ডারের, তার মধ্যে আঠারো বছর কেটেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোস্ট গার্ডে চাকরি করে। অস্বাভাবিক বেঁটে এবং মোটা সে, প্রায় সব সময় অনেকগুলো গরম কাপড়ে শরীরটা জড়ানো থাকে বলে লম্বায় চওড়ায় সমান দেখায়। ধূসর রঙের ঘন ভুরুর নিচে জ্বলজ্বলে দুটো নীল চোখ। অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং বুদ্ধিমান লোক সে, সুপারকাটার সুয়ারলিনের সুযোগ্য কমান্ডার।

লড়িয়ে মোরগের মত ব্রিজে দাঁড়িয়ে আছে সে। শরীরটা স্থির, পা দুটো ফাঁক করা। পাশে দাঁড়ানো তালগাছের সমান লম্বা লোকটার উদ্দেশে কথা বলার সময় তার দিকে তাকাবার প্রয়োজন বোধ করল না।

'রাডার থাকলেও এই আবহাওয়ায় আমাদেরকে খুঁজে বের করতে বারোটা বেজে যাবে ওদের,' ঠাণ্ডা হিম আটলান্টিকের বাতাসের মতই ধারাল কমান্ডারের গলার আওয়াজ। 'এক মাইল দূরের জিনিসও দেখা যাচ্ছে না।'

ধীরে ধীরে অদৃশ্য একটা টার্গেটে লক্ষ্য স্থির করল সুয়ারলিনের এক্জিকিউটিভ অফিসার হ্যাজেল ওয়াটসন, টোকা দিয়ে শূন্যে ছুঁড়ে দিল সিগারেটের টুকরোটাকে। সোজা দশ ফিট উঠে গেল সেটা, কিন্তু পড়তে শুরু করার আগেই বাতাসে ভর করে ব্রিজের ওপর দিয়ে উড়ে গেল অনেক দূরে। ধূমায়িত সাদা টিউবটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ওয়াটসন। আরেকটা দমকা বাতাস ছিনিয়ে নিল সেটাকে, সোজা নিয়ে গিয়ে ফেলল সাদা ঝুঁটিওয়ালা একটা ঢেউয়ের মাথায়। 'আমাদের খুঁজে পেলেই বা-কি,' ঠাণ্ডায় প্রায় অসাড় হয়ে যাওয়া ঠোঁট জোড়া নড়ে উঠল ওয়াটসনের, 'জাহাজ যেভাবে দুলছে, 'কপ্টারের পাইলট মাতাল না হলে এখানে ল্যান্ড করার কথা ভাবতেও সাহস পাবে না।' ইঙ্গিতে কমান্ডারকে সুয়ারলিনের ল্যান্ডিং প্ল্যাটফর্মটা দেখাল সে। সাগর থেকে লাফিয়ে ওঠা পানিতে এরই মধ্যে ভিজে গেছে জায়গাটা।

'মাতাল বা পাগল নয়, অথচ আত্মহত্যা করতে চায় এমন লোকের অভাব নেই দুনিয়ায়,' গম্ভীর স্বরে বলল কমান্ডার।

'সাবধান করে দিলেও কেউ যদি সাবধান না হয়, আমাদের কি করার আছে!'

তালগাছ সমান লম্বা এবং রোগা-পাতলা হলেও এক্জিকিউটিভ অফিসার ওয়াটসনের গলার স্বর অস্বাভাবিক মোটা এবং ভারী, যেন তলপেটের গভীর কোথাও থেকে উঠে আসছে। 'ওটা সেন্টজন'স থেকে আকাশে ওঠার পরপরই সিগন্যাল পাঠিয়ে জানিয়ে দিয়েছি, সাগরের অবস্থা ভাল নয়, সুয়ারলিনে ল্যান্ড করার চেষ্টা নেহাত বোকামি হবে। সবিনয় ভদ্রতার সাথে পাইলট শুধু বলল, ধন্যবাদ।' একটু থেমে মন্তব্য করল সে, 'পরিষ্কার বুঝতে পারছি, পাইলট শিক্ষিত একটা গোঁয়ার, কারও কথায় কান দেবার পাত্র নয়।'

একটু পরই শুরু হলো বৃষ্টি। সেই সাথে টানা বাতাসের প্রকোপ বেড়ে গেল। রূপালী ঝালরের মত সুপারকাটারের ওপর নেমে এল পানি। ডেকের ওপর যারা ডিউটিতে ছিল, সবাই গায়ে অয়েলস্কিন চড়াল। সুয়ারলিন এবং তার ক্রুদের ভাগ্য বলতে হবে যে, এয়ার টেমপারেচার চল্লিশ ডিগ্রী ফারেনহাইটে স্থির হয়ে আছে, ফ্রিজিং পয়েন্ট এখনও আট ডিগ্রী দূরে। টেমপারেচার ফ্রিজিং পয়েন্টে পৌঁছলে গোটা জাহাজ ঢাকা পড়ে যাবে বরফের চাদরে।

কমান্ডার এবং ওয়াটসন অয়েলস্কিন পরা শেষ করেছে মাত্র, ঘড়ঘড় করে উঠল ব্রিজের লাউডস্পীকার।

'ক্যাপ্টেন, রাডারে এইমাত্র পেলাম পাখিটাকে। পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছি।'

হ্যান্ড ট্র্যান্সমিটার তুলে সম্মতি জানাল কমান্ডার লী পেরি। তারপর ওয়াটসনের দিকে ফিরে চিন্তিতভাবে বলল, 'মনটা খুঁতখুঁত করছে। এর মধ্যে কোথাও একটা গোলমাল না থেকেই পারে না।'

'গোলমাল থাকাই স্বাভাবিক,' বলল ওয়াটসন। 'গোটা ব্যাপারটাই কেমন যেন খাপছাড়া। এর আগে কখনও এ-ধরনের নির্দেশ পাইনি আমরা। দু'জন আরোহীকে সুয়ারলিনে নামতে দিতে হবে! তাও, সিভিলিয়ান হেলিকপ্টার নিয়ে আসছে তারা। আচ্ছা, আরেকটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করেছেন, কমান্ডার? আমাদের ডিস্ট্রিক্ট কমান্ড থেকে নয়, 'কপ্টারটা আসছে সরাসরি কমান্ডান্টের হেডকোয়ার্টার ওয়াশিংটন থেকে!'

'ঠিক বুঝতে পারছি না এ-ধরনের একটা নির্দেশ কেন দিলেন কমান্ডার। কেন আসছে লোক দু'জন, তাও জানাননি। তাড়াহুড়ো করে মেসেজ পাঠিয়েছেন, যেন সাংঘাতিক কোন জরুরী ব্যাপার, তার মানে নিশ্চয়ই প্রমোদ-ভ্রমণে আসছে না ওরা।'

হঠাৎ শরীরটা শক্ত হয়ে গেল কমান্ডারের, কান পেতে কি যেন শোনার চেষ্টা করল সে। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল আকাশের দিকে। কিছু দেখা গেল না বটে, কিন্তু পরিষ্কার শোনা গেল যান্ত্রিক গুঞ্জন। ওটা যে একটা হেলিকপ্টারের রোটার ব্লেডের আওয়াজ, তা ওয়াটসনও বুঝতে পারল।

ঘন মেঘে ঢাকা পড়ে আছে আকাশ। প্রায় তিরিশ সেকেন্ড পেরিয়ে গেল, তবু দেখা গেল না কিছু। তারপর একই সাথে দু'জনের চোখে ধরা পড়ল সেটা। বৃষ্টির ভেতর দিয়ে পশ্চিম দিক থেকে আসছে 'কপ্টার, সোজা সুপারকাটার সুয়ারলিনের দিকে। দেখেই চিনতে পারল কমান্ডার। ইউলিসিস কিউ-ফাইভ-ফাইভ-এর টু-সীটার সিভিলিয়ান সংস্করণ, ঘণ্টায় আড়াইশো মাইল স্পীড।

'সত্যি নামতে চেষ্টা করবে?' বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল ওয়াটসনের মুখ।

উত্তর না দিয়ে আবার ট্র্যান্সমিটারটা মুঠো করে ধরল কমান্ডার পেরি, মাউথপীসে কথার তুবড়ি ছাড়ল সে, 'পাইলটকে সিগন্যাল দাও। বলো, দশ ফুটি উঁচু ঢেউ ঠেলে এগোচ্ছি আমরা, এই অবস্থায় সে যেন টাচডাউনের কোনরকম চেষ্টা না করে। করলে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এবং সেজন্যে আমি দায়ী থাকব না।'

কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করল কমান্ডার পেরি, কটমট করে তাকিয়ে আছে হেলিকপ্টারের দিকে। 'কি হলো?'

ঘড়ঘড় করে উঠল স্পীকার। 'পাইলট বলছে, আপনি তাকে সাবধান করে দিয়েছেন বলে সে কৃতজ্ঞ। কিন্তু সেই সাথে সম্মানের সঙ্গে অনুরোধ জানাচ্ছে, হাতের কাছে যেন কয়েকজন লোক রাখা হয়, যাতে করে 'কপ্টার প্যাড স্পর্শ করা মাত্র ল্যান্ডিং গিয়ার ধরে সামলে রাখতে পারে।'

'আমার ধারণাই ঠিক,' তিক্তস্বরে বলল ওয়াটসন, 'লোকটা বিনয়ী, কিন্তু বড় জেদী।'

'বোঝা গেল,' দাঁতে দাঁত চাপল কমান্ডার পেরি। জুলফির নিচের অংশ আধ ইঞ্চি উঁচু হয়ে উঠল। পাইপটা হাতে নিয়ে বলল, 'বিনয় আমি ধুয়ে খাব নাকি? আমার জাহাজের খানিকটা অন্তত চুরমার না করে ছাড়বে না ইডিয়ট লোকটা!' হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল সে। তারপর তুলে নিল বুলহর্ন। 'চীফ রনসন! লোকজন রেডি রাখো, 'কপ্টার প্যাড স্পর্শ করা মাত্র ওটাকে ঠেক দিতে হবে। কিন্তু সাবধান, প্যাডে ওটা স্থির না হওয়া পর্যন্ত কেউ যেন কাভার ছেড়ে না বেরোয়। প্যাড ছুঁয়েই উল্টে যেতে পারে ওটা। নিজের কোন লোক হারাতে চাই না আমি। আর, হ্যাঁ, একদল ক্র্যাশ-ক্রুকে তৈরি থাকতে বলো।'

'হলিউডের সেরা সেক্সকুইনের সঙ্গ পাব জানলেও এই অবস্থায় 'কপ্টার নিয়ে আকাশে থাকতে রাজি হব না আমি,' বিড় বিড় করে বলল ওয়াটসন।

'কথায় কথায় পাইলটের প্রশংসা করছ তুমি,' মৃদু স্বরে বলল কমান্ডার। 'অবশ্য সেটা তার প্রাপ্য!'

সুয়ারলিন বাতাসের উল্টোদিকে মুখ করে এগোলে সুপারস্ট্রাকচার ভয়ঙ্কর দোল খাবে, ফলে ধাক্কা খেয়ে গুঁড়ো হয়ে যাবে 'কপ্টার। আবার, স্রোতের দিকে আড়াআড়িভাবে এগোলে ঢেউয়ের দোলায় বড় বেশি দুলবে জাহাজ, প্যাডে শক্ত বা স্থির ভাবে ল্যান্ড করতে পারবে না পাইলট। দীর্ঘ প্রায় দু'যুগের অভিজ্ঞতা এবং সূক্ষ্ম বিচক্ষণতার ফলে সিদ্ধান্ত নেয়াটা সহজ রুটিন কাজের মত লাগল কমান্ডারের।

'স্পীড কমিয়ে কোর্স বদল করো। বাতাস এবং ঢেউ যেন প্রথমে বো-র পাশে এসে লাগে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে হুইল হাউসের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল ওয়াটসন। কয়েক সেকেন্ড পর ফিরে এল সে, বলল, 'বাতাস এবং ঢেউ প্রথমে বো-র পাশে লাগবে।'

উদ্বেগ এবং দুশ্চিন্তায় চেহারা ম্লান হয়ে গেল কমান্ডার পেরি আর ওয়াটসনের। কুয়াশার ভেতর দিয়ে উজ্জ্বল হলুদ হেলিকপ্টারটা দ্রুত এগিয়ে আসছে। ত্রিশ ডিগ্রী কোণ থেকে সুয়ারলিনের স্টার্নের দিকে ছুটে এল সেটা। বাতাসের ধাক্কায় কোর্স থেকে বারবার সরে গেল পাইলট, কিন্তু কি এক অদ্ভুত কৌশলে 'কপ্টারকে সিধে

রাখতে পারল সে। জাহাজ থেকে আর যখন মাত্র একশো গজ পিছনে সেটা, ধীরে ধীরে স্পীড কমাতে শুরু করল পাইলট। এইভাবে একসময় শূন্যে একেবারে দাঁড়িয়ে পড়ল যান্ত্রিক ফড়িংটা। তার ঠিক নিচেই ল্যান্ডিং প্যাড, ঢেউয়ের সাথে দ্রুত ওপরে উঠছে, পরমুহূর্তে একই গতিতে নেমে যাচ্ছে আবার। মাত্র কয়েকটা মুহূর্তে একই জায়গায় স্থির হয়ে থাকল 'কপ্টার, কিন্তু কমান্ডার লী পেরির মনে হলো, এরই মধ্যে এক যুগ পেরিয়ে গেছে। প্রতিটি ঢেউয়ের সাথে সুপারকাটারের ফ্যানটেইল ওঠা-নামা করছে, ককপিট জানালা দিয়ে মাথা বের করে সেটার ডগা থেকে 'কপ্টারের দূরত্ব অনুমান করার চেষ্টা করছে পাইলট। এই অবস্থায়, হঠাৎ করে, ল্যান্ডিং প্যাড যখন তার শিখরে উঠে এসেছে, থ্রটল পিছিয়ে দিয়ে ইউলিসিসকে নিখুঁতভাবে সুয়ারলিনে নামিয়ে আনল পাইলট, পরবর্তী ঢেউয়ের গা থেকে ঝাঁকি খেতে খেতে স্টার্নটা নিচের দিকে নামতে শুরু করার ঠিক আগের মুহূর্তে।

স্কিড জোড়া প্যাড ছুঁয়েছে কি ছোঁয়নি, সুপারকাটারের পাঁচজন ক্রু কাত হয়ে পড়া ডেক ধরে ছুটে এল। ডেকের সাথে কাত হয়ে পড়ল 'কপ্টার। তীব্র বাতাস আর বৃষ্টি উপেক্ষা করে সেটাকে বেঁধে ফেলার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল তারা। উপস্থিত সবাই বুঝল, আর মাত্র পাঁচটা সেকেন্ড দেরি হয়ে গেলে ঢালু ডেক থেকে গড়িয়ে উত্তাল সাগরে গিয়ে পড়ত 'কপ্টার।

'কপ্টারের ইঞ্জিন থেমে গেল। ধীরে ধীরে স্থির হলো রোটর ব্লেড। ককপিটের পাশের একটা দরজা খুলে গেল। দোর-গোড়ায় দেখা গেল দু'জন লোককে। বাতাসের সাথে হুহু করে ছুটে আসছে কুয়াশা, দু'জনেই মুখ নিচু করে লাফ দিয়ে পড়ল প্ল্যাটফর্মে।

'ধেড়ে শয়তানের সাহসের তারিফ করতে হয়!' বিড় বিড় করে বলল ওয়াটসন। 'গোটা ব্যাপারটা এমন সহজ ভাবে সারল যেন এর মধ্যে কোন ঝুঁকিই ছিল না!'

কমান্ডারের মুখের পেশীতে টান পড়ল। 'ওদের কাগজ-পত্র যেন জোরাল হয়। কোস্ট গার্ড হেডকোয়ার্টার, ওয়াশিংটন থেকে সুপারিশ না নিয়ে এসে থাকলে আমাকে ওরা সন্তুষ্ট করতে পারবে না।'

এই প্রথম ওয়াটসনের মুখে মৃদু হাসি দেখা গেল। 'কে জানে, ওরা হয়তো কংগ্রেসম্যান, ইন্সপেকশন ট্যুরে এসেছে।'

'হাসালে দেখছি!'

'ওদেরকে আপনার কেবিনে নিয়ে যাব, কমান্ডার?'

মাথা নাড়ল কমান্ডার লী পেরি। 'না। আমার অভিনন্দন জানাও ওদের, তারপর অফিসার্স মেসে নিয়ে এসো।' হঠাৎ নিঃশব্দে একটু হাসল সে। 'সত্যি কথা বলতে কি, এই মুহূর্তে আগুনের মত গরম এক কাপ কফি ছাড়া আর কিছুর কথা ভাবতে রাজি নই আমি।'

দু'মিনিট পরের ঘটনা। অফিসার্স মেস রুমে টেবিল সামনে নিয়ে বসে আছে কমান্ডার লী পেরি, গরম কফি ভর্তি একটা মগকে চারদিক থেকে জড়িয়ে ধরেছে তার দু'হাতের ঠাণ্ডা দশটা আঙুল। মগটা প্রায় অর্ধেক খালি হয়ে এসেছে, এই সময় দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল হ্যাজেল ওয়াটসন। তার পিছনেই দেখা গেল

হেলিকপ্টারের একজন আরোহীকে। ষাটের ওপর বয়স লোকটার, চুল-দাড়ি ধবধবে সাদা। বয়স হলেও, শরীরটা এখনও বেশ মজবুত। শরীরে মেদ নেই, পেশীগুলো এখনও ঝুলে পড়েনি। বড়সড় রিমলেস চশমা পরে আছে সে। শুধু মাথার চারদিকের কিনারায় চুল আছে, মাঝখানে চকচকে টাক। প্রথম দর্শনেই কমান্ডার লী পেরির মনে হলো, লোকটা পাগলাটে এক বিজ্ঞানী না হয়েই যায় না। মুখটা গোলগাল, দেখে মনে হয় শান্তশিষ্ট প্রকৃতির মানুষ। ব্রাউন রঙের চোখে হাসি হাসি একটা ভাব ফুটে আছে। কমান্ডারকে দেখতে পেয়ে সোজা তার দিকেই এগিয়ে এল অচেনা অতিথি। টেবিলের সামনে এসে করমর্দনের জন্যে বাড়িয়ে দিল হাতটা।

'কমান্ডার পেরি, তাই না?—আমি করিডন, ড. বিল করিডন। এভাবে আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে আমরা দুঃখিত, কমান্ডার।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে করমর্দন সারল কমান্ডার। 'স্বাগতম, ডক্টর। বসুন, প্লীজ। কফি খান।'

'কফি? একদম সহ্য করতে পারি না,' এমন একটা মুখ-ভঙ্গি করল ড. করিডন, যেন শোকে একেবারে কাতর হয়ে পড়েছে সে। পরমুহূর্তে কি যেন কল্পনা করে চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার। 'তবে, হ্যাঁ, গরম এক কাপ কোকো যদি হয়, বিনিময়ে এই মুহূর্তে একটা চোখ দিয়ে দিতেও বোধহয় আপত্তি করব না আমি!'

রসিকতাটা মোটেও জমল না। অন্তত কমান্ডার হাসল না, আর কমান্ডার হাসল না বলে ওয়াটসনও হাসি চেপে রাখতে বাধ্য হলো।

'তা কোকোও আছে আমাদের,' শুকনো গলায় বলল কমান্ডার। চেয়ারে হেলান দিল সে। তারপর ডাকল, 'জেম!'

গ্যালি থেকে দ্রুত ছুটে এল সাদা জ্যাকেট পরা একজন স্টুয়ার্ড। দীর্ঘদেহী, একহারা চেহারা, হাঁটার ভঙ্গিটা দেখে বুঝতে বাকি থাকে না এ-লোককে টেক্সাস থেকে আমদানী করা হয়েছে। 'ইয়েস স্যার, ক্যাপ্টেন। বলুন কি আনতে হবে।'

'মেহমানের জন্যে এক কাপ কোকো, আমাদের জন্যে আরও দু'কাপ কফি, আর…' কথার মাঝখানে থেমে চোখে প্রশ্ন নিয়ে ওয়াটসনের পিছন দিকে তাকাল কমান্ডার। 'আমরা বোধ হয় ড. করিডনের পাইলটের কথা ভুলে গেছি।'

'তিনি এই এলেন বলে,' চেহারায় অসুখী একটা ভাব নিয়ে বলল ওয়াটসন। চেহারার এই ভাবটা একটা ইঙ্গিতও হতে পারে, কমান্ডারকে বোধহয় সতর্ক করে দিতে চাইল সে। 'হেলিকপ্টারটা ঠিক মত বাঁধা হলো কিনা নিশ্চিত হতে চান তিনি।'

মুহূর্তের জন্যে স্থির দৃষ্টিতে ওয়াটসনের দিকে তাকিয়ে থাকল কমান্ডার পেরি, তারপর চোখ ফিরিয়ে নিল। 'বুঝেছ, জেম? পট নিয়ে এসো, আমরা ঢেলে নেব।'

মাথা ঝাঁকিয়ে গ্যালিতে ফিরে গেল স্টুয়ার্ড।

'নিজের চারপাশে নিরেট চারদেয়াল দেখে কি রকম নিরাপদ বোধ করছি সে আমি বলে বোঝাতে পারব না।' মাথার কিনারায় হাত তুলল ড. বিল করিডন। 'বিশ্বাস করুন কমান্ডার, হেলিকপ্টারে ওঠার সময় আমার সবগুলো চুল পাকা ছিল না। তুমুল ঝড়ের মধ্যে অ্যালুমিনিয়ামের খাঁচায় বসে আছি, নিচে উন্মত্ত সমুদ্র—আমি যে হার্টফেল করিনি সেটাই তো এখন আশ্চর্য বলে মনে হচ্ছে!' হা-হা করে হেসে

উঠল সে।

হাতের মগটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল কমান্ডার পেরি। মুখে হাসির ছিটেফোঁটাও নেই। 'ভালয় ভালয় শুধু যে ক'গাছি চুল পাকার ওপর দিয়ে বিপদটা কেটে গেছে, সেটা আপনার ভাগ্য, ড. করিডন,' গম্ভীর সুরে বলল সে। 'চুল, চুলের সাথে মাথাটা, মাথার সাথে বাকি শরীরটাও যে হারাননি, এটাই আশ্চর্য। এই আবহাওয়ায় 'কপ্টার নিয়ে আকাশে ওঠাই বোকামি হয়েছে আপনার পাইলটের।'

অসহায় একটা ভঙ্গি করল ড. করিডন, যদিও এই ভাবটাও তার আরেক ধরনের রসিকতা বলে সন্দেহ হলো ওয়াটসনের। বলল, 'কিন্তু আমাদের কোন উপায় ছিল না। মিশনটা জরুরী।' বলার ভঙ্গিটা এমন যেন কোন স্কুল-ছাত্রকে জ্ঞানদান করছে। 'আপনি, আপনার ক্রু, আপনার জাহাজ—এরা সবাই গুরুত্বপূর্ণ একটা দায়িত্ব পালন করতে যাচ্ছেন। অথচ আমাদের হাতে সময় বলতে গেলে একেবারেই নেই। বিশ্বাস করুন,' কথার গুরুত্ব বোঝাবার জন্যে চোখ পাকাল সে, 'একটা মিনিট অপচয় করার উপায় নেই আমাদের।' বুক-পকেট থেকে কাগজের একটা টুকরো বের করল সে। টেবিলের ওপর দিয়ে ঠেলে দিল সেটা কমান্ডারের দিকে। 'আমাদের উপস্থিতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিচ্ছি আমি, কিন্তু তার আগে আমি অনুরোধ করব, দয়া করে এই পজিশনে বদল করুন জাহাজের কোর্স।'

কাগজের টুকরোটা হাতে নিল কমান্ডার পেরি, কিন্তু পড়ে দেখার প্রয়োজন বোধ করল না। 'মাফ করবেন, ড. করিডন। আপনার অনুরোধ রক্ষা করার অনুমতি আমাকে দেয়া হয়নি। কমান্ডান্টের হেডকোয়ার্টার থেকে আমাকে শুধু নির্দেশ দেয়া হয়েছে, দু'জন আরোহীকে জাহাজে নিতে হবে। এর বেশি কিছু নয়। আপনার কথায় জাহাজের কোর্স বদল করার কোন প্রশ্নই ওঠে না।'

আহত দেখাল ড. করিডনকে। কিন্তু বেশ পরিষ্কার উচ্চারণে বলল, 'আপনি আসলে বুঝতে পারছেন না।'

হাতে ধরা মগের ওপর দিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল কমান্ডার। 'মানলাম। দয়া করে বুঝিয়ে দেবার দায়িত্বটা নিন তাহলে। কে আপনি, ড. বিল করিডন? কতটুকু আপনার ক্যাপাসিটি? আপনি এখানে কেন?'

'শান্ত হোন, কমান্ডার। আমি ভিন দেশী গুপ্তচর নই, আপনার জাহাজে স্যাবোটাজ চালাবার জন্যেও আসিনি। আমি পি. এইচ. ডি. নিয়েছি ওশেনোগ্রাফিতে এবং এই কিছুদিন হলো ন্যাশনাল আন্ডারওয়াটার অ্যান্ড মেরিন এজেন্সি আমাকে চাকরি দিয়েছে।'

'নো অফেন্স। কিন্তু তবু একটা প্রশ্নের উত্তর আমি পেলাম না।'

'আমি বোধহয় আপনার কৌতূহল মেটাতে পারি,' নতুন একটা কণ্ঠস্বর, দোরগোড়া থেকে এল। গলার আওয়াজটা নরম, কিন্তু কর্তাসুলভ একটা দৃঢ়তা আছে।

চেয়ারের হাতল ধরা কমান্ডারের মুঠো জোড়া শক্ত হয়ে উঠল। ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সে। দেখল, দরজার গায়ে অলস ভঙ্গিতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সুদর্শন এক দীর্ঘকায় যুবক। যুবকের গায়ের রঙ রোদে পুড়ে তামাটে। আমেরিকান নাকি অ্যারাবিয়ান, ঠিক ঠাহর করতে পারল না কমান্ডার। যুবকের

চেহারায় অদ্ভুত এক কাঠিন্য আছে, সহজে সেটা হয়তো ধরা সম্ভব নয়, কিন্তু ব্যাপারটা কমান্ডারের তীক্ষ্ণ চোখকে ফাঁকি দিতে পারল না। ঘন কালো চোখ জোড়ায় আত্মবিশ্বাস আর দৃঢ় সংকল্পের ছাপ ফুটে আছে। প্রথম দর্শনেই বুঝল কমান্ডার, কঠিন পাত্র। পরনে নীল এয়ার ফোর্স ফ্লাইট জ্যাকেট এবং ইউনিফর্ম। চোখে সন্ধানী দৃষ্টি থাকলেও চেহারায় শান্ত উদাস ভাব রয়েছে, কমান্ডারের সাথে চোখাচোখি হতে নিঃশব্দে হাসল সে।

'এই যে, এসে গেছ,' পরম স্বস্তি পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল ড. করিডন। 'কমান্ডার পেরি, আসুন, মেজর মাসুদ রানার সাথে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই। কিছুদিনের জন্যে স্পেশাল প্রোজেক্ট ডিরেক্টর হিসেবে নুমায় পেয়েছি আমরা ওঁকে।'

'মেজর মাসুদ রানা?' ভুরু কুঁচকে প্রতিধ্বনি তুলল কমান্ডার পেরি। 'এর আগেও কোথায় যেন শুনেছি নামটা…' স্মরণ করার চেষ্টা করল সে। পরমুহূর্তে ক্ষীণ একটু উজ্জ্বলতা ফুটল তার চেহারায়। 'হ্যাঁ, মনে পড়েছে।' সরাসরি রানার চোখে তাকাল সে। 'আপনিই তো নুমার সাহায্য নিয়ে স্ট্রাটোক্রুজার উদ্ধার করেছিলেন? তারপর কে. জি. বি. চীফ জেনারেল তুর্গেনিভকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছে দিয়েছিলেন?'

রানা নয়, কথা বলল ড. করিডন। 'আপনি ঠিকই ধরেছেন, কমান্ডার পেরি। কিন্তু এতসব গোপন খবরও রাখেন আপনি?'

'কোস্ট গার্ডের এই দায়িত্বটাও ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের আওতায় পড়ে,' গম্ভীর সুরে বলল কমান্ডার। 'তাছাড়া, সি. আই. এ. বলুন, এন. এস. এ. বলুন, সবখানে আমার বন্ধু আছে।' কথা বলছে ড. করিডনের সাথে, কিন্তু এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। 'আসুন, মি. রানা। বসুন।'

দৃঢ় পায়ে এগিয়ে এল রানা। বসল ড. করিডনের পাশে কমান্ডারের সামনাসামনি চেয়ারে।

অস্বস্তির সাথে উসখুস করছিল ওয়াটসন, তার দিকে একবার আড়চোখে তাকাল কমান্ডার। এই সময় রুমে ঢুকল স্টুয়ার্ড জেম। কোকো আর কফি রেখে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল সে। কিন্তু একটু পর আবার তাকে দেখা গেল, হাতে একটা ট্রে, তাতে বেশ কয়েকটা স্যান্ডউইচ। কারও যেন কোন কাজ নেই, সবাই তার গমন পথের দিকে নির্বাক তাকিয়ে থাকল।

চেহারা দেখে বোঝা না গেলেও, কমান্ডারের মনে অস্বস্তি ভর করছে। বিখ্যাত একটা সরকারী এজেন্সি থেকে একজন বিজ্ঞানী এসেছে—খবরটা শুভ নয়। ভিন দেশী এক নাগরিক, ভয়ঙ্কর সব কাজ দেখিয়ে যে খ্যাতি অর্জন করেছে—আরেকটা বিশুদ্ধ দুঃসংবাদ। কিন্তু দু'জনের দলটা টেবিলে তার সামনে বসে তাকে যা করতে বলছে সেটা শুধু দুঃসংবাদ নয়, প্লেগ।

'যা বলছিলাম, কমান্ডার,' দরজার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে কমান্ডারের দিকে তাকাল ড. করিডন, 'কাগজে যে পজিশনের কথা লিখেছি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওখানে আমাদের পৌঁছানো দরকার।'

মাথা নাড়ল কমান্ডার। 'অসম্ভব,' ভদ্রতা বা কৌশলের ধার ধারল না কমান্ডার, স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিল, 'আমার ক্ষমতা এবং অধিকার বলেই আমি আপনার দাবি

উপেক্ষা করছি। এই জাহাজের ক্যাপ্টেন হিসেবে আমি শুধু কোস্ট গার্ড ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টার, নিউ ইয়র্ক অথবা কমান্ডান্টের অফিস, ওয়াশিংটনের নির্দেশ মানতে পারি।' পট থেকে নিজের মগে আরও কফি ঢালার জন্যে একটু বিরতি নিল সে। তারপর আবার বলল, 'আগেই বলেছি, আমাকে শুধু দু'জন আরোহীকে জাহাজে নিতে বলা হয়েছে, তার বেশি কিছু না। সে নির্দেশ আমি পালন করেছি। এখন আমি অরিজিন্যাল পেট্রল কোর্সে জাহাজ চালাব।'

শক্ত পাথর হয়ে ওঠা কমান্ডারের মুখের দিকে এমন ভাবে তাকিয়ে থাকল রানা যেন একটুকরো ইস্পাতের গায়ে কোথাও কোন দাগ আছে কিনা পরীক্ষা করছে। কয়েক সেকেন্ড কেটে গেল। হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ও, সন্তর্পণে এগিয়ে গেল গ্যালিতে বেরোবার দরজার দিকে, উঁকি দিয়ে দেখল বাইরেটা। বিরাট একটা পটে টগবগ করে ফুটছে পানি, সেটার দিকে আলু ভর্তি একটা বস্তা টেনে নিয়ে যেতে ব্যস্ত দেখা গেল স্টুয়ার্ডকে। এরপর আরেকটা দরজা দিয়ে বাইরে উঁকি দিল রানা। মেসরুমের পাশের প্যাসেজে কাউকে দেখা গেল না। সরাসরি না তাকিয়েও বুঝল, কৌশলটা কাজে লাগছে। কমান্ডার পেরি এবং ওয়াটসন পরস্পরের সাথে বিমূঢ় দৃষ্টি বিনিময় করছে।

টেবিলের কাছে ফিরে এল রানা, কেউ আড়ি পেতে নেই বলে স্বস্তি বোধ করছে ও, এই রকম একটা ভাব ফুটিয়ে তুলল চেহারায়। টেবিলের ওপর ঝুঁকে কোস্ট গার্ড অফিসার দু'জনের কাছাকাছি মুখ সরিয়ে নিয়ে গেল ও। কথা বলল চাপা গলায়।

'ছাড়বেন না যখন, শুনুন তাহলে। ড. করিডন আপনাদের যে পজিশন দিয়েছে, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা আইসবার্গ আছে ওখানে।'

কমান্ডারের মুখে সামান্য একটু রঙ বদল হলো মাত্র, চেহারাটা আগের মতই নির্বিকার করে রাখল সে। 'অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আইসবার্গ বলতে কি বোঝাতে চান আপনি, মেজর রানা?'

পরিবেশে নাটকীয় আবেদন নিয়ে আসার জন্যে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল রানা, তারপর বলল, 'এই আইসবার্গের ভেতর আটকে আছে গোটা একটা জাহাজ।' আবার তিন সেকেন্ড বিরতি। 'আরও পরিষ্কার করে বলছি, ওটা একটা রাশিয়ান ট্রলার। অত্যাধুনিক এবং মোস্ট সফিসটিকেটেড ইলেকট্রনিক ডিটেকশন গিয়ার, মানে, রাশিয়ান বিজ্ঞানীরা এ-পর্যন্ত যা কিছু আবিষ্কার করেছে, সব আছে ওতে। শুধু তাই নয়, পশ্চিম গোলার্ধে নজর রাখার জন্যে ওদের যে প্রোগ্রাম আছে তার কোড এবং ডাটাও পাওয়া যাবে ওটায়।'

কমান্ডার পেরি এমন কি চোখের পাতা পর্যন্ত ফেলল না। রানার চোখ থেকে চোখ না সরিয়ে জ্যাকেটের পকেট থেকে টোবাকো পাউচ বের করল সে, ধীরে সুস্থে পাইপে তামাক ভরতে শুরু করল।

'মাস ছয় আগে,' বলে চলল রানা, 'ফ্লেয়ার নামে একটা রাশান ট্রলার গ্রীনল্যান্ড উপকূল থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে নোঙর ফেলে। কাছাকাছি ডিসকো আইল্যান্ডে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এয়ার ফোর্স মিসাইল বেস আছে, বেসের তৎপরতার ওপর নজর রাখতে শুরু করে ওরা। এরিয়াল ফটোগ্রাফ থেকে জানা গেল, সম্ভাব্য

সব রকম ইলেকট্রনিক রিসেপশন অ্যান্টেনা রয়েছে ওতে, যার অনেকগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা নেই মার্কিনীদের। অত্যন্ত সতর্ক ছিল রাশিয়ানরা, ট্রলার বা ট্রলারের পঁয়ত্রিশজন ক্রু, তাদের মধ্যে মেয়েও ছিল বেশ ক'জন, সবাই ট্রেনিং পাওয়া দক্ষ টেকনিশিয়ান—ভুল করেও গ্রীনল্যান্ডের সামুদ্রিক জলসীমার কাছাকাছি আসেনি। মার্কিন পাইলট খারাপ আবহাওয়ায় চেক পয়েন্ট হিসেবে ব্যবহার করছিল ওটাকে, তার মানে নিজের জায়গা ছেড়ে কখনও নড়তে দেখা যায়নি ফ্লেয়ারকে। প্রায় সব রাশিয়ান স্পাই-শিপ একটানা ত্রিশ দিন ডিউটি করার পর রিলিজ পায়, তার জায়গায় অন্য জাহাজ আসে, কিন্তু ফ্লেয়ারের বেলায় অন্য রকম ঘটল—একই জায়গায় একটানা তিন মাস ডিউটি করল সে। ব্যাপারটা লক্ষ করে মার্কিন ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্স অবাক হয়ে যায়। তারপর এক ঝড়ো সকালে, কোথাও কিছু নেই, সাগরের পিঠ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল ফ্লেয়ার। ঘটনাটা ঘটল ফ্লেয়ারের রিলিফ শিপ এসে পৌঁছবার তিন হপ্তা আগে। সময়ের এই গরমিলটা রহস্যকে আরও জটিল করে তুলল। এর আগে পর্যন্ত, দ্বিতীয় একটা স্পাই শিপ না এসে পৌঁছালে প্রথম জাহাজটাকে স্টেশন থেকে নড়তে দিত না রাশিয়ানরা।'

ওয়াটসনের বাড়ানো হাত থেকে কফি ভর্তি মগ নেবার জন্যে একটু থামল রানা। কয়েক চুমুক কফি খেয়ে আবার মুখ খুলল ও, 'রাশিয়ায় ফিরে যাবার জন্যে মাত্র দুটো পথ ছিল ফ্লেয়ারের। একটা হলো বাল্টিক সী হয়ে লেনিনগ্রাদ, আরেকটা হলো বারনেট্স্ সাগর হয়ে মারমান্স্ক্। ব্রিটিশ এবং নরওয়েজিয়ানরা জানিয়েছে, দুটো পথের কোনটাতেই রাশান ট্রলার ফ্লেয়ারকে দেখা যায়নি। তার মানে, গ্রীনল্যান্ড এবং ইউরোপিয়ান উপকূলের মাঝখানে কোথাও সমস্ত ক্রু নিয়ে গায়েব হয়ে গেছে ট্রলারটা।'

কফির মগ নামিয়ে রেখে সেটার কালচে তলানির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল কমান্ডার। 'কোস্ট গার্ডকে ব্যাপারটা জানানো হয়নি কেন? একটা রাশান ট্রলার হারিয়ে গেছে, কই, এ-ধরনের কোন রিপোর্ট তো আমরা রিসিভ করিনি।'

'ওয়াশিংটনের কাছেও ব্যাপারটা একটা বিস্ময় হয়ে দেখা দেয়। রাশানরা ফ্লেয়ার হারাবার খবরটা গোপন করে গেল কেন! এর একমাত্র সম্ভাব্য ব্যাখ্যা এটাই হতে পারে যে, নিজেদের অত্যাধুনিক স্পাই শিপের সন্ধান পশ্চিমা কোন রাষ্ট্র পেয়ে যাক তা ওরা চায়নি।'

বিদ্রূপের হাসি দেখা গেল কমান্ডার লী পেরির ঠোঁটে। 'কিন্তু আপনার গল্পটা একটু গাঁজাখুরি হয়ে যাচ্ছে না কি? একটা রাশিয়ান স্পাই শিপ কোথায় আটকে আছে?' ঠোঁটের বাঁকা হাসিটা আরও বড় করে তুলে ওয়াটসনের দিকে তাকাল সে। 'না, একটা আইসবার্গের ভেতর!'-পরমুহূর্তে ঘাড় ফেরাল সে, কটমট করে তাকাল রানার দিকে। 'রূপকথায় বিশ্বাস করার বয়স আমি পেরিয়ে এসেছি, মেজর রানা। আমাকে বিশ্বাস করাতে হলে আরও ভাল কোন গল্প শোনাতে হবে আপনার।'

কমান্ডারের বাঁকা হাসির হুবহু প্রতিকৃতি দেখা গেল রানার মুখে। 'আর কোন গল্প জানা নেই আমার। এটাকেই বিশ্বাস্য করে তোলার জন্যে আপনাকে আমি নতুন একটা তথ্য দিতে পারি।'

'নতুন তথ্য?'

'আপনাদের কোস্ট গার্ডেরই একটা পেট্রল প্লেন আইসবার্গের ভেতর একটা শিপ দেখতে পেয়েছে, যেটার আউটলাইন একটা ট্রলারের সাথে মিলে যায়। আইসবার্গের পজিশন—৪৭·৩৬ উত্তর—৪৩·২৭ পশ্চিম।'

'তাই যদি হয়, ওই পজিশনের সবচেয়ে কাছের উদ্ধারকারী জাহাজ হলো এটা, সুয়ারলিন—ব্যাপারটা চেক করার জন্যে সরাসরি ডিস্ট্রিক্ট কমান্ড, নিউ ইয়র্ক থেকে নির্দেশ দেয়া হয়নি কেন আমাকে?'

'এটা নিয়ে ঢাক-ঢোল পেটালে ক্ষতি হবে, তাই। রেডিওতে খবরটা পাঠানো মানে সংশ্লিষ্ট সবাইকে সতর্ক করে দেয়া, ওয়াশিংটন সেটা চায়নি। ভাগ্য বলতে হবে, যে প্লেনের পাইলট আইসবার্গটা দেখে সাথে সাথে রেডিও মেসেজ না পাঠিয়ে ল্যান্ড করার পর বিশদ লোকেশন রিপোর্ট দিয়েছে। রাশানরা আইসবার্গের লোকেশন জেনে ফেলার আগেই ট্রলারে পৌছে খুঁটিয়ে একটা তল্লাশী চালাতে চাইছে ওয়াশিংটন।' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'আপনার দেশের স্বার্থ আপনি যদি না বোঝেন, আমার কিছু করার নেই। একটা সোভিয়েট স্পাই শিপের গোপন ইলেকট্রনিক ইনফরমেশন আপনার দেশের জন্যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ আশা করি আপনাকে তা বুঝিয়ে বলার দরকার নেই।'

'কিন্তু আপনি কেন?' একটু কঠিন শোনাল কমান্ডারের গলার সুর। 'আমার দেশে কি ইন্টেলিজেন্স নেই, তারা স্পাই পোষে না?'

'রাশানরা গরু নয় বা ঘাসও খায় না, মার্কিন ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্স বা সি.আই.এ. থেকে কোন এজেন্টকে পাঠানো হলে সাথে সাথে খবরটা জানতে পারবে তারা, এবং সন্দিগ্ধ হয়ে উঠবে। কোন মিলিটারি এয়ারক্র্যাফট পাঠানোও সম্ভব নয়। আটলান্টিক প্রায় একটা নির্জন সমুদ্র, ওখানে একটা পাখি দেখা গেলেও সেটার গতিবিধি লক্ষ করে রাশানরা। কাজেই একজন ওশেনোগ্রাফারের সাথে পাঠানো হয়েছে আমাকে।'

'কিন্তু আমি যতদূর জানি, একজন ইনভেস্টিগেটর হিসেবে আপনিও কম বিখ্যাত নন। একজন মার্কিন বিজ্ঞানীর সাথে আপনাকে দেখে সন্দেহ করবে না রাশানরা?'

সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে দিয়ে বলল রানা, 'আমি ছদ্মবেশে আছি।'

গম্ভীর থমথমে হয়ে উঠল কমান্ডারের চেহারা।

আবার বলল রানা, 'শুধু তাই নয়, আমার পরিচয়টাও ছদ্ম। নুমার স্পেশাল প্রোজেক্ট ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করছি আমি।'

মুখ তুলে রানার চোখে চোখ রাখল কমান্ডার। 'কিছু যদি মনে না করেন, আপনি কি একজন ইলেকট্রনিক এক্সপার্ট?'

'না। আর্কটিক ওয়েদারে হেলিকপ্টার চালাবার অভিজ্ঞতা আছে আমার। আর ড. বিল করিডন আইস ফরমেশনের ওপর দুনিয়ার সেরা অথরিটিদের একজন।'

'আই সী,' মৃদু গলায় বলল কমান্ডার। 'তার মানে, ইলেকট্রনিক এক্সপার্টরা তাদের কাজ শুরু করার আগে ড. করিডন বার্গটাকে পরীক্ষা করে দেখবেন?'

'ঠিক ধরেছেন,' এতক্ষণে মুখ খুলল ড. করিডন। 'আইসবার্গে ওটা যদি সত্যি ফেয়ার হয়, আমার কাজ হবে সেটার খোলে নামার সহজ এবং নিরাপদতম পথটা

আবিষ্কার করা। আপনাকে বলে দেবার দরকার করে না যে আইসবার্গ নিয়ে খেলা করা অত্যন্ত বিপজ্জনক ব্যাপার। এটা অনেকটা হীরে কাটার মত. কাটতে যদি সামান্য একটু ভুল হয়, গোটা জিনিসটাই বরবাদ হয়ে যায়। ভুল জায়গায় একটু বেশি থারমাইট পড়ল কি বরফে ফাটল দেখা দিল, চোখের পলকে গেল ধসে। অথবা, আকস্মিকভাবে প্রচুর বরফ গলতে শুরু করলে সেন্টার অভ গ্র্যাভিটিতে তারতম্য দেখা দেবে, তাতে করে গোটা আইসবার্গ উল্টে যেতে পারে। কাজেই বুঝতে পারছেন, নিরাপত্তার খাতিরে ফ্লেয়ারে ঢোকার আগে বরফটাকে পরীক্ষা না করলেই নয়।'

চেয়ারে হেলান দিল কমান্ডার পেরি। শরীরের পেশীতে ঢিল পড়ল। রানার দিকে তাকাল একবার, চোখ ছোট ছোট করে একটু হাসল।

'লেফটেন্যান্ট ওয়াটসন!'

'স্যার!'

'ভদ্রলোকদের অনুরোধ রক্ষা করা যেতে পারে। জাহাজের কোর্স বদলাও। ৪৭·৩৬´ উত্তর—৪৩·১৭ পশ্চিম, ফুল অ্যাহেড। তারপর ডিস্ট্রিক্ট কমান্ড নিউ ইয়র্ককে সিগন্যাল দিয়ে জানাও, আমরা স্টেশন ছেড়ে যাচ্ছি।' কমান্ডার আশা করল রানার মুখের ভাব বদলে যাবে, কিন্তু নিরাশ হলো সে।

'নো অফেন্স,' শান্ত সুরে বলল রানা, 'কিন্তু আমার পরামর্শ, এধরনের কোন সিগন্যাল পাঠাবেন না।'

'সন্দেহ বা আর কিছু না, মেজর,' সবিনয়ে হাসল কমান্ডার। 'সুয়ারলিন কোস্টগার্ডের সম্পত্তি, সেটা কোথায় আছে না আছে তা ওদেরকে জানানো আমার চাকরির একটা শর্ত।'

'বেশ। কিন্তু ডিস্ট্রিক্ট কমান্ডকে আমাদের গন্তব্য জানাবেন না।' দু'সেকেন্ড কি যেন চিন্তা করল রানা, তারপর আবার বলল, 'সেই সাথে নুমা অফিস ওয়াশিংটনকে জানিয়ে দিন, আমি এবং ড. করিডন নিরাপদে সুয়ারলিনে পৌঁচেছি, আবহাওয়া অনুমতি দিলেই রেইকজাভিকের দিকে রওনা দেব।'

'রেইকজাভিক, আইসল্যান্ড?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

কি যেন বলতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিল কমান্ডার। কাঁধ ঝাঁকাল। ফিরল ওয়াটসনের দিকে। 'ড. করিডন আমাদের ইঞ্জিনিয়ার অফিসারের সাথে থাকতে পারবেন। মেজর রানা থাকবেন তোমার কেবিনে।'

চার ঘন্টা পর। ওয়াটসনের কেবিন। একটা কটে শুয়ে ঝিমাচ্ছে রানা। শরীরটা ক্লান্ত, গায়ে ব্যথা ব্যথা ভাব, অথচ মাথার ভেতর এত সব চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে যে গভীর ঘুমের কোল টেনে নিতে পারছে না ওকে। আজ থেকে ঠিক এক হপ্তা আগে এই সময় নিউপোর্ট বীচ, ক্যালিফোর্নিয়ার সৈকতে লালচুলো এক উদ্ভিন্নযৌবনা মেয়েকে পাশে নিয়ে প্রকৃতির রূপসুধা পান করছিল ও। চাঁদের আলোয় ঝলমল করছিল সাগর, প্লেজার ইয়টগুলো ভেসে যাচ্ছিল তীর ঘেঁষে, সেগুলো থেকে হৈ-হুল্লোড় আর গান-বাজনার আওয়াজ কানে আসছিল। তারা ভরা রাত, সাগরের ছল ছল ছলাৎ, স্বল্প-পরিচিত মোহময়ী নারীর উষ্ণ সান্নিধ্য, হু হু বাতাস কেমন যেন উদাস

এবং একই সাথে আশ্চর্য সুখী করে তুলেছিল রানাকে। এই সময় বেরসিকের মত হাজির হলো সেখানে ন্যাশনাল আন্ডারওয়াটার অ্যান্ড মেরিন এজেন্সির চীফ অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের দূত। ঝপাৎ করে বাস্তবে ফিরে আসতে হয়েছিল রানাকে। অ্যাডমিরালের বিশেষ অনুরোধ, কালবিলম্ব না করে ওয়াশিংটনে দেখা করতে হবে তাঁর সাথে।

অ্যাডমিরালের সাথে ব্যক্তিগত একটা মধুর সম্পর্ক আছে রানার, সেজন্যেই ঠেকায়-বেঠেকায় রানাকে স্মরণ করেন তিনি। প্রয়োজনে নিজের ইনভেস্টিগেশন ফার্মের কিছু কাজ রানাও তাঁকে দিয়ে করিয়ে নেয়। ছুটি কাটাতে এসে আর কেউ ডাকলে হয়তো যেত না রানা, কিন্তু অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের ডাকে সাড়া না দেবার কথা ভাবতে পারেনি ও।

'দুঃখিত, রানা,' অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন ক্ষমা-প্রার্থনার ভঙ্গিতে একটু হাসলেন। 'ঠেকায় পড়েছি, অথচ নিজের কোন লোককে দিয়ে সেটা থেকে উদ্ধার পাবার উপায় দেখছি না। কাজেই তোমার কথা মনে পড়ল।'

'আমাকে খবর দেবার আগে মেজর জেনারেলের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন?' কি ব্যাপারে ডেকেছেন অ্যাডমিরাল সে-সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই রানার, কাজটার গুরুত্ব বোঝার জন্যেই প্রশ্নটা করা। জটিল, আন্তর্জাতিক বা ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক কোন ব্যাপার হলে ওকে খবর দেবার আগে অবশ্যই বন্ধু মেজর জেনারেল রাহাত খানের সাথে যোগাযোগ করে তাঁর অনুমতি নিয়ে নেবেন অ্যাডমিরাল।

'না। তোমাকে যে কাজটা করে দেবার অনুরোধ করব সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও, এতে বিপদের তেমন কোন ভয় এখনও নেই। সেজন্যেই খানের সাথে যোগাযোগ করিনি। তুমি চাইলে অবশ্য ওর কাছ থেকে অনুমতি পাবার জন্যে...'

'ব্যাপারটা কি শুনি আগে।'

সংক্ষেপে বললেন অ্যাডমিরাল। তারপর অনেকটা ব্যাখ্যা দেবার সুরে যোগ করলেন, 'যেভাবেই হোক, এই কাজটা আমাদের ঘাড়ে চেপেছে। সবাই জানে আমরা সায়েন্টিফিক আন্ডারওয়াটার রিসার্চের কাজে জড়িত। তাই সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন উঠতে পারে, এই কাজের দায়িত্ব আমাদের ঘাড়ে পড়ল কেন? কোস্ট গার্ড বা নেভী কি করছে? এসব প্রশ্নের উত্তর দেয়া যায়, কিন্তু কোনটাই তেমন গ্রহণযোগ্য বলে মনে হবে না তোমার। তাই সে-চেষ্টা বাদ দিলাম। তোমাকে শুধু এ টুকু জেনেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে যে, কাজটা আমাদের ঘাড়ে এসে চেপেছে। এবার পড়ো এটা।' 'কনফিডেনশিয়াল' লেখা একটা হলুদ ফোল্ডার রানার দিকে বাড়িয়ে দিলেন তিনি।

ফোল্ডারটা খুলে পড়ল রানা।

'মন্তব্য?'

ফোল্ডারটা বন্ধ করল রানা। বলল, 'আইসবার্গের ভেতর একটা জাহাজ আটকে আছে, বিশ্বাস করা কঠিন।'

মাথা ঝাঁকিয়ে রানাকে সমর্থন করলেন অ্যাডমিরাল। 'অসম্ভব বলে মনে হয়।

কিন্তু ড. করিডন বলছেন, সম্ভব।'

'নির্দিষ্ট ওই আইসবার্গকে খুঁজে বের করা কঠিন হতে পারে—কোস্ট গার্ড ওটাকে দেখার পর চারদিন পেরিয়ে গেছে। এর মধ্যে হয়তো অ্যাজোরসের দিকে অর্ধেক পথ পাড়ি দিয়ে বসে আছে ওটা।'

'স্রোত আর ভেসে যাবার গতির একটা চার্ট তৈরি করেছেন ড. করিডন, তাতে দেখা যায় ত্রিশ বর্গ মাইলের মধ্যে কোথাও থাকার কথা ওটার। অন্ধ না হলে কারও চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না ওই আইসবার্গ, কোস্ট গার্ড ওটার ওপর লাল রঙ ছড়িয়ে দিয়ে এসেছে।'

'দেখতে পাওয়া এক কথা,' চিন্তিত ভাবে বলল রানা, 'ওটার ওপর হেলিকপ্টার নিয়ে নামা আরেক কথা। অনেক বেশি নিরাপদ এবং স্বাভাবিক হত হেলিকপ্টার না নিয়ে আমরা যদি…'

'না!' কথাটা রানাকে শেষ করতেই দিলেন না অ্যাডমিরাল। 'জাহাজ নয়! যতটা মনে করছি ততটা গুরুত্বপূর্ণ যদি হয় ওটা, ওটার পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে তুমি আর ড. করিডনকে ছাড়া আর কাউকে ঘেঁষতে দিতে রাজি নই আমি।'

'কিন্তু আইসবার্গের ওপর এর আগে কখনও 'কপ্টার ল্যান্ড করাইনি আমি।' বলেই রেবেকার কথা মনে পড়ল রানার। রেবেকা নেমেছিল দক্ষিণ মেরুর এক আইসবার্গের ওপর থোর্সহ্যামারের কোর্স দেখার জন্যে। দারুণ পাইলট ছিল মেয়েটা।

'তুমি কেন, বোধহয় কেউই তা করায়নি। কিন্তু তুমি পারবে। একটা রেকর্ড হোক। আমি জানি, যে-কাজে হাত দাও সে-কাজে রেকর্ড সৃষ্টি করার একটা প্রবণতা আছে তোমার,' মুচকি একটু হাসলেন অ্যাডমিরাল। 'সেজন্যেই তো নুমার স্পেশাল প্রোজেক্ট ডিরেক্টরের পদটা তোমাকে উপহার দিতে পেরে খুশি লাগছে।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা।

'কি বুঝব ওটা থেকে?'

হেসে ফেলল রানা। 'আপনি কোন অনুরোধ করলে আমি অসহায় বোধ করি, অ্যাডমিরাল।'

'তার কারণ, তুমি জানো, এতে করে আমার কাছ থেকে একটা উপকার চাওয়ার অধিকার জন্মে যায় তোমার।'

'কিন্তু, এই মুহূর্তে এমন কোন ঠেকায় পড়িনি আমরা যে উপকার চাইব।' হাসল রানা।

'সেক্ষেত্রে একটা উপকার পাওনা থাকবে তোমার, ভবিষ্যতে যখন ইচ্ছে চাইতে পারবে।'

'ধন্যবাদ,' খুশি মনে বলল রানা।

ক্লিক করে খুলে গেল কেবিনের দরজা। একটা চোখ খুলে ড. করিডনকে ভেতরে ঢুকতে দেখল রানা। রাইটিং ডেস্কের কাছে একটা চেয়ারে বসল সে। মুখের সামনে হাত তুলে গোটা দুয়েক হাই তুলল।

'কয়েক ঘণ্টা থেকে আশা করছি আপনাকে,' বলল রানা। 'এত দেরি করে

এলেন যে?'

'তোমার কাছে আসার জন্যে একটা অজুহাত খুঁজছিলাম। এইমাত্র পেলাম সেটা। কমান্ডার তোমাকে ডিনার খেতে ডাকছেন।'

'আমার কাছে আসার জন্যে অজুহাতের দরকার কেন? কি গোপন করার আছে আমাদের?'

'নেই, না? জানো, কোস্ট গার্ড যদি টের পায় ওদের নতুন সুপারকাটারের মোড় ঘোরাবার জন্যে ষড়যন্ত্র পাকিয়েছি, ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়াতে হবে আমাদের?'

'হেলিকপ্টারের একটা খারাপ অভ্যেস হলো এগুলো ফুয়েল ট্যাঙ্কে বাতাস নিয়ে উড়তে পারে না,' হাসিমুখে বলল রানা। 'অপারেশন চালাবার জন্যে একটা বেস আর রিফুয়েলের জন্যে একটা জায়গা দরকার ছিল আমাদের। এসব সুবিধেসহ এই এলাকায় একমাত্র সুয়ারলিনই ছিল। তাছাড়া, কোস্ট গার্ড কমান্ডান্টের নাম ভাঁড়িয়ে ভুয়া মেসেজটা পাঠিয়েছেন আপনি, আমি নই—কাজেই ফায়ারিং স্কোয়াডে দাঁড়াতে হলে আপনাকেই দাঁড়াতে হবে, আমাকে নয়।'

'কিন্তু কমান্ডার পেরিকে হারিয়ে যাওয়া রাশান ট্রলারের গাঁজাখুরি গল্পটা কে শোনাল? ওটা যে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তোমার তৈরি সেটা তুমি অস্বীকার করতে পারো না।'

মাথার পিছনে হাত রেখে সিলিঙের দিকে তাকাল রানা। 'গাঁজাখুরি হলেও, গল্পটা আপনিও উপভোগ করেছেন। যেভাবে মুখ হাঁ করে শুনছিলেন...'

'কমান্ডারকে বাগে আনতে পারছিলাম না কোনমতে, কাজেই তোমার ওপর তাকে ছেড়ে না দিয়ে উপায় ছিল না আমার। কিন্তু তুমি যে সাথে সাথে এই রকম কটা উদ্ভট অথচ বিশ্বাস্য গল্প বানিয়ে ফেলবে তা আমি ভাবতেই পারিনি। তুমি আমাকে অবাক করে দিয়েছ, রানা। এলাইনে না এসে, লেখালেখির লাইনে গেলেও ভাল করতে পারতে।' একটু থামল ড. করিডন। তার কপালের মাঝখানে চিন্তার রেখা ফুটল। 'ঠাট্টা নয়, রানা। কমান্ডারের কাছে আমাদের চাতুরী ধরা পড়ে গেলে, কি ঘটতে পারে, বলো তো?'

কট থেকে নেমে মাথার ওপর হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙল রানা। 'যাই ঘটুক, যখন ঘটবে তখন দেখা যাবে কি করা যায়। খামোকা আগে থেকে দুশ্চিন্তা করার কোন মানে হয় না।'

তিন

যত মহাসাগর আছে, তার মধ্যে আটলান্টিকের মন-মর্জি সম্পর্কে আগে থেকে কিছু অনুমান করা সম্ভব নয়। প্রশান্ত বা ভারত মহাসাগর, এমন কি আর্কটিকেরও যার যার আলাদা ব্যক্তিগত মেজাজ এবং বৈশিষ্ট্য আছে, কিন্তু পরস্পরের সাথে অন্তত একটা ব্যাপারে এদের কোন অমিল নেই—তা হলো, তাদের মেজাজ কি রকম হতে যাচ্ছে

সে-সম্পর্কে আগাম আভাস দিতে তারা কখনও ব্যর্থ হয় না। কিন্তু আটলান্টিক সম্পর্কে এ-কথা খাটে না. বিশেষ করে অক্ষাংশের পনেরোতম সমান্তরাল রেখার উত্তরাংশ সম্পর্কে কথাটা একেবারেই খাটে না কাঁচের মত স্বচ্ছ শান্ত আটলান্টিক দু'একঘন্টার মধ্যে ফোর্স টুয়েলভ হারিকেনের ছোবল খেয়ে সর্বগ্রাসী উন্মাদিনী হয়ে উঠতে পারে। দেখতে দেখতে তার শরীর ভরে উঠতে পারে সাদা ফেনায়. আকাশচুম্বি হয়ে উঠতে পারে ঢেউগুলো। আবার উল্টোটাও ঘটে। প্রচণ্ড ঝড় হঠাৎ করে অদৃশ্য হয়ে গিয়ে স্বচ্ছ, শান্ত করে দিয়ে যায় মেজাজী আটলান্টিককে। সারারাত ধরে তীব্র বাতাস, উত্তাল ঢেউ দেখে নাবিকরা হয়তো বিশ্বাস করল, ঝড় এই এল বলে, কিন্তু ভোরের আলো ফোটার পর দেখা গেল, সাগরের বুক যেন ঝকঝকে আয়না, তাতে উজ্জ্বল নীল আকাশের প্রতিবিম্ব। সারারাত ঝড়ের আশঙ্কা করে ভোর বেলা ঠিক তাই দেখল সুপারকাটার সুয়ারলিনের লোকেরা। দিগন্তরেখার কিনারা দিয়ে প্রথম উঁকিটা দিয়েই নতুন সূর্য দেখল, শান্ত আটলান্টিকের ওপর দিয়ে অনায়াস গতিতে এগোচ্ছে সুয়ারলিন।

ধীরে ধীরে ঘুম ভাঙল রানার। অবসাদ, ক্লান্তি দূর হয়ে গিয়ে তাজা, ঝরঝরে হয়ে গেছে শরীর। সমুদ্রের ভেজা, লোনা বাতাস ঢুকল নাকে। বাতাস শন শন করছে পোর্টহোলে। জীবন বড় রোমাঞ্চকর, মধুময় লাগল রানার।

'ঘুম ভাঙল, মেজর?'

সংবিৎ ফিরে পেল রানা। দেখল, ছোট একটা বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁত ব্রাশ করছে ওয়াটসন, আয়নায় চোখ রেখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

'গুড মর্নিং,' বলল রানা।

রানার গলার সুরে আনন্দ আর খুশির ছোঁয়া অনুভব করতে পেরে ভুরু দুটো সামান্য একটু কুঁচকে উঠল ওয়াটসনের। কটের ওপর উঠে বসল রানা। ইঞ্জিনের গুঞ্জন ঢুকল কানে। কিন্তু সুয়ারলিন এমন স্বচ্ছন্দ গতিতে এগোচ্ছে, অনুভব করা যায় না।

আয়না থেকে চোখ সরায়নি ওয়াটসন। রানার সাথে আবার চোখাচোখি হতে বলল সে, 'আপনার বোধহয় তৈরি হয়ে নেয়া দরকার। দেড় ঘণ্টার মধ্যে আপনাদের সার্চ এরিয়ায় পৌঁছে যাবে জাহাজ।'

কট থেকে নেমে দাঁড়াল রানা। 'আগের কাজ আগে। আপনাদের এখানে ব্রেকফাস্টের আয়োজন কি রকম হয়ে থাকে সে-সম্পর্কে একটা ধারণা দিতে পারেন? রাক্ষসের মত খিদে পেয়েছে আমার।'

'ফাইভ স্টার হোটেলের চেয়ে কোন অংশে খারাপ নয়। হলেও মুখে সেকথা বলার নিয়ম নেই।'

'ধন্যবাদ!'

তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুয়ে নিল রানা। ফ্লাইট পোশাক পরে ওয়াটসনের পিছু পিছু বেরিয়ে এল প্যাসেজওয়েতে। নিচু বাল্কহেডগুলো দেখে অবাক হয়ে ভাবল দিনে অন্তত বার দশেক মাথায় বাড়ি না খেয়ে তাল গাছের মত লম্বা লেফটেন্যান্ট জাহাজের ভেতর চলাফেরা করে কি ভাবে!

ব্রেকফাস্ট মাত্র শেষ করেছে ওরা, এই সময় একজন নাবিক এসে জানাল, ব্রিজ

কন্ট্রোল রুমে ওদের সাথে দেখা করতে চায় কমান্ডার পেরি। লোকটাকে অনুসরণ করল ওয়াটসন, হাতে কফির কাপ নিয়ে পিছু নিল রানা। রুমে ঢুকে দেখল, একটা চার্ট টেবিলের ওপর ঝুঁকে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রয়েছে ড. করিডন আর কমান্ডার পেরি।

মুখ তুলে তাকাল কমান্ডার। 'গুড মর্নিং, মেজর। সময়টা উপভোগ করছেন তো?'

'কেবিনটা ছোট, বিছানাটা শক্ত, কিন্তু ব্রেকফাস্টের তুলনা হয় না।'

ক্ষীণ একটু হাসল কমান্ডার। হাত নেড়ে রুমের চারদিকটা দেখিয়ে প্রশ্ন করল, 'আমাদের এই ছোট্ট ইলেকট্রনিক ওয়ান্ডারল্যান্ডকে দেখে কি মনে হয়, মন্তব্য করুন, প্লীজ।'

রুমের চারদিকে চোখ বুলাল রানা। সায়েন্স ফিকশন স্পেস মুভিতে ঠিক এই রকম দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত, চারটে স্টীল বাল্কহেড ঢাকা পড়ে আছে কম্পিউটার, টেলিভিশন মনিটর এবং ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে সাজানো কনসোলে। টেকনিক্যাল নাম লেখা অসংখ্য নব আর সুইচের সারি ইকুইপমেন্টের চারদিকে গিজগিজ করছে। ইন্ডিকেটরগুলোর রঙিন আলো একটা বিয়ে বাড়ি সাজাবার জন্যে যথেষ্ট।

'দেখে থ হবার মত,' কফির কাপে চুমুক দিয়ে সহজ গলায় বলল রানা। 'এয়ার-সার্চ রাডার এবং সারফেস-সার্চ রাডার স্ক্যানার; মিডিয়াম, হাই, আলট্রা হাই ফ্রিকোয়েন্সির সর্বশেষ সংস্করণ লোরান-টাইপ নেভিগেশন্যাল ইকুইপমেন্ট ছাড়াও রয়েছে কম্পিউটারাইজড নেভিগেশন্যাল প্লটিং।' কমান্ডারের চেহারা বিস্ময়ে বাংলার ৫-এর মত হয়ে উঠল, কিন্তু সেটা দেখেও না দেখার ভান করল রানা। বলে চলল, 'সুয়ারলিনে অত্যাধুনিক যত ওশেনোগ্রাফিক কমিউনিকেশন, নেভিগেশন্যাল, অ্যারোলজিক্যাল এবং প্লটিং ইকুইপমেন্ট আছে দুনিয়ার অন্য কোন জাহাজে তা নেই। আসলে, কমান্ডার, আপনার এই জাহাজের ডিজাইন এমন ভাবে করা হয়েছে যাতে যে-কোন আবহাওয়ায় মাঝ-সমুদ্রে এটা একটা ওয়েদার স্টেশন, সার্চ ও রেসকিউ পার্টি, এবং ওশেনোগ্রাফিক রিসার্চ স্টেশন হিসেবে কাজ চালাতে পারে।' ওয়াটসনের দিকে ফিরল রানা, জানতে চাইল, 'সতেরো জন অফিসার রয়েছেন আপনারা, তালিকায় রয়েছে একশো ষাটজন ক্রু, তাই না? উইলমিংটন, ডেলাওয়েরের নর্থগেট শিপইয়ার্ডে তৈরি করা হয়েছে এই সুপারকাটার, খরচ পড়েছে বিশ থেকে বাইশ মিলিয়ন ডলার—ঠিক?'

ওয়াটসনের বিস্ফারিত চোখ জোড়া কমান্ডারের দিকে ঘুরে গেল। শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেছে কমান্ডারের। কন্ট্রোল রুমে আর যারা উপস্থিত রয়েছে, ড. করিডন ছাড়া, বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেছে সবাই।

কমান্ডারের ভারী কণ্ঠস্বর গমগম করে উঠল, 'মি. রানা!'

'বলুন,' কমান্ডারের দিকে ফিরল রানা।

'এত খবর আপনি পেলেন কোথায়?'

'এগুলো কোন গোপন খবর নয়,' বলল রানা। 'তাছাড়া, শিপ, এয়ারক্র্যাফট ইত্যাদি সম্পর্কে খোঁজ-খবর রাখা আমার একটা হবি।'

'বড় অদ্ভুত হবি,' থমথমে গলায় বলল কমান্ডার. 'মানুষকে সন্দেহপ্রবণ করে তোলে। ভাবছি, নিজের যে পরিচয় দিয়েছেন আপনি সেটা কতটুকু সত্যি।'

'হানড্রেড পারসেন্ট।'

'সেটা দু'মিনিটের মধ্যে জানতে পারব আমি,' কঠিন শোনাল কমান্ডারের গলা। 'প্রসঙ্গক্রমে বলছি, লোক সম্পর্কে খোঁজ-খবর সংগ্রহ করাটা আবার আমার একটা হবি।'

'আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না,' ঠাণ্ডা, অভিযোগের সুরে বলল রানা। 'আগেও বলেছি, আবারও বলছি, আপনার জাহাজ বা আপনার ক্রুদের কোন ক্ষতি করতে আসিনি আমরা।'

'বিশ্বাস করব, সে সুযোগ আপনারা আমাকে দেননি। আপনাদের সাথে লিখিত কোন অর্ডার নেই। আপনারা আসলে কে, সে-সম্পর্কে কোন রেডিও সিগন্যালও আমি পাইনি। কোস্ট গার্ড হেডকোয়ার্টার থেকে শুধু আবছাভাবে জানানো হয়েছে আপনারা জাহাজে আসছেন। কিন্তু এই মেসেজটা কোস্ট গার্ড হেডকোয়ার্টারের নামে অন্য যে-কেউ পাঠাতে পারে। তার শুধু আমাদের কল-সাইনটা জানতে হবে। এটা জানা এমন কোন কঠিন ব্যাপার নয়।'

'আপনার ব্যাখ্যায় কোন ভুল নেই, ঠিক, কিন্তু…'

'আমার বিশ্বাস, আপনার গোপন কোন উদ্দেশ্য আছে,' রানাকে বাধা দিয়ে বলল কমান্ডার। 'সেটা যাই হোক না কেন, তাতে আমার কোন ভূমিকা থাকবে না। কাজেই, আপনার সম্পর্কে খবর নিতে হবে আমাকে…' ঘুরে দাঁড়াল সে, পা বাড়াল দরজার দিকে।

এই সময় তার পথের সামনে একজন লোককে দেখা গেল। দাঁড়িয়ে পড়ল কমান্ডার। লোকটার বাড়ানো হাত থেকে একটা সিগন্যাল ফর্ম নিয়ে পড়তে শুরু করল সেটা। একাধারে বিস্ময় এবং বিমূঢ় ভাবের ছায়া পড়ল তার চেহারায়। কাগজের টুকরোটা নিঃশব্দে রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল সে। বলল, 'একের পর এক বিস্ময় সৃষ্টি করাও বোধহয় আপনার আরেকটা হবি, মেজর রানা?'

চেহারা দেখে বোঝা না গেলেও, মনে মনে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে রানা। ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে যাবে, এ-আশঙ্কা অনেক আগে থেকেই করছিল। হাতে প্রচুর সময় পেলেও প্রয়োজনে আবার কমান্ডারকে ভুল বোঝাবার জন্যে নতুন কোন গল্প তৈরি করতে পারেনি ও। কমান্ডারের কাছ থেকে কাগজের টুকরোটা নিল, একটুও কাঁপল না হাত। চেহারায় ফুটে থাকল নির্লিপ্ত একটা ভাব।

সিগন্যালটা এই রকম—'ড. বি- করিডন এবং মেজর মাসুদ রানা সম্পর্কে খোঁজ-খবর চাওয়ার উত্তরে জানানো হচ্ছে, তাঁরা দু'জনেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অত্যন্ত জরুরী একটা কাজে নিয়োজিত। ড. করিডন ক্যালিফোর্নিয়া ইন্সটিটিউট অভ ওশেনোগ্রাফির ডিরেক্টর। আর মেজর মাসুদ রানা নুমার একটা স্পেশাল প্রোজেক্টের ডিরেক্টর হিসেবে সম্প্রতি দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। ওশেনোগ্রাফিক রিসার্চের সাথে জড়িত তাঁরা, সরকারের কাছে এর গুরুত্ব অত্যধিক, কাজেই সবরকম সহযোগিতা এবং সদাচরণ তাঁদের প্রাপ্য। দয়া করে মেজর রানাকে জানিয়ে দিন, অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন তাঁকে বিশেষ ভাবে শীতল নারী সম্পর্কে

সাবধান থাকতে অনুরোধ করে দিয়েছেন।' মেসেজটায় সই করেছেন কোস্ট গার্ডের কমান্ডান্ট নিজে।

বুঝতে অসুবিধে হলো না রানার, অ্যাডমিরাল তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাব খাটিয়ে এই মেসেজ পাঠাতে বাধ্য করেছেন কোস্ট গার্ড কমান্ডান্টকে, ধীরে ধীরে স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলে মেসেজটা কমান্ডারের হাতে ধরিয়ে দিল ও।

'ওপর মহলে জানা-শোনা লোক থাকা দারুণ ব্যাপার, তাই না?' একটু রাগের সাথেই বলল কমান্ডার।

'মাঝে মধ্যে সাহায্য হয়, এই আর কি।'

'প্রাপ্য যখন, সব রকম সাহায্য এবং সদাচরণ আমার কাছ থেকে পাবেন আপনারা,' সুরে অসন্তুষ্টির ভাব ফুটিয়ে বলল কমান্ডার। 'কিছু যদি মনে না করেন, মেজর রানা, একটা প্রশ্ন করব?'

'করুন।'

'মেসেজের শেষ অংশটা নিশ্চয়ই কোড?'

'কোড।'

'কোডের অর্থ জানতে চাওয়াটা বোধহয় অন্যায় হয়ে যাবে?'

'এর মধ্যে তেমন কোন রহস্য নেই,' বলল রানা। 'ওটা আসলে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের কথা বলার বিশেষ একটা ধরন। তিনি বলতে চেয়েছেন, এখানকার কাজ সেরে আমরা যেন তাড়াতাড়ি আইসল্যান্ডের উদ্দেশে রওনা হয়ে যাই।'

কমান্ডার পেরি কয়েক সেকেন্ড স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল রানার দিকে। ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল সে, ভাবটা অনেকটা এই রকম যেন রানার সাথে পেরে ওঠা তার কর্ম নয়। এই সময় ঠক ঠক করে চার্ট টেবিলে টোকা দিল ড. করিডন।

সবাই ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল তার দিকে।

'এই হলো আমাদের পজিশন, কমান্ডার। দু'চার মাইল নিন বা ছেড়ে দিন, এর ভেতরই আছে আমাদের আইসবার্গ এবং গোস্ট শিপ।' ড. করিডনের গলার আওয়াজে খুশির ছোঁয়া। কয়েক মুহূর্ত আগে ঘরের ভেতর যে উত্তেজনা ছিল সে-সম্পর্কে তার যেন কোন ধারণাই নেই। চার্টটা ভাঁজ করে নিজের উইন্ডব্রেকারের পকেটে গুঁজে রাখল সে। 'মেজর রানা, আর দেরি করার কোন মানে হয় না। এবার বোধহয় আমরা রওনা হতে পারি।'

'পারি। 'কপ্টার গরম করে রেডি হতে দশ মিনিটের বেশি লাগবে না আমার।'

'গুড।' মাথা ঝাঁকাল ড. করিডন। 'পেট্রল প্লেন থেকে আইসবার্গটাকে যেখানে দেখা গিয়েছিল আমরা এখন সেই এরিয়ায় রয়েছি। স্রোতের এখনকার গতি ধরে হিসেব করেছি আমি, তাতে দেখা যায় কাল কোন এক সময় গালফ স্ট্রীমে পৌছুবে ওটা। ওটার আকার সম্পর্কে রিপোর্টটা যদি সঠিক হয়, এরই মধ্যে ঘণ্টায় এক হাজার টন করে গলতে শুরু করেছে। গালফ্ স্ট্রীমের আরও গরম পানিতে যখন পৌছুবে, দশ দিনের বেশি টিকবে না। এখন প্রশ্ন হলো, বরফ থেকে কখন বেরুবে জাহাজটা? যদি ধরে নিই এরই মধ্যে বেরিয়ে গেছে, তাহলে ওটাকে খুঁজে পাবার কোন আশা নেই। আর যদি বরফের ভেতর এখনও ওটা আটকে থাকে, তাহলে প্রার্থনা করতে পারি, আরও দু'তিন দিন তাই যেন থাকে।'

'আকাশ-পথে ওটা এখন কত দূরে বলে মনে করেন?'

'এই ধরো প্রায় নব্বুই মাইল।'

রানার দিকে ফিরল কমান্ডার পেরি। 'আপনারা রওনা হবার সাথে সাথে এক তৃতীয়াংশে কমিয়ে আনব স্পীড, তারপর ওয়ান-জিরো-সিক্স ডিগ্রীতে কোর্স স্থির রেখে এগোব। আবার আমাদের দেখা হতে কি রকম সময় লাগবে বলে মনে করেন?'

'সাড়ে তিন ঘণ্টার বেশি নয়।'

চিন্তিত দেখাল কমান্ডারকে। 'চার ঘণ্টা—চার ঘণ্টা অপেক্ষা করব। তবু যদি না ফেরেন, আপনাদের খোঁজে আইসবার্গের উদ্দেশে রওনা হব আমরা।'

'ধন্যবাদ, কমান্ডার।'

'আপনাদের সার্চ এরিয়ার আরও কাছাকাছি সুয়ারলিনকে নিয়ে যেতে পারব না আমরা? ভেবে দেখুন, আইসবার্গে পৌঁছে আপনারা যদি কোন বিপদে পড়েন, সাহায্য করার জন্যে কেউ থাকবে না আশপাশে। ধরুন, আপনাদের একজন যদি পানিতেই পড়ে যায়? চল্লিশ ডিগ্রী পানিতে, পুরোদস্তুর কাপড়চোপড় পরা থাকলেও, কোন লোক পঁচিশ মিনিটের বেশি বেঁচে থাকতে পারবে না।'

'সে ঝুঁকি আমাদের নিতেই হবে,' কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে বলল রানা। অলস ভঙ্গিতে খালি কাপের ভেতরে চোখ রেখে আবার বলল, 'রেগুলার পেট্রল স্টেশন ছেড়ে আপনার কোস্ট গার্ড জাহাজ ভবঘুরের মত হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছে দেখে এরই মধ্যে হয়তো রাশিয়ান ট্রলারগুলো কিছু একটা সন্দেহ করে বসে আছে। ওদের চোখে ধুলো দেবার জন্যেই শেষের পথটুকু 'কপ্টারে পাড়ি দেয়া দরকার। রাডার স্ক্যানারকে ফাঁকি দেবার জন্যে খুব নিচু দিয়ে উড়ে যাব আমরা। তাছাড়া সময়ও একটা বড় ফ্যাক্টর। ফ্লেয়ারের লোকেশনে পৌঁছে আবার ফিরে আসতে 'কপ্টারের যে সময় লাগবে তার দশ গুণ বেশি সময় লাগবে সুয়ারলিনের।'

'ঠিক আছে,' একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে বলল কমান্ডার। 'কৃতিত্ব অর্জনের চান্সটা একা আপনিই নিন। কিন্তু একটা ব্যাপার খেয়াল রাখবেন, সুয়ারলিনের ল্যান্ডিঙ প্ল্যাটফর্মে ফিরে আসতে যেন…' একটু ইতস্তত করে রিস্টওয়াচ দেখল সে, '…এক-শূন্য-তিন-শূন্য ঘণ্টার বেশি দেরি না হয়।' পরমুহূর্তে নিঃশব্দে হাসল সে। 'লক্ষ্মী ছেলের মত যদি ঠিক সময় ফিরে আসতে পারেন, আপনাকে আমি দু'বোতল জনি ওয়াকার প্রেজেন্ট করব।'

'তার বদলে দু'বোতল কোকা-কোলা পেলে খুশি হব আমি।'

'তথাস্তু।'

'কেমন যেন রহস্যময় লাগছে ব্যাপারটা!' ইঞ্জিনের একটানা আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল ড. করিডনের গলা। 'ভাল ঠেকছে না আমার, মেজর। ইতিমধ্যে কিছু একটা দেখতে পাওয়া উচিত ছিল আমাদের।'

'কপ্টারের কন্ট্রোল সামনে নিয়ে বসে আছে রানা। চোখের সামনে হাত তুলে রিস্টওয়াচ দেখল ও। 'এখুনি নিরাশ হবার মত কিছু ঘটেনি। হাতে আমাদের আরও দু'ঘণ্টা সময় আছে।'

'আরও ওপরে উঠতে পারি না আমরা? দৃষ্টি সীমা যদি দু'গুণ বাড়ানো যায়, আইসবার্গটাকে দেখতে পাবার সম্ভাবনাও দু'গুণ বেড়ে যাবে।'

'তাতে অন্যের চোখে আমাদের ধরা পড়ে যাবার আশঙ্কাও দু'গুণ বেড়ে যাবে। দেড়শো ফিটে থাকাটাই সবদিক থেকে নিরাপদ।'

'কিন্তু আজকেই ওটাকে আমাদের খুঁজে পেতে হবে!' ড. করিডনের চেহারায় উদ্বেগ ফুটে উঠল। 'কাল হয়তো অনেক দেরি হয়ে যাবে।' হাঁটুর ওপর পড়ে থাকা ভাঁজ খোলা চার্টের ওপর দ্রুত একবার নজর বুলিয়ে নিয়ে গলায় ঝোলানো বিনকিউলারটা চোখে তুলল সে। উত্তর দিকে ধীর গতিতে ভেসে যাচ্ছে কয়েকটা আইসবার্গ, সেগুলোর ওপর ফোকাস করল।

'এতক্ষণে এমন কোন বার্গ দেখতে পেয়েছেন, আমরা যেটাকে খুঁজছি সেটার সাথে যার কোনরকম মিল আছে?'

'আকারে প্রায় সমান হবে, এবং বাইরের কিনারাগুলো বর্ণনার সাথে কিছু কিছু মিলে যায়, কিন্তু লাল রঙ ছড়ানো নেই...'

'কখন?'

'ঘন্টাখানেক আগে।' বিনকিউলার আরেক দিকে ঘোরাল ড. করিডন। হাজার হাজার আইসবার্গ ভেসে যাচ্ছে স্রোতের সাথে, কোনটার কিনারা ভাঙা, কোনটা আশ্চর্য লম্বা, আবার কোনটা অস্বাভাবিক উঁচু—কিন্তু দশ লক্ষ টন ওজন হতে পারে এতবড় বার্গ একটাও নেই কোথাও।

'হয়তো ওটাই...'

'আমার অহমে ঘা লাগছে!' চিৎকার করে বলল ড. করিডন। 'ছাত্র-জীবনেও আমি কখনও হিসেবে ভুল করিনি!'

'বাতাস দিক বদলে থাকলে অন্যদিকে সরে যেতে পারে না ওটা?'

'প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার। একটা আইসবার্গ পানির ওপর যতটা জেগে থাকে তার সাত গুণ বেশি থাকে ডুবে। শুধু মাত্র সামুদ্রিক স্রোতই সামান্য একটু বদলে দিতে পারে তার চলার পথ। বিশ নট বাতাসের উল্টো দিকেও অনায়াসে এগোতে পারে ওটা।'

'সমুদ্রের স্রোত, যাকে ঠেকাবার সাধ্য কারও নেই,' বলল রানা। 'আইসবার্গ, যাকে নড়াবার শক্তি কারও নেই। দুটোয় মিলেছে ভাল!'

'শুধু তাই নয়, যাকে বলে অজেয়, একটা আইসবার্গ ঠিক তাই।' গ্লাস জোড়ায় চোখ রেখে কথা বলছে ড. করিডন। 'দক্ষিণের গরম পানিতে পৌঁছে গলতে শুরু করে এ-কথা ঠিক, কিন্তু গালফ স্ট্রীমে যাবার পথে তারা মানুষ বা ঝড় কারও কাছে মাথা নত করে না। গ্লেসিয়ার আইসবার্গকে টর্পেডো, আট ইঞ্চি নৌ-কামান, বিপুল ডোজের থারমাইট বোমার সাহায্যে আঘাত করা হয়েছে, টন টন কয়লার গুঁড়ো ফেলা হয়েছে তার গায়ে, যাতে সেগুলো রোদে গরম হয়ে বরফ গলাতে সাহায্য করে। কোন লাভ হয়নি। এসবে আইসবার্গের গায়ে আঁচড় লেগেছে মাত্র, তাকে শেষ করা সম্ভব হয়নি।'

গোঁত্তা দিয়ে, 'কপ্টারকে আরও নিচে নামিয়ে আনল রানা। ড. করিডনের ভয় হলো, আইসবার্গের উঁচু পাঁচিলগুলোর মাথা এই বুঝি ছুঁয়ে দিল 'কপ্টারকে। নাভির

নিচে শিরশিরে একটা অনুভূতি হলো। আবার চার্ট পরীক্ষা করল সে। দুশো বর্গ মাইল চষে ফেলা হয়েছে. অথচ কোন আশার আলো চোখে পড়েনি এখনও। বলল. 'এসো. মিনিট পনেরো উত্তর দিকে চেষ্টা করে দেখা যাক। তারপর ফিরে চলো পুব দিকে. সেই আইস প্যাকের কিনারা পর্যন্ত। সবশেষে আবার পশ্চিম দিকে যাবার আগে মিনিট দশেক দক্ষিণে চেষ্টা করা যাবে।'

'বাক্সের মত একটা আকৃতি ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে উত্তরে,' বলল রানা। কন্ট্রোল ঠেলে দিয়ে 'কপ্টারকে সামান্য একটু ঘোরাল ও। তেরছা ভঙ্গিতে উড়ছে যান্ত্রিক ফড়িং। কম্পাসের রিডিঙে চোখ বুলাল ও। জিরো ডিগ্রী।

এক দুই করে অনেকগুলো মিনিট কেটে গেল। অবসাদ আর ক্লান্তির রেখা ফুটে উঠল ড. করিডনের চোখের চারপাশে। 'গ্যাসের কি অবস্থা?'

'কোন অভাব নেই,' বলল রানা। 'অভাব শুধু আশা আর সময়ের।'

'মিনিট পনেরো আগেই প্রথমটা শেষ হয়ে গেছে আমার।'

ড. করিডনের একটা হাতে চাপ দিল রানা। উৎসাহ দেবার সুরে বলল, 'আশাই জীবন, ডক। সামনের মোড় ঘুরলেই হয়তো ওটাকে পেয়ে যাব আমরা।'

'সেটা হবে ভয়ঙ্কর একটা বিস্ময়কর ঘটনা। এই এলাকায় ওটাকে পাওয়া গেলে মনে করতে হবে স্রোতে ভেসে যাবার যে নির্দিষ্ট নিয়ম আছে তার সবগুলো লঙ্ঘন করেছে ওটা।'

'আচ্ছা, রেড ডাই মার্কার...গতকালের ঝড়ে সেটা ধুয়ে যাবার সম্ভাবনা কতটুকু?'

'কোন সম্ভাবনাই নেই। ওই ডাইয়ে ক্যালশিয়াম ক্লোরাইড আছে, এই উপাদানের একটা বিশেষ প্রবণতা হলো গভীরে ছড়িয়ে পড়া। বরফের সাথে গলে অদৃশ্য হয়ে যেতে কয়েক হপ্তা, কখনও কয়েক মাস সময় নেয়।'

'আমি আরেকটা সম্ভাবনার কথা ভাবছি।'

'জানি কি ভাবছ। মুছে ফেলো মন থেকে। মাঝে মধ্যে দু'এক বছর বিরতি দিয়ে কোস্ট গার্ডের সাথে ত্রিশ বছর ছিলাম আমি, একটা হিমশৈলের পজিশন নির্ধারণ করতে কখনও ভুল করতে দেখিনি ওদের।'

'তাহলে বোঝা গেল, দশ লক্ষ টনের একটা বরফ কর্পূরের মত উবে গেছে...' দুটো কারণে কথার মাঝখানে থেমে গেল রানা। হেলিকপ্টার কোর্স থেকে সরে যেতে শুরু করল, ঠিক সেই সময় কি যেন একটা দেখতে পেল ও। ওর পাশে হঠাৎ শক্ত টান টান হয়ে উঠল ড. করিডন। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল সে, চোখের চারপাশে সেঁটে বসল বিনকিউলার।

'ইউরেকা!' কোলের ওপর বিনকিউলার ফেলে দিয়ে হাততালি দিয়ে উঠল সে। পরমুহূর্তে শশব্যস্ত ভঙ্গিতে সেটা তুলে নিল আবার।

অনুরোধের অপেক্ষায় থাকল না রানা, 'কপ্টার সোজা করে নিল ও। ড. করিডনের বিনকিউলার যেদিকে ফোকাস করে আছে সেদিকে ছুটে চলল ওরা।

গ্লাস জোড়া রানার দিকে বাড়িয়ে দিল ড. করিডন। 'ওটা মরীচিকা কিনা, ভাল করে দেখে বলো আমাকে।'

বিনকিউলার আর কন্ট্রোল এক সাথে দুটোকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল রানা।

ইঞ্জিনের ভাইব্রেশনে বারবার ফোকাসের বাইরে সরে যেতে চাইল আইসবার্গটা।
'লাল ডাই? দেখতে পাচ্ছ?' ব্যাকুলতার সাথে জানতে চাইল ড. করিডন।
'পরিষ্কার।'
'এর মাথামুণ্ডু কিছুই আমি বুঝতে পারছি না,' ঘন ঘন মাথা নাড়ল ড. করিডন। 'ওখানে ওটার থাকার কথা নয়। স্রোতের সাথে ভেসে যাবার হিসেবে দক্ষিণ-পুব দিকে কমপক্ষে নব্বুই মাইল দূরে থাকার কথা ওটার।'
দিগন্তরেখার ওপর দেখা গেল আইসবার্গটাকে। বরফের আকাশ চুম্বি একটা পাহাড়। বাতাস আর রোদ লেগে পাঁচিলের মাথাগুলো মসৃণ, কোথাও নিটোল গম্বুজের আকৃতি পেয়েছে। রোদ লেগে ঝলমল করছে খানিকটা লাল রঙ। চোখ থেকে বিনকিউলার সরিয়ে নিল রানা, কন্ট্রোলে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনতে যাবে, এই সময় 'কপ্টারের ঠিক নিচে একটা ছায়া দেখতে পেল ও। পানির ঠিক নিচেই কালো একটা আকৃতি, ভাল করে দেখতে পাবার আগেই সেটার ওপর দিয়ে উড়ে এল 'কপ্টার, পিছনে পড়ে গেল সেটা। আইসবার্গ এখনও সাত-সাড়ে সাত মাইল দূরে। সোজা সেটার দিকেই ছুটছিল 'কপ্টার, হঠাৎ করে কোর্স বদল করল ও। বিরাট একটা এলাকা নিয়ে একটা অর্ধবৃত্ত রচনা করল, তারপর ফিরে চলল পুব এবং সুয়ারলিনের দিকে।
'আরে-আরে, করো কি! তোমার কি মাথা খারাপ হলো!'
শান্তভাবে বলল রানা, 'অবাঞ্ছিত আগন্তুক এসেছেন।'
'হোয়াট! ননসেন্স। জাহাজ বা আরেকটা এয়ারক্র্যাফট তো দূরের কথা, একটা পাখি পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি না আমি...'
'তলা দিয়ে আসছে।'
চেহারায় বিমূঢ় ভাব ফুটে উঠল ড. করিডনের। 'সে কি!' ধীরে ধীরে চেয়ারে হেলান দিল সে। ঢিল পড়ল পেশীতে। 'তারমানে, সাবমেরিন?'
'সাবমেরিন।'
'ঠিক দেখেছ?'
'ঠিক।'
চেয়ারে আবার সোজা হয়ে বসল ড. করিডন। 'ওটা আমাদের একটাও তো হতে পারে?'
'না।'
থ হয়ে তাকিয়ে থাকল ড. করিডন রানার মুখের দিকে। তারপর হতাশার সুরে বলল, 'তারমানে, রাশানরা আমাদের হারিয়ে দিয়েছে?' মুখের চেহারা বিকৃত হয়ে উঠল তার। 'ডিয়ার গড! এখন তাহলে উপায়, রানা?'
'উপায় হবে,' বলল রানা। আরেকটা বিরাট বৃত্ত রচনা করে 'কপ্টারের দিক বদল করল ও, এবার ওরা উড়ে চলল আইসবার্গের দিকে। 'চার মিনিটের মধ্যে আইসবার্গে ল্যান্ড করতে পারব আমরা। কিন্তু সাব-মেরিনের পৌঁছুতে লাগবে কম করেও আধ ঘণ্টা। ওদের ক্রু ল্যান্ড করার আগেই আমরা যা পাবার আশা করে এসেছি তা পেয়ে যাব, ভাগ্য যদি বেঈমানী না করে।'
'তুমি কি ধরে নিচ্ছ, রাশানরা নিরস্ত্র অবস্থায় আসছে?'

'সম্ভাব্য সবগুলো অস্ত্র নিয়ে আসছে ওরা। অন্তত কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার জন্যে যথেষ্ট অস্ত্র আর গোলাবারুদ আছে ওদের কাছে। কিন্তু সেগুলো ওরা ব্যবহার করতে সাহস পাবে না, এই যা!'

'কেন?'

'আন্তর্জাতিক হাউকাউ শুরু হয়ে যাবে না? ঘাঁটির সাথে আমাদের রেডিও যোগাযোগ আছে, এটা ওরা ধরেই নেবে। প্রথম গুলির শব্দ শুনেই আমরা "মার্ডার" "মার্ডার" বলে চিৎকার করব না? আটলান্টিকের এদিকটায় ঘন ঘন আসা-যাওয়া আছে মার্কিনীদের, সাবমেরিনের কমান্ডারের সেটা অজানা থাকার কথা নয়। মস্কো থেকে অনেক দূরে রয়েছে সে, তার পক্ষে দুঃসাহসের পরিচয় দেয়া একটু কঠিন হবে।'

'তোমার মত আমিও যদি ব্যাপারটা এত সহজ ভাবে নিতে পারতাম, মন্দ হত না।' উদ্বেগের সাথে বলল ড. করিডন। 'বিপদ এত কাছে, অথচ তোমার মধ্যে ভয়ের লেশমাত্র দেখছি না। যা খুশি করো···তোমার ওপর নিরাপত্তার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারি তো?'

হেসে ফেলল রানা। 'আমি কেউ নই, ওপরওয়ালাকে স্মরণ করুন।'

রানার ইচ্ছে ছিল আইসবার্গের ওপর একটা চক্কর দেবে, কিন্তু হাতে সময় কম বলে চিন্তাটাকে বাতিল করে দিল ও। ল্যান্ড করল অনায়াসে, বিশ ফিট লম্বা আর পনেরো ফিট চওড়া একটা সমতল বরফ-টুকরোর ওপর। তারপর, রোটর ব্লেড পুরোপুরি থামার আগেই ককপিট থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল ওরা।

আইসবার্গের ওপর দাঁড়িয়ে চারদিকে চোখ বুলাল রানা। কোথাও কোন শব্দ বা নড়াচড়া নেই। এই বিশাল বরফের ভেতর কোথাও আটকে আছে একটা পরিত্যক্ত জাহাজ, কিন্তু কোথায় সেটা? চারদিকে আরেকবার চোখ বুলিয়েও কিছু দেখতে পেল না রানা।

চার

নিঃশব্দে কেটে গেল উত্তেজনায় টান টান কয়েকটা মুহূর্ত। বলার মত কিছু একটা যখন খুঁজে পেল রানা, নিজের কানেই অস্পষ্ট শোনাল কথাগুলো। ত্রিশ ফিট দূরে একটা প্রোব দিয়ে বরফ খুঁড়ছে ড. করিডন। আইসবার্গের দক্ষিণ কিনারা থেকে সিকি মাইল দূরে পানির ওপর দেখা যাচ্ছে সাবমেরিনটাকে।

'তাড়াতাড়ি, ডক,' বলল রানা। 'সময় ফুরিয়ে আসছে।'

'আমি কানা নই,' চটে উঠে বলল ড. করিডন। 'পৌঁছুতে কতক্ষণ নেবে ওরা?'

'পানিতে ডিঙি নামাবে, বৈঠা বেয়ে চারশো গজ এলে তারপর বরফের কিনারা—পনেরো থেকে বিশ মিনিট লাগবে ওদের।'

'কাজেই কথা বলে নষ্ট করার মত সময় আমাদের নেই।'

'কোন আশা দেখতে পাচ্ছেন?'

'না! যতটুকু ভেবেছিলাম, নিশ্চয়ই তার চেয়ে অনেক গভীরে আছে জাহাজটা।' বরফের গায়ে ঘ্যাচ্ করে প্রোব গাঁথল ড. করিডন। 'যাবে কোথায়, এখানেই আছে কোথাও! একশো পঁচিশ ফিট লম্বা একটা জাহাজ বাতাসে মিলিয়ে যেতে পারে না!'

'কোস্ট গার্ড হয়তো ভূতুড়ে জাহাজ দেখেছিল।'

সানগ্লাস অ্যাডজাস্ট করে নিয়ে ড. করিডন বলল, 'মানলাম চোখের ভুল ছিল ব্যাপারটা। কিন্তু ওদের রাডার ইকুইপমেন্ট তো আর মিথ্যে কথা বলেনি?'

হেলিকপ্টারের খোলা দরজার দিকে আরও কয়েক পা এগিয়ে এল রানা। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে দ্রুত ড. করিডন, তারপর সাবমেরিনের দিকে তাকাল ও। হাতের বিনকিউলারটা চোখে উঠল। দূরে, এবং অনেক নিচে দেখা গেল সাবমেরিনটাকে। খোলা হ্যাচ থেকে এক এক করে খুদে মূর্তি বেরিয়ে আসছে। দু'মিনিটের মধ্যে ছয়জনের একটা ডিঙি ভাসানো হলো পানিতে, অটোমেটিক রাইফেলধারী ছয়জন লোক উঠে বসল তাতে। ঢেউয়ের ওপর দিয়ে ভেসে এল ভটভট আওয়াজ।

'আসছে ওরা। ছয়জন।'

'খালি হাতে?'

'না। অটোমেটিক রাইফেল।'

'মাইগড, ম্যান!' বিস্ময় এবং রাগের সাথে চেঁচিয়ে উঠল ড. করিডন। 'সঙ সেজে দাঁড়িয়ে না থেকে ওটা খুঁজে বের করতে আমাকে একটু সাহায্যও তো করতে পারো।'

'আর খুঁজতে হবে না,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'পাঁচ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাবে ওরা।'

'পাঁচ মিনিট? কিন্তু তুমি যে তখন বললে...?'

'তখন বুঝিনি ওদের ডিঙিতে আউটবোর্ড মোটরও থাকবে।'

ঘাড় ফিরিয়ে সাবমেরিনের দিকে তাকাল ড. করিডন। 'জাহাজটা সম্পর্কে রাশানরা খবর পেল কোত্থেকে? আইসবার্গের লোকেশন...'

'এ আর এমন কি কঠিন? কোস্ট গার্ডের সাইটিং রিপোর্টটা তো আর ক্লাসিফায়েড সিক্রেট নয়, ওয়াশিংটনে কাজ করছে এমন যে-কোন একজন কে. জি. বি. এজেন্টের পক্ষে একটা ডুপ্লিকেট কপি যোগাড় করা সম্ভব। এরপর বাকি থাকে আটলান্টিকের এই এলাকার সমস্ত ট্রলার আর সাবমেরিনগুলোর সাথে যোগাযোগ করা। আমাদের দুর্ভাগ্য যে সাবমেরিন আর 'কপ্টার একই সাথে আবিষ্কার করেছে আইসবার্গটাকে।'

'হাতে দু'চার মিনিট সময় পেয়েও তো কোন সুবিধে করতে পারলাম না!' হতাশ ভঙ্গিতে বলল ড. করিডন। 'শুধু যদি জাহাজের খোলটাও দেখতে পেতাম, থারমাইট বোমার সাহায্যে উড়িয়ে দিতাম সেটা। তাতে অন্তত নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করা হত।'

হেসে উঠল রানা।

'তুমি হাসতে পারছ?' চটে উঠে বলল ড. করিডন।

'খুশিতে মানুষ তাই তো করে।'

হতভম্ব দেখাল ড. করিডনকে। রানার এই নিরুদ্বিগ্ন, হাসি হাসি ভাবের কোন অর্থ খুঁজে পায় না সে।

'বলুন তো, ডক, আজ ক'তারিখ?

'তারিখ?' বিমূঢ় দেখাল করিডনকে। 'আটাশে মার্চ। কেন?'

'ঘটনাটা একটু আগেভাগে ঘটে যাচ্ছে,' বলল রানা। 'এপ্রিল ফুল আসতে এখনও তিন দিন বাকি।'

'এই রকম একটা সিরিয়াস মুহূর্তে তুমি কি আমার সাথে ঠাট্টা করছ, রানা?' রাগে লাল হয়ে উঠল ড. করিডনের চেহারা।

'আমি? আরে না! আমি নই, থার্ড পার্টি।'

'তোমার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই আমি···'

দ্রুত এগিয়ে আসছে ডিঙিটা। সেদিকে একটা হাত তুলে বলল রানা, 'ওদের এবং আমাদের, দু'দলকেই বোকা বানানো হয়েছে, ডক।'

'মানে?'

'কারা যেন আমাদের নিয়ে কৌতুক করেছে। আইসবার্গে পরিত্যক্ত কোন জাহাজ আটকে নেই দেখেও বুঝতে পারছেন না?' ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল রানা। 'তারমানে, এই বরফে কোথাও কস্মিনকালেও কোন জাহাজ আটকে ছিল না।'

ঝাড়া পাঁচ সেকেন্ড থ হয়ে রানার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল ড. করিডন। তারপর, ক্ষীণ একটু আশার ঝিলিক দেখা গেল তার চোখে। 'বলে যাও।'

'শুধু যে রাডার ইকুইপমেন্টে ধরা পড়েছিল জাহাজটা তাই নয়, পেট্রল প্লেনের ক্রুরা ওপর থেকে সেটার আউটলাইনও দেখতে পেয়েছিল। অন্তত তাদের রিপোর্টে সে-কথাই বলা হয়েছে। অথচ ওপর থেকে কিছুই আমাদের চোখে ধরা পড়েনি। আজব একটা ব্যাপার, নয় কি? ধরা যাক, পেট্রল স্পীডে ছিল প্লেনটা, তারমানে—ঘণ্টায় দুশো মাইল। কিন্তু আমরা আইসবার্গের ওপর শূন্যে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ওদের চেয়ে দেখতে পাবার সম্ভাবনা আমাদের অনেক বেশি ছিল। অথচ দেখতে পাইনি।'

চিন্তিত দেখাল ড. করিডনকে। রানার কথাগুলো অনুধাবন করার চেষ্টা করল সে। তারপর বলল, 'আভাসে কি যেন বলতে চাইছ তুমি, কিন্তু আমি সেটা পরিষ্কার ধরতে পারছি না।' হঠাৎ হাসল সে। 'তবে বুঝতে পারছি, কিছু একটু বলে তাজ্জব করে দিতে যাচ্ছ আমাকে।'

'আপনার অন্তত তাজ্জব হবার কিছু নেই,' বলল রানা। 'কারণ, আপনার কথাটাই রিপিট করব আমি।'

'হোয়াট!'

'স্রোতের সাথে ভেসে যাবার হিসেবে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে কমপক্ষে নব্বুই মাইল দূরে থাকার কথা ওটার।'

'ঠিক,' দৃষ্টিতে নতুন শ্রদ্ধা নিয়ে রানার দিকে তাকাল ড. করিডন। 'উপসংহারে আরও নিশ্চয়ই কিছু বলার আছে তোমার? কি হতে পারে সেটা?'

'কি নয়, ডক, কে হতে পারে সে? কেউ একজন আমাদের মরীচিকার পিছনে

ছোটাচ্ছে। পেট্রল প্লেনের ক্রুরা ভুল দেখেনি, একটা আইসবার্গের ভেতর অনেক দিন আগে হারিয়ে যাওয়া জাহাজটাকে দেখেছিল তারা। সেই আইসবার্গের ওপর লাল রঙও তারা ছড়িয়ে এসেছিল। কিন্তু রহস্যময় থার্ড পার্টি সেই লাল রঙ মুছে ফেলেছে, তারপর আমাদের বোকা বানাবার জন্যে নব্বুই মাইল দূরের এই আইসবার্গে ছড়িয়ে দিয়েছে লাল রঙ।'

'তার মানে ঘণ্টা খানেক আগে বড় সাইজের যে আইসবার্গটা দেখি আমরা, সেটার কথা বলছ তুমি?' চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল ড. করিডনের। 'সম্ভব! আকৃতি, আকার প্রায় এক রকম, কাছাকাছি ওজন—অথচ লাল রঙ নেই।'

'সেটার ভেতরই আমরা হারিয়ে যাওয়া জাহাজটাকে পাব,' বলল রানা। 'আপনার হিসেব অনুসারে যেখানে থাকার কথা সেখানেই আছে ওটা।'

'কিন্তু এই থার্ড পার্টি...কারা এরা? রাশিয়ানরা যে নয় সে তো বোঝাই যাচ্ছে, ঘোল ওরা আমাদের চেয়ে কম খাচ্ছে না।'

'থার্ড পার্টির পরিচয় এখুনি না জানলেও চলবে। এখনকার জরুরী কাজ হলো, এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কেটে পড়া। আমাদের অবাঞ্ছিত বন্ধুরা এসে পড়ল বলে।' মাথা ঝাঁকিয়ে বরফের ঢালের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করল রানা। ঢালের নিচে, পানির কিনারায় ভিড়েছে ডিঙিটা, একে একে লাফ দিয়ে নামছে রাশিয়ান সাবমেরিনের ক্রুরা।

বরফের কিনারায় পাঁচজনকে দেখা গেল। বাকি একজন রয়ে গেল ডিঙিতে। সতর্কতার সাথে উঠে আসছে পাঁচজন, সোজা রানা আর ড. করিডনের দিকে। সবার পরনে কালো পোশাক, তার মানে এরা সবাই রাশান মেরিনের সদস্য। প্রত্যেকের হাতে অটোমেটিক রাইফেল তো আছেই, কোমরের হোলস্টারে রয়েছে একটা করে রিভলভার। ট্রাউজারের পকেটগুলো ফুলে আছে—বোঝা যায়, প্রত্যেকের কাছে বেশ কয়েকটা করে হ্যান্ড গ্রেনেডও রয়েছে। লোকগুলোর চেহারায় সতর্কতা এবং গাম্ভীর্যের ছাপ থাকলেও অনিশ্চিত কোন ভাব নেই। কি করতে এসেছে তারা, সে-সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা রয়েছে প্রত্যেকের। কোন রকম দ্বিধা বা দ্বন্দ্বে ভুগছে না।

শান্ত ভাবে হেলিকপ্টারে চড়ল রানা, ইগনিশন সুইচ ঘুরিয়ে চাপ দিল স্টার্টারে। রোটর ব্লেড এক পাক ঘোরা শেষ করার আগেই প্যাসেঞ্জার সীটে উঠে বসল ড. করিডন। দ্রুত হাতে বেঁধে নিল সেফটি বেল্ট।

ককপিটের দরজা বন্ধ করতে গিয়ে কি মনে করে বাইরের দিকে ঝুঁকে পড়ল রানা, হাত দুটো এক করে মুখের সামনে চোঙের মত করে ধরল, তারপর রাশানদের উদ্দেশে চিৎকার করে বলল, 'তোমাদের সময়টা আনন্দময় হয়ে উঠুক, এই কামনা করি।' একটু বিরতি নিল ও, তারপর আবার বলল, 'খোদা হাফেজ!'

ছোট্ট দলটাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছে একজন লোক, বোধহয় সে-ই দলনেতা। রানার কথা শুনতে পাবার জন্যে একটা কানের পিছনে হাত তুলল। কিন্তু পরমুহূর্তে কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাতটা কানের পিছন থেকে নামিয়ে নিল সে। বুঝতে পেরেছে, তার সুবিধের কথা ভেবে 'কপ্টারের পাইলট রাশান ভাষায় কথা বলছে না। খারাপ কোন মতলব নেই বোঝাবার জন্যে হাতের অটোমেটিক রাইফেলটা

নিচু করে নিল দলনেতা। কিন্তু ভবী তাতে ভুলল না। আইসবার্গ ছেড়ে শূন্যে উঠে পড়ল 'কপ্টার।

কোন রকম ব্যস্ততা দেখাল না রানা। মিনিমাম স্পীডে উত্তর দিকে স্থির রাখল 'কপ্টারের কোর্স। পনেরো মিনিট পর, সাবমেরিনের রাডার রেঞ্জ ছাড়িয়ে এসে, বিরাট একটা বৃত্ত রচনা করল ও, 'কপ্টার ছুটে চলল দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে। এগারোটা পনেরো মিনিটে হারিয়ে যাওয়া জাহাজটাকে দেখতে পেল ওরা।

বিশাল বরফের ওপর আকাশে স্থির হয়ে দাঁড়াল হেলিকপ্টার। শূন্য, ফাঁকা একটা অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে উঠল ওদের মন। দীর্ঘ অনিশ্চয়তার অবসান ঘটল বলে এই অনুভূতিটা হলো, তা নয়। কমান্ডার পেরি যে সময় বেঁধে দিয়েছিল সেটা এরই মধ্যে পেরিয়ে গেছে, অনুভূতিটা সেজন্যেও নয়। এর জন্যে দায়ী রহস্যময় জাহাজটা। আইসবার্গের চারদিকের পরিবেশ এমন আশ্চর্য নির্জন যে এই বিশাল, ব্যাপক, ভরাট নিস্তব্ধতাময় নির্জনতার ধারণা ওদের কল্পনাপ্রবণ মনও ধারণ করে না। মনে হলো, অচেনা অন্য কোন দুনিয়ায় এসে হাজির হয়েছে তারা। মৃত, পরিত্যক্ত কোন গ্রহে।

শুধু সূর্যের আলো আর বরফে তার প্রতিফলনগুলোকে জ্যান্ত বলে মনে হলো। স্বচ্ছ বরফ ভেদ করে ভেতরে ঢুকে গেছে রোদ। কোথাও তার চেহারা হয়েছে ম্লান, কোথাও উজ্জ্বলতা বেড়ে চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, কোথাও তেরছা ভাবে বেঁকে গেছে। জাহাজটাকে পুরোপুরি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু তার অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দিহান হবারও কোন অবকাশ নেই। খোলের খানিকটা জেগে আছে বরফের ওপর, বো এবং স্টার্ন উঁকি দিচ্ছে বাইরে। কিন্তু প্রায় গোটা সুপারস্ট্রাকচার মুখ লুকিয়ে আছে বরফের নিচে। দৃশ্যটা অবাস্তব, আধিভৌতিক লাগল রানার, মুহূর্তের জন্যে মনে হলো, দুঃস্বপ্ন। কন্ট্রোল অ্যাডজাস্ট করে হেলিকপ্টার ল্যান্ড করবার সময় একটা ধারণা প্রায় জেঁকে বসল মনে; মনে হচ্ছে, বরফে পা দিয়ে জাহাজটাকে আর দেখতে পাবে না সে।

আইসবার্গের কিনারা ঘেঁষে মসৃণ একটা জায়গায় ল্যান্ড করতে চাইল রানা। কিন্তু জায়গাটা অসম্ভব ঢালু বলে ঝুঁকিটা নিল না শেষ পর্যন্ত। জাহাজের ঠিক সরাসরি ওপরের একটা সমতল জায়গা বেছে নিয়ে 'কপ্টার নামাল ও। স্কিড দুটো বরফ স্পর্শ করা মাত্র ককপিট থেকে লাফ দিয়ে নেমে গেল ড. করিডন। রানা নিচে নেমে তার সাথে মিলিত হবার আগেই পরিত্যক্ত জাহাজের স্টার্ন থেকে বো পর্যন্ত একবার টহল দিয়ে নিয়েছে সে।

'অদ্ভুত,' বিড়বিড় করে বলল ড. করিডন। 'ভারি অদ্ভুত। বরফের ওপর কিছুই বেরিয়ে নেই! মাস্তুল এবং রাডার অ্যান্টেনা পর্যন্ত বরফের নিচে! ব্যাপারটা কিছু বুঝছ, রানা? প্রতিটি ইঞ্চি নিরেট বরফে সীল করা!'

ফ্লাইট জ্যাকেটের পকেট থেকে রুমাল বের করে নাক ঝাড়ল রানা। তারপর বাতাস টেনে কি যেন শুঁকল। 'একটা গন্ধ। পাচ্ছেন, ডক?'

মাথাটা একটু পিছিয়ে নিয়ে গিয়ে ধীরে ধীরে শ্বাস নিল ড. করিডন। 'হ্যাঁ। তেমন স্পষ্ট নয়। তবে পাচ্ছি। কিসের বলো তো?'

'অনেক কিছুর সংক্ষেপে, আবর্জনা বা জঞ্জালের।'

সকৌতুকে নিজের চারদিকে তাকাল ড. করিডন। 'কোত্থেকে আসছে?'

চোখ ইশারায় পায়ের নিচের জাহাজটা দেখাল রানা। 'তাছাড়া আর কোত্থেকে আসতে পারে?'

দ্রুত, ঘন ঘন মাথা নাড়ল ড. করিডন। 'মানতে পারলাম না। সায়েন্টিফিক ফ্যাক্ট হলো, বরফের নিচে চাপা পড়া কোন ইনঅর্গানিক বস্তুর গন্ধ তুমি বাইরে থেকে পেতে পারো না।'

দুপুরের গরমের কাছে নত হতে শুরু করেছে ঠাণ্ডা, ফ্লাইট জ্যাকেটের চেন টেনে নামিয়ে দিল রানা। 'বরফে নিশ্চয়ই কোথাও লিক আছে।'

'তোমার শিক্ষিত নাকটাকে সালাম!' তিক্ত স্বরে বলল ড. করিডন। 'দয়া করে ব্লাডহাউন্ডের অভিনয় ছেড়ে, এসো থারমাইট চার্জ বসাবার কাজে সাহায্য করো আমাকে। বরফের ছাল না ছাড়িয়ে জাহাজে ঢোকা সম্ভব নয়।'

চিন্তিত দেখাল রানাকে। 'থারমাইট চার্জে ঝুঁকি আছে।'

'আমার ওপর ভরসা রাখো। আইসবার্গটাকে টুকরো টুকরো করার কোন ইচ্ছে আমারও নেই। 'কপ্টার, জাহাজ এবং নিজেদের প্রাণ, তিনটেই আমার কাছে সমান প্রিয়। ছোট ছোট লোড দিয়ে শুরু করতে চাই আমি, একটু একটু করে নিচের দিকে নামতে চাই।'

'আইসবার্গের কথা ভাবছি না, ভাবছি জাহাজটার কথা। এমন হতে পারে যে ওটার ফুয়েল ট্যাঙ্ক ফেটে গেছে, এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত পেট্রলে ভিজে আছে কীল। হিসেবে যদি একটু ভুল হয়, যদি এক ফোঁটা পেট্রলে আগুন ধরিয়ে ফেলি, চোখের পলকে গোটা জাহাজ জ্বলে উঠবে।'

কঠিন বরফে পা ঠুকল ড. করিডন এই বরফ তাহলে সরানো হবে কিভাবে? নখ দিয়ে আঁচড়ে?'

নিঃশব্দে হাসল রানা। বিদ্রূপের সুরে বলল, 'বিজ্ঞানী হিসেবে দুনিয়া জোড়া খ্যাতি থাকতে পারে আপনার, কিন্তু দৈনন্দিন বাস্তবতা সম্পর্কে প্র্যাকটিক্যাল কোন ধারণা আপনার একেবারেই নেই। সিসেম ফাঁক বলে একটা মন্ত্র আছে, জানেন তো? আমরা সেই মন্ত্র আউড়ে ভেতরে ঢুকব।'

'গ্লেসিয়াল আইসের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছ তুমি। শক্ত এবং নিরেট। হেঁটে ভেতরে ঢুকবে, সে আশা বাদ দাও।'

'উঁহু, বাদ দিতে রাজি নই। হেঁটেই ঢুকব ভেতরে।'

'ঢোকো তো দেখি!' চ্যালেঞ্জের সুরে বলল ড. করিডন।

'আসলে আমি বলতে চাইছি, খাটা-খাটনির কাজটা আগেই সেরে র.খা হয়েছে। থার্ড পার্টির কথা মনে আছে? আমরা এখানে পৌঁছুবার আগেই এখান থেকে হয়ে গেছে তারা, তা না হলে লাল রঙটা গায়েব হলো কিভাবে?' নাটকীয় ভাবে নাকের সামনে হাত তুলে ওপর দিকে তর্জনী খাড়া করল রানা। 'দয়া করে ওপরে তাকান।'

চোখ তুলল ড. করিডন, ক্রমশ ওপরে উঠে গেল তার দৃষ্টি, খাড়া ঢালের চওড়া মুখের ওপর স্থির হলো কয়েক মুহূর্তের জন্যে। বাইরের কিনারা বরাবর এবং লোয়ার বেসের কাছাকাছি. ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখান থেকে মাত্র কয়েক গজ

দূরে, বরফের ওপরটা মসৃণ এবং সমান। কিন্তু চূড়া থেকে শুরু হয়ে নিচের দিকে ঢালের মাঝখান পর্যন্ত ছোট ছোট গর্ত আর দাগ দেখা গেল।

'হুম,' গম্ভীর সুরে বলল ড. করিডন। 'রেড ডাই মোছার জন্য থার্ড পার্টি খেটেছে বটে!' ওপর থেকে চোখ নামিয়ে রানার দিকে তাকাল সে। 'বিস্ফোরক দিয়ে অনায়াসে কাজটা সারতে পারত ওরা, তা না করে হাত দিয়ে কাজটা করতে গেল কেন?'

'এর উত্তর আমার জানা নাই। হয়তো মনে করেছিল, বিস্ফোরক ব্যবহার করলে আইসবার্গে ফাটল দেখা দেবে। হয়তো ওদের কাছে জিনিসটা ছিলই না। তবে, শুধু রঙ উঠিয়ে ফিরে গেছে ওরা, এ আমি বিশ্বাস করি না। জাহাজে ঢোকার নিশ্চয়ই কোন পথ পেয়েছিল ওরা, অথবা তৈরি করে নিয়েছিল।'

'তার মানে তুমি বলতে চাইছ একটু খুঁজলেই "প্রবেশ পথ" লেখা একটা সাইনবোর্ড পেয়ে যাব আমরা?' বিদ্রূপের সুরে বলল ড. করিডন। 'তুমি আমাকে হাসালে দেখছি!'

'সাইনবোর্ড নয়, বরফের মধ্যে কোথাও নরম একটু জায়গা আছে কিনা খুঁজতে হবে।'

'একটা আইস টানেলের ওপর নরম বরফের ঢাকনি?'

'তাই।'

চশমার ফ্রেমের ওপর দিয়ে রানার দিকে তাকাল ড. করিডন। 'তোমার ওপর আমার শ্রদ্ধার মাত্রা বেড়েই চলেছে, মাই বয়। এখন মনে হচ্ছে, তোমার অনুমানের মধ্যে যুক্তি আছে।'

কাজ শুরু করে দিল ওরা। তেমন কঠিন কোন ব্যাপার নয়, অথচ রানা যেমন আন্দাজ করেছিল তারচেয়ে অনেক বেশি সময় এবং খাটনি লেগে গেল। সেজন্যে অবশ্য অপ্রত্যাশিত একটা দুর্ঘটনা দায়ী। এতে লাভ হলো এই যে ড. করিডন রানাকে আবার বলার সুযোগ পেল, ওহে, তোমার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আর ঋণের পরিমাণ আরও একটু বাড়ল।

বরফের ঢালে দাঁড়িয়ে কাজ করছিল ড. করিডন, হঠাৎ গর্ত থেকে পিছলে বেরিয়ে গেল একটা পা, গর্তে ঢোকানো দ্বিতীয় পায়ের ওপর শরীরের ভার চাপাতে শুরু করল সে, কিন্তু চাপ একটু বাড়তে না বাড়তে গর্তের চার দিকের বরফ মুড় মুড় করে ভেঙে গেল, সেই সাথে হড়কে নামতে শুরু করল শরীরটা। বেশ অনেকটা নিচে প্রায় খাড়া একটা কার্নিস, সেটার গা ঝপ করে খাড়া নেমে গেছে সাগরে। সেই কার্নিসের দিকে দ্রুত নামছে ড. করিডন। মড়ার মত ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে তাকে। মৃত্যু যে অবধারিত, বুঝতে পেরেছে সে। কিন্তু আতঙ্কে যাকে বলে উন্মাদ হয়ে যাওয়া, তা সে হয়নি। পতনটা রোধ করার জন্যে উন্মত্তের মত বরফ খামচে ধরার চেষ্টা করল সে। বরফের গায়ে নখ-আঁচড়াবার দাগ ফুটে উঠল, কঠিন বরফের সাথে ঘষা খেয়ে পিছন দিকে বেঁকে গেল দু'হাতের আটটা আঙুলের নখ। ব্যথায় জ্ঞান হারাবার কথা তার, কিন্তু সেই মুহূর্তে কোন ব্যথা অনুভব করল না সে। মুহূর্তের জন্যে পতনের গতিটা মন্থর হলো মাত্র, কিন্তু তাল সামলে নিজেকে স্থির করার জন্যে সেটা যথেষ্ট নয়। গোটা ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটে গেল যে সাহায্যের জন্যে চিৎকার

করার আগেই কার্নিসের কিনারায় পৌঁছে গেল ড. করিডন। কিনারা থেকে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে পা দুটো। ওখান থেকে খাড়া নেমে গেছে বরফের গা, ত্রিশ ফুট নিচেই সাগর।

আলগা একটা বরফের টুকরো সরাতে যাচ্ছিল রানা, এই সময় চিৎকারটা কানে ঢুকল। শব্দটা থামার আগেই অনেকগুলো ঘটনা ঘটে গেল। দ্রুত ঘুরল রানা, ড. করিডন হড়কে নেমে যাচ্ছে দেখে সাথে সাথে বুঝে নিল হিম-শীতল পানিতে গিয়ে পড়লে কি কঠিন হবে তাকে জীবিত উদ্ধার করা। ঘুরে দাঁড়াবার তাল এখনও পুরোপুরি সামলে উঠতে পারেনি ও, সেই অবস্থায় এক ঝটকায় ফ্লাইট জ্যাকেট খুলে ফেলে ঢালের ওপর লাফ দিয়ে চিত হয়ে পড়ল ও। মাথা থাকল পিছন দিকে, পায়ের তলা সামনের দিকে, পা দুটো উদ্ভট ভঙ্গিতে ওপর দিকে তোলা।

আতঙ্কিত ড. করিডনের মনে হলো, পাগল হয়ে গেছে রানা। 'ওহ্ গড, নো, নো!' ফুঁপিয়ে উঠল সে। ঝাপসা হয়ে এল চোখের দৃষ্টি, অস্পষ্টভাবে দেখল তীর বেগে তার দিকে ছুটে আসছে রানার শরীর। বুঝল, ক্ষীণ একটু আশা যাও বা ছিল, তাও শেষ হয়ে গেল। রানা আইসবার্গে থাকলে পানি থেকে তাকে উদ্ধার করার একটা চেষ্টা করত। কিন্তু রানার বোকামির জন্যে দু'জনকেই এখন ঠাণ্ডা পানিতে জমে বরফ হয়ে মরতে হবে। পঁচিশ মিনিট, কমান্ডার পেরির কথাটা মনে পড়ে গেল তার, চল্লিশ ডিগ্রী পানিতে পড়লে পঁচিশ মিনিটের বেশি কোন মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। এই পরিস্থিতিতে পঁচিশ মিনিট কেন, পঁচিশ ঘণ্টা সময় পেলেও বাঁচার কোন আশা নেই তাদের।

চিন্তা করার সময় পেলে ড. করিডনের সাথে একমত হত রানা। সন্দেহ নেই, ওকে দেখে যে-কোন লোকের বদ্ধ পাগল বলেই মনে হবে। বরফের ওপর দিয়ে হড়কে নেমে যাচ্ছে শরীরটা, পা দুটো বিদঘুটে ভাবে ছড়িয়ে আছে ওপর দিকে। আচমকা, ড. করিডনের সাথে সংঘর্ষ ঘটতে আর যখন মাত্র হাত দেড়েক বাকি, বিদ্যুৎ গতিতে পা দুটো নামিয়ে আনল ও, বরফের সাথে ঠুকে গেল গোড়ালি, ব্যথায় বিকৃত হয়ে উঠল মুখ। কিন্তু কাজ হলো। বরফ ভেঙে ভেতরে সেঁধিয়ে গেছে গোড়ালি দুটো। তীব্র একটা ঝাঁকি খেয়ে থেমে গেল শরীরটা। তারপর, অনেকটা স্বতস্ফূর্ত ভাবে, সেই একই ঝটকায়, ওর জ্যাকেটের একটা আস্তিন ছুঁড়ে দিল ড. করিডনের দিকে।

বরফের কিনারা থেকে গড়িয়ে নেমে যাচ্ছিল ড. করিডন, কিন্তু শেষ মুহূর্তে হাত বাড়িয়ে আস্তিনটা ধরে ফেলল সে। স্যাঁৎ করে কার্নিস থেকে নেমে গেল শরীরটা, ঝুলে রইল আস্তিন ধরা হাতের সাথে। রানা বা ড. করিডন, কয়েক সেকেন্ড নড়ল না কেউ এক চুল। ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এল ড. করিডনের নিঃশ্বাস। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে মুখ তুলল সে। নাকের ছয় ইঞ্চি সামনে কার্নিসের কিনারা ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না, কিনারার ওপরে অদৃশ্য হয়ে গেছে তার দু'হাতে ধরা রানার জ্যাকেটের আস্তিন। নড়াচড়ার ফলে আরেকটা ভীতিকর ব্যাপার লক্ষ করল সে। তলপেট এবং কোমরের কাছে কোন অনুভূতি নেই, বরফের ছোঁয়ায় অসাড় হয়ে গেছে।

'ডক?'

কার্নিসের ওপর থেকে শান্ত কিন্তু জরুরী কণ্ঠস্বর ভেসে এল রানার।

'আছি।'

'ব্যস্ত হবার কোন কারণ নেই,' বলল রানা। 'শক্ত করে ধরতে পেরেছেন আস্তিনটা?'

'যায় যাক প্রাণ, তবু ছাড়ছি না!' হঠাৎ কেন যেন ড. করিডনের মনে হলো, রানা থাকতে সহজে তার মরণ নেই। মনটা দারুণ খুশি হয়ে ওঠায় অনেকটা নিজের অজান্তেই, এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতেও গলার স্বরে কৌতুক ফুটে উঠল।

'ভেরি গুড,' উৎসাহ দিয়ে বলল রানা। 'আস্তে আস্তে ওপর দিকে ওঠার চেষ্টা করুন...'

আপনমনে মাথা নাড়ল ড. করিডন। 'পারব না,' নিজের কানেই কর্কশ শোনাল গলার আওয়াজটা। 'কোনমতে শুধু ঝুলে থাকতে পারব।'

'বরফে পা রাখার কোন জায়গা পাবেন?'

কয়েক সেকেন্ড পর জবাব দিল ড. করিডন, 'না। শক্ত পিচ্ছিল বরফ।'

ছড়ানো পায়ের মাঝখানে ঝুঁকে পড়ল রানা, জ্যাকেটটাকে আরও শক্ত করে ধরল। 'লোহার নয়, একজোড়া রাবারের হিলের দয়ায় এখানে বসে আছি আমি। এগুলোর চার ধারের বরফে চিড় ধরতে খুব বেশি চাপের দরকার হবে না। কাজেই, কোন রকম হঠাৎ নড়াচড়া নয়। আমি আপনাকে টেনে ওপরে তোলার চেষ্টা করছি।'

কার উদ্দেশে যেন রানাকে বলতে শুনেছিল, সেটাই পুনরাবৃত্তি করল ড. করিডন, 'আল্লা ভরসা!'

তলপেটের চামড়া বরফের সাথে ঘষা খেয়ে ছঁড়ে গেল, জ্বালা করছে। নখ ছেঁড়া আঙুলগুলো দপ দপ করে উঠল। ঘামে ভেজা মুখটা ব্যথা আর আতঙ্কে বিকৃত হয়ে উঠল। এই সময় টান পড়ল হাতে ধরা আস্তিনে। চোখ বুজে মুঠোটা আরও শক্ত করার চেষ্টা করল সে। কিন্তু সেই সাথে অনুভব করল, মুঠো থেকে পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছে কাপড়টা। কনুইয়ে বরফের স্পর্শ না পেয়ে চোখ খুলল সে। দেখল, নাকের সামনে ঝুলছে রানার হাসি হাসি মুখ।

'তুমি হাসছ!' যদিও রানাকে হাসতে দেখে ড. করিডনের আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেছে, তবু কথাটা মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল। 'সাবধান, মুঠো থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে...'

'শক্ত করে ধরে রাখুন,' বলল রানা। 'আপনার মুঠোর নিচে আরও আধহাত রয়েছে আস্তিনটা, কাজেই আতঙ্কিত হবার কিছু নেই। টানব আবার?'

'বিসমিল্লাহ বলে।'

ধীরে ধীরে, একবারে এক ইঞ্চি করে, জ্যাকেটটা নিজের দিকে টানতে শুরু করল রানা। ঝাড়া ষাট সেকেন্ড লাগল ড. করিডনের মাথাটা ওর দুই হাঁটুর মাঝখান নিয়ে আসতে। মনে হলো ষাটটা যুগ পেরিয়ে গেছে। ড. করিডনের মুঠোর নিচে আস্তিনটা এখন আর তিন ইঞ্চিও অবশিষ্ট নেই। এরপর এক এক করে হাতের জ্যাকেট ছেড়ে দিয়ে ড. করিডনের বগলের নিচে কব্জি গলিয়ে দিল ও।

'সহজ কাজটা শেষ হলো,' বলল ও। 'এর পরের কাজটা আপনাকে করতে

হবে।'

হাত দুটো মুক্ত হয়ে গেছে, জ্যাকেটের আস্তিন দিয়ে ভুরুর ঘাম মুছল ড. করিডন। 'আমি কোন গ্যারান্টি দিতে পারব না।'

'আপনার ডিভাইডার জোড়া কোথায়? সাথে আছে?'

মুহূর্তের জন্য বিমূঢ় দেখাল ড. করিডনকে। তারপর মাথা ঝাঁকাল সে। 'বুক পকেটে।'

'গুড,' বলল রানা। 'এবার, আমার ওপর দিয়ে হামাগুড়ি দিন। আপনার পা দুটো আমার কাঁধে না পৌঁছানো পর্যন্ত থামবেন না। কাঁধের ওপর পা রেখে আপনার মাথার সামনে ডিভাইডার জোড়া বরফে গাঁথুন। যতটা সম্ভব শক্ত করে গাঁথুন।' একটু থেমে আবার বলল রানা, 'আমি কি বলতে চাইছি বুঝতে পেরেছেন তো?'

এক সেকেন্ড পর বিমূঢ় ভাবটা কেটে গিয়ে ড. করিডনের চেহারায় বিস্ময় ফুটে উঠল। 'পিটন হিসেবে ব্যবহার করতে বলছ, বুঝেছি! মাথা বটে একখানা!'

রানার স্থির শরীরের ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে এগোল ড. করিডন। একটা রেলগাড়ি যেন পাহাড়ে চড়ছে। প্রচুর সময় নিল সে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত রানার দুই কাঁধের ওপর শক্তভাবে রাখতে পারল পা দুটো। এরপর বুক পকেট থেকে ডিভাইডারটা বের করল সে, স্টীলের ডগাটা গেঁথে দিল বরফে।

'এরপর?' জানতে চাইল সে।

'এবার আপনার ওপর দিয়ে আমি উঠব,' বলল রানা। 'টেনেটুনে ভাল করে দেখুন, শরীরের চাপ পড়লে বেরিয়ে আসবে না তো?'

'তা আসবে না,' ম্লান গলায় বলল ড. করিডন, 'কিন্তু যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে তোমাকে। আমার হাত দুটো অসাড় হয়ে যাচ্ছে।'

সতর্কতার সাথে, সাবধানের মার নেই ভেবে একটা গোড়ালি বরফের ভেতর থেকে বের না করে, ড. করিডন কতটা ভার সইতে পারে পরীক্ষা করল রানা। তার পা ধরে ধীরে ধীরে টানতে শুরু করল ও। এক সময় শরীরের প্রায় সবটুকু ওজন চাপিয়ে দিল তার পায়ের ওপর। ডিভাইডারটা বরফের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল না। দ্রুত এবং সাবলীল ভঙ্গিতে ড. করিডনকে ছাড়িয়ে এল ও, বাড়ানো হাত দিয়ে হাতড়াতে গিয়ে ঢালের কিনারা স্পর্শ করল ওর আঙুল। কিনারার ওপরে সমান হয়ে গেছে বরফ।

কিনারা ধরে সমতল জায়গাটায় আসতে কোন অসুবিধে হলো না রানার। সাথে সাথে হেলিকপ্টার থেকে বের করে ঢালের কিনারা থেকে নিচের দিকে নামিয়ে দিল একটা নাইলন লাইন। আধ মিনিট পর রক্তশূন্য ফ্যাকাসে এবং ক্লান্ত ওশেনোগ্রাফারকে রানার পায়ের কাছে বসে ঘন ঘন হাঁপাতে দেখা গেল।

আরও আধ মিনিট পর মুখ তুলে রানার দিকে তাকাল ড. করিডন। দেখল, ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকিয়ে আছে রানা।

'তুমি আমার বাপের কাজ করেছ, রানা।' গম্ভীর সুরে বলল ড. করিডন। 'সে আমার জন্ম দিয়েছিল, কিন্তু তুমি আমাকে নবজীবন দান করেছ।'

রানার কোঁচকানো ভুরুটা নিভাঁজ হয়ে গেল। পরম স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল ও। 'প্রশংসা করতে দেরি করছেন দেখে ভয় হচ্ছিল, বোবা হয়ে গেলেন

নাকি!'

'প্রশংসা?' আকাশ থেকে পড়ল ড. করিডন। 'কে তোমার প্রশংসা করছে?' রাগে লাল হয়ে উঠল চেহারাটা। 'জানো. মৃত্যুর দোরগোড়া থেকে ফিরিয়ে এনেছ বলে টেনে চড় মারতে ইচ্ছে করছে তোমাকে আমার? অনেক তো দেখলাম. এই পাপে আর শয়তানীতে ভরা দুনিয়ায় আর কি দেখার আছে আমার?' হাত দুটো চোখের সামনে তুলল সে, পিছন দিকে বাঁকা হয়ে যাওয়া নখগুলো এক এক করে দেখে আবার বলল, 'মরে গেলে অন্তত এই অসহ্য ব্যথা থেকে তো রেহাই পেতাম! তুমি আমার শত্রুর কাজ করেছ, রানা! কি সুন্দর আরেক জগতে চলে যাচ্ছিলাম...'

'আমিও তো! কিন্তু আপনি ওখানে আটকে গেলেন বলে আমাকেও রয়ে যেতে হলো!'

এক সেকেন্ড রানার দিকে তাকিয়ে থাকল ড. করিডন, পরমুহূর্তে বিস্ফোরণের মত আওয়াজ বেরিয়ে আসতে শুরু করল তার গলার ভেতর থেকে।

তার হাসির প্রকোপ একটু কমে আসতে রানা বলল, 'দেখি তো আঙুলগুলোর কি অবস্থা।'

রক্তাক্ত আঙুলগুলোর দিকে চোখ রেখে ড. করিডন বলল, 'দেখে যতটা মনে হচ্ছে ততটা খারাপ নয় আসলে। দু'এক ফোঁটা অ্যান্টিসেপটিক এবং খানিকটা যত্ন পেলেই আবার ঠিক হয়ে যাবে।'

'হেলিকপ্টারে ফার্স্ট-এইড-কিট আছে, চলুন, ব্যান্ডেজ বেঁধে দিই।'

কয়েক মিনিট পর, শেষ খুদে ব্যান্ডেজটা বাঁধা শেষ করেছে রানা, এই সময় জানতে চাইল ড. করিডন, 'আমি পা পিছলাবার আগে টানেলের কোন আভাস দেখতে পেয়েছিলে?'

'ওটা যে একটা আলগা বরফের টুকরো, বুঝতেই পারিনি। টানেলের মুখে ঢাকনিটা তার চারপাশের শক্ত বরফের সাথে নিখুঁত ভাবে মিশে ছিল।'

'তাহলে চিনলে কিভাবে?'

'বলতে পারেন ভাগ্য সহায়তা করেছে। থার্ড পার্টির কেউ একজন একটু অসতর্ক হয়েছিল, ধারাল কিছু একটা দিয়ে ঢাকনির গা থেকে এক মুঠো বরফ তুলে নিয়েছিল সে। ওটা দেখতে না পেলে ঢাকনির ওপর দিয়ে হেঁটে চলে যেতাম আমি।'

হঠাৎ ড. করিডনের চেহারা গম্ভীর, কালো হয়ে উঠল। 'এটা একটা অভিশপ্ত আইসবার্গ, রানা। খোদার কিরে, এর সাথে আমাদের ব্যক্তিগত শত্রুতা আছে।'

'দূর!' তাচ্ছিল্যের সাথে কথাটা বলে উঠে দাঁড়াল রানা। খানিকটা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল ও, ঝুঁকে তুলে নিল থালার মত গোল একটা বরফের ঢাকনি। ইঞ্চি তিনেক মোটা, ডায়ামিটারে তিন ফিট। ঢাকনিটা সরাতেই নিচে দেখা গেল একটা গর্ত-মুখ। টানেলটা এঁকে বেঁকে নেমে গেছে নিচের দিকে। খুব সরু, পাশাপাশি দু'জন লোক নামতে পারবে না। নিজের অজান্তেই মুখটা ঘুরিয়ে নিল রানা। রঙ, কাপড়, কাঠ, ফুয়েল আর তাতানো স্টীলের পোড়া গন্ধ ঢুকল নাকে।

রানার পাশে এসে দাঁড়াল ড. করিডন। 'নাকের পরীক্ষায় পাস করেছ তুমি। কিন্তু সেই সাথে তোমার থারমাইট চার্জ থিওরিটা বাতিল হয়ে গেল। নিচে থেকে

যে পোড়া গন্ধটা পাচ্ছ, সেটার উৎস ছিল নিশ্চয়ই কোন বিস্ফোরক। অথচ, নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছ, আইসবার্গে ফাটলও দেখা দেয়নি, জাহাজটা পুড়ে ছাইও হয়ে যায়নি।'

ড. করিডনের হাতে একটা স্পেয়ার টর্চ ধরিয়ে দিল রানা। 'আমি আগে নামছি। পাঁচ মিনিট পর অনুসরণ করবেন আপনি।'

'পাঁচ নয়, দু'মিনিট পর।'

ওপরের স্ফটিক-স্বচ্ছ বরফ ভেদ করে টানেলের ভেতর নেমে এসেছে আঁকাবাঁকা রোদ। ত্রিশ ডিগ্রী কোণ রচনা করে বিশ ফিট নেমে গেছে টিউবটা। এরপর টানেলটা জাহাজের খোলের কালচে হয়ে যাওয়া স্টীল প্লেটের ওপর দিয়ে এগিয়েছে। প্লেটিং কোথাও কোথাও বেঁকে গেছে, কোথাও আবার প্রচণ্ড উত্তাপে কুঁচকে ভাঁজ ভাঁজ হয়ে গেছে। পোড়া গন্ধটা মগজে গিয়ে ধাক্কা দিচ্ছে, কোন রকমে শ্বাস নিচ্ছে রানা। এরপর একটু বেঁকে গেছে টানেল, খোল ধরে সমান্তরাল ভাবে এগিয়েছে আরও দশ ফিটের মত। ওখানেই, খোলা একটা হ্যাচের সামনে শেষ হয়েছে সুড়ঙ্গটা। স্তব্ধ বিস্ময়ে হ্যাচের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। স্টীলের তৈরি জিনিসটা দুমড়েমুচড়ে ভাঁজ খেয়ে কিম্ভূতকিমাকার চেহারা পেয়েছে। কি ধরনের টেম্পারেচার এর জন্যে দায়ী ভাবতে গিয়ে মাথাটা ঝিম ঝিম করে উঠল রানার।

ক্রল করে হ্যাচওয়ের ভাঙা, কর্কশ কিনারা টপকে এল রানা। উঠে দাঁড়িয়ে টর্চের আলো ফেলল তাপ-দগ্ধ দেয়ালের গায়ে। এখনকার চেহারা দেখে বোঝা দায় কি ধরনের কমপার্টমেন্ট ছিল এটা। প্রচণ্ড, ঘন তাপে প্রতিটি ইঞ্চি পুড়ে গেছে। অজানা একটা ভয় হঠাৎ করে বাসা বাঁধল রানার বুকে। কয়েক মুহূর্ত নিষ্প্রাণ পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকল ও। মাথাটাকে ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টা করল। অনেক দূরে খুট করে একটা শব্দ হলো কোথাও। আবার এগোল রানা। চারদিকে পোড়া আবর্জনা, সামনে একটা খোলা দরজা। দরজার বাইরে লম্বা একটা প্যাসেজ। টর্চের আলো ফেলল সে।

লম্বা প্যাসেজটা আলোকিত হয়ে উঠল। শেষ মাথায় লোয়ার ডেকে নেমে যাবার সিঁড়ি। পুড়ে কয়লা হয়ে যাওয়া কার্পেট ছাড়া আর কিছু নেই প্যাসেজে। কোথাও কোন শব্দ বা নড়াচড়া নেই, ভৌতিক একটা নির্জনতা আর নিস্তব্ধতা অটুট হয়ে আছে। দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে দীর্ঘ প্রায় পনেরো সেকেন্ড ইতস্তত করল রানা। গা ছমছম করছে। গোটা ব্যাপারটার মধ্যে কোথায় যেন মস্ত একটা গোলমাল আছে বলে মনে হলো ওর। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের প্ল্যান ভেস্তে গেছে। আর যাই হোক, এখানে এই রকম ভয়ঙ্কর একটা দৃশ্য দেখবে বলে আশা করেনি ওরা।

হ্যাচওয়ে পেরিয়ে রানার কাছে চলে এল ড. করিডন। রানার পাশে দাঁড়িয়ে কালচে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকল সে। কুঁকড়ে গেছে ইস্পাতের দেয়াল। গলে গেছে লোহার কজাগুলো। কাঠের দরজার কোন চিহ্নই অবশিষ্ট নেই। রানার গায়ে হেলান দিল সে, মাথাটা এদিক ওদিক নাড়ল, মনে হলো জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে।

'তেমন কিছু পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।'

'হ্যাঁ। আশা বাদ দিতে পারেন,' বলল রানা। 'আগুনের হাত থেকে যদি বা কিছু বেঁচে গিয়ে থাকে, থার্ড পার্টির লোকেরা সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে গেছে।'

ডেকের ওপর আলো ফেলল ও। হ্যাচওয়ের সামনে পায়ের ছাপ দেখা গেল। ছাপের ওপর ছাপ পড়েছে, কোনটা ওদিকে থেকে গেছে, কোনটা ওদিক থেকে এসেছে। 'চলুন, দেখা যাক।'

ছাই আর জঞ্জালের ওপর পা ফেলে প্যাসেজে বেরিয়ে এল ওরা। পাশের কমপার্টমেন্টের দরজার সামনে দাঁড়াল মুহূর্তের জন্যে, তারপর ঢুকে পড়ল ভেতরে। রেডিও রুম ছিল এটা। প্রায় কোন জিনিসই দেখে চেনার উপায় নেই। বাঙ্ক আর ফার্নিচারগুলো কয়লার কঙ্কাল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গলে যাওয়া ধাতব পদার্থ আর শক্ত হয়ে ওঠা সোল্ডারের কিছু ফোঁটা দেখে ওগুলোকে রেডিও ইকুইপমেন্ট বলে চিনতে পারল রানা। পোড়া গন্ধটা ইতোমধ্যে সয়ে গেছে ওদের নাকে।

হঠাৎ কি যেন দেখে ছ্যাঁৎ করে উঠল ড. করিডনের বুক। ঠক ঠক করে কাঁপতে শুরু করল সে। হাত থেকে খসে পড়ল টর্চ, খটাস করে ডেকে পড়ল সেটা, গড়িয়ে গেল কয়েক ফিট, তারপর আগুনে পোড়া একটা মানুষের মাথার সাথে ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল।

টর্চের আলোয় খুলি আর দাঁত দেখা গেল, পোড়া মাংসের ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়েছে।

করুণ একটা মৃত্যু। কিছু বলবে, ভাষা খুঁজে পেল না রানা।

টলতে টলতে এক কোণে চলে গেল ড. করিডন, কয়েক মিনিট ধরে অঁক অঁক করে বমি করল সেখানে। তারপর আবার যখন ফিরে এল, তাকে দেখে মনে হলো এই মাত্র কবর থেকে উঠে এসেছে।

'দুঃখিত,' ম্লান গলায় বলল সে। 'পোড়া কোন লাশ এর আগে দেখিনি আমি। আমার কোন ধারণাই ছিল না। কি ভয়ঙ্কর, তাই না?'

প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে রানা বলল, 'কিছু আভাস পাচ্ছেন, ডক?'

'আভাস? কিসের আভাস?'

'একটা পোড়া লাশ দেখলাম, তাতে আরও চোদ্দটা লাশ দেখতে পাবার আশঙ্কা জাগে না?'

'গড! ওহ্ গড!' ঘন ঘন ঢোক গিলল ড. করিডন। টর্চটা তুলে তার হাতে ধরিয়ে দিল রানা। পকেট থেকে একটা নোট বুক বের করে খুলল ড. করিডন। কিছু পড়ল। তারপর বলল, 'হ্যাঁ, ঠিক। ছ'জন ক্রু আর ন'জন প্যাসেঞ্জার নিয়ে রওনা হয়েছিল জাহাজটা। সব মিলিয়ে পনেরো জন।' নোট বুকের আরও কয়েকটা পাতা ওল্টাল সে। 'এই লাশটা নিশ্চয়ই বেচারা রেডিও অপারেটর ডেভিড রুস্তভের।'

'হয়তো। নিশ্চয় করে একমাত্র ওর ডেন্টিস্ট বলতে পারবে।' পুড়ে কয়লা হয়ে যাওয়া স্তূপটার দিকে তাকাল আবার রানা, এই স্তূপটা যে এককালে রক্ত-মাংসের মানুষ ছিল, ভাবা যায় না। কিভাবে মারা গেছে লোকটা, কল্পনা করার চেষ্টা করল ও। উজ্জ্বল লাল আর কমলা রঙের একটা বিরাট চাদর হঠাৎ চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে রেডিও অপারেটরকে। চাদর মানে আগুনের শিখা। ছোট্ট একটা আর্ত চিৎকার বেরিয়ে আসে লোকটার গলার ভেতর থেকে। শরীরে আগুন ধরে গেলে যে ভয়ঙ্কর ব্যথা অনুভব করে মানুষ তার সাথে অন্য কোন ব্যথার তুলনা হয় না, সাথে সাথে উন্মাদ হয়ে যায় সে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অবর্ণনীয় কষ্ট ভোগ করতে হয়।

সেজন্যই মানুষ এবং পশু সবচেয়ে বেশি ভয় করে আগুনে পুড়ে মরাকে।

হাঁটু গেড়ে বসে লাশটা আরও ভাল করে পরীক্ষা করল রানা। ওর চোখের চারপাশ কুঁচকে উঠল, টান পড়ল মুখের পেশীতে। ঝলসানো লাশটা কুঁকড়ে ভ্রূণের আকৃতি পেয়েছে, হাঁটু দুটো ভাঁজ হয়ে উঠে এসেছে প্রায় চিবুকের কাছাকাছি, হাত দুটো শরীরের পাশে শক্তভাবে সেঁটে আছে—হাত এবং শরীরের মাংস আগুনে পোড়ার সময় জোড়া লেগে গেছে। আরেকটা ব্যাপার লক্ষ করল রানা। লাশের পাশে ডেকের উপর টর্চের আলো ফেলল ও। লাশের যেটুকু অবশিষ্ট আছে তার নিচে থেকে বেরিয়ে রয়েছে ইস্পাতের তৈরি চেয়ারের পায়া।

রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইল ড. করিডন, 'কি দেখছ তুমি?'

'মরার সময় নিজের চেয়ারে বসে ছিল রেডিও অপারেটর,' বলল রানা। 'তার নিচে চেয়ারটা পুড়ে প্রায় ছাই হয়ে গেছে!'

'তাতে এত অবাক হবার কি আছে?'

'শরীরে আগুন ধরে গেছে, আপনি মারা যাচ্ছেন, এই অবস্থায় চেয়ারে বসে থাকতে পারতেন কি? অথচ লোকটা ঠিক তাই করেছে। উঠে দাঁড়াবার বা পালাবার কোন চেষ্টাই করেনি!'

'ট্র্যান্সমিটারের ওপর ঝুঁকে মে-ডে সিগন্যাল পাঠাচ্ছিল, সম্ভবত এই সময় আগাম কোন আভাস না দিয়ে তাকে ঘিরে ফেলে আগুন,' বলল ড. করিডন। 'চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াবার সময়ই পায়নি সে।' আবার মুখ বিকৃত হয়ে উঠল তার। 'এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ব, রানা। হাঁটার শক্তি থাকতে থাকতে চলো সার্চের কাজটা সেরে ফেলি।'

রেডিও রূম থেকে প্যাসেজে বেরিয়ে এল ওরা, ওখান থেকে সিঁড়ি ভেঙে সোজা জাহাজের পেটে। ইঞ্জিন রূম, গালি, সেলুন যেখানেই ঢুকল ওরা, সবখানে মৃত্যুর ভয়াল দৃশ্য দেখতে পেল। তেরো আর চোদ্দ নম্বর লাশ পাওয়া গেল হুইল হাউসে। ইতোমধ্যে অনুভূতি আর বোধ প্রায় ভোঁতা হয়ে এসেছে ড. করিডনের, পোড়া লাশ দেখে এখন আর তার বমি পাচ্ছে না। আরও কয়েক বার নোট বুক খুলে নম্বর মেলাল সে। শেষ পাতায় একটা মাত্র নাম আছে। অন্যান্য পাতায় নামগুলোর নিচে একটা করে রেখা টানা আছে, কিন্তু শেষ পাতার নামটার নিচে সেরকম কিছু নেই। নোটবুকটা বন্ধ করে রানার দিকে তাকাল সে। 'যে মানুষটার খোঁজে এসেছি তাকে ছাড়া বাকি সবাইকে পাওয়া গেল।'

মাথার চুলে আঙুল চালাল রানা। 'পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে সবাই, চেনার যো নেই, এদের মধ্যে আপনার সেই লোক নেই তা বুঝলেন কিভাবে?'

'তার লাশ দেখলে, যতই কয়লা হয়ে যাক, আমি ঠিকই চিনতে পারব। তুমি বোধ হয় জানো, তাকে আমি ভাল করে চিনতাম।'

'না তো! আমি জানব কিভাবে?'

চোখ থেকে চশমা খুলে রুমাল দিয়ে গ্লাস জোড়া মুছতে শুরু করল ড. করিডন। 'তাহলে শোনো যে লোককে খুঁজে বের করার জন্যে আমরা মিথ্যে বলেছি, ষড়যন্ত্র পাকিয়েছি এবং জীবন বিপন্ন করে এখানে এসেছি, ছয় বছর আগে সে ছিল ওশেনোগ্রাফি ইন্সটিটিউটে আমার ক্লাসের একজন ছাত্র। অত্যন্ত বুদ্ধিমান,

মেধাবী ছাত্র ছিল সে।' ডেকে পড়ে থাকা লাশ দুটোর দিকে তাকাল সে। 'জানি না তার অবস্থাও ওদের মত হয়েছে কিনা।'

'কিন্তু তাকে আপনি আলাদা ভাবে চিনবেন কিভাবে?'

'আঙটি দেখে। আঙটি পরা তার কাছে অনেকটা হবির মত ছিল। দু'হাতে আটটা আঙটি ছাড়া তাকে কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না আমার।'

'কিন্তু পজিটিভ আইডেনটিফিকেশনের জন্যে শুধু আঙটি যথেষ্ট নয়।'

একটু হাসল ড. করিডন। 'তার বাঁ পায়ের কড়ে আঙুলটা নেই, ছোটবেলায় কি এক দুর্ঘটনায় পড়ে হারাতে হয়েছিল সেটা তাকে—চলবে?'

'তা চলবে। বাঁ পায়ে কড়ে আঙুল নেই অথবা হাতের আঙুলে আঙটি আছে এমন কোন লাশ আমরা দেখিনি। অথচ জাহাজের কোথাও সার্চ করতে বাকি নেই!'

'বাকি আছে,' নোটবুক থেকে এক টুকরো কাগজ বের করল ড. করিডন। সেটার ভাঁজ খুলে টর্চের আলোর সামনে ধরল। 'এই জাহাজের রাফ একটা ডায়াগ্রাম মেরিটাইম আর্কাইভ্‌জের অরিজিন্যাল কপি থেকে ট্রেস করে নিয়ে এসেছি।' কাগজের এক জায়গায় রানার দৃষ্টি আকর্ষণ করল সে। 'এখানে দেখো, চার্টরুমের ঠিক পিছনে। ফল্‌স ফানেলের ঠিক সরাসরি নিচে এটা একটা কমপার্টমেন্ট, সরু একটা মই নেমে গেছে ওখানে। এটাই একমাত্র পথ।'

নকশাটা পরীক্ষা করল রানা। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বেরিয়ে এল চার্টরুম থেকে। 'একটা ওপেনিং রয়েছে বটে, তবে মইটা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।'

ধাপগুলোর ইস্পাতের ব্র্যাকেটের সাথে জোড়া লাগানো ছিল, সেগুলো পুড়লেও ছাই হয়ে যায়নি। পায়ের চাপ দিয়ে একটা ব্র্যাকেট পরীক্ষা করল রানা। ওদের শরীরের ভার সইতে পারবে বলে মনে হলো।

খোলের ঠিক মাঝখানে এই কমপার্টমেন্ট। কোন পোর্টহোল নেই। আগুনের লেলিহান শিখা এখানে যেন সবচেয়ে বেশি নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়েছে। দেয়ালের স্টীল প্লেটিং বাঁকা হয়ে বাইরের দিকে বেরিয়ে এসেছে, কোথাও টোল খেয়েছে, কোথাও কুঁকড়ে গেছে। জায়গাটা খালি মনে হলো। কয়লার একটা আকৃতিকেও ফার্নিচার বলে চেনার উপায় নেই। হাঁটু গেড়ে বসে ছাই নেড়েচেড়ে দেখল রানা। ছাইয়ের নিচে লাশ বা আর কিছু চাপা পড়ে থাকতেও পারে।

'রানা! এদিকে!' ড. করিডনের চাপা, উত্তেজিত গলা শুনে ঘাড় ফেরাল রানা।

কমপার্টমেন্টের এক কোণে দাঁড়িয়ে ছিল ড. করিডন, হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সে। টর্চের আলো ফেলল সামনে। আবছা ভাবে একটা মানুষের আকৃতি দেখতে পেল রানা। মানুষ নয়, কঙ্কাল। কিন্তু সম্পূর্ণ একটা কঙ্কালও নয়। হাড়গুলোর মধ্যে চেনা গেল শুধু চোয়াল আর পেলভিস। সামনের দিকে আরও একটু ঝুঁকে পড়ল ড. করিডন, আশপাশটা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পরিষ্কার করতে শুরু করল। তার পাশে এসে দাঁড়াল রানা।

উঠে দাঁড়াল ড. করিডন। রানার চোখের সামনে মুঠো তুলে খুলল সেটা ম্লান হলুদ রঙের কয়েকটা ধাতব টুকরো দেখল রানা। প্রতিটি টুকরোর সাথে ছোট একটা করে পাথরও দেখা গেল।

'এই আঙটিগুলো দেখে বলা যেতে পারে, কঙ্কালটা আমার সেই ছাত্রের।'

আঙটিগুলো নিয়ে টর্চের আলোর সামনে ধরল রানা।

'তার আঙুলে আগেও এগুলো দেখেছি আমি,' বলল ড. করিডন। 'প্রতিটি আঙটির কিনারায় যে নকশা দেখছ, আইসল্যান্ডের বিখ্যাত স্বর্ণকারদের কাজ ওগুলো। পাথরগুলো অত্যন্ত দামী, শুধু আইসল্যান্ডেই পাওয়া যায়। লক্ষ করলে দেখতে পাবে, প্রতিটি পাথর একটা বিশেষ আকৃতিতে কাটা হয়েছে—ওটা প্রাচীন নরডিক দেবতার চেহারা।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা।

'তুমি যদি চিনতে ওকে…' গলাটা বুজে এল ড. করিডনের।

'আপনি তাকে খুব ভালবাসতেন, তাই না?'

'পঁচিশ বছর বয়স হবার আগেই চারটে বিষয়ে বিখ্যাত হয়ে ওঠে সে। ও ছিল একটা প্রতিভা, একজন অ্যাডভেঞ্চারার, একজন বিজ্ঞানী, দুনিয়ার সবচেয়ে ধনী দশজনের একজন। সাধারণ লোকের কাছে তো বটেই, ওপর মহলেও সে ছিল কিংবদন্তীর নায়ক। কিন্তু খ্যাতি আর সম্পদ তার আচরণকে প্রভাবিত করতে পারেনি। অত্যন্ত ভদ্র, বিনয়ী এবং উদার ছিল সে।' একটু থেমে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলল ড. করিডন। তারপর আবার বলল, 'হ্যাঁ, তাকে আমি ভালবাসতাম। আসলে, জেসাস আবারার সাথে একবার যার পরিচয় হয়েছে, সে-ই ওর প্রেমে পড়েছে।'

অবাক কাণ্ড, ভাবল রানা। ওয়াশিংটন থেকে রওনা হবার পর এই প্রথম জেসাস আবারার নামটা মুখে আনল ড. করিডন। রানার মনে পড়ল, ড. করিডনের মত অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনও অত্যন্ত শ্রদ্ধা আর ভক্তি সাথে উচ্চারণ করেছিলেন নামটা।

অনেক দুর্লভ গুণে গুণান্বিত ছিল জেসাস আবারা, ছিল আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ একজন ব্যক্তিত্ব, কিন্তু তার অবশিষ্ট ক'খানা হাড়ের সামনে দাঁড়িয়ে তেমন কোন মর্মবেদনা অনুভব করল না রানা। সারা দুনিয়ার খবরের কাগজ এই লোককে বিভিন্ন সময়ে মাথায় তুলে নাচানাচি করেছে বটে, কিন্তু রানা কখনোই সে-সব পড়ে মুগ্ধ হয়নি। তার কারণ সম্ভবত এই যে লোকটার সাথে ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না ওর। আরেকটা কারণ হতে পারে, সহজে মুগ্ধ হবার পাত্র নয় ও। ব্যক্তিগত পরিচয় থাকলে, এই মুহূর্তে হয়তো ভাবাবেগে উদ্বেলিত হত ও। যদিও সে-ব্যাপারে রানার নিজের মনে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বুড়ো মেজর জেনারেল রাহাত খান একবার কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, জীবিতদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানুষটার কাপড়-চোপড় খুলে নাও, তুমি আশ্চর্য, অসহায়, বিড়ম্বিত এক পশুকে দেখতে পাবে।

দোমড়ানো আঙটিগুলো আরেকবার ভাল করে দেখে নিয়ে ড. করিডনকে ফেরত দিল রানা। কিছু বলতে যাচ্ছিল, এই সময় অস্পষ্ট একটা আওয়াজ পেল উপরের ডেক থেকে। পাথর হয়ে গেল দুজন। সজাগ হয়ে উঠল কান। কিন্তু আর কোন শব্দ হলো না। নিস্তব্ধতাটাকে কেমন যেন ভূতুড়ে মনে হচ্ছে। খুঁত খুঁত করছে মন, কেউ বুঝি আড়াল থেকে লক্ষ করছে ওদেরকে। সন্দেহটা এমন প্রচণ্ড হয়ে উঠল, গা ঢাকা দেবার একটা ঝোঁক অনুভব করল ও। কিন্তু তার আর সময় পাওয়া গেল না। মইয়ের মাথা থেকে নেমে এল উজ্জ্বল, চোখ-ধাঁধানো টর্চের আলো। মুহূর্তের জন্যে অন্ধ হয়ে গেল রানা।

'ছি, ছি! এত নীচ আপনারা! এত থাকতে মড়াদের জিনিস লুট করছেন!'

আলোর পিছনে লুকিয়ে রয়েছে মুখটা। কিন্তু সুপারকাটার সুয়ারলিনের কমান্ডার লী পেরির গলার আওয়াজ চিনতে অসুবিধে হলো না রানার।

পাঁচ

নড়ল না রানা, কিছু বললও না। মনে মনে কমান্ডার পেরির উপস্থিতিটা দ্রুত ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করল ও। শেষ পর্যন্ত যে কমান্ডার এখানে এসে হাজির হবে তা জানত ও, কিন্তু আগামী তিন ঘণ্টার মধ্যে আশা করেনি তাকে। এখন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, ওদের সাথে মিলিত হবার নির্ধারিত সময়ের জন্যে অপেক্ষা না করে হেলিকপ্টারটা তার চোখের আড়াল হওয়া মাত্র ড. করিডনের স্থির করা কোর্স ধরে আইস প্যাকের দিকে রওনা হয়েছিল কমান্ডার।

মইয়ের দিকে আলো ফেলল কমান্ডার, তার পাশে দাঁড়ানো ওয়াটসনের মুখটা আবছাভাবে দেখা গেল। 'আপনাদের সাথে অনেক কথা আছে আমার, মেজর রানা,' কঠিন সুরে বলল কমান্ডার পেরি। 'উঠে আসতে মর্জি হোক।'

সাথে সাথে জবাব পেল কমান্ডার। 'গরজ থাকলে আপনি নেমে আসুন।' দৃঢ়, গম্ভীর গলায় পাল্টা নির্দেশ দিল রানা। 'নিরাপত্তার অভাব বোধ করলে সহকারীকেও সাথে করে নিয়ে আসতে পারেন।'

উত্তেজনায় টান টান হয়ে উঠল পরিবেশটা। রাগে প্রায় পনেরো সেকেন্ড কথাই বলতে পারল না কমান্ডার। তারপর গমগম করে উঠল তার ভারী গলা, 'আপনি কি আমাকে হুকুম করছেন, মেজর রানা?'

'পাল্টা হুকুম, অবশ্যই।' একটু থেমে আবার বলল রানা, 'আমরা এখানে গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজে এসে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি, আর আপনারা ওদিক থেকে শখের গোয়েন্দা সেজে আমাদের কাজে ডিসটার্ব করছেন—পেয়েছেনটা কি?'

রানাকে চটে উঠতে দেখে খানিকটা শান্ত হলো কমান্ডার, রানা ঠিক চেয়েছিলও তাই।

'কোন রকম বাড়াবাড়ি করার ইচ্ছা আমার নেই,' বলল কমান্ডার। 'বিশ্বাস্য একটা ব্যাখ্যা পেলেই আমি সন্তুষ্ট হতে পারি।'

'ব্যাখ্যা? কিসের ব্যাখ্যা?'

'আমার জাহাজে পা দেবার মুহূর্ত থেকে আপনারা মিথ্যে কথা বলতে শুরু করেছেন। কোথায় ফ্লেয়ার? কোথায় রাশান ট্রলার ফ্লেয়ার? রাডার অ্যান্টেনা, হাইলি সফিসটিকেটেড ইলেকট্রনিক গিয়ার, এসবের কি চমৎকার বর্ণনাই না দিয়েছিলেন, কোথায় সেগুলো? প্রথম থেকেই আপনাদেরকে আমি বিশ্বাস করতে পারিনি। কিন্তু গল্পটা এমন সুন্দরভাবে সাজিয়েছিলেন আপনি, বিশ্বাস করার মত। তাছাড়া, আমার নিজের হেডকোয়ার্টার কি এক রহস্যময় কারণে, আপনাদের হয়ে কথা বলল। আপনি, বিশেষ করে আপনি, মেজর রানা, আমার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আমাকে ব্যবহার করেছেন। আমাকে, আমার ক্রুদের, আমার জাহাজকে।

এরপরও জানতে চান, কিসের ব্যাখ্যা?'

কমান্ডারের সুর নরম করাতে পেরেছে লক্ষ করে মনে মনে খুশি হলো রানা। বলল, 'আবার বলছি, আপনাকেই নেমে আসতে হবে। এখানে এলেই ছাইয়ের ভেতর আপনার প্রশ্নের আংশিক উত্তর পেয়ে যাবেন।'

ইতস্তত করতে দেখা গেল ওদেরকে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নেমে এল ওরা।

'এলাম,' রানার সামনে দাঁড়িয়ে বলল কমান্ডার পেরি। 'এবার বলুন।'

'জাহাজের সবটুকু দেখেছেন?'

মাথা দোলাল কমান্ডার। 'আঠারো বছরের অভিজ্ঞতায় কোন জাহাজকে এভাবে পুড়ে যেতে দেখিনি।'

'জাহাজটাকে চিনতে পেরেছেন?'

মাথা নাড়ল কমান্ডার। 'চেনার কিছু আছে নাকি! তবে বলতে পারি, এটা একটা প্লেজার ক্রাফট ছিল…ইয়ট।' আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল সে, কিন্তু হঠাৎ ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকল রানার দিকে, কয়েক সেকেন্ড পর আবার বলল, 'কিন্তু উত্তর দেবার কথা আপনার, আপনি প্রশ্ন করছেন কেন?'

'কমেট। একটা ইয়ট। নামটা এর আগে শুনেছেন কখনও?'

'কমেটের মালিক ছিল একজন আইসল্যান্ডিক মাইনিং ম্যাগনেট, বছরখানেক আগে সমস্ত ক্রু এবং প্যাসেঞ্জারসহ, তার মধ্যে মালিক নিজেও ছিলেন, রহস্যময়ভাবে গায়েব হয়ে যায়। নামটা যেন কি…দাঁড়ান মনে করি…হ্যাঁ, পেয়েছি, ভদ্রলোকের নাম ছিল জেসাস আবারা। উফ্, সে এক সাংঘাতিক ব্যস্ততা গেছে। কোস্ট গার্ডের অর্ধেককে লাগানো হয় সার্চে, কিন্তু মাসের পর মাস সার্চ করেও কোন হদিস পাওয়া যায়নি। তা, কমেটের কথা উঠছে কেন?'

'আপনি সেই কমেটের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছেন,' শান্ত ভাবে বলল রানা। টর্চের আলো ফেলল ডেকে। 'আর এই যে হাড় ক'খানা দেখছেন, এগুলো জেসাস আবারার।'

কমান্ডারের চোখ বিস্ফারিত, চেহারা রক্তশূন্য হয়ে গেল। এক পা সামনে বাড়ল সে, হলুদ আলোর বৃত্তের ভেতর পড়ে থাকা হাড়গুলো ঝুঁকে পড়ে দেখল। 'গুড গড!' মুখ তুলল সে। 'আপনি শিওর, মেজর রানা?'

'ওগুলো দেখে পরিচয় উদ্ধার করা সম্ভব নয়, কিন্তু জেসাস আবারার ব্যক্তিগত কিছু জিনিস দেখে ড. করিডন বলছেন, শতকরা নব্বই ভাগ শিওর তিনি।'

'হ্যাঁ, ওপর থেকে আপনাদের কথা শুনেছি বটে—পাথর বসানো আঙটি।'

'সনাক্ত করার জন্যে হয়তো যথেষ্ট নয়,' বলল রানা। 'কিন্তু আর সব লাশের বেলায় যা পাওয়া গেছে তার তুলনায় যথেষ্ট।'

চেহারায় হতভম্ব ভাব নিয়ে কমান্ডার বলল, 'বাপের কালেও এমন কথা শুনিনি। এই সাইজের একটা জাহাজ হঠাৎ করে গায়েব হয়ে গেল, তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তার কোন হদিস পাওয়া গেল না, তারপর হঠাৎ করেই আবার প্রায় এক বছর পর সেটাকে পাওয়া গেল… কোথায়? না, একটা বিশাল আইসবার্গের ভেতর, তাও অক্ষত অবস্থায় নয়, ভেতরটা আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে… মেজর রানা, আমি দুঃস্বপ্ন দেখছি না তো?'

'না।'

'না,' ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে অনেকক্ষণ পর এই প্রথম কথা বলল ড. করিডন, 'দুঃস্বপ্ন নয়। তা হলে তো ভালই হত।'

ড. করিডনের দিকে ফিরল কমান্ডার। 'সায়েন্স অভ আইস ফরমেশন সম্পর্কে আমার জ্ঞান আপনার কাছাকাছিও নয়, ড. করিডন। কিন্তু বছরের পর বছর উত্তর আটলান্টিক চষে বেড়াবার ফলে জানি যে একটা আইসবার্গ স্রোতের মধ্যে পড়ে বিপথে যেতে পারে, একটা নির্দিষ্ট এলাকা জুড়ে পাক খেতে বা চক্কর দিয়ে বেড়াতে পারে, অথবা নিউফাউন্ডল্যান্ড উপকূলের কিনারায় ঘষা খেতে পারে একটানা বছর তিনেক ধরে, কিন্তু গোটা একটা জাহাজকে গিলে ফেলতে পারে কি?' একটু দম নিল সে। 'আপনিই বোধহয় ভাল বলতে পারবেন!'

'আপনার ধারণাই ঠিক, কমান্ডার—পারে না,' বলল ড. করিডন। 'বাস্তবে এ-ধরনের কিছু ঘটেছে বলে শোনা যায়নি। কিন্তু সমস্যাটাকে আপনি একটু অন্য ভাবে দেখুন। আপনিও জানেন, জ্বলন্ত একটা জাহাজ ঠাণ্ডা হতে বেশ কয়েক দিন সময় নেয়। স্রোত বা বাতাস যদি তাকে ঠেলে নিয়ে গিয়ে একটা আইসবার্গের গায়ের সাথে চেপে ধরে রাখে, তাহলে কি হবে? ধীরে ধীরে আইসবার্গের ভেতর জাহাজটা ঢুকে যাবে না কি? আইসবার্গের বরফ গরমে গলে যাবে ঠিক, কিন্তু জাহাজটা ঠাণ্ডা হয়ে গেলে তার চারদিকে আবার জমাট বাঁধবে। কমেটের বেলাতেও বোধহয় ঠিক তাই ঘটেছে।'

ড. করিডনের ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকাল কমান্ডার। গম্ভীর সুরে বলল, 'আপনার কথায় যুক্তি আছে। কিন্তু আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কথা আপনারা ভুলে গেছেন।'

'কি সেটা?'

'কমেটের ফাইনাল কোর্স।'

'সেটা তো সবারই জানা ছিল,' বলল রানা। 'খবরের কাগজে ছাপাও হয়েছিল সবটুকু। গত বছর এপ্রিল মাসের দশ তারিখ সকালে ক্রু আর প্যাসেঞ্জার নিয়ে রেইকজাভিক থেকে রওনা হয়েছিল জেসাস আবারা। সোজা নিউ ইয়র্ক যাচ্ছিল কমেট। শেষ বার ওটাকে দেখেছে একটা স্ট্যান্ডার্ড অয়েল ট্যাঙ্কার, গ্রীনল্যান্ডের কেপ ফেয়ারওয়েল থেকে দুশো মাইল দূরে। সেই শেষ, এরপর কমেটকে আর কেউ দেখেনি কোনদিন।'

'কিন্তু,' কোটের কলার দিয়ে কান দুটো ঢেকে নিল কমান্ডার, রাগ পড়ে যাওয়ায় ঠাণ্ডায় হি হি করছে সে, 'শেষবার যেখানে কমেটকে দেখা গেছে সেই এলাকাটা ফিফটিয়েথ প্যারালেল-এর কাছাকাছি পড়ে—অত দক্ষিণে সাধারণত আইসবার্গ দেখা যায় না।'

'আমি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, কমান্ডার,' একটা ঘন ভুরু কপালে তুলে বলল ড. করিডন, 'আপনাদের কোস্ট গার্ডই ফোরটি-এইটথ প্যারালেলের নিচে মাত্র এক বছরে পনেরোশো আইসবার্গ দেখতে পাবার রিপোর্ট দিয়েছে।'

'আমিও আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, ড. করিডন,' হুবহু ড. করিডনের গলা নকল করে বলল কমান্ডার, 'আমরা যে বছরের কথা আলোচনা করছি সে-বছর

ফোরটি-এইটথ্ প্যারালেলের নিচে একটাও আইসবার্গ দেখতে পাওয়া যায়নি।'

উত্তর যোগাল না ড. করিডনের মুখে। মৃদু কাঁধ ঝাঁকাল শুধু।

'প্রশ্ন আরও আছে, ড. করিডন,' বলে চলল কমান্ডার পেরি, 'গত বছর যেখানে কোন আইসবার্গের অস্তিত্বই ছিল না, সেখানে এই আইসবার্গটা গেল কিভাবে? তারপর, কমেটকে নিজের ভেতর সেঁধিয়ে নিয়ে একটানা সাড়ে এগারো মাস ধরে চলতি স্রোতের উল্টোদিকে, চার ডিগ্রী উত্তরে ভেসে এল, অথচ বাকি সবগুলো আইসবার্গ ঘণ্টায় তিন নট গতিতে ভেসে গেল দক্ষিণ দিকে! এই ধাঁধার সম্ভাব্য উত্তর কি হতে পারে বলে মনে করেন আপনি?'

'আমার জানা নেই,' গম্ভীর সুরে বলল ড. করিডন।

'জানা নেই?' অবিশ্বাসে বিস্ফারিত হয়ে উঠল কমান্ডারের চোখ জোড়া। ড. করিডনের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাল সে, তারপর আবার ড. করিডনের দিকে ফিরল। 'আপনি আমার সাথে অভদ্রতা করছেন, ড. করিডন। আপনি মিথ্যে কথা বলছেন!'

'জিভটাকে সামলান, কমান্ডার,' বলল রানা।

রানার দিকে ফিরল কমান্ডার। 'কিন্তু আপনাদের এই রকম ভান করার মানেটা কি? আপনারা দু'জনেই হাইলি ইন্টেলেকচ্যুয়াল ব্যক্তিত্ব, অথচ আপনারা আচরণ করছেন একজোড়া এস্কিমোর মত। ড. করিডনের কথাই ধরুন। বিজ্ঞানী হিসেবে আন্তর্জাতিক খ্যাতি আছে তাঁর, অথচ লাব্রাডার কারেন্ট অগ্রাহ্য করে একটা আইসবার্গ কিভাবে উত্তর দিকে ভেসে এল তা তিনি বলতে পারেন না! ড. করিডন, হয় আপনি ভুয়া, নয়তো আপনি দুনিয়ার সেরা অযোগ্য প্রফেসর। সহজ সরল সত্য হলো এই যে একটা গ্লেসিয়ার যেমন পাহাড়ের ওপর দিকে উঠতে পারে না, তেমনি একটা আইসবার্গ স্রোতের উল্টোদিকে ভেসে আসতে পারে না।'

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে ড. করিডন বলল, 'সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর সবার জানা থাকবে তার কোন মানে নেই।'

'জানা নেই, নাকি উত্তরটা দিতেই চান না? আপনার থলেতে নিশ্চয়ই একটা কালো বিড়াল আছে, সেটা বেরিয়ে পড়ার ভয়ে চুপ করে থাকাটাই বোধহয় ভাল বলে মনে করছেন?' একটু থেমে গলার স্বরটা আরও গম্ভীর করে তুলে কমান্ডার বলল, 'অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, আপনার মধ্যে সততার অভাব দেখতে পাচ্ছি আমি, ড. করিডন।'

'প্রশ্নটা সততার নয়, কমান্ডার,' বলল রানা। 'ওপর মহল থেকে আপনাকে যেমন নির্দেশ দেয়া আছে, তেমনি আমাদের ওপরও দেয়া আছে। এক ঘণ্টা আগে পর্যন্ত আমি এবং ড. করিডন নির্দিষ্ট একটা প্ল্যান অনুসরণ করছিলাম। সে প্ল্যান এখন ভেস্তে গেছে।'

'এসব আমার কাছে হেঁয়ালি লাগছে।'

'ওখানেই মুশকিল,' বলল রানা। 'সব কথা বলতে মানা। তবে, আমরা যতটুকু জানি সেটুকু আপনাকে শোনাতে আপত্তি নেই। শোনার পর যা খুশি ভাবতে পারেন আপনি।'

'আগেই শোনাতে পারতেন।'

'পারতাম না। সুয়ারলিনের ক্যাপ্টেন হিসেবে আপনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। আপনি যদি মনে করেন কোন নির্দেশ মানতে গেলে আপনার জাহাজ বা ক্রু বিপদে পড়বে, তাহলে এমন কি কমান্ডান্টের নির্দেশ পর্যন্ত অমান্য করার ক্ষমতা রাখেন আপনি। আপনি তা করতেন ভেবে ঝুঁকিটা আমি নেইনি। আপনার সহযোগিতা পাবার জন্যে তাই মিথ্যে একটা গল্প বানিয়ে বলতে হয়েছিল। কারণ, কাউকে বিশ্বাস করে আসল কাহিনী বলতে নিষেধ করা হয়েছিল আমাদের। আমি অবশ্য সেই নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখাতে যাচ্ছি।'

'ভয় হচ্ছে, আর একটা বানানো গল্প শুনতে হবে না তো?'

'বানানো, হ্যাঁ, তাও হতে পারে,' নিঃশব্দে হাসল রানা। 'উঁহুঁ, ঠাট্টা নয়, কমান্ডার। আরেকটা মিথ্যে গল্প শুনিয়ে আমাদের কোন ফায়দা নেই। এই ঝামেলা থেকে পালাচ্ছি আমরা। সোজা আইসল্যান্ডে চলে যাব।'

'তার মানে, এই একরাশ পোড়া কয়লা আমার ঘাড়ে ফেলে যাচ্ছেন?'

'যাব না? পরিত্যক্ত জাহাজের দায়িত্ব নেয়াই তো কোস্ট গার্ডের কাজ।'

থমথমে হয়ে উঠল কমান্ডারের চেহারা। কিন্তু কিছু বলল না সে।

'সুয়ারলিনে দাঁড়িয়ে যে গল্পটা আমি শুনিয়েছিলাম,' শুরু করল রানা, 'সেটা খানিক দূর পর্যন্ত সত্যি। তখন বলেছিলাম রাশান ট্রলার ফ্লেয়ারের কথা, তার জায়গায় এখন হবে জেসাস আবারার ইয়ট কমেট। কমেটে কোন ক্লাসিফায়েড ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্ট ছিল না। কার্গো হিসেবে ছিল আবারা মাইনিং লিমিটেডের আটজন ইঞ্জিনিয়ার এবং বিজ্ঞানী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় দুটো ডিফেন্স কন্ট্রাক্টর কোম্পানীর সাথে আলোচনার জন্যে নিউ ইয়র্ক যাচ্ছিল তারা। বলা যায়, ওপেন-সিক্রেট একটা ব্যাপার ছিল সেটা। কমেটের কোথাও—হতে পারে এই কমপার্টমেন্টেই—একগাদা ডকুমেন্ট ছিল।'

'ডকুমেন্ট?'

'ওশেন ফ্লোরের জিওলজিক্যাল সার্ভে রিপোর্ট সাগরের তলায় বা অন্য কোথাও আবারার রিসার্চ টীম কি আবিষ্কার করেছিল সেটা আজও একটা রহস্য হয়ে আছে। কিন্তু তথ্যটা জানার জন্যে কিছু লোক এবং রাষ্ট্র হন্যে হয়ে ওঠে। এদের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট এবং রাশিয়ানরাও ছিল।'

'এতক্ষণে অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে আসছে…'

মুখ তুলে কমান্ডারের দিকে তাকাল রানা। 'মানে?'

সবজান্তার একটা ভাব নিয়ে ওয়াটসনের দিকে তাকাল কমান্ডার, তারপর রানার দিকে ফিরল। 'কমেটকে খুঁজে বের করার কাজে আমাদের সুয়ারলিনকেও লাগানো হয়েছিল। সুয়ারলিনের প্রথম পেট্রল ছিল সেটা। যতবার চোখের পাতা ফেলেছি আমরা, ততবার একটা করে রাশান জাহাজ দেখতে পেয়েছি। তখন আমরা মনে করেছিলাম, আমাদের সার্চ প্যাটার্নটা শিখে নিচ্ছে ওরা। কিন্তু আপনার কথা শুনে এখন পরিষ্কার হয়ে গেল, আসলে আমাদের মত ওরাও খুঁজছিল কমেটকে।'

'এই যে হঠাৎ করে এখানে এসে হাজির হয়েছি আমরা,' বলল ওয়াটসন, 'এরজন্যেও ওই রাশানরা দায়ী। আপনারা ফ্লাইট প্যাড ছেড়ে আকাশে ওঠার দশ

মিনিট পর কোস্ট গার্ড হেডকোয়ার্টার থেকে একটা ওয়ার্নিং সিগন্যাল পাই আমরা, তাতে জানানো হয় আইস প্যাকের কাছে একটা রাশান সাবমেরিন ঘুরঘুর করছে। মেসেজটা পেয়েই আপনাদের সাথে রেডিও যোগাযোগের চেষ্টা করি, কিন্তু যোগাযোগ হয়নি...'

'হবার কথাও নয়,' বলল রানা। 'কমেটের উদ্দেশে রওনা হবার পরমুহূর্ত থেকে রেডিও বন্ধ করে রেখেছিলাম আমরা। কেউ আমাদের কোর্স বা গন্তব্য জানুক তা আমরা চাইনি।'

'হেডকোয়ার্টারকে জানানো হলো, আপনাদের সাথে যোগাযোগ হয়নি। সাথে সাথে কড়া নির্দেশ দিল তারা, সুয়ারলিন যেন আপনাদের অনুসরণ করে, এবং রাশান সাবমেরিন অসুবিধে বা বিপদ ঘটাতে চেষ্টা করলে আপনাদেরকে যেন এসকর্ট করে ফিরিয়ে নিয়ে আসে।'

'কিভাবে পেলেন আমাদের?'

'দুটো কি তিনটে আইসবার্গ পেরিয়ে এসেছি, এই সময় আপনার হলুদ 'কপ্টারকে দেখতে পাই। মনে হচ্ছিল, সাদা চাদরের ওপর একটা ক্যানেরি পাখি বসে আছে।'

রানা আর ড. করিডন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসতে শুরু করল।

'ব্যাপারটা কি?' কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইল কমান্ডার।

'একেই বলে ভাগ্য!' বলল ড. করিডন। 'আমাদের যেখানে লাগল ঝাড়া তিন ঘণ্টা, আপনারা সেখানে খুঁজতে শুরু করার তিন মিনিটের মধ্যে পেয়ে গেলেন এই ভাসমান বরফ প্রাসাদ।' এরপর ড. করিডন সংক্ষেপে আইসবার্গ রহস্য এবং রাশান সাবমেরিনের সাথে দেখা হওয়ার ঘটনাটা ওদেরকে শোনাল।

'সে কি!' সবিস্ময়ে বিড় বিড় করে বলল ওয়াটসন। 'আমাদের আগে অন্য লোকের পা পড়েছে এই আইসবার্গে?'

'পেট্রল প্লেন থেকে যে রঙ ফেলা হয়েছিল বরফ চেঁছে সেটা উঠিয়ে ফেলা হয়েছে, তাছাড়া জাহাজের প্রায় প্রতিটি কেবিনে পায়ের ছাপ দেখতে পেয়েছি আমরা,' বলল রানা। হঠাৎ কঠোর হয়ে উঠল ওর চেহারা। 'তাদের আরও ভয়ঙ্কর কাণ্ডের নমুনা তো নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছেন।'

'আগুনের কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আগুনটা বোধহয় দুর্ঘটনা,' বলল কমান্ডার। 'হাজার কয়েক বছর আগে ঘাসের তৈরি প্রথম বোট নীল নদে নামাবার পর থেকে জাহাজে আগুন লাগা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

তিক্ত একটু হাসি দেখা গেল রানার ঠোঁটে। 'কিন্তু তারও অনেক আগে থেকে খুন হচ্ছে মানুষ।'

'খুন? খুনের কথা উঠছে কেন?'

ধীরে ধীরে বলল রানা, 'আগুন লাগার বা লাগানোর আগে কমেটের পরিবেশটা ছিল আশ্চর্য নিখুঁত, সন্দেহ জাগাবার জন্যে সেটাই যথেষ্ট। রেডিও অপারেটর রেডিও রুমে রয়েছে, ইঞ্জিনিয়ার দু'জন রয়েছে ইঞ্জিন রুমে, ক্যাপ্টেন

এবং মেটকে পেলাম ব্রিজে. প্যাসেঞ্জারদের হয় স্টেটরূম অথবা সেলুনে দেখলাম. এমন কি গ্যালিতে একজন কুককেও দেখা গেল। যার যেখানে থাকার কথা সে ঠিক সেখানেই আছে। জানতে ইচ্ছে করে, কি-ধরনের আগুন ছিল সেটা? এক নিমেষে গোটা জাহাজে ছড়িয়ে পড়ল, যার ফলে কেউ তার নিজের জায়গা ছেড়ে নড়ার পর্যন্ত সময় পেল না? আত্মরক্ষার সামান্যতম চেষ্টাও করল না কেউ, যে যার জায়গায় অনড় দাঁড়িয়ে বা বসে থেকে পুড়ে কয়লা হয়ে গেল—এ কি সম্ভব?'

তর্জনী আর বুড়ো আঙুলের মাথা দিয়ে একটা কানের লতি আলতো ভাবে চেপে ধরল কমান্ডার পেরি, গভীর চিন্তামগ্ন দেখাল তাকে। তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'প্যাসেজওয়েতে হোসপাইপের ছড়াছড়ি দেখলাম না। তারম্যানে, জাহাজটাকে বাঁচাবার চেষ্টা করেনি কেউ।'

'ফায়ার এক্সটিঙগুইশারের কাছ থেকে মাত্র বিশ ফিট দূরে সবচেয়ে কাছের লাশটা পড়ে আছে। দেখে মনে হয়, ক্রুরা একেবারে শেষ মুহূর্তে যে যার রুটিন ডিউটির স্টেশনে পৌছে মরতে চেয়েছিল। আগুনে পুড়ে মরি মরব, কিন্তু ডিউটির জায়গায় থাকা চাই আমার, ক্রুরা যেন সবাই এই রকম একটা প্রতিজ্ঞা করেছিল। কিন্তু তাদের এই আচরণ হিউম্যান নেচারের সাথে কোন ভাবেই মেলে না।'

'কিন্তু এসব থেকে নিরেট কিছু প্রমাণও হয় না। আতঙ্ক মানুষকে অচল করে দিতে পারে...'

'পারে। কিন্তু সবাইকে নয়। সব মানুষ একই রকম আচরণ করতে পারে না। রেডিও অপারেটরের কথা ধরুন। সে তার সেটের সামনে বসে মারা গেছে। অথচ আমরা জানি, সে-সময় কমেট বা উত্তর আটলান্টিকের অন্য কোন জাহাজ থেকে মে-ডে সিগন্যাল রিসিভ করেনি কেউ। সাহায্য চেয়ে দু'তিনটে শব্দ পাঠাতে পারেনি সে, ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য নয়?'

'বলে যান,' শান্তভাবে বলল কমান্ডার। তার অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে আগ্রহ চিকচিক করছে।

ঠাণ্ডা লাগছে, তাই বুকের ওপর হাত দুটো ভাঁজ করল রানা। 'আমরা জানি, কমেটে কোন বিস্ফোরক বা দাহ্য পদার্থ ছিল না। ফুয়েল ট্যাঙ্ক থেকে বের হওয়া তেলে আগুন ধরে গিয়েছিল, এটাও মেনে নেয়া যায় না। তেল ছড়িয়ে পড়ে সত্যি, কিন্তু এভাবে জাহাজের এক প্রান্ত থেকে উল্টোদিকের আরেক প্রান্ত পর্যন্ত ছড়ায় না। তাহলে কমেটের প্রতিটি ইঞ্চি এমন প্রচণ্ড আগুনে পুড়ে গেল কিভাবে? খোল আর সুপারস্ট্রাকচার স্টীলের তৈরি। আগুন নেভাবার জন্যে হোস এবং এক্সটিঙগুইশার ছাড়াও কমেটে স্প্রিঙ্কলার সিস্টেম ছিল।' বিরতি নিয়ে সিলিঙ থেকে ঝুলে পড়া দুটো দুমড়ানো মোচড়ানো মেটাল ফিক্সচার দেখাল ও। 'জাহাজের আগুন সাধারণত তিন জায়গার এক জায়গায় ধরে—ইঞ্জিন রূম, কার্গো হোল্ড অথবা স্টোরেজ এরিয়া। তারপর এক কমপার্টমেন্ট থেকে আরেক কমপার্টমেন্টে ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে গোটা জাহাজে আগুন ছড়িয়ে পড়তে কয়েক ঘণ্টা, কখনও কয়েকদিন লেগে যায়। কিন্তু কমেটের অবস্থা দেখে বোঝা যায়, আগুনটা গোটা জাহাজকে গ্রাস করতে বড়জোর দু'এক মিনিট সময় নিয়েছে।'

'এর কারণ সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?'

'মশাল এবং পেট্রল।'

কেউ কোন কথা বলল না। স্তব্ধ হয়ে সবাই তাকিয়ে আছে রানার দিকে। প্রথম শব্দটা বেরোল ড. করিডনের গলা থেকে। মনে হলো, গলা বেয়ে উঠে আসা বমির ভাবটাকে দমন করার চেষ্টা করছে সে।

'কিন্তু···কিন্তু···' কি বলবে ভেবে পেল না কমান্ডার।

চোখে শূন্য দৃষ্টি নিয়ে রানার দিকে তাকাল ড. করিডন। 'সবাই গাধার মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুড়ে মরল, এ আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'লোকটা, সে যেই হোক, প্রথমে ক্রু আর প্যাসেঞ্জারদের বিষ বা ড্রাগ খাইয়ে নিয়েছিল,' বলল রানা। 'সম্ভবত ওদের খাবার বা পানিতে প্রচুর ক্লোরাল হাইড্রেট মিশিয়ে রেখেছিল।'

'ওদেরকে গুলি করেও তো মারতে পারত?'

'বেশ কয়েকটা লাশ পরীক্ষা করেছি আমি, কিন্তু হাড়ে কোন ফুটো বা বুলেট পাইনি।'

'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন, বিষ খাইয়ে সবাইকে আগে খুন করে লোকটা, তারপর এক এক করে প্রতিটি কমপার্টমেন্টে গিয়ে পেট্রল ঢালে, পেট্রলে মশাল দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়? কিন্তু তারপর? ওখান থেকে খুনী তারপর গেল কোথায়?'

'খুনী কোথায় গেল সেটা পরের প্রশ্ন,' থমথমে গলায় বলল ড. করিডন। 'তার আগের প্রশ্ন, খুনী এল কোত্থেকে? প্যাসেঞ্জার বা ক্রুদের একজন নয় সে। পনেরো জন লোক নিয়ে রওনা হয়েছিল কমেট, পুড়েও গেছে পনেরোজনকে নিয়ে। তবে কি মাঝ-সাগরে অন্য কোন জাহাজ থেকে কমেটে উঠেছিল কেউ?'

'মনে হয় না,' বলল কমান্ডার। 'এক জাহাজ থেকে আরেক জাহাজে উঠতে হলে কোন না কোন ধরনের রেডিও যোগাযোগ দরকার হয়। কোন ফাঁদে পড়ে কমেট যদি অন্য কোন জাহাজ থেকে প্যাসেঞ্জার নিত, সাথে সাথে রিপোর্ট করত সে। আমার যতদূর মনে পড়ছে, কমেট থেকে শেষ যে মেসেজটা পাঠানো হয় তাতে নিউ ইয়র্কের স্ট্যাটলার-হিলটন হোটেলের একটা পেন্টহাউস রিজার্ভ করার নির্দেশ ছিল।'

'আহা বেচারা!' বিড় বিড় করে বলল ওয়াটসন। 'অগাধ টাকা আর দুনিয়া-জোড়া খ্যাতির এই যদি হয় পরিণতি, কে চায় ওসব?' ডেকে পড়ে থাকা হাড়গুলোর দিকে তাকাল সে, পরমুহূর্তে অন্য দিকে ফিরিয়ে নিল মুখ। 'একসাথে পনেরোজন লোককে খুন করে ফেলল, কি রকম ম্যানিয়াক সে?'

'বীমার টাকা পাবার জন্যে এই ম্যানিয়াকরাই তো যাত্রী বোঝাই প্লেন উড়িয়ে দেয়,' বলল রানা। 'এখানেও কিছু পাবার লোভে ঘটনাটা ঘটানো হয়েছে। জেসাস আবারা এবং তার সহকর্মীরা এমন একটা কিছু আবিষ্কার করেছিল যেটা অনেকের কাছে সাত রাজার ধনের চেয়েও বেশি দামী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেটা মুঠোয় ভরতে চেয়েছিল, চেয়েছিল রাশিয়াও। কিন্তু কালো একটা ঘোড়া সেটা বাগিয়ে নিয়েছে।'

'কিন্তু এই নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞের কোন প্রয়োজন ছিল কি? জিনিসটা কি এতই দামী···?'

'সেই লোকটার কাছে নিশ্চয়ই যথেষ্ট দামী,' বলল রানা। 'এখন প্রশ্ন হলো, কে সেই ষোলো নম্বর লোক?'

ছয়

জমাট হিমকণা আর আগুন, এবড়োখেবড়ো গ্লেসিয়ার আর ধূমায়িত আগ্নেয়গিরির দেশ আইসল্যান্ড। লালচে ঘষা কাঁচের মত লাভা দিয়ে মোড়া একটা দ্বীপ। ঢেউ-খেলানো বরফ দিয়ে ঢাকা বিশাল প্রান্তর। মাঝরাতের সূর্য থেকে ঝরে পড়ে জ্বলজ্বলে সোনালী আভা, তার নিচে শান্ত নীল লেকের বিস্তৃতি। আটলান্টিক দিয়ে ঘেরা এই দেশটাকে দক্ষিণে বেঁধেছে গালফস্ট্রীমের উষ্ণ পানি, উত্তরে বেঁধেছে হিমশীতল পোলার সী। কাকেদের নিউ ইয়র্ক থেকে মস্কো বা মস্কো থেকে নিউ ইয়র্ক উড়ে যাবার পথে মাঝখানে পড়ে এই দেশটা। যেদিকে তাকাও, শ্বাসরুদ্ধকর, রঙচঙে দৃশ্যের ছড়াছড়ি। নাম শুনে যতটা মনে হয় তারচেয়ে অনেক কম ঠাণ্ডা পড়ে এখানে। ঠাণ্ডার মাস জানুয়ারির গড়পড়তা টেমপারেচার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইংল্যান্ড উপকূলের টেমপারেচারকে প্রায় কখনোই ছাড়িয়ে যায় না।

বরফের মুকুট পরা পাহাড়-চূড়াগুলোকে দিগন্তরেখার ওপর বেড়ে উঠতে দেখল রানা। 'কপ্টার ইউলিসিসের নিচে গভীর মহাসমুদ্রের ঝলমলে পানির রঙ ঘন নীল থেকে বদলে উপকূলের ফেনা মাখা গাঢ় সবুজ হয়ে উঠছে। কন্ট্রোল বদল করল রানা, তেরছা ভঙ্গিতে অনেক নিচে নেমে এল 'কপ্টার, তারপর সাগরের নিচ থেকে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠা খাড়া লাভা পাঁচিলের সাথে সমান্তরাল ভাবে এগোল।

অর্ধবৃত্ত আকারের একটা বে, বে-র একধারে ছোট্ট একটা জেলেদের গ্রাম, সেটার ওপর দিয়ে উড়ে এল ওরা। সব ক'টা বাড়ির ছাদে আলতা আর কলাপাতা রঙের টালি। আর্কটিক সার্কেলে ঢোকার মুখে এই গ্রাম একটা নিঃসঙ্গ আউটপোস্ট।

'ক'টা বাজে বলো দেখি?' ছোট্ট একটা ঘুম দিয়ে এইমাত্র জাগল ড. করিডন।

'সকাল চারটে দশ।'

'কি আশ্চর্য, তাই না? সূর্যের দিকে তাকালে মনে হচ্ছে বিকেল চারটে।' বিদঘুটে আওয়াজ করে হাই তুলল ড. করিডন। ককপিটের ছোট্ট পরিসরে আড়মোড়া ভাঙার ব্যর্থ চেষ্টা করল। 'ঘুমটা ঠিক মত হলো না, হে। নরম একটা বিছানা পেলে…'

'পাবেন। খুব বেশি দেরি নেই আর।'

রানার দিকে উৎসাহের সাথে তাকাল ড. করিডন। 'রেইকজাভিক কতদূর?'

'আর আধ ঘণ্টা।' ইনস্ট্রুমেন্ট চেক করার জন্যে একটু বিরতি নিল রানা। 'সোজা পথ ধরে আরও তাড়াতাড়ি পৌছুতে পারতাম, কিন্তু উপকূল রেখার ওপর খানিক ঘুর ঘুর করার লোভটা সামলাতে পারিনি।'

রিস্টওয়াচ দেখে ড. করিডন বলল, 'ছ'ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট আগে সুয়ারলিন থেকে রওনা হয়েছি আমরা। তাড়াতাড়িই তো পৌছে যাচ্ছি।'

'অতিরিক্ত ফুয়েল ট্যাঙ্কটা না থাকলে সময় আরও কম লাগত।'

হেসে উঠল প্রৌঢ় ওশেনোগ্রাফার। 'ওটা না থাকলে এই মুহূর্তে পিছনে কোথাও সাঁতরাতাম আমরা, সাঁতরে চার হাজার মাইল সাগর পাড়ি দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করতাম।'

নিঃশব্দে হাসল রানা। 'তার আগে কোস্ট গার্ডকে মে-ডে সিগন্যাল পাঠাতাম না?'

'রওনা হবার সময় কমান্ডার পেরির যা মেজাজ দেখলাম; বাথটাবে ডুবে মরছি দেখেও সে আমাদের বাঁচাবার চেষ্টা করত কিনা সন্দেহ।'

'আমাদের তেমন পছন্দ করতে পারেননি, কিন্তু তবু বলব, ভদ্রলোক নেহাতই ভাল মানুষ।'

'কিন্তু ভাল মানুষটিকে প্রায় কিছুই তো জানালে না।'

'যতটুকু বলেছি তার বেশি কিছু বললে সেটা হত শতকরা পঞ্চাশ ভাগ অনুমান-নির্ভর,' বলল রানা। 'মাত্র একটা তথ্য বাদ দিয়েছি আমি, জেসাস আবারা যেটা আবিষ্কার করেছে সেটার নাম।'

'জিরকোনিয়াম,' অনেক দূরে হারিয়ে গেল ড. করিডনের দৃষ্টি। 'অ্যাটোমিক নাম্বার: ফরটি।'

'আমার পাঠ্যসূচীতে জিওলজি তো ছিলই না, বাইরের পড়াশোনা থেকেও তেমন কিছু শিখিনি,' বলল রানা। 'জিরকোনিয়াম জিনিসটা আসলে কি বলুন তো? এমন কি, যার জন্যে পাইকারী ভাবে মানুষ খুন করা যায়?'

'নিউক্লিয়ার রিয়্যাকটর তৈরি করার অমূল্য একটা উপকরণ হলো পরিশোধিত জিরকোনিয়াম, কারণ জিনিসটা র‍্যাডিয়েশন অ্যাবজর্ভ করে না, অথবা করলেও সেটা এত সামান্য যে ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। অ্যাটোমিক রিসার্চ করার ক্ষমতা রাখে দুনিয়ার এমন যে-কোন দেশ খানিকটা জিরকোনিয়াম পাবার জন্যে তাদের মিস এইটি টু-র দাঁত বা চোখ দান করতেও পিছপা হবে না। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের দৃঢ় বিশ্বাস, জেসাস আবারা আর তার বিজ্ঞানী দল সাগরের নিচে জিরকোনিয়ামের বিশাল একটা ফিল্ড যদি আবিষ্কার করেই থাকে, নিশ্চয়ই সেটা সারফেসের কাছাকাছি কোথাও হবে, যেখান থেকে অল্প খরচে জিরকোনিয়াম উদ্ধার করা সম্ভব।'

দূর দক্ষিণে খুদে কি যেন একটা দেখতে পেয়ে সেদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল রানা। নীল সমুদ্রে কালো একটা বিন্দু। তাকিয়ে থাকতে থাকতে ওটাকে চিনতে পারল সে। একটা ফিশিং বোট।

'সাগরের তলা থেকে খনি ভেঙে তুলে নিয়ে আসা চাট্টিখানি কথা নয়।'

'তা নয়,' বলল ড. করিডন। 'কিন্তু আন্ডারওয়াটার মাইনিঙে আবারা লিমিটেড দুনিয়ার সেরা। এই করেই তো নিজের সাম্রাজ্য গড়েছিল সে। প্রথম দিকে আফ্রিকার পূব উপকূল থেকে হীরে তুলত।' ওশেনোগ্রাফারের বলার সুরে প্রশংসা এবং সমীহ লক্ষ করল রানা। 'কাহিনীটা তোমার জানা আছে?' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে নড়েচড়ে বসে শুরু করল সে, 'পুরানো একটা গ্রীক মালবাহী জাহাজের ক্রু হিসেবে কাজ করছিল, তখন তার বয়স মাত্র আঠারো। মোজাম্বিক উপকূলের ছোট্ট

একটা বন্দর বেইরায় জাহাজ ভিড়তে না ভিড়তে পালিয়ে গেল আবারা। সে-সময় ওখানে হীরে কুড়োবার নেশায় পাগল হয়ে আছে মানুষ। আবারাও সেই নেশায় বুঁদ হয়ে গেল। কিন্তু একা কারও পক্ষে বিশেষ সুবিধে করা সম্ভব ছিল না। শ্বেতাঙ্গদের বড় বড় সিন্ডিকেটগুলো একচেটিয়া ভাবে গোটা ব্যাপারটা নিয়ন্ত্রণ করছিল, বাকি সবাই কমিশন নিয়ে তাদের হয়ে কাজ করত কিন্তু সিন্ডিকেটের হয়ে কাজ করতে রাজি হলো না আবারা। বুদ্ধিমান ছেলে, ক্রিয়েটিভ, একা নিজের উদ্যোগে কাজে হাত দিল সে।

'যে ফিল্ডে হীরে পাওয়া যাচ্ছিল সেখান থেকে তীর মাত্র দু'চার মাইল দূরে, কাজেই আবারা ভাবল, তাহলে সাগরের কন্টিনেন্টাল শেলফে কেন হীরে পাওয়া যাবে না? এরপর একটানা পাঁচ মাস প্রতিদিন ভারত মহাসাগরের গরম পানিতে ডাইভ দিল সে। পাঁচ মাস যখন শেষ হয়ে এসেছে, একটা সী-বেড দেখতে পেল সে, লক্ষণ দেখে মনে হলো, এখানে বোধহয় কিছু পাওয়ার আশা আছে। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়াল ড্রেজিঙে খরচ। ইকুইপমেন্ট কিনতে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা লাগবে। কিন্তু আবারা আফ্রিকায় এসেছে শুধু একটা শার্ট গায়ে দিয়ে। টাকা ধার পাওয়া যায়, কিন্তু তাতে লাভের সবটুকু গুড় পিঁপড়ে খেয়ে নেবে, কাজেই মহাজনদের কাছে গেলই না আবারা।'

'ভুল করল না কি? নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল নয়?'

'আবারার কাছে নয়। লাভ দিতে আপত্তি ছিল না তার, কিন্তু লাভের পুরোটাই যেখানে দিয়ে দিতে হবে সেখানে থাকার বান্দা আবারা নয়। সাদা চামড়াদের এড়িয়ে মোজাম্বিকের কালো চামড়াদের কাছে গেল সে। তাদের দিয়ে দাঁড় করাল একটা সিন্ডিকেট। নিগ্রো পুঁজিপতিরা তাদের সিন্ডিকেটের প্রেসিডেন্ট এবং জেনারেল ম্যানেজারের পদে নির্বাচন করল জেসাস আবারাকে। বার্জ এবং ড্রেজিঙ ইকুইপমেন্ট কেনার টাকা যোগাড় হলো, সাথে সাথে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল আবারা। শুনেছি, দিনে বিশ ঘণ্টা খেটেছে সে। প্রতিষ্ঠানটা আই.বি.এম. কম্পিউটারের মত সুষ্ঠু ভাবে কাজ শুরু না করা পর্যন্ত আরাম হারাম হয়ে গিয়েছিল তার। শুরু হলো ড্রেজিঙ। প্রায় সাথে সাথে কন্টিনেন্টাল শেলফ্ থেকে উঠে আসতে লাগল হাই-গ্রেড ডায়মন্ড। দু'বছরের মধ্যে জেসাস আবারার ব্যাংকে জমল চল্লিশ মিলিয়ন ডলার।'

আকাশে গাঢ় রঙের একটা কণা দেখল রানা। ইউলিসিসের সামনে, কিন্তু কয়েক হাজার ফিট ওঁপরে। 'আবারার ইতিহাস আপনার দেখছি একেবারে মুখস্থ?'

প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে ড. করিডন বলল, 'আবারার একটা স্বভাব ছিল, কোন একটা প্রোজেক্ট নিয়ে বছর কয়েকের বেশি পড়ে থাকতে পারত না। প্রাণ ভরে টাকা কামিয়ে নিয়ে গোটা ব্যবসাটা নিগ্রো শেয়ার হোল্ডারদের দান করে দিল সে।'

'দান করে দিল?'

'শুধু তাই নয়, তার অবর্তমানে ব্যবসাটা যাতে সুষ্ঠু ভাবে চলে সেজন্যে অত্যন্ত যোগ্য একটা প্রশাসন ব্যবস্থাও চালু করে দিয়ে গেল সে। আফ্রিকা থেকে আইসল্যান্ডে ফিরে এল আবারা।'

দক্ষিণ আকাশের নিঃসঙ্গ কালো বিন্দুটার দিকে তাকিয়ে ছিল রানা, হঠাৎ সেটাকে চিনতে পারল—চকচকে একটা জেট এয়ারক্রাফট। সামনের দিকে ঝুঁকে

পড়ল ও। আকাশের উজ্জ্বল নীল দ্যুতি লেগে চোখের চার পাশের চামড়া কুঁচকে উঠল। ব্রিটিশদের তৈরি নতুন ধরনের একটা জেট প্লেন ওটা, বারোজন প্যাসেঞ্জার নিয়ে দুনিয়ার অর্ধেকটা ঘুরে আসতে পারে, ফুয়েলের জন্যে কোথাও নামার দরকার করে না। জেটটা নাক থেকে লেজ পর্যন্ত কালো রঙ করা। মুহূর্তে ওর দৃষ্টি সীমা থেকে উল্টোদিকে স্যাঁৎ করে অদৃশ্য হয়ে গেল সেটা।

'এরপর আর কিসে হাত দিল আবারা?'

'অনেক কিছুতে। ব্রিটিশ কলম্বিয়ার খনি থেকে ম্যাঙ্গানিজ তুলল। পেরুর অফশোরে তেলের ফিল্ড কিনল। এসব ব্যবসায় কাউকে সাথে নিল না সে। জেসাস গড়ে তুলল আবারা লিমিটেড, দিনে দিনে বিশাল এক ইন্ডাস্ট্রিতে রূপ নিল সেটা, তার একমাত্র বৈশিষ্ট্য হলো আন্ডারওয়াটার জিওলজিক্যাল এক্সপ্লয়টেশন, অন্য কিছু নয়।'

'ওর ফ্যামিলি সম্পর্কে কিছু বলুন।'

'আবারা যখন একেবারে ছোট, ওর মা-বাবা দু'জনেই মারা যান। থাকার মধ্যে ছিল যমজ একটা বোন। দু'জন নাকি হুবহু একই রকম দেখতে। বোনটা সম্পর্কে তেমন কিছু জানি না আমি। আবারা তাকে সুইজারল্যান্ডের একটা স্কুলে রেখে লেখাপড়া শিখিয়েছিল, গুজব শোনা যায়, পরে নাকি, মেয়েটা মিশনারি হয়ে নিউ গায়নার কোথাও চলে যায়। যতদূর জানি, ভাইয়ের বিপুল ধন-সম্পদের ওপর তার কোন মোহ নেই। একজন মিশনারির জীবন কি রকম হয়···'

কথাটা শেষ করার ভাগ্য করে আসেনি ড. করিডন। ঝাঁকি খেয়ে পাশ ফিরল সে। বিস্ফারিত চোখে মণি দুটো স্থির, দৃষ্টিতে অসীম শূন্যতা। বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেছে মুখ, কিন্তু কোন শব্দ বের হলো না। মুহূর্তের জন্যে তাকাবার সময় পেল রানা, দেখল, ড. করিডনের শরীরটা ঢলে পড়ল সামনের দিকে, আর নড়ল না। লক্ষণ দেখে মনে হলো, মারা গেছে। পরমুহূর্তে রানার মনোযোগ আরেকদিকে সরে গেল। ককপিটকে ঘিরে থাকা কাঁচের আবরণটা ভেঙে খান খান হয়ে গেল। শরীরটা মুচড়ে সীটের এক কোণে সরে এল রানা, তীব্র ঠাণ্ডা বাতাস থেকে মুখটাকে বাঁচাবার জন্যে একটা হাত তুলল ও চোখের সামনে।

'কপ্টারের কন্ট্রোল হারিয়ে ফেলল রানা। ওপর দিকে উঠে গেল সেটার নাক, রানা এবং অচেতন ড. করিডন ধাক্কা খেল ওদের ব্যাকরেস্টের সাথে। এতক্ষণে উপলব্ধি করল রানা, সীটের পিছনে ফিউজিলাজে মেশিনগানের শেল আঘাত করছে। বুঝল, হঠাৎ করে 'কপ্টার বেসামাল হয়ে উঠেছিল বলে প্রাণে বেঁচে গেছে সে। জেটের পাইলট হতচকিত হয়ে পড়েছিল, বেশির ভাগ বুলেট 'কপ্টারকে এড়িয়ে গেছে।

শূন্যে একেবারে দাঁড়িয়ে পড়ে 'কপ্টারকে ধীর গতির সাথে তাল মেলাবার সাধ্য নেই বলে তীর বেগে সামনের দিকে ছুটে গেল রহস্যময় জেট প্লেন, একশো আশি ডিগ্রী বাঁক নিয়ে ঘুরতে শুরু করল, আবার হামলা চালাবার মতলব। পিছন থেকে হামলা চালাবার জন্যে নিশ্চয়ই পুব, দক্ষিণ এবং পশ্চিম দিক ঘুরে একটা বৃত্ত রচনা করতে হয়েছে ওটাকে। 'কপ্টারকে লেভেল একটা কোর্সে ফিরিয়ে আনার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল রানা। ঘণ্টায় দু'শো মাইল বেগে চোখে ধাক্কা খাচ্ছে বাতাস,

কন্ট্রোল সামলানো অসম্ভব বলে মনে হলো অদৃশ্য শক্তিটা চেয়ারের সাথে সেঁটে রেখেছে তাকে, থ্রটল নামিয়ে দিয়ে সেটাকে দুর্বল করার চেষ্টা করল ও।

আবার স্যাঁৎ করে বেরিয়ে গেল কালো জেট, কিন্তু এবার তৈরি ছিল রানা। আচমকা 'কপ্টারকে দিগন্তরেখার সাথে সমান্তরাল ভাবে দাঁড় করিয়ে ফেলল ও, উন্মত্তের মত বাতাস কাটছে রোটর ব্লেড, পরমুহূর্তে হালকা ফড়িংটা আকাশের দিকে মাথা দিয়ে খাড়া উঠে যেতে শুরু করল কৌশলটা কাজে লাগল। রানার নিচে দিয়ে সগর্জনে ছুটে গেল জেট, মেশিনগান তাক করার মত সময় এবং সুযোগ কোনটাই পেল না পাইলট। এর পরের বারও জেটের পাইলটকে ফাঁকি দিতে পারল রানা, কিন্তু সেই সাথে বুঝল, চাতুরীর ঝুলি খালি হয়ে এলে 'কপ্টারের মরণ হবে শুধু সময়ের ব্যাপার।

নিজেকে ভুল কোন ধারণা দিয়ে সাহস সঞ্চয়ের চেষ্টা করল না রানা। পালাবার কোন উপায়ই যে নেই, এটুকু বুঝে নিয়েছে পরিষ্কার। গোটা লড়াইটাই একতরফা। রানার জায়গায় আর কেউ হলে বোধহয় হাল ছেড়ে দিত, কিন্তু ঠোঁটের কোণে বাঁকা, গম্ভীর একটু হাসি নিয়ে সাগরের মাত্র বিশ ফিটের মধ্যে নেমে এল ও। জেতার আশা করে না ও, কিন্তু সমান সমান হবার চেষ্টা থেকে কেউ ওকে ক্ষান্ত করতে পারবে না।

পিছন থেকে ছুটে আসছে কাল মৃত্যুদূত। স্টীলের জ্যাকেট পরা ঝাঁক ঝাঁক বুলেট ইউলিসিসকে ঝাঁঝরা করে দেবে এবার। অ্যালুমিনিয়ামের ওপর বুলেট বৃষ্টির আওয়াজ শোনার জন্যে কান দুটো সজাগ হয়ে আছে রানার। অসহায় 'কপ্টারটাকে সিধে করে নিল ও, গতি মন্থর করে নিয়ে এসে প্রায় দাঁড় করিয়ে ফেলল। গোঁত্তা দিয়ে ওপর থেকে 'কপ্টার লক্ষ্য করে নেমে আসছে জেট।

খোলা কার্গো দরজার সামনে শুয়ে গুলি করছে জেটের গানার। তার এবারের প্ল্যানটা ঠাণ্ডা মাথায় করা। একনাগাড়ে গুলি করে লম্বা একটা রেখা রচনা করল সে, ক্রমশ ছোট হয়ে আসা মধ্যবর্তী ফাঁকটা আর যখন থাকবে না, বুলেটের রেখাটা সরাসরি লাগবে 'কপ্টারের গায়ে। সেই অপেক্ষায় আছে।

মৃত্যু আর ত্রিশ গজ দূরে। ধাক্কা লাগবে, মনে মনে তৈরি হয়ে নিল রানা, পরমুহূর্তে 'কপ্টারকে ছুটিয়ে দিল সোজা হামলাকারী জেটের দিকে। 'কপ্টারের রোটর ব্লেডগুলো জেটের হরাইজন্টাল স্ট্যাবিলাইজার টুকরো টুকরো করে দিয়ে নিজেরাও ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। রোটরের টান না পেয়ে টারবাইন ইঞ্জিন কর্কশ ধাতব আওয়াজকে ছাপিয়ে উন্মত্ত চিৎকার জুড়ে দিল। হাতের একটা ঝাপটা দিয়ে ইগনিশন সুইচ অফ করে দিল রানা। এরপর হঠাৎ করেই থেমে গেল সব, গোটা আকাশ হয়ে উঠল নিস্তব্ধ, বাতাস শুধু শিস দিচ্ছে রানার কানে।

সাগরে বিধ্বস্ত হবার ঠিক আগের মুহূর্তে ঘাড় ফিরিয়ে জেটটাকে দেখতে পেল রানা। নাকটা খাড়া ভাবে নেমে যাচ্ছে পানির দিকে, ভাঙা হাতের মত ঝুলছে লেজের দিকটা।

রানা আর অচেতন ড. করিডনের অবস্থাও সুবিধের নয়। করার একটা কাজই আছে ওদের, পাথরের মত ঝপ করে প্রায় সত্তর ফিট নেমে গিয়ে 'কপ্টারটা সাগরে না পড়া পর্যন্ত চুপচাপ বসে থাকা। যতটা আশঙ্কা করেছিল, তারচেয়ে খারাপ ভাবে

ঘটল পতনটা। তীর থেকে প্রায় সত্তর গজ দূরে, ছয় ফিট পানি আর ফেনার ওপর কাত হয়ে পড়ল ইউলিসিস। রানার ঝাঁকি খেয়ে সরে গেল একদিকে, খোলা চোখের সামনে থেকে দরজার ফ্রেমটা অদৃশ্য হয়ে গেল। একরাশ অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না ও। মাথায় বাড়ি লেগেছে, যে-কোন মুহূর্তে জ্ঞান হারাতে পারত ও। কিন্তু হিম-শীতল আটলান্টিকের পানির স্পর্শে তীব্র ব্যথা অনুভব করল ও, সেই ব্যথাই ওকে সচেতন থাকতে সাহায্য করল। বমির একটা ভাব উঠে এল ওর গলা বেয়ে। অদ্ভুত একটা আচ্ছন্নতা গ্রাস করতে চাইল। জানে, একবার যদি জ্ঞান হারায়, সে-জ্ঞান আর কখনও ফিরবে না।

সারা শরীরে মৌমাছির হুলের মত বিঁধছে ঠাণ্ডা পানি, ব্যথায় বিকৃত হয়ে উঠল মুখ, কোনরকমে সীট বেল্ট আর শোল্ডার হারনেস খুলে ফেলল ও। মস্ত একটা ঢেউ 'কপ্টারের ওপর দিয়ে গড়িয়ে যাবার আগে মুখ খুলে বাতাস গিলল খানিকটা। ঢেউটা সরে যেতেই ড. করিডনের সীট বেল্ট আর শোল্ডার হারনেস খুলে ফেলল। 'কপ্টারের ভেতর থই থই করছে পানি, পানির নিচে থেকে ড. করিডনের মাথাটা তুলল ও।

সাবধান হবার আগেই পরবর্তী ঢেউটা এসে পড়ল ওদের ওপর। ঢেউয়ের সাথে ছিটকে 'কপ্টার থেকে বাইরে বেরিয়ে এল ও, কিন্তু হাত দুটো মুহূর্তের জন্যেও ছাড়ল না ড. করিডনের কোটের কলার।

একের পর এক ছুটে এল ঢেউ। ওদের ওপর দিয়ে, ওদেরকে সাথে নিয়ে তীরের দিকে এগোল তারা। পাথুরে তলার সাথে ঘষা খেল ওদের শরীর, বারবার এলোপাতাড়ি ডিগবাজি খেল দু'জনেই।

পানিতে ডোবার সময় কেমন লাগে সেটা এই সুযোগে আবার একবার অনুভব করতে পারল রানা। শরীরের প্রতিটি লোমকূপে ঠাণ্ডা পানির কামড় খেয়ে ব্যথায় উন্মাদ হয়ে উঠল ও। কানের ভেতর কোন অনুভূতি নেই ওর। নাকের ভেতর কেউ যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। বুকের ভেতর প্রচণ্ড ব্যথা, ফুসফুস দুটোকে কেউ যেন নাইট্রিক অ্যাসিডে ডুবিয়ে রেখেছে। তারপর, পাথরের ওপর হাঁটু গেড়ে শরীরটাকে উঁচু করল ও, পায়ের ওপর দাঁড়াল। পানির নিচে থেকে উঠে এল মাথাটা। নাক দিয়ে টেনে ফুসফুসে ভরল আইসল্যান্ডের নির্মল বাতাস।

নুড়ি পাথর বিছানো সৈকতের ওপর দিয়ে টলতে টলতে এগোল রানা। ড. করিডনকে খানিকটা টেনে-হিঁচড়ে, খানিকটা বয়ে নিয়ে এল। একজন মাতাল আরেক মাতালকে যেন পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছে। স্রোত রেখা ছাড়িয়ে কয়েক পা এগিয়ে এসে বোঝাটা নামাল রানা, ড. করিডনের পালস্ এবং নিঃশ্বাস পরীক্ষা করল। দুটোই দ্রুত গতিতে চলছে, কিন্তু অনিয়মিত নয়। বুলেটের ক্ষতটা এই প্রথম চোখে পড়ল। বাঁ হাতের কনুইটা গুঁড়ো হয়ে গেছে। অসাড় আঙুলে যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব গায়ের শার্ট খুলে ছিঁড়ে ফেলল রানা, ক্ষতটা বেঁধে দিতেই বন্ধ হয়ে গেল রক্ত পড়া। বড় একটা পাথরে হেলান দিয়ে বসাল তাকে, তারপর গলার সাথে একটা স্লিং বেঁধে দিয়ে হাতটা ঝুলিয়ে দিল বুকের কাছে।

সঙ্গীর জন্যে আর কিছু করার নেই রানার, থাকলেও বোধহয় করতে পারত না। নিজের অজান্তেই ধীরে ধীরে শক্ত পাথরের ওপর ঢলে পড়ল শরীরটা। কিন্তু

সাথে সাথে জ্ঞান হারাল না ও। সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল ব্যথা। ধীরে ধীরে বুজে এল চোখ জোড়া। তারপর আর কিছু মনে নেই ওর।

ঘণ্টা কয়েকের আগে জ্ঞান ফেরার কথা ছিল না রানার, কিন্তু মনের গহীন গভীরে কাঁচা-পাকা একজোড়া ঘন ভুরু দেখতে পেয়ে চট করে সজাগ হয়ে উঠল সে। চোখ মেলার আগে আবার একবার ভুরু জোড়া দেখতে পেল ও। তার সাথে এবার ভারী একটা কণ্ঠস্বরও শুনতে পেল। কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারল না, কিন্তু এটা তাকে সতর্ক করে দেবার চেষ্টা, সেটুকু বুঝতে অসুবিধে হলো না তার। ধীরে ধীরে চোখ মেলল রানা। মাত্র বিশ মিনিট চোখ বুজে ছিল সে, অথচ এরই মধ্যে দৃশ্যটা বদলে গেছে। আকাশ এবং মেঘ আগের মতই আছে, কিন্তু ওগুলোর সামনে আরও কি যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে। দৃষ্টি থেকে ঝাপসা ভাবটা কেটে যেতে আরও কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল। এতক্ষণে দেখতে পেল রানা। পাঁচটা বাচ্চা ছেলে। সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে ওর সামনে।

কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে বসল রানা। জোর করে হাসল একটু। ছেলেগুলো ইংরেজী বোঝে কিনা না জেনেই বলল, 'গুড মর্নিং, খুদে ভায়েরা! এত সকাল সকাল যে?'

অনেকটা শেখানো ভঙ্গিতে সবচেয়ে ছোট ছেলেটা তারচেয়ে বড় ছেলেটার দিকে তাকাল, সে তাকাল তারচেয়ে বড়টার দিকে। সবচেয়ে বড় ছেলেটা রানার দিকে ফিরল, খানিক ইতস্তত করে বলল, 'ভাইবোনদের সাথে নিয়ে পাহাড়ের ওপর গরু বেঁধে রেখে আসতে গিয়েছিলাম, ওপর থেকে দেখতে পাই আপনাদের...' চুপ করে গিয়ে রানার মুখের দিকে বোকার মত তাকিয়ে থাকল সে।

'হেলিকপ্টার?'

'হ্যাঁ,' উজ্জ্বল হয়ে উঠল ছেলেটার মুখ। 'হে-লি-ক-প-টা-র। দেখলাম, সাগরে কাত হয়ে শুয়ে রয়েছে ওটা,' একটু লাল হয়ে উঠল চেহারা। 'ভাল ইংরেজী বলতে পারি না, আপনি কিছু মনে করছেন না তো?'

'আরে না,' তাড়াতাড়ি বলল রানা। 'এমন মিষ্টি ইংরেজী জীবনে কখনও শুনেছি বলে মনে পড়ে না।'

হাত ধরে রানাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল ছেলেটা। হঠাৎ আঁতকে উঠে বলল, 'আপনার মাথায় লেগেছে, স্যার। রক্ত বেরুচ্ছে!'

'ও কিছু না,' বলল রানা। 'আমার বন্ধুর আঘাতটা মারাত্মক, এখুনি ওকে একজন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া দরকার।'

'আপনাকে দেখতে পেয়েই আমার বোনকে দিয়ে খবর পাঠিয়ে দিয়েছি,' বলল ছেলেটা। ট্রাক নিয়ে আমার বাবা এই এল বলে।'

ঠিক এই সময় গুঙিয়ে উঠল ড. করিডন। তার ওপর ঝুঁকে পড়ল রানা, দু'হাত দিয়ে ধরল টাক মাথাটা। প্রৌঢ় ওশেনোগ্রাফারের জ্ঞান ফিরে এসেছে। চোখ খুলে রানাকে একবার দেখেই আবার বন্ধ করে ফেলল তখুনি। একটু পর, ব্যথায় কাতরাতে কাতরাতে আবার চোখ মেলল সে। তাকাল ছেলেগুলোর দিকে। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে। সারা মুখে ঘাম। রানার দিকে ফিরে কথা বলার চেষ্টা করল সে।

কিন্তু গলার ভেতর শব্দগুলো আটকে গেল। কাঁপা কাঁপা ডান হাত তুলে রানার একটা কব্জি চেপে ধরল সে। চোখের দৃষ্টিতে অদ্ভুত এক প্রশান্ত ভাব ফুটে উঠল। অনেক কষ্টে বিড় বিড় করে উচ্চারণ করল সে, 'গড সেভ দি···' পরমুহূর্তে থর থর করে কেঁপে উঠল তার শরীর, তারপর একটা ঝাঁকি দিয়ে স্থির হয়ে গেল।

মারা গেল ওশেনোগ্রাফার ড. করিডন।

সাত

প্রৌঢ় কৃষক আর তার বড় ছেলে ধরাধরি করে ড. করিডনকে ল্যান্ডরোভারে তুলল। ট্রাকের পিছনে উঠে মৃত সঙ্গীর মাথাটা কোলে তুলে নিল রানা। ড. করিডনের চকচকে, দৃষ্টিহীন চোখের পাতা বন্ধ করে দিল ও, হাত বুলিয়ে সমান করে দিল মাথার সাদা চুল কটা।

ছোট ছেলেমেয়েরা লাশ দেখে ভয় পায়, কিন্তু ট্রাকের বিছানার চারদিকে রানা আর ড. করিডনকে ঘিরে ওরা যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের চেহারায় ভীতি বা আতঙ্কের কোন ভাব লক্ষ করা গেল না। ওদেরকে শান্ত দেখে রানার মনে পড়ে গেল, দুনিয়ার আর সব জায়গার চেয়ে আইসল্যান্ডে অপঘাতে মৃত্যুর হার বেশি।

খেটে খাওয়া মানুষ কৃষক, শরীরটা যেন পাকানো একটা দড়ি। সরু একটা পেঁচানো রাস্তা ধরে ধীর গতিতে পাহাড়ে তুলে নিয়ে এল সে ল্যান্ডরোভার, তারপর ঝোপ আর ঘাসের মাঝখান দিয়ে, পিছনে লাল ধুলোর পাহাড় উড়িয়ে পৌঁছে গেল গ্রামের কিনারায়। লাল টালি দিয়ে ছাওয়া সুন্দর কটেজের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়ি। কৃষকদের গ্রাম এটা, প্রতিটি বাড়ির দেয়াল সাদা রঙ করা। কবরস্থানটা গ্রামের মাঝখানে, আইসল্যান্ডের সমাজপতিরা সেই প্রাচীন কাল থেকে ওখানেই সেটাকে পছন্দ করে আসছে।

ছোটখাট, নড়বড়ে এক লোক বেরিয়ে এল কটেজ থেকে। প্রায় পঞ্চাশের মত বয়স, চশমায় এত বেশি পাওয়ার যে স্বাভাবিক আকারের চেয়ে দ্বিগুণ বড় দেখাচ্ছে তার কোমল সবুজ চোখ জোড়াকে। হাঁটার ভঙ্গিটা অদ্ভুত, যেন ভেঙে পড়া থেকে শরীরটাকে রক্ষা করার জন্যে সারাক্ষণ সতর্ক হয়ে আছে। নিজের পরিচয় দিল ডাক্তার রনসন। হ্যান্ডশেকের জন্যে রানার বাড়ানো হাতটাকে গ্রাহ্য না করে প্রথমে ড. করিডনকে পরীক্ষা করল সে। তারপর রানাকে নিয়ে কটেজের ভেতর এল। ওর মাথার ক্ষতটা পরীক্ষা করল সে। ইঞ্চি তিনেক চামড়া কেটে গেছে। সেলাই করে দিয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল ডাক্তার রনসন। তারপর পাশের কামরা থেকে কিছু শুকনো কাপড়চোপড় নিয়ে এসে রানার সামনে ফেলল, বলল, 'দেখুন হয় কিনা।'

খানিক পর একটা বিছানায় শুয়ে কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে রানা, এই সময় ঘরে ঢুকল কৃষক আর তার বড় ছেলে। ছেলেটা ব্রিটিশ মিশনারি স্কুলে পড়ে, ইংরেজীটা মিশনারিদের কাছেই শিখেছে, বাপের হয়ে সে-ই কথা বলল। যা বলল তার সার হলো, রানা যদি রেইকজাভিকে যেতে চায়, ওকে সেখানে পৌঁছে দেবার সুযোগ

পেলে তার বাবা সম্মানিত বোধ করবে।

গম্ভীর চেহারা নিয়ে রানার সাথে হ্যান্ডশেক করল কৃষক। ছেলেটাকে বলল রানা, 'তোমার বাবাকে আমার হয়ে ধন্যবাদ জানাও বলো, সম্মানটুকু আমার।'

থমথমে চেহারা নিয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কৃষক, তাকে অনুসরণ করল ছেলেটা।

ডাক্তারের দিকে ফিরল রানা। 'অদ্ভুত মানুষ আপনারা, ডাক্তার। আপনাদের আতিথেয়তা, সেবা-যত্ন দেখে মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই, অথচ বাইরে থেকে দেখে মনে হয় আপনাদের ভেতর ভাবাবেগের অভাব রয়েছে।'

'সম্ভবত প্রকৃতির সাথে লড়াই করে বেঁচে থাকতে হয় বলেই প্রকৃতির মত গম্ভীর হয়ে উঠেছি আমরা,' ভারী গলায় বলল ডাক্তার। 'আমাদের জীবনে ভাবাবেগের তেমন কোন প্রয়োজনও দেখি না, বেশির ভাগ সময় কেউ মুখ খোলার আগেই আমরা তার মনের কথা টের পেয়ে যাই।'

'লাশ দেখে ছোট ছেলেরা ভয় পায়নি দেখে আমি…'

'ভয় পাবে কেন?' অবাক দেখাল ডাক্তার রনসনকে। 'মৃত্যুকে আমরা শুধুমাত্র সাময়িক বিচ্ছেদ বলে মনে করি—এই বিচ্ছেদও চোখের ভুল ছাড়া কিছু নয়। দেখুন না,' জানালা দিয়ে বাইরে, চার্চইয়ার্ডে চলে গেল ডাক্তারের দৃষ্টি। লম্বা ঘাসের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে সারি সারি সমাধিস্তম্ভের সাদা পাথর। 'আমাদের আগে যারা চলে গেছে তারাও আমাদেরকে ছেড়ে যায়নি।'

চার্চইয়ার্ডের পাশেই রাস্তা, সেদিকে চোখ পড়তেই কৃষককে দেখতে পেল রানা, পাইন কাঠের তৈরি একটা কফিন ল্যান্ডরোভারের দিকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ল্যান্ডরোভার থেকে ড. করিডনের লাশটা নামাল, তারপর অত্যন্ত যত্নের সাথে শুইয়ে দিল কফিনে।

'কৃষকের নাম কি?'

'পিডি থর্সটিয়েন। বড় ছেলেটার নাম মিকি থর্সটিয়েন।'

জানালা দিয়ে এখনও তাকিয়ে আছে রানা। ট্রাকের পিছনে তোলা হলো কফিনটা। ডাক্তারের দিকে ফিরে মৃদু গলায় বলল রানা, অনেকটা জনান্তিকে, 'বোধহয় আমার ভুলেই মারা গেলেন ড. করিডন!'

'সেটা কখনোই কারও জানার কথা নয়,' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল ডাক্তার রনসন। 'জানেন তো, আপনি যদি দশ মিনিট আগে বা পরে দুনিয়াতে আসতেন, জীবনে হয়তো ওই ভদ্রলোকের সাথে আপনার দেখাই হত না।'

'ব্যান্ডেজ বাঁধার পর পঁচিশ ত্রিশ মিনিটের জন্যে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম আমি,' বলল রানা। 'ব্যান্ডেজটা ভাল করে বাঁধা হয়নি, খানিক পর আবার রক্ত বেরুতে শুরু করে। খুব সম্ভব সেজন্যেই মারা গেছেন তিনি।'

'নিজেকে আপনি শুধু শুধু অপরাধী ভাবছেন। আপনার সঙ্গী রক্তক্ষরণের জন্যে মারা যাননি। তিনটে শকে মারা গেছেন তিনি। সংঘর্ষ, আঘাত, ঠাণ্ডা পানি। তাঁর হার্ট যখন অচল হয়ে যায় তখনও শরীরে যথেষ্ট রক্ত ছিল।'

কি যেন বলতে যাচ্ছিল রানা, এই সময় দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল দু'জন লোক। স্বাস্থ্যবান, চোখেমুখে চটপটে ভাব, পুলিসের ইউনিফর্মে তাদেরকে

মানিয়েওছে। একজন একটু বেঁটে, আরেকজন বেশ লম্বা। ডাক্তারের উদ্দেশে একটু মাথা ঝাঁকাল বেঁটে, সাথে সাথে গোটা ব্যাপারটা বুঝে নিল রানা।

'গোপনে পুলিসে খবর দেবার কোন প্রয়োজনই ছিল না, ডাক্তার রনসন,' বলল ও। 'আমার কিছু লুকোবার নেই।'

'নো অফেন্স, কিন্তু ড. করিডনের হাতের ক্ষত দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি, বুলেটের আঘাত। আইন বলে, বুলেটের আঘাত অবশ্যই থানায় রিপোর্ট করতে হবে।'

খারাপ লাগল রানার, কিন্তু ব্যাপারটা মেনে না নিয়ে উপায়ই বা কি। জানে, রহস্যময় জেটের গল্পটা বিশ্বাস করবে না পুলিস। আইসবার্গের ভেতর আটকানো জেসাস আবারার ইয়ট কমেটের কথাও এদেরকে বলে লাভ নেই, আরও অবিশ্বাস করবে। গোটা ব্যাপারটা থেকে গভীর ষড়যন্ত্রের আভাস পাচ্ছে রানা, কিন্তু এসব কাউকে বুঝিয়ে বলার ধৈর্য নেই ওর, তার কারণ বলার মত তেমন কিছু ওর হাতে নেইও। ওর মাথায় এখন শুধু একটাই সংকল্প, ড. করিডনের খুনীকে শায়েস্তা করতে হবে।

'একটা হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়েছে, আপনিই কি সেটার পাইলট, স্যার?' বেঁটে ইউনিফর্ম জানতে চাইল।

'হ্যাঁ।'

রানার তীক্ষ্ণ গলা শুনে মুহূর্তের জন্যে একটু অপ্রতিভ দেখাল লোকটাকে।

লম্বা লোকটার দিকে ভাল করে তাকাল রানা। হাতের নখের ভেতর ময়লা জমে রয়েছে, ইউনিফর্মের আস্তিন কব্জি দুটো ঢাকতে পারেনি।

'আপনার নাম? আর যিনি মারা গেছেন…?' জানতে চাইল বেঁটে।

'মাসুদ রানা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল আন্ডারওয়াটার অ্যান্ড মেরিন এজেন্সির স্পেশাল প্রোজেক্ট ডিরেক্টর,' বলল রানা। 'আর যিনি মারা গেছেন, ড. বিল করিডন, ওই একই প্রতিষ্ঠানের একজন বিজ্ঞানী।' অবাক হয়ে লক্ষ করল ও, পুলিসরা কেউ তথ্যগুলো লিখে নিল না।

'আপনারা নিশ্চয়ই কেফলাভিক এয়ারফিল্ডে যাচ্ছিলেন?' প্রশ্ন যা করার বেঁটে ইউনিফর্মই করছে।

'না। রেইকজাভিক হেলিপোর্ট।'

পলকের জন্যে লোকটার চোখে বিস্ময়ের একটু ভাব ফুটে উঠে মিলিয়ে গেল, কিন্তু রানার চোখকে ফাঁকি দিতে পারল না।

'কোত্থেকে আসছেন আপনারা?'

'গ্রীনল্যান্ড থেকে। শহরটার নাম লিখতে বিশটা অক্ষর লাগে, উচ্চারণ করতে পারি না। ঈস্ট গ্রীনল্যান্ড কারেন্টে আইসবার্গের গতিবিধি দেখতে পাঠানো হয়েছিল আমাদের। আমাদের প্ল্যানে ভুল ছিল, ফেরার পথে উপকূলের কাছাকাছি পৌঁছে ফুয়েল শেষ হয়ে যায়।'

'ঠিক কোথায় অ্যাক্সিডেন্টটা ঘটে?'

'তা কিভাবে বলব?' ঝাঁঝের সাথে বলল রানা।

এই প্রথম গাম্ভীর্য দেখিয়ে ভারী গলায় কথা বলল বেঁটে, 'আমাদের সাথে

সহযোগিতা করতে আপনি বাধ্য, স্যার। আমাদের সুপিরিয়র অফিসার বিশদ রিপোর্ট চাইবেন।'

'তাহলে আবোল-তাবোল প্রশ্ন না করে ড. করিডন কিভাবে গুলিতে আহত হলেন সে-কথা জিজ্ঞেস করলেই তো পারেন।' ডাক্তার রনসনের দিকে ফিরল রানা। 'ওরা তো সেজন্যেই এসেছে, তাই না?'

খানিক ইতস্তত করে ডাক্তার বলল, 'আমাকে ভুল বুঝবেন না, প্লীজ। আইনের সাথে সহযোগিতা করা আমার নাগরিক কর্তব্য।'

'ঠিক আছে, বলুন, গুলিটা লাগল কিভাবে?' আবার সেই গাম্ভীর্যের সাথে জানতে চাইল বেঁটে।

'পোলার ভাল্লুক মারার জন্যে আমাদের সাথে রাইফেল ছিল,' সাথে সাথে জবাব দিল রানা। 'হেলিকপ্টার ক্র্যাশ করার সময় কিভাবে যেন ওটা থেকে গুলি বেরিয়ে যায়।'

পুলিসরা যেমন আচরণ করে, এরা ঠিক তেমন আচরণ করছে না, ব্যাপারটা অনেক আগেই লক্ষ করেছে রানা। পুলিস সাধারণত কর্তৃত্বের সুরে, গুরুত্ব অনুসারে প্রশ্ন সাজিয়ে কথা বলে। প্রতিপক্ষ অসহযোগিতা করছে দেখলে তারাও পাল্টা ক্ষমতা দেখাতে কার্পণ্য করে না। কিন্তু এদের বেলায় উল্টোটা ঘটছে।

রানার মনের কথা যেন বুঝতে পারল বেঁটে ইউনিফর্ম। বলল, 'দুঃখিত, স্যার। আরও জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে আপনাকে আমাদের সাথে পুলিস স্টেশনে যেতে হবে।'

'কেন? আইসল্যান্ডের কোন আইন আমি ভাঙিনি। কোথাও যদি নিয়েই যেতে চান, রেইকজাভিকের মার্কিন কনসুলেটে নিয়ে চলুন আমাকে।'

'আইসল্যান্ডের আইন সম্পর্কে আপনার কোন ধারণা নেই,' বলল বেঁটে। 'পুলিসের প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর না দেয়ায় আপনি আমাদের একটা আইন ভেঙেছেন। আপনাকে জেরা করে বুঝতে পারব, আর কি কি আইন ভেঙেছেন আপনি। কাজেই আপনাকে আমাদের সাথে পুলিস স্টেশনে যেতেই হবে। তারপর সেখান থেকে আপনি আপনার কনসুলেটের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন।'

আন্দাজে একটা ঢিল ছুঁড়ল রানা। 'সে দেখা যাবে। তার আগে, কিছু যদি মনে না করেন, নিজেদের পরিচয়-পত্র আর আমাকে গ্রেফতার করার ওয়ারেন্টটা দেখাবেন কি?'

থতমত খেয়ে গেল বেঁটে ইউনিফর্ম। রানা লক্ষ করল, আড়চোখে সঙ্গীর দিকে তাকাল লম্বা ইউনিফর্ম। 'বুঝলাম না,' বলল বেঁটে। 'আমাদের পরিচয়-পত্র আপনাকে কেন দেখাতে যাব? আমরা যে পুলিস, সেটা বুঝতে অসুবিধে কোথায়? ডাক্তার রনসন আমাদের পরিচয় সম্পর্কে আপনাকে নিশ্চিন্ত করতে পারবেন।' শুধু কথাই বলে গেল সে, পরিচয়-পত্র বা ওয়ারেন্ট বের করার জন্যে পকেটে হাত ভরার কোন লক্ষণ তার মধ্যে দেখা গেল না।

'আপনাদের পরিচয় সম্পর্কে আমার কোন সন্দেহ নেই,' প্রায় ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বলল ডাক্তার রনসন। 'আমাদের এই গ্রামে সাধারণত সার্জেন্ট ম্যাকফারসন টহল দিতে আসেন। আপনারাও বোধহয় এর আগে এখানে এসেছেন, আমি হয়তো

তখন গ্রামে ছিলাম না?'

প্রশ্নটাকে এড়িয়ে গিয়ে বেঁটে বলল, 'ব্যাপারটা ঘটেছে এই রকম—একজন কয়েদীকে নিয়ে আসতে যাচ্ছিলাম আমরা, পথে এই এলাকার পুলিস স্টেশন পড়ে। সার্জেন্ট ম্যাকফারসন আমার পুরানো বন্ধু, এই সুযোগে তার কুশল জানার জন্যে স্টেশনে যাই। চুলোয় কফির পানি চড়ানো হয়েছে, এই সময় দুটো ফোনই বেজে উঠল।' ডাক্তারের দিকে তাকাল সে। 'একটা আপনার কল। আরেকটা গ্রিনডাভিক থেকে ইমার্জেন্সী কল। আমাদের এখানে আসতে অনুরোধ করে ম্যাকফারসন গ্রিনডাভিকে চলে গেল···'

'তাহলে বরং সার্জেন্ট ম্যাকফারসন ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন না?'

'না, তা সম্ভব নয়। তাছাড়া, এখানে অপেক্ষা করে লাভ কি? মি. রানা যে একগাদা মিথ্যে কথা বলছেন, সে তো বোঝাই যাচ্ছে। কাজেই তাকে জেরা করার দায়িত্ব আমরা সিনিয়র অফিসারদের কাঁধে তুলে দিতে চাই। ডাক্তার রনসন, আপনিও আমাদের সাথে চলুন। মি. রানার ক্ষতটা থেকে আবার যদি রক্ত বেরুতে শুরু করে, তাই আপনার কাছে থাকা দরকার। কিছু না, এটা স্রেফ একটা ফর্মালিটি।'

হঠাৎ যেন হুঁশ হলো ডাক্তার রনসনের, হাসতে হাসতে বলল, 'ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন! ধন্যবাদ! মি. রানার মাথার ক্ষতটা আরও একটু দেখার আছে আমার। গাড়িতে চড়ে কোথাও যাবার আগে আরও দুটো সেলাই দরকার বলে মনে করছি। আসুন, মি. রানা।' উঠে দাঁড়িয়ে একপাশে সরে দাঁড়াল সে, চেম্বারে ঢোকার পথ করে দিল রানাকে। রানা চৌকাঠ পেরোতেই দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল সে।

'আমার ওপর আপনার অনেক দয়া!' হালকা বিদ্রূপের সুরে বলল রানা।

'ওরা পুলিস নয়,' ফিসফিস করে বলল ডাক্তার রনসন। 'ভুয়া পরিচয় দিয়ে···'

কিছু বলল না রানা। চেহারায় বিস্ময়ের কোন চিহ্ন নেই। নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে গিয়ে দরজার গায়ে কান পাতল ও। পাশের কামরা থেকে বেঁটে আর লম্বার গলা পেয়ে সন্তুষ্ট হলো ও, ফিরে এল ডাক্তার রনসনের সামনে। 'আপনি ঠিক জানেন?'

'অবশ্যই! গ্রিনডাভিক সার্জেন্ট ম্যাকফারসনের পেট্রল এলাকার মধ্যে পড়ে না। তাছাড়া, অ্যালার্জি হয় বলে কফি খায় না সে। খায় তো না-ই, কিচেনে কফির সরঞ্জামও রাখে না সে। আমি ভাল করে জানি। ম্যাকফারসন আমার শুধু বন্ধুই নয়, আমি তার ডাক্তারও।'

'আপনার বন্ধু কি পাঁচ ফিট নয় ইঞ্চি লম্বা আর তার ওজন একশো সত্তর পাউন্ডের কাছাকাছি?' জানতে চাইল রানা।

'পাঁচ ফিট নয় ইঞ্চি—কারেক্ট! ওজন একশো পঁয়ষট্টি পাউন্ড। কি আশ্চর্য! কিন্তু আপনি জানলেন কিভাবে?'

'লম্বা লোকটার গায়ে যে ইউনিফর্ম রয়েছে সেটা ম্যাকফারসনের, ওর গায়ে ছোট হয়েছে।'

'কিছুই আমি বুঝতে পারছি না!' হতভম্ব দেখাল ডাক্তারকে। 'এসব কি ঘটছে?'

শান্ত সুরে বলল রানা, 'আপনার প্রশ্নের উত্তর আমারও জানা নেই। তবে, এটুকু

বলতে পারি, একদল লোভী লোক সাংঘাতিক একটা ষড়যন্ত্র পাকিয়েছে। ষোলোজন, কিংবা হয়তো উনিশজন লোক এরই মধ্যে খুন হয়েছে, এবং একের পর এক আরও হতে থাকবে। সার্জেন্ট ম্যাকফারসন বোধ হয় ওদের শেষ শিকার। এরপর আমার আর আপনার পালা।'

অবাক বিস্ময়ে রানার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল ডাক্তার রনসন, শক্ত মুঠো পাকিয়ে গেল হাতের আঙুলগুলো। 'কিন্তু কেন? আমি···আমি কি করেছি ওদের?'

'আপনার অপরাধ, ওদের দু'জনের চেহারা ভবিষ্যতে দেখলে আপনি চিনতে পারবেন।'

বিহ্বল দেখাল ডাক্তারকে। 'আর আপনাকে? আপনাকে কেন খুন করতে চায় ওরা?'

'আমার আর ড. করিডনের অপরাধ, দেখা উচিত নয় এমন একটা কিছু দেখে ফেলেছি আমরা।'

কয়েক সেকেন্ড কথা বলতে পারল না ডাক্তার। তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'কিন্তু আমাদের খুন করলে গ্রামে হৈ-চৈ পড়ে যাবে। ছোট একটা দেশ আইসল্যান্ড, পালাবে কিভাবে?'

'এরা ভাড়াটে, মানে প্রফেশন্যাল খুনী, ডাক্তার। প্রচুর টাকা খেয়ে এই কাজ করতে এসেছে ওরা। আমরা খুন হবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে হয় কোপেনহেগেন নয় লন্ডন কিংবা মন্ট্রিলে দেখা যাবে ওদেরকে, বড় কোন হোটেলে ফুর্তি করছে।'

'প্রফেশন্যাল খুনীই যদি হবে,' বলল ডাক্তার রনসন, 'তাহলে আমাদের চোখের আড়ালে ছেড়ে দিল কেন?'

'ছেড়ে দিতে বাধাটা কোথায়? পালিয়ে আমরা যাব কোথায়? কিভাবে পালাব? ওদের আর পিডির গাড়ি রয়েছে বাড়ির সামনে, কিন্তু ওখানে আমরা পৌঁছুবার আগেই ওরা বাধা দিতে পারবে।' জানালা দিয়ে বাইরেটা দেখাল রানা। 'আইসল্যান্ড একটা খোলামেলা দেশ। পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে দশটা গাছও দেখতে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। আপনি নিজেই বলেছেন, ছোট একটা দেশ, পালাবে কোথায়?'

নিঃশব্দে মাথা দোলাল ডাক্তার রনসন। গভীর চিন্তায় তাকে ডুবে যেতে দেখল রানা। কয়েক সেকেন্ড পর মুখ তুলল সে, তিক্ত একটু হাসি ফুটিয়ে বলল, 'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন, বাঁচতে হলে লড়াই করতে হবে, এই তো? আমার জন্যে খুব কঠিন একটা ব্যাপার। ত্রিশ বছর ধরে মানুষের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে যথাসাধ্য করেছি, আজ উল্টো কাজটা করব কিভাবে?'

'আপনার ব্যাখ্যায় একটু ভুল আছে,' বলল রানা। 'ত্রিশ বছর ধরে আপনি যা করেছেন, আজ এই মুহূর্তেও আপনি ঠিক তাই করতে যাচ্ছেন। এতদিন অন্যের প্রাণ বাঁচিয়েছেন, আজ নিজের প্রাণ বাঁচাবেন। আপনার কাছে কোন ফায়ারআর্মস আছে?'

'আমার হবি ফিশিং, হান্টিং নয়। অস্ত্র বলতে আমার কাছে কিছু সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট আছে।' ঘাড় ফিরিয়ে একটা কেবিনেটের দিকে তাকাল ডাক্তার।

কেবিনেটের ফ্রেমটা স্টীলের, চারদিকের প্যানেলগুলো কাঁচের। সেটার সামনে

এসে দাঁড়াল রানা। ভেতরের শেলফে সুন্দর ভাবে সাজানো রয়েছে মেডিকেল ইনস্ট্রুমেন্ট আর ওষুধ-পত্র। কেবিনেটের দরজাটা খুলল রানা। 'আমাদের সুবিধে হলো, ওদের শয়তানি সম্পর্কে আমরা জানি তা ওদের জানা নেই।'

দু'মিনিট পর। দরজা খুলে পাশের কামরায় উঁকি দিল ডাক্তার রনসন। দরজাটা পুরোপুরি খুলে দিয়েছে সে, যাতে বেঁটে আর লম্বা রানাকে দেখতে পায়। একটা টুলে বসে আছে রানা, মাথার রক্তমাখা ব্যান্ডেজে উঠে গেছে একটা হাত। 'আপনারা কেউ আসবেন দয়া করে? আমার একটু সাহায্য দরকার।'

ভুরু কুঁচকে উঠল বেঁটের, সঙ্গীর দিকে তাকাল সে। তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। চেয়ারে বসে ঢুলছে লম্বা ইউনিফর্ম, চোখ দুটো আধবোজা।

চেম্বারে এসে ঢুকল বেঁটে। সন্দেহ জাগতে পারে, তাই দরজাটা পুরোপুরি বন্ধ করল না ডাক্তার, একটু খোলা রেখে ফিরে এল রানার সামনে। রানার পিছন দিকে দাঁড়িয়ে আছে বেঁটে।

'মি. রানার মাথাটা একটু বাঁকা করে ধরে রাখতে হবে আপনার,' বেঁটেকে বলল ডাক্তার। 'তাহলেই নির্বিঘ্নে সেলাইয়ের কাজটা সারতে পারি আমি। ব্যান্ডেজে হাত লাগাতে গেলেই মি. রানা নড়েচড়ে উঠছেন।' বেঁটের চোখে তাকিয়ে একটা চোখ টিপল সে। 'এই আমেরিকানরা না, এসব ব্যাপারে বাচ্চা ছেলেকেও হার মানায়!'

খিক খিক করে হেসে উঠল বেঁটে। কৌতুক বোধ উথলে ওঠায় ডাক্তারের পেটে কনুই দিয়ে একটা ছোট্ট গুঁতো না মেরে পারল না সে। ডাক্তারের জায়গায় চলে এল সে, ডাক্তার চলে এল রানার পিছনে। দু'-হাত দিয়ে রানার মাথাটা শক্ত করে চেপে ধরল বেঁটে। 'ঘাবড়াবেন না, মি. রানা। মাত্র দু'একটা সেলাই করবেন ডাক্তার, আপনার পা কেটে বাদ দেবেন না।'

চার সেকেন্ডের মধ্যে সব চুকে গেল। কোন শব্দ হলো না। ধস্তাধস্তি করতে হলো না। অনেকটা অভয় পাবার ভঙ্গিতে বেঁটের একটা হাত চেপে ধরল রানা। যদিও মুঠোর চাপটা কনুইয়ের ওপর বাড়ছে অনুভব করে বেঁটের চেহারায় একটু বিস্ময়ের ভাব উঠল। কিন্তু সে কিছু সন্দেহ করার আগেই তার ঘাড়ের পিছনে হাইপডারমিক সিরিঞ্জের সুঁচটা বিঁধিয়ে দিয়েছে ডাক্তার রনসন। বেঁটে চিৎকার করার জন্যে মুখ খুলেছে, রানা যেন এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল, সাথে সাথে খোলা গহ্বরের ভেতর খানিকটা তুলো গুঁজে দিল ও। গুঙিয়ে উঠল বেঁটে, কিন্তু আওয়াজটা ঘর ছেড়ে বাইরে বেরোল না। একটু পরই চোখ দুটো নিস্তেজ, দৃষ্টি ন হয়ে পড়ল রানা তার হাত ছেড়ে দিতেই ধীরে ধীরে ডাক্তার রনসনের হাতে ঢ ল পড়ল সে।

বেঁটের বেল্ট-হোলস্টার থেকে একটা সার্ভিস রিভলভার বের করে নিল রানা। দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও। চেয়ারে বসে এখনও ঝিমাচ্ছে লম্বা ইউনিফর্ম। ধীরে সুস্থে কবাট খুলে পাশের ঘরে ঢুকল রানা। লোকটার কাছ থেকে পাঁচ হাত দূরে দাঁড়িয়ে পড়ল ও। হাতের রিভলভারটা তার বুকের দিকে তাক করে ধরে বলল, 'জাগো!'

চোখ বুজে ঝিমালেও, লোকটা বোধহয় স্বপ্নে ঘরের দৃশ্যটা দেখতে পাচ্ছিল

অন্তত সেই রকমই সন্দেহ করল রানা। রানার কথা শেষ হতেই, চোখ পুরোপুরি না খুলে, এক ঝটকায় হোলস্টার থেকে বের করে নিল রিভলভার।

'সাবধান!' দ্রুত বলল রানা।

কিন্তু কান দিল না লোকটা ছোট ঘরে বিস্ফোরণের আওয়াজটা বোমা ফাটার মত শোনাল। লম্বা ইউনিফর্ম সেই চেয়ারেই বসে আছে এখনও, চোখ দুটো এখন আর আধবোজা হয়ে নেই, বিস্ফারিত হয়ে আছে। নিজের রক্তাক্ত হাতের দিকে তাকিয়ে আছে সে। এক সেকেন্ড আগে তার হাতে যে রিভলভারটা ছিল সেটা এখন ঘরের এক কোণে পড়ে রয়েছে।

ধীরে ধীরে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল লম্বা ইউনিফর্ম। অদ্ভুত এক দৃঢ়তা ফুটে উঠেছে তার চেহারায়, যার কোন মানে খুঁজে পেল না রানা। নিজের বুকে অক্ষত হাতের বুড়ো আঙুল ঠুকল লোকটা, তাকিয়ে আছে সরাসরি রানার চোখে, বলল, 'তাড়াতাড়ি, মেজর। এখানটায় গুলি করুন।'

'আচ্ছা, তুমি তাহলে ইংরেজী বোঝো? কোন কথা বলোনি দেখে আমি ভাবলাম...'

'গুলি করুন!' ছোট ঘরের ভেতর কর্কশ আওয়াজটা যেন প্রতিধ্বনিত হলো বার কয়েক, বার বার এসে ধাক্কা খেল রানার কানে।

'এত ব্যস্ততা কিসের? সার্জেন্ট ম্যাকফারসনকে খুন করার জন্যে তুমি তো ফাঁসিতে ঝোলার সুযোগ পাচ্ছই।' রিভলভারের হ্যামার টেনে সিঙ্গেল অ্যাকশন ফায়ারিঙে সেট করল রানা সেটা। 'কে খুন করেছে তাকে; তুমি, নাকি তোমার সঙ্গী? নাকি দু'জন মিলে?'

'দু'জন মিলে। আর দেরি করবেন না, প্লীজ, মেজর। আমাকে মেরে ফেলুন!' লোকটার চোখ দুটো ঠাণ্ডা, কিন্তু গলায় করুণ আবেদনের সুর।

রানার পিছনে এসে দাঁড়াল ডাক্তার রনসন। নতুন পরিস্থিতিটা বুঝতে ব্যর্থ হয়ে বোকার মত তাকিয়ে আছে সে। একজন ডাক্তার হিসেবে আহত লোকটার হাতের রক্ত পড়া বন্ধ করার কথাই প্রথমে ভাবল সে। 'তুমি শান্ত হয়ে চেয়ারে বসো। তোমার হাতটা দেখব আমি...'

'সাবধান,' দ্রুত বলল রানা। 'একচুল নড়বেন না, ডাক্তার। যে লোক মরতে চায় সে কোণঠাসা বাঘের চেয়েও ভয়ঙ্কর।'

'বাট গুড লর্ড, ম্যান! লোকটা ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছে আর আমি সেটা দাঁড়িয়ে থেকে দেখব?'

ডাক্তারের কথায় কান দিল না রানা। আহত লোকটাকে বলল, 'ঠিক আছে, আমি একটা শর্ত দিচ্ছি। এবারের বুলেটটা তোমার হার্ট ফুটো করে যাবে, কিন্তু তার আগে যার টাকা খেয়ে এখানে এসেছ তার নাম বলতে হবে আমাকে।'

চোখে আহত পশুর দৃষ্টি নিয়ে রানার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল লোকটা। নিঃশব্দে মাথা নাড়ল সে। কথা বলল না।

'এটা যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি নয়,' বলল রানা। 'এই রকম সাধারণ একটা তথ্য জানালে তোমার গড বা দেশের সাথে বেঈমানী করা হবে না।'

'আমাকে আপনার খুন করতেই হবে, মেজর। আপনি করতে বাধ্য হবেন।

এখুনি!' রানার দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করল লোকটা।

আইসল্যান্ডের ঠাণ্ডায় একটু আগেও শীত করছিল রানার, এখন ওর কপালে চিক চিক করছে ঘাম। 'তুমি জেদী, এইটুকু প্রশংসা না করে পারছি না।' রিভলভারের ট্রিগার টিপে দিল রানা। ঘরের ভেতর আবার প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আওয়াজ হলো। পয়েন্ট থ্রী-এইট বুলেট লোকটার বাঁ পায়ের উরুর ঠিক ওপরটা গুঁড়ো করে দিল।

এর আগে আর কারও চেহারায় এই রকম অবিশ্বাসের ভাব ফুটে উঠতে দেখেনি রানা। ধীরে ধীরে মেঝেতে বসে পড়ল ভাড়াটে খুনী। বাঁ হাত দিয়ে বিধ্বস্ত বাঁ পা-টা ধরে-আছে। ডান হাতটা মেঝেতে ঠেক দিয়ে শরীরটাকে বসিয়ে রেখেছে, পাঁচ আঙুলের চারদিকে দ্রুত তৈরি হচ্ছে রক্তের একটা চওড়া বৃত্ত।

'বোঝা গেল, নামটা তুমি বলবে না,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল রানা। আবার গুলি করার জন্যে হ্যামার পিছিয়ে নিয়ে এল ও।

'প্লীজ, প্লীজ!' পিছন থেকে অনুরোধ করল ডাক্তার রনসন। 'ওকে মারবেন না, মি. রানা। দিন, রিভলভারটা আমাকে দিন। ওর তো আর কারও ক্ষতি করার সাধ্য নেই।'

কয়েক সেকেন্ড ইতস্তত করল রানা, বিবেক এবং প্রতিশোধের স্পৃহা যুদ্ধ করছে ওর মনের ভেতর। ধীরে ধীরে রিভলভার ধরা হাতটা ডাক্তারের দিকে বাড়িয়ে দিল ও।

রিভলভারটা নিয়ে রানার পিঠে মৃদু হাত বুলিয়ে দিল ডাক্তার। বলল, 'এদেরকে আপনি আমার ওপর ছেড়ে দিন, মি. রানা। আপনি রওনা হয়ে গেলেই, কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করব আমি। আপনার আর দেরি করা উচিত নয়। রেইকজাভিকে পৌঁছে বিশ্রাম নিন। অন্তত দুটো দিন বিছানা থেকে উঠবেন না। আপনার ডাক্তারের কড়া নির্দেশ এটা।'

'আপনার প্রেসক্রিপশনটা ভাল,' মৃদু হেসে বলল রানা। আরেকবার তাকাল খোলা দরজা দিয়ে রাস্তার দিকে। 'সেটা মেনে চলতেও আমার আপত্তি নেই। কিন্তু বাধা আছে। আপনি ঠিকই বলেছিলেন, ডাক্তার, গ্রামে হৈ-চৈ পড়ে যাবে।'

রানার দৃষ্টি অনুসরণ করে রাস্তার দিকে তাকাল ডাক্তার রনসন। টেলিস্কোপ রাইফেল এবং স্মল বোর শটগান হাতে নিয়ে কমপক্ষে পনেরো-বিশ জন গ্রামবাসী দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেকের ফায়ারআর্মস কটেজের জানালা আর দরজার দিকে তাক করা।

'কার কি ভূমিকা, সরল গ্রামবাসীদের তা জানা নেই,' রানাকে পাশ কাটাল ডাক্তার। 'ওদেরকে আমি বুঝিয়ে বলছি সব।' বেরিয়ে গেল সে। রাস্তায় নেমে গিয়ে ঝাড়া সাত-আট মিনিট কথা বলল তাদের সাথে। শান্ত হয়ে যে-যার ঘরের দিকে ফিরে গেল সবাই।

ল্যান্ডরোভারে ওঠার আগে রানার সাথে হ্যান্ডশেক করল ডাক্তার রনসন। বলল, 'আপনি যে খুনী নন সে প্রমাণ আমি পেয়েছি। গড অ্যান্ড লাক গো উইথ ইউ, মাই ফ্রেন্ড।'

ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ল্যান্ডরোভারে উঠে বসল রানা। পিছনে ওর

সাথে বসল মিকি, রেইকজাভিকের দিকে গাড়ি ছেড়ে দিল পিডি থর্সটিয়েন

দুর্বল, ক্লান্ত হয়ে পড়েছে রানা। কিন্তু তবু ঘুমাতে পারল না। যতবার তন্দ্রা মত এল, মনটা অদ্ভুত ভাবে ছটফট করে উঠে জাগিয়ে দিল ওকে কি এক অস্বস্তিতে ভুগছে, নিজেই জানে না। শুধু মনে হলো, কি যেন দেখেছে কোথাও, কিংবা শুনেছে, যেটার তাৎপর্য এবং গুরুত্ব রয়েছে অথচ ধরতে পারেনি ও। অনেকের বেলায় যেমন প্রায় হতে দেখা যায়, একটা গানের কথাগুলো কোনমতেই স্মরণ করতে পারা যাচ্ছে না, প্রথম শব্দগুলো পেটে আছে মুখে নেই, রানার ব্যাপারটাও অনেকটা যেন সেই রকম।

মনে করার অনেক চেষ্টা করল রানা। শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে আবার ঝিমাতে লাগল।

আট

ঘুম আর অচৈতন্যের মাঝখানে পড়ে বারবার একই দুঃস্বপ্ন দেখল রানা। ফেনা মাখা ঢেউয়ের তলায় ডিগবাজি খেতে খেতে তীরের দিকে এগোচ্ছে ও, শক্ত করে ধরে আছে ড. করিডনের কোট। তার হাতে হালকা একটা ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল ও, তারপর জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। দুঃস্বপ্নের মধ্যেই নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করল, অতীতে যেটা ঘটে গেছে সেটাকে আর বদলানো যাবে না, তবু অপরাধ বোধ থেকে মুক্ত হতে পারল না ও, বার বার সেই একই দৃশ্য ফুটে উঠল ঘুম-চোখে, ড. করিডনের হাতে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়েই জ্ঞান হারিয়ে ফেলছে ও।

পারবে কি পারবে না এই সন্দেহ নিয়ে চোখ মেলার চেষ্টা করল ও। আশা করল খালি একটা কামরা দেখতে পাবে। প্রথমেই চোখে পড়ল লাল উলের সোয়েটার। সেটার গলার নিচে চোখ পড়তেই বুঝল, ওর বেডের পাশে কোন পুরুষ নয়, পূর্ণ যুবতী একটা মেয়ে বসে আছে।

কোমল একটা গলা শোনা গেল, 'এই তো লক্ষ্মী ছেলে! খবরদার, ফের যদি চোখ বোজো, আটলান্টিকে ফেলে তোমাকে আমি চোবাব।'

ওর চোখের ওপর ঝুঁকে থাকা ফর্সা মুখের দিকে তাকাল রানা। মেয়েটার চোখ দুটো হালকা নীল। কমলার কোয়ার মত পাতলা ঠোঁট। সোনালী চুলের ফ্রেমে বাঁধানো সুন্দর মুখ। মাথা ঝাঁকি দিয়ে কপালে উঠে পড়া, ক'গাছি চুল সরিয়ে মিষ্টি সুরে হেসে উঠল সে। ওর মাথার পাশের ব্যান্ডেজে আলতো হাত বুলিয়ে শান্ত স্বরে জানতে চাইল, 'এখন কেমন আছ, রানা?'

'ভাল না,' প্রতিক্রিয়াটা লক্ষ করার জন্যে বলল রানা।

উদ্বেগ ফুটে উঠল মেয়েটার চেহারায়। কারণটা জানা আছে রানার। অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের প্রাইভেট সেক্রেটারি সে, রিটা অ্যালেন। অ্যাডমিরাল যদি কোন ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হন, আইনে বলে রিটাকেও সে-ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হতে হবে।

বালিশ থেকে মাথা তুলে নিজের চেষ্টাতেই বেডের ওপর উঠে বসল রানা। গায়ের ওপর থেকে চাদর সামান্য একটু তুলে দেখে নিল পরনে কিছু আছে কিনা। নেই। 'তোমার এখানে থাকার মানেই অ্যাডমিরালও কাছে পিঠে কোথাও আছেন, তাই না?' মুচকি হাসল রানা। 'তাকে খবর দাও, বলো, আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ—বললেই 'কপ্টার নিয়ে ছুটব আটলান্টিকে।'

'কিন্তু কেমন আছ জিজ্ঞেস করতে এই তো বললে ভাল না...'

'জবাবটা দেবার সময় মনে পড়ে গিয়েছিল সেই যে তুমি একবার আমার ঘাড়ে চাপতে চেয়েছিলে...'

চাদরের ওপর দিয়ে রানার ঊরুতে কুটুস করে চিমটি কাটল রিটা। 'এবার দেখব আমি কে তোমাকে রক্ষা করে! সেবার তোমার সাথে সোহানা ছিল, প্রতিযোগিতায় ওর সাথে পারব না জেনে মানে মানে কেটে পড়েছিলাম, কিন্তু এবার তোমাকে একা পেয়েছি, কাঁচা চিবিয়ে খাব...'

'সে চেষ্টা করলে ঢাকা থেকে বাণ মারবে সোহানা...'

খিল খিল করে হেসে উঠল রিটা।

'ঘটনাটা কি?' রিটার হাসি থামতে জানতে চাইল রানা।

'কনসুলেট রেডিওর মেসেজ পাবার দশ মিনিটের মধ্যে এয়ার পোর্টে পৌঁছে যান অ্যাডমিরাল, আমাকে নিয়ে একটা চার্টার করা জেটে চেপে সোজা আইসল্যান্ডে চলে এসেছেন,' ধীরে ধীরে বলল রিটা। 'ড. করিডন মারা গেছেন শুনে ভীষণ একটা ধাক্কা খেয়েছেন তিনি, রানা। সব দোষ নিজের ঘাড়ে চাপাচ্ছেন।'

'আমার পেছনে লাইন দিতে হবে তাঁকে,' বলল রানা। 'সব দোষ নিজের ঘাড়ে নেবার জন্যে আমিও একজন ক্যান্ডিডেট।'

'প্লেনে আসার পথে সে-কথাই বলছিলেন অ্যাডমিরাল। তোমার মানসিক অবস্থা তিনি বুঝতে পেরেছেন।'

'বুঝতে পেরেছেন? কিভাবে?'

'একজন ডাক্তার, ডাক্তার রনসন, কিছুটা আভাস অ্যাডমিরাল তার কাছ থেকেই পেয়েছেন।'

ভুরু কুঁচকে উঠল রানার। চোখে প্রশ্ন নিয়ে রিটার দিকে তাকিয়ে থাকল ও।

'উত্তরের একটা গ্রাম থেকে আমাদের কনসুলেটের সাথে যোগাযোগ করেন এই ডাক্তার ভদ্রলোক,' ধীরে ধীরে বলল রিটা। 'তিনি তোমার শরীর এবং মনের অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত রিপোর্ট দেন। তাই তুমি কনসুলেটে আসার পর থেকে তোমার ওই দুটোরই চিকিৎসা চালানো হচ্ছে।'

'কিন্তু তুমি এখানে, আমার বেডরুমে কি করছ?'

'কনসুলেটের ডাক্তার তোমার শরীরের দিকে নজর রাখছেন,' মুচকি হেসে বলল রিটা। 'আর আমি আছি তোমার মনের দাওয়াই হিসেবে।'

'কে পাঠিয়েছে তোমাকে?' গম্ভীর সুরে জানতে চাইল রানা।

কৃত্রিম আহত ভাবটা এমন নিখুঁতভাবে চেহারায় ফুটিয়ে তুলল রিটা, দেখে মনে হলো ষোলো আনা খাঁটি। 'কেউ পাঠায়নি, আমি স্বেচ্ছায় এসেছি।'

'কেন?'

'সত্যি কথাটাই বলি তাহলে। ঘুমন্ত মাসুদ রানার পাশে বসে থাকার জন্যে এসেছি আমি। বলতে পারো ডাক্তার রনসনের নির্দেশ। আমার অনুপস্থিতিতে তোমার পাশে এই চেয়ারটায় প্রতি মুহূর্তে একজন কনসুলেট সদস্য বসে ছিল।'

'ক'টা বাজে?'

রিস্টওয়াচ দেখল রিটা 'দশটা পাঁচ—সকাল।'

একটু থেমে বলল রানা, 'কি সাংঘাতিক! প্রায় চোদ্দ ঘণ্টা মরেছিলাম! আমার কাপড়চোপড়··· কোথায় সব?'

'বোধহয় ডাস্টবিনে ফেলে দেয়া হয়েছে,' বলল রিটা। 'কনসুলেটের কারও কাছ থেকে চেয়ে-মেঙে কাজ চালাতে হবে তোমার।'

'ঘর থেকে বেরোও, আমি গোসল করব, দাড়ি কামাব।'

চেয়ার ছেড়ে ওঠার কোন লক্ষণ দেখা গেল না রিটার মধ্যে। 'আমার অনেকদিনের ইচ্ছে: দেখব, সকাল বেলা বিছানা থেকে নামার সময় তোমাকে কেমন দেখায়!'

'আশ্চর্য বেহায়া মেয়ে তো!'

'আশ্চর্য লাজুক ছেলে তো!'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে গা থেকে চাদরটা সরিয়ে মেঝেতে পা ফেলল রানা। দাঁড়াল বটে, কিন্তু সাথে সাথে তিনটে ঘটনা ঘটতে শুরু করল। আচমকা চোখের সামনে তিনটে রিটা দেখতে পেল ও, ঘরটা দুলতে শুরু করল, একই সাথে প্রচণ্ড ব্যথা শুরু হলো মাথায়।

ঝট করে উঠে দাঁড়াল রিটা, দু'হাত দিয়ে ধরে ফেলল রানাকে। 'বসো, প্লীজ! তুমি টলছ!'

'ও কিছু না,' অনেকটা যেন নিজেকেই শোনাল রানা। 'হঠাৎ তাড়াহুড়ো করে নামতে গেছি তো, তাই এরকম হচ্ছে।' বসল না ও। রিটার কাঁধে ভর দিয়ে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থাকার পর দেখল, চোখের সামনে থেকে নকল রিটা দু'জন গায়েব হয়ে গেছে। ঘরটাও এখন আর দুলছে না। কিন্তু মাথার ব্যথাটা কমলেও একেবারে ছেড়ে যায়নি।

রানার কোন কথাই শুনল না রিটা, বাথরুমে নিয়ে গিয়ে ওকে নিজের হাতে গোসল করিয়ে দিল। দাড়িটা অবশ্য রানা নিজেই কামাল।

'পেট চোঁ চোঁ করছে, শুধু চুমুতে চলবে না, এবার সলিড কিছু খেতে দাও,' বেডরুমে ফিরে বিছানায় বসল রানা। 'তারপর খবর দাও অ্যাডমিরালকে।'

'তার আগে লজ্জা ঢাকবে না?' অকারণে হেসে উঠল রিটা। 'তুমি বসো, দেখি কাপড়-চোপড় কি যোগাড় করতে পারি।' গুরু নিতম্ব দুলিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল রিটা অ্যালেন।

ঠিক দু'ঘণ্টা পর। সুন্দর ফিট করা স্ল্যাকস আর স্পোর্টস শার্ট পরে একটা টেবিলের সামনে বসে আছে রানা। টেবিলের ওদিকের চেয়ারে বসে আছেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। ক্লান্ত, আর বয়সের তুলনায় অনেক বেশি বুড়ো দেখাচ্ছে তাঁকে। বড়সড় মুখে রাত জাগার কালো ছাপ ফুটে আছে, দু'দিন না কামানো দাড়ি প্রায় সিকি ইঞ্চির

মত বেড়ে উঠে চেহারাটাকে আরও যেন ধসিয়ে দিয়েছে। এক হাতের আঙুলের ফাঁকে লম্বা কালো চুরুট, সেটা থেকে এঁকেবেঁকে ধোঁয়া উঠছে, চোখে লাগবে বলে মাথাটাকে একদিকে কাত করে নিলেন তিনি। শান্ত, নিচু গলায় কয়েকটা কথা বললেন। রানা যে জীবিত ফিরে আসতে পেরেছে সেজন্যে তিনি সৃষ্টিকর্তার কাছে কৃতজ্ঞ। ইত্যাদি।

সংক্ষেপে আনুষ্ঠানিকতার পাট চুকিয়ে আসল কথা পাড়লেন তিনি। 'পুরো ঘটনাটা ধীরে ধীরে বলো দিকি, রানা।'

গলার আওয়াজ শুনে কিছুই বোঝা গেল না, কিন্তু বুদ্ধিদীপ্ত, উজ্জ্বল দুই চোখে ঠাণ্ডা হিম দৃষ্টি দেখে বুঝতে বাকি থাকল না অ্যাডমিরালের, মনে মনে অসন্তুষ্টই শুধু নয়, রেগে বোম হয়ে আছে রানা। 'একঘণ্টা ধরে খেটেখুটে বিশদ রিপোর্ট লেখা শেষ করলাম, সেটা আপনি পড়েননি?' জানতে চাইল রানা।

খানিক ইতস্তত করতে দেখা গেল অ্যাডমিরালকে। তারপর বললেন, 'লেখা রিপোর্টে অনেক কিছু বাদ পড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। তাই…'

'মুখ থেকে যদি শুনতেই চান, সে পরে দেখা যাবে,' শান্ত সুরেই বলল রানা। কিন্তু পরমুহূর্তে তার গলার আওয়াজ অস্বাভাবিক ভারী হয়ে উঠল। 'আপনি আমার ওপর অন্যায় করেছেন, অ্যাডমিরাল। আমার বিশেষ একটা শর্তের কথা আগে থেকেই আপনার জানা আছে। কোন কাজে আমার সাহায্য যদি নিতেই হয়, সে কাজটা সম্পর্কে আপনি যা জানেন তার সবটুকু আমাকে জানাতে হবে। আপনি শর্তটা ভঙ্গ করেছেন।'

থতমত খেয়ে গেলেন অ্যাডমিরাল। তার সাথে এই সুরে, এই ভঙ্গিতে, এই ভাষায় এর আগে কখনও কথা বলেনি রানা। কিন্তু অভিযোগটা যেহেতু মিথ্যে নয়, অপ্রতিভ বোধ করলেও, রানার ওপর রাগ করার কোন কারণ খুঁজে পেলেন না তিনি। মৃদু হেসে বললেন, 'কি রকম?'

'আমার ধারণা ছিল ড. করিডন যতটুকু জানেন আমিও ততটুকু জানি। কিন্তু পরে বুঝলাম, ব্যাপারটা তা নয়। গোটা সেট-আপ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা ছিল তাঁর। আমাদের উপস্থিতি এবং পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্যে কোস্ট গার্ড কমান্ডার পেরি যখন হেডকোয়ার্টার ওয়াশিংটনের সাথে যোগাযোগ করতে চাইল, আমি ভাবলাম এবার জেলের ঘানি না টেনে উপায় নেই। কিন্তু লক্ষ করলাম, ড. করিডন সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত, নিশ্চিন্ত মনে চার্ট টেবিলের ওপর ঝুঁকে আছেন। তাঁর হাতও কাঁপল না, কপালে ঘামও ফুটল না। এর মানেটা কি? মানে, তিনি জানতেন, দুশ্চিন্তা করার আসলে কিছু নেই, কারণ আমরা ডালেস হেলিপ্যাড ছাড়ার আগেই সবদিক ঠিক করে রেখেছিলেন আপনি।'"

'একটু ভুল হলো,' মৃদু কণ্ঠে বললেন অ্যাডমিরাল। 'তোমার রওনা হবার আগে কমান্ডান্টের সাথে যোগাযোগ হয়নি আমার। তিনি ওয়াশিংটনের বাইরে ছিলেন। যখন যোগাযোগ হলো, তোমরা তখন নোভাস্কোটিয়া ছাড়িয়ে গেছ।' মুচকি একটু হাসি ফুটল তাঁর ঠোঁটে। 'শর্ত ভেঙেছি কিনা জানি না, তবে স্বীকার করি তোমাকে সব কথা জানানো উচিত ছিল। তবে না জানাবার পিছনে সময়ের অভাব একটা বড় কারণ ছিল।'

'অদ্ভুত ব্যাপার,' বলল রানা, 'আইসবার্গের ভেতর গোটা একটা জাহাজ আটকে আছে, অথচ জাহাজটার নাম-ধাম কিছুই জানা নেই কোস্ট গার্ডের। আবিষ্কার হবার পর এক দুই করে চার চারটে দিন গত হয়ে গেল, অথচ কোন ইনভেস্টিগেশন চালানো হলো না। মাঝখানের দূরত্ব ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে পেরোনো যায়, কিন্তু আবিষ্কারের খবরটা সুয়ারলিনকে রিপোর্টই করা হলো না। কেন? নিশ্চয়ই ওয়াশিংটনের কোন অথরিটির, হাই অথরিটির হুকুম ছিল, খবরটা চেপে যাও, তাই না? সেজন্যেই কি আমাকেও সব কথা জানানো হয়নি, অ্যাডমিরাল?'

চুপ করে থাকলেন অ্যাডমিরাল। রানা বুঝল, প্রশ্নের উত্তরটা এড়িয়ে যেতে পারলেই খুশি হন তিনি।

'ওটা যে কমেট, আপনি আমাকে তা না বললেও, আন্দাজ করে নিতে অসুবিধে হয়নি আমার,' আবার বলল রানা। 'মজার ব্যাপার হলো, আপনাদের জানার পরিধিও সম্ভবত ওখানেই শেষ। কমেটে ড. করিডন যা দেখলেন, তা দেখার জন্যে তিনি যে তৈরি ছিলেন না, সেটা আমি তাঁর চেহারা দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম ফলে, আপনার প্ল্যানটা ভেস্তে গেল। কেউ একজন, যার ক্ষমতা সম্পর্কে আপনার কোন ধারণাই ছিল না, খুব একহাত দেখিয়ে দিয়েছে আপনাদের। কোন শত্রুর উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না, সেজন্যেই তার কীর্তি দেখে ভড়কে গেছেন আপনারা। এবার বলুন, আমার অনুমানে ভুল আছে কোথাও?'

চেয়ারে হেলান দিলেন অ্যাডমিরাল। কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ তাকিয়ে থাকলেন রানার মুখের দিকে। তারপর বললেন, 'আগেই বলেছি, সব কথা তোমাকে না জানাবার পিছনে সময়ের অভাব একটা বড় কারণ ছিল। আরও একটা কারণ ছিল। তোমার সাহায্য চাওয়ার আগে রাহাতের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হয়েছিল আমার। ওকে বলেছিলাম, উত্তর আটলান্টিকে দক্ষ একজন পাইলট হিসেবে কাজ করার জন্যে রানাকে আমার দরকার, কাজটার মধ্যে বিপদের তেমন কোন সম্ভাবনা নেই। কাজটার সাথে বড়জোর একটা কি দেড়টা দিন জড়িত থাকবে তুমি, সেজন্যেই সব কথা তোমাকে জানাবার প্রয়োজন আমি বোধ করিনি।'

'আমার অনুমানটাই তাহলে ঠিক?' জানতে চাইল রানা। 'আপনি কোন বিপদ আশঙ্কা করেননি?'

'একেবারে যে কিছুই আভাস পাইনি, তা নয়। কিন্তু লক্ষণটা আমি দেখেও সেটার সঠিক অর্থ বুঝতে পারিনি…'

'যে আভাসই পেয়ে থাকুন, আমাকে সেটা জানানো উচিত ছিল,' এবার রাগের সাথে বলল রানা। 'আমার সাথে কাউকে যখন পাঠানো হয়, স্বভাবতই আমি ধরে নিই তার নিরাপত্তার দায়িত্ব আমার ওপর বর্তেছে। ড. করিডনের ব্যাপারেও আমি তাই ধরে নিয়েছিলাম। কিন্তু বিপদের কোন সম্ভাবনা আছে এ-কথা আপনি আমাকে জানাননি বলে আমিও তৈরি হবার প্রয়োজন বোধ করিনি। ভদ্রলোক আমার পাশে বসে খুন হলেন, এ দুঃখ সহজে ভুলতে পারব না আমি।'

'কি যে বলো!' অ্যাডমিরাল সিধে হয়ে বসলেন। 'তোমরা যে তীরের কাছে পৌঁছুতে পেরেছ সেটাই তো একটা মিরাকল! একটা হেলিকপ্টার মেশিনগান

বসানো একটা জেট প্লেনকে ধ্বংস করেছে এমন কথা শুনেছে কেউ কখনও? তুমি যা করেছ সেজন্যে আমি গর্বিত এবং কৃতজ্ঞ, রানা।' চুরুটে টান দিলেন তিনি, কিন্তু ধোঁয়া বেরোল না দেখে অ্যাশট্রের কিনারায় রেখে দিলেন সেটা। 'তোমার কিছু একটা হয়ে গেলে রাহাতকে কি জবাব দিতাম বলো তো?' কি যেন ভাবলেন তিনি। মুখ তুলে রানার দিকে তাকালেন। 'রাহাতকে আভাস দিয়েছিলাম, ড. করিডনকে তুমি রেইকজাভিকে পৌঁছে দিলেই তোমার ছুটি। তাই হোক। ক্যালিফোর্নিয়ায় ছুটি কাটাচ্ছিলে, পরবর্তী ফ্লাইটে সেখানেই ফিরে যাও।'

'ধন্যবাদ, অ্যাডমিরাল,' বলে উঠে দাঁড়াল রানা, এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল খোলা জানালার সামনে। আকাশ-ছোঁয়া বিল্ডিং ছাড়া দেখার কিছু নেই। 'প্রথম হামলাটা আমার আর ড. করিডনের ওপর চালিয়েছে ওরা। দ্বিতীয় হামলাটা আমার একার ওপর চালানো হবে, নিশ্চয়ই আরও ভয়ঙ্কর এবং রোমহর্ষক হবে সেটা। তারপরের হামলাটা মাস্টার-পীস হবার কথা। কাজেই মঞ্চটা কিভাবে সাজানো হবে দেখার জন্যে আইসল্যান্ডে থাকছি আমি।'

'কিন্তু, রানা...' ব্যস্ত ভাবে কি যেন বলতে শুরু করলেন অ্যাডমিরাল, কিন্তু রানা তাঁকে বাধা দিয়ে থামিয়ে দিল।

'আমার প্রাণের ওপর হামলা হবে, অথচ আমি জানতে চেষ্টা করব না কে এর জন্যে দায়ী, এ আপনি ভাবতে পারলেন কিভাবে?'

'কিন্তু মেজর জেনারেল...'

'আপনার বন্ধুকে আপনি চেনেন না?' আবার অ্যাডমিরালকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বলল রানা, 'এই ঘটনার পর আমি যদি আইসল্যান্ড ছেড়ে চলে যাই, তিনি সেটাকে কাপুরুষতা বলবেন। ভদ্রলোক আমাকে অযোগ্য, আনফিট ঘোষণা করুন, আপনি তাই চান?'

কাঁধ ঝাঁকালেন অ্যাডমিরাল। এই বাংলাদেশী ছেলেটার দুর্দান্ত সাহসের পরিচয় এর আগেও অনেকবার পেয়েছেন তিনি, জানেন এর সাথে তর্ক করে পেরে ওঠা যাবে না। বললেন, 'তুমি যদি মনে করো তোমার বসের অনুমতি পাওয়া যাবে, তাহলে তোমার আইসল্যান্ডে থেকে যাবার ব্যাপারে আমার কোন আপত্তি নেই।'

'খুশি হলাম।'

'বসো তাহলে,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'যা যা ঘটেছে সব আমাকে শোনাও। তারপর আমারও কিছু বলার আছে তোমাকে।'

জানালার কাছ থেকে ফিরে এল রানা।

রানার মুখ থেকে সব শোনার পর অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন বললেন, 'গড সেভ দি—ব্যস, শুধু এই তিনটে শব্দ, আর কিছু বলল না ড. করিডন?'

'হয়তো আরও কিছু বলতেন, কিন্তু সময় পাননি,' বলল রানা। 'তিনি আহত হবার আগে, আমি ভেবেছিলাম, কমেট সম্পর্কে কিছু তথ্য তাঁর কাছ থেকে পাব। জানতে পারব হারিয়ে গিয়ে আইসবার্গের ভেতর আটকা পড়ার মাঝখানের সময়টা কোথায় ছিল ওটা। কিন্তু আমার আশা পূরণ হয়নি। কমেট সম্পর্কে নয়, তিনি আমাকে জেসাস আবারা আর জিরকোনিয়াম সম্পর্কে কিছু কথা বলেন।'

'তার বেশি কিছু বলার অনুমতি তাকে দেয়া হয়নি। ব্যাপারটার সাথে তুমি জড়িয়ে পড়ো তা আমি চাইনি।'

'সেটা দু'দিন আগের পরিস্থিতি,' বলল রানা।

অ্যাশট্রে থেকে আধপোড়া চুরুট তুলে ধরালেন অ্যাডমিরাল। ঘন ঘন কয়েকটা টান দিয়ে আবার সেটা রেখে দিলেন অ্যাশট্রের কিনারায়। 'শুরু করার আগে বলে রাখি, গোটা ব্যাপারটা সম্পর্কে আমার নিজেরও পরিষ্কার কোন ধারণা নেই। অনেক তথ্য আমরা পাইনি। পেলে হয়তো চাঁদের অপর পিঠের খানিকটা দেখতে পেতাম।'

একটু বিরতি নিলেন অ্যাডমিরাল, তারপর আবার বললেন, 'দেড় বছর আগে জেসাস আবারার বিজ্ঞানীরা একটা নিউক্লিয়ার প্রোব তৈরি করে। সাগরের তলায় যে-সব ধাতব খনি আছে, সেগুলোর মধ্যে পনেরো থেকে বিশটাকে আলাদা আলাদা ভাবে সনাক্ত করতে পারে এই প্রোব। প্রোবটা কাজ করে এভাবে—ল্যাবরেটরিতে তৈরি একটা এলিমেন্ট, তার নাম সেলটিনিয়াম-টু-সেভেন-নাইন; অল্প সময়ের জন্যে নিউট্রনের কাছে এই সেলটিনিয়াম এক্সপোজ করা হয়। নিউট্রনের দ্বারা অ্যাকটিভেটেড হয়ে, সাগরতলায় এই এলিমেন্ট গামা রশ্মি বিকিরণ করে, যেটাকে প্রোবে ফিট করা খুদে একটা ডিটেকটরের সাহায্যে গোণা এবং অ্যানালাইজ করা হয়। টেস্ট করার সময় সাগরতলার পাঁচটা খনিজ পদার্থের সন্ধান দেয় প্রোবটা। ম্যাঙ্গানিজ, সোনা, নিকেল, টাইটানিয়াম এবং জিরকোনিয়াম—এর মধ্যে জিরকোনিয়ামের খনিটা সবচেয়ে বড়, এর আগে এই পরিমাণ জিরকোনিয়ামের কথা শোনা যায়নি।'

'যতদূর বুঝতে পারছি, প্রোবটাই আসল কথা। ওটা ছাড়া জিরকোনিয়াম খনিটাকে আবার খুঁজে বের করা সম্ভব নয়।'

'প্রোবটাই আসল কথা, হ্যাঁ। আন্ডার-সী মাইনিঙে ওটা একটা যুগান্তকারী আবিষ্কার। ওটা যার কাছে থাকবে সে হয়তো গোটা দুনিয়ার ভাগ্যবিধাতা হয়ে উঠবে না, কিন্তু ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যে ব্যাপক রদবদল ঘটাবার ক্ষমতা পেয়ে যাবে সে। তাতে গোটা দুনিয়ার বর্তমান চেহারা বদলে যাবার ষোলো আনা সম্ভাবনা। যে-সব দেশের কন্টিনেন্টাল শেলফে প্রচুর ধাতব খনি আছে, তাদের কাছ থেকে প্রোবের মালিক প্রতিদিন কোটি কোটি ডলার কামাবে। এই দেশগুলোও রাতারাতি হাতে পেয়ে যাবে আলাউদ্দীনের যাদুই চেরাগ।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল রানা, তারপর বলল, 'এরই জন্যে এত খুন-খারাবি?'

'কেউ এক প্যাকেট সিগারেটের পয়সার জন্যে খুন করে, কেউ বিলিয়ন ডলারের বদলেও কারও গায়ে একটা টোকা মারতে রাজি নয়। ব্যাপারটা মানসিকতার ওপর নির্ভর করে।'

'ওয়াশিংটনে আপনি আমাকে বলেছিলেন, জেসাস আবারা আর তার বিজ্ঞানী বন্ধুরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাচ্ছিল আপনাদের কয়েকজন ডিফেন্স কন্ট্রাক্টরের সাথে আলোচনা শুরু করার জন্যে। নিশ্চয়ই সেটা ডাহা মিথ্যে ছিল?'

'হ্যাঁ। আসলে স্বয়ং প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করে তাঁর হাতে প্রোবটা তুলে দিতে যাচ্ছিল আবারা,' রানার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে কি যেন ভাবলেন

অ্যাডমিরাল, তারপর বললেন, 'প্রোবের টেস্ট সফল হবার খবর জেসার্স আমাকেই প্রথম জানায়। জানি না জেসাস সম্পর্কে কি বলেছে তোমাকে ড. করিডন, কিন্তু আমি যতদূর জানি, বিলিওনিয়র অথচ নির্লোভ বলে কেউ যদি থাকে তো সে ছিল জেসাস আবারা। তার মত ভদ্রলোক আমি আর দেখিনি। কোন অবস্থাতেই ফুল বা একটা পিঁপড়ে মাড়াত না সে, এমনই নিরীহ মানুষ। প্রোবটা যে মানব কল্যাণে বিরাট একটা ভূমিকা রাখবে, এটা সে বুঝতে পেরেছিল। সেই সাথে বুঝতে পেরেছিল, জিনিসটা পাবার জন্যে অশুভ শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। এবং তাদের হাতে একবার যদি পড়ে ওটা, মানবসভ্যতার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত অন্ধকারে...'

'বুঝলাম,' বলল রানা। 'আমেরিকাকে শুভ শক্তি এবং ত্রাণকর্তা ধরে নিয়ে জেসাস আবারা সিদ্ধান্ত নেয়, প্রোবটা তাকেই দান করবে, এই তো?' ক্ষীণ বিদ্রূপের সুরটা অ্যাডমিরালের কানকে ফাঁকি দিতে পারল না।

'তুমি তৃতীয় বিশ্বের মানুষ, আমেরিকার সামগ্রিক ভূমিকা সম্পর্কে তোমার মনে সন্দেহ বা ক্ষোভ থাকতে পারে...' গম্ভীর সুরে শুরু করলেন অ্যাডমিরাল।

হাত জোড় করল রানা, 'রক্ষে করুন! পলিটিক্সের মধ্যে নেই আমি। আলোচনাটাকে প্রসঙ্গের বাইরে টেনে নিয়ে যাবেন না।'

'আমার দুঃখ হলো, জেসাস আবারা যদি স্বার্থপর আর লোভী হত, আজ তাকে আমরা নিজেদের মধ্যে দেখতে পেতাম।'

'মার্কিন ইঞ্জিনিয়ারদের পক্ষে প্রোবটা তৈরি করা সম্ভব নয়?' জানতে চাইল রানা।

'সম্ভব। সত্যি কথা বলতে আপত্তি নেই, একটা প্রোব আমরা আবিষ্কারও করেছি। কিন্তু জেসাসের প্রোব আর আমাদের প্রোবের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। প্রথমটা যদি একটা স্পোর্টস কার হয়, আমাদেরটা, ধরো, একটা বাইসাইকেল। ওর মত একটা প্রোব আবিষ্কার করতে আমেরিকা বা রাশিয়ার এখনও দশ বছর সময় লাগবে। গবেষণায় আমাদের চেয়ে দশ বছর এগিয়ে ছিল জেসাসের বিজ্ঞানীরা।'

'প্রোবটা কে চুরি করেছে সে-সম্পর্কে কোন ধারণা আছে?'

মাথা নাড়লেন অ্যাডমিরাল। 'নেই। তবে বোঝা যায়, বিরাট আর্থিক সঙ্গতি আছে এমন কোন অর্গানাইজেশনের হাতে পড়েছে সেটা। বলতে পারো, এখনও অন্ধকার হাতড়াচ্ছি আমরা।'

'কোন সুপার-পাওয়ার...'

রানাকে থামিয়ে দিয়ে অ্যাডমিরাল বললেন, 'ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি তাদের রিপোর্টে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, এর সাথে বিদেশী কোন রাষ্ট্র জড়িত নয়। গোটা ব্যাপারটার পিছনে কাজ করছে ব্যক্তিগত মোটিভ। টাকার লোভে অন্ধ হয়ে গেছে কেউ।' অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি। 'অনুমান ছাড়া আর কি করতে পারি, বলো?'

'ঠিক আছে, ধরে নিলাম রহস্যময় একটা অর্গানাইজেশনের হাতে আছে প্রোবটা,' বলল রানা। 'সাগরের নিচ থেকে তারা এখন মেটাল তুলবে। কিভাবে?'

'হাইলি টেকনিক্যাল ইকুইপমেন্ট ছাড়া কাজটা সম্ভব নয়।'

'এক বছরের বেশি হলো প্রোবটা রয়েছে তাদের কাছে, অথচ এখনও সেটা তারা ব্যবহার করেনি, এটা কেমন কথা?'

'ব্যবহার করেনি মানে? উত্তর আর দক্ষিণ আমেরিকার কন্টিনেন্টাল শেলফের প্রতিটি ইঞ্চি টেস্ট করেছে তারা। এই কাজে ব্যবহার করা হয়েছে ইয়ট কমেটকে।'

কৌতূহলে চিকচিক করে উঠল রানার চোখ। 'ঠিক বুঝলাম না।'

অ্যাশট্রের কিনারা থেকে তুলে নিয়ে নিভে যাওয়া চুরুটটা আবার ধরালেন অ্যাডমিরাল। 'ড. রিচি ব্রেয়ার আর তার সহকারী জ্যাকসনের কথা মনে আছে তোমার?'

ভুরু কুঁচকে স্মরণ করার চেষ্টা করল রানা। 'হ্যাঁ, মনে আছে। কি এক প্রসঙ্গে যেন ওদের কথা আপনিই আমাকে শুনিয়েছিলেন। মাস তিনেক আগে প্লেন থেকে সাপ্লাই ড্রপ করা হয়েছিল। বাফিন বে'র একটা আইস ফ্লো-তে ক্যাম্প ফেলেছিল ওরা। সাগরের দশ হাজার ফিট নিচের কারেন্ট স্টাডি করেছিল টিমটা। তার একটা থিওরি হলো, গরম পানির গভীর একটা স্তর মেরুপ্রদেশকে গলিয়ে দিতে পারে, যদি স্তরটার শতকরা মাত্র এক ভাগকে ওপর দিকে ঠেলে দেয়া সম্ভব হয়। এই থিওরিটাই সম্ভবত প্রমাণ করার চেষ্টা করছিলেন ড. ব্রেয়ার।'

'তার সম্পর্কে শেষ খবর কবে পেয়েছ তুমি?'

বিরক্ত বোধ করল রানা। 'আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন? ওদের এক্সপিডিশনের প্ল্যান তো আপনারই করা। কো-অর্ডিনেটর হিসেবেও আপনিই ছিলেন।'

তর্জনীর ভাঁজ করা গিঁট দিয়ে চোখের কোণ রগড়ালেন অ্যাডমিরাল, তারপর চুরুট রেখে দিয়ে হাত দুটো বুকে ভাঁজ করলেন। 'ড. ব্রেয়ার আর জ্যাকসন মারা গেছে। আইস-ফ্লো থেকে ওদেরকে ফিরিয়ে আনছিল একটা প্লেন, সেটা সাগরে পড়ে ডুবে যায়। কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।'

'কবে?'

'আজ একমাস একদিন।'

'কই, কাগজে তো খবরটা দেখিনি! এই খবরটাও বোধহয় গোপন রাখা হয়েছে?'

'ঘটনাটা আমি ছাড়া আর মাত্র একজন জানে,' বলল অ্যাডমিরাল। 'একজন রেডিও অপারেটর, ওদের শেষ মেসেজটা যে রিসিভ করেছিল। কথাটা চেপে রাখার কারণ, ওদেরকে আমি সাগরের নিচ থেকে তুলে আনব বলে ঠিক করেছিলাম।'

'বুঝলাম না।'

'বলছি,' নড়েচড়ে বসলেন অ্যাডমিরাল। 'হপ্তা পাঁচেক আগে ড. ব্রেয়ারের কাছ থেকে একটা মেসেজ পাই আমি। বেস থেকে অনেকটা দূরে কোথাও কাজে গিয়ে ওদের আইস ফ্লো-র উত্তর প্রান্তের শেষ সীমানায় একটা ফিশিং ট্রলার দেখতে পায় জ্যাকসন। ট্রলারের আচরণে বৈরী কোন ভাব দেখেনি সে, বেসে ফিরে এসে ঘটনাটা ড. ব্রেয়ারকে রিপোর্ট করে। ট্রলারটা কোন বিপদে পড়েছে কিনা জানার জন্যে জ্যাকসনকে সাথে নিয়ে তখুনি আবার রওনা হয় ড. ব্রেয়ার। ট্রলারে আইসল্যান্ডের পতাকা উড়তে দেখল ওরা, অথচ বেশির ভাগ ক্রু আফ্রিকান।

বাদবাকি সবাই বিভিন্ন দেশের লোক, আমেরিকানও ছিল কয়েকজন। জানা গেল, ট্রলারের ডিজেল ইঞ্জিনের একটা বিয়ারিং নষ্ট হয়ে গেছে। মেরামতের কাজ চলার সময় ক্রুরা যাতে হাত-পা খেলাতে পারে, সেজন্যেই আইস ফ্লো-তে ভিড়েছে তারা।'

'বেশ।'

'ট্রলারের ক্যাপ্টেন ড. ব্রেয়ার আর জ্যাকসনকে ডিনার খাবার জন্যে সাধাসাধি করে। তখন মনে হয়েছিল, ব্যাপারটা স্বাভাবিক সৌজন্যতার প্রকাশ। কিন্তু পরে বোঝা গেছে, সন্দেহ এড়াবার জন্যেই নিমন্ত্রণটা করা হয়েছিল। এবং ঘটনাচক্রে ব্যাপারটা ওদের জন্যে হিতে বিপরীত হয়ে দাঁড়ায়।'

'তার মানে ট্রলারে উঠে ড. ব্রেয়ার আর তার সহকারী কিছু একটা দেখে ফেলেছিল, সেটাই তাদের অপরাধ?'

'হ্যাঁ। বছর ক'য়েক আগে ড. ব্রেয়ার আর জ্যাকসনকে ইয়ট কমেটে এন্টার-টেইন করে জেসাস আবারা। ট্রলারের বাইরেটা বদলানো হয়েছে বটে, কিন্তু যে মুহূর্তে মেইন সেলুনে পা দিল ড. ব্রেয়ার, অমনি তার মন খুঁত খুঁত করতে শুরু করল। এরপর যদি মুখ বুজে থাকত সে, আজও হয়তো বেঁচে থাকত ওরা। কিন্তু ড. ব্রেয়ার জানতে চায়, ব্যাপারটা কি, ক্যাপ্টেন? আপনার ট্রলারের মেইন সেলুন হুবহু ইয়ট কমেটের মত দেখতে কেন? কমেট তো হারিয়ে গেছে, সেটা আবার উদ্ধার হলো কবে?'

'ওখানেই ওদেরকে খুন করা হলো না কেন?' জানতে চাইল রানা। 'লাশের সাথে পাথর বেঁধে সাগরে ফেলে দিলে কাক-পক্ষীও টের পেত না।'

'কমেট হারিয়ে গেল, এক হপ্তার মধ্যে খবরের কাগজগুলো ভুলে গেল তার কথা,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'কিন্তু সরকারী একটা রিসার্চ স্টেশন থেকে নামকরা দু'জন বিজ্ঞানী গায়েব হয়ে গেলে বছরের পর বছর ধরে খবরটা ছাপা হতে থাকবে কাগজে। তুমুল হৈ-চৈ পড়ে যাবে চারদিকে। ট্রলারের ক্যাপ্টেন সেটা চায়নি। ওদেরকে খুন করার আরও ভাল প্ল্যান তার মাথায় ছিল।'

'সন্দেহটা ড. ব্রেয়ারের মনে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে বেসে ফিরে আসার পর। তার প্রশ্নের উত্তরে ক্যাপ্টেন বলেছিল, কমেট কেন হতে যাবে, ট্রলারটা কমেটের সিসটার শিপ। হতে পারে, ভাবল ড. ব্রেয়ার। কিন্তু ওটা যদি ফিশিং ট্রলারই হবে, মাছ কোথায়? মাছের যে আঁশটে গন্ধ, সেটাও তো পায়নি তারা। দেরি না করে রেডিওতে আমার সাথে নুমা হেডকোয়ার্টারে যোগাযোগ করে সে। পুরো গল্পটা, এবং নিজের সন্দেহ, সমস্ত বলে আমাকে। সাজেশন দেয়, এ-ব্যাপারে কোস্ট গার্ডের রুটিন ইনভেস্টিগেশন চালানো দরকার।'

'কোস্ট গার্ডকে তৈরি থাকতে বলে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিজ্ঞানীদের ওয়াশিংটনে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্যে একটা সাপ্লাই প্লেন পাঠালাম আমি। ড. ব্রেয়ারের বিস্তারিত রিপোর্ট দরকার ছিল আমার।'

'তারপর?'

'দেরি হয়ে গিয়েছিল আমার,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'ট্রলারের ক্যাপ্টেন নিশ্চয়ই নিজের রেডিওতে ড. ব্রেয়ারের মেসেজ ধরতে পেরেছিল। পাইলট আইস

ফ্লো-তে পৌঁছায়, প্লেনে তুলেও নেয় বিজ্ঞানীদের, কিন্তু টেক-অফ করার খানিক পর নুমা হেডকোয়ার্টারে একটা রেডিও মেসেজ আসতে শুরু করে, সেটাই ড. ব্রেয়ারের শেষ মেসেজ।' বুক পকেট থেকে একটুকরো কাগজ বের করে রানার দিকে বাড়িয়ে দিলেন অ্যাডমিরাল, 'পড়ে দেখো।'

মেসেজটা পড়ল রানা—'মে-ডে! মে-ডে! শালা হামলা চালিয়েছে! কালো! আমাদের এক নম্বর ইঞ্জিন...' মেসেজটা শেষ করার সময় পায়নি ড. ব্রেয়ার।

'মঞ্চে এল কালো জেট।'

'হ্যাঁ। সাক্ষী দু'জনকে সরিয়ে দেবার পর ট্রলারের ক্যাপ্টেনের সামনে এবার সমস্যা হলো কোস্ট গার্ড। তারা যে-কোন মুহূর্তে এসে পড়তে পারে, জানত সে।'

'কিন্তু কোস্ট গার্ড পৌঁছায়নি। ঘটনাটা তাদের জানানোই হয়নি,' বলল রানা। 'এবার খুলে বলুন, অ্যাডমিরাল, নুমার তিনজন লোককে হারিয়েও আপনি গোটা ব্যাপারটা চেপে রেখেছিলেন কেন?'

'এর উত্তর দেয়া আমার পক্ষে সহজ নয়,' খানিক ইতস্তত করে বললেন অ্যাডমিরাল। 'তখন আমি হয়তো ভেবেছিলাম এর জন্যে যারা দায়ী তাদেরকে জানতে দেব না কতটা সফল হয়েছে তারা। ভেবেছিলাম, তাতে হয়তো অস্বস্তিবোধ করবে তারা, এবং দু'একটা ভুলও করে বসতে পারে। তাহলে আমরা একটা সূত্র পেয়ে যাব। তাছাড়া, প্লেন, পাইলট আর প্যাসেঞ্জারদের উদ্ধার করার চেষ্টাও হচ্ছিল।'

'ব্যাপারটা চেপে রেখে কিভাবে সার্চের ব্যবস্থা হলো?'

'নর্দার্ন কমান্ডের অধীনে যে ক'টা সার্চ আর রেসকিউ ইউনিট আছে সবগুলোকে জানালাম, নুমার রিসার্চ শিপ থেকে মূল্যবান একটা ইকুইপমেন্ট পানিতে পড়ে গেছে। সাপ্লাই প্লেনের যে কোর্স ধরে ওয়াশিংটন পৌঁছুবার কথা সেটা ওদেরকে জানিয়ে দিয়ে সাইটিং রিপোর্টের অপেক্ষায় বসে থাকলাম। কিন্তু এল না।' অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন অ্যাডমিরাল। 'কমেটের সাথে মিল আছে এমন ট্রলার খুঁজে বের করার জন্যও চারদিকে লোক পাঠাই আমি। কিন্তু সেটাও যেন মিলিয়ে গেছে বাতাসে।'

'সেজন্যেই আপনি ধরে নিয়েছিলেন, আইসবার্গে আটকানো জাহাজটা কমেট না হয়ে যায় না?'

'বলতে পারো, শতকরা আশি ভাগ নিশ্চিত ছিলাম আমি। তার আগে বুয়েন্স এয়ারস এবং গুজ বে-র মাঝখানে যত বন্দর আছে তার সবগুলোর পোর্ট অথরিটির সাথে যোগাযোগ করি আমি। আইসল্যান্ডের একটা ট্রলারের এন্ট্রি এবং ডিপারচার রেকর্ড পাওয়া গেল বারোটা বন্দর থেকে, ট্রলারটার বদলানো সুপারস্ট্রাকচারের সাথে ইয়ট কমেটের সুপারস্ট্রাকচারের মিল ছিল। ট্রলারটার নাম বলা হয়, সার্টসে। আইসল্যান্ডের একটা শব্দ, মানে হলো সাবমেরিন।'

'উত্তরের জেলেরা প্রায় কখনোই দক্ষিণের পানিতে মাছ ধরতে আসে না,' বলল রানা। 'এর একমাত্র ব্যাখ্যা হতে পারে, প্রোবের সাহায্যে সাগরের নিচটা আসলে জরিপ করছিল ওরা।'

'ধাঁধায় পড়ে গেছি, রানা। একটা সমাধান করি, সাথে সাথে সামনে দেখতে

পাই আরেকটা গভীর রহস্য। এর শেষ কোথায়?'

'কমান্ডার পেরির সাথে যোগাযোগ করেছেন?'

'করেছি। আইসবার্গের পাশে এসে ভেড়ে সুয়ারলিন, একদল ইনভেস্টিগেটর তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছে কমেটের ভেতরটা। তুমি যখন বিছানা থেকে নামছ, সে-সময় একটা মেসেজ পেয়েছি আমি। তিনজন লোককে জেসাস আবারার ক্রু বলে সনাক্ত করা গেছে। বাকি সবাই এমন ভাবে পুড়েছে, চেনার উপায় নেই।'

'আপনার মুখে যেন এডগার অ্যালান পো-র ভূতের গল্প শুনলাম,' বলল রানা। 'দলবল আর কমেটকে নিয়ে সাগরে অদৃশ্য হয়ে গেল জেসাস আবারা। প্রায় এক বছর পর আপনাদের একটা রিসার্চ স্টেশনের কাছে নতুন একদল ক্রু নিয়ে উদয় হলো কমেট। এর অল্প ক'দিন পরই, সেই একই জাহাজকে একটা আইসবার্গের ভেতর দেখা গেল, জেসাস আবারা এবং অরিজিন্যাল ক্রুদের পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া লাশ সহ। অ্যাডমিরাল, আমার বোধহয় আইসল্যান্ড ত্যাগ করাই উচিত ছিল। একটা ভূতুড়ে ঘটনার সাথে নিজেকে জড়ানো আমার ঠিক হচ্ছে না।'

'আমি তোমাকে সাবধান করে দিইনি তা কিন্তু বলতে পারবে না!'

মুচকি হেসে মাথার ব্যান্ডেজটা আলতোভাবে আঙুল দিয়ে ছুঁলো রানা। 'আর যাই হোক, আমার মাথায় এই যে চোট, এটা কোন ভূতুড়ে ঘটনার জের নয়। ভুয়া পুলিসদের খবর কি, অ্যাডমিরাল?'

'জেরা করা হচ্ছে। কিন্তু গেস্টাপো-টরচার মেথড প্রয়োগ না করা পর্যন্ত ওরা মুখ খুলবে বলে মনে হয় না। বলছে, শেষ পর্যন্ত তো মেরেই ফেলা হবে ওদের, আমাদের তথ্য দিতে যাবে কেন?'

'কোথায় তারা?'

'কিফলাভিকে। আমাদের এয়ার-বেসে। ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির লোকেরা জেরা করছে। শেষ পর্যন্ত আইসল্যান্ড সরকার সহযোগিতা করতে রাজি হয়েছেন। জেসাস আবারা ওদের ন্যাশনাল হিরো ছিল, আমাদের মত ওরাও জানতে চায়, প্রোব আর কমেটের কি হলো।'

অ্যাডমিরালের চোখে চোখ রেখে জানতে চাইল রানা, 'ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি? ওরাও এর সাথে জড়িত? তাহলে ওদের সুপার স্পাইদের ঘাড়ে সব চাপিয়ে দিয়ে নুমা এখনও কেটে পড়েনি কেন?'

মুচকি হাসলেন অ্যাডমিরাল। 'তুমি যে প্রশ্নটা করবে তা আমি জানতাম। আমরা ড. করিডনের জন্যে কেটে পড়তে পারিনি, রানা।'

চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকিয়ে থাকল রানা।

'জেসাস আবারার বিজ্ঞানীদের সাথে ঘনিষ্ঠ মেলামেশা ছিল ড. করিডনের। প্রোবের চরম উন্নতি সাধনের জন্যে সে তার জ্ঞান এবং মেধা ঢেলে দিতে কার্পণ্য করেনি। সেলটিনিয়াম টু-সেভেন-নাইন তৈরি করার ব্যাপারে তার প্রায় একক অবদান ছিল। আমাদের মধ্যে একমাত্র সে-ই জানত, প্রোবটা আসলে দেখতে কি রকম, এবং একমাত্র তার পক্ষেই নিরাপদে সেটাকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব ছিল।'

'সেজন্যেই বোধহয় সবার আগে ড. করিডনকে কমেটে ঢুকতে দেবার ব্যবস্থা করা হয়?'

'হ্যাঁ। পরিশোধন করা সেলটিনিয়াম সাংঘাতিক অস্থির পদার্থ। পঞ্চাশ টন ফসফেট বোমার ফোর্স নিয়ে বিস্ফোরিত হতে পারে ওটা। কিন্তু আর সব বিস্ফোরকের সাথে সেলটিনিয়ামের তফাত হলো, এর বিস্ফোরণ খুব ধীর গতিতে ঘটে, সামনে যা পড়ে সব পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। যদিও এর এক্সপ্যানশন প্রেশার একেবারে লো, ঘণ্টায় ষাট মাইল ঝড়ের মত। বিস্ফোরিত হয়ে সব গলিয়ে দেবার সামর্থ্য রাখে, কিন্তু একটা কাঁচে চিড় ধরাতে পারে না।'

'তাহলে আমার মশাল আর পেট্রল থিওরিটা বাতিল হয়ে গেল। প্রোবটাই বিস্ফোরিত হয়ে কমেটের ওই দশা করেছে?'

'কাছাকাছি আন্দাজ করতে পেরেছিলে তুমি।'

'কিন্তু তার মানে দাঁড়াল প্রোবটা ধ্বংস হয়ে গেছে?'

মাথা ঝাঁকালেন অ্যাডমিরাল, মুখের হাসি দ্রুত মিলিয়ে গেল। 'হ্যাঁ।'

'যাদের হাতে ছিল প্রোবটা, তাদের কাছে এখন হয়তো ওটার ডিজাইন আর প্ল্যান রয়ে গেছে...'

'বোধহয়,' একটু থেমে প্রায় অন্যমনস্ক ভাবে আবার বললেন অ্যাডমিরাল, 'কিন্তু ডিজাইন আর প্ল্যান দিয়ে ঘোড়ার ডিম করবে ওরা? দুনিয়ায় একজনই ছিল যে সেলটিনিয়াম টু-সেভেন-নাইন তৈরি করার প্রসেসটা জানত। ড. করিডন প্রায়ই বলত, তৈরি করার ফর্মুলাটা এতই সহজ যে মুখস্থ করে রেখেছি, কাউকে বলিনি বা কোথাও লিখে রাখিনি।'

'তার মানে আরেকটা প্রোব যে তৈরি করতে পারত তাকেই ওরা খুন করে ফেলেছে? কিন্তু কেন? ড. করিডন কি কমেটে এমন কিছু দেখেছিলেন যার ফলে ওদের অর্গানাইজেশনের পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়ার ভয় ছিল?'

'জানি না, আমার কোন ধারণাই নেই,' অসহায় ভাবে কাঁধ ঝাঁকালেন অ্যাডমিরাল।

'আইসবার্গ থেকে লাল রঙ তুলে নিল কারা?'

'জানি না।'

'ভাবছি আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে...'

'সেজন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না, তার ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'সোনারিলে ছোট্ট একটা পার্টি দিচ্ছি আমি। সেখানে আইসল্যান্ডের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটির সাথে তোমার দেখা হবে।'

'হোয়াট?'

'ডোনা আবারা। জেসাস আবারার যমজ বোন।'

নয়

রেইকজাভিকের প্রথম শ্রেণীর রেস্তোরাঁ সোনারিল। মেইন হলটা ভাইকিং ঐতিহ্যের অনুকরণে সাজানো। হলের পাশে খোলা কিচেন, ডাইনিং চেয়ারগুলোর কাছে

মাটির তৈরি আভন। হলের একদিকের গোটা দেয়াল জুড়ে ফেলা হয়েছে ডাইনিং টেবিল, তাতে সাজানো আছে দুশো রকমের আলাদা আলাদা ডিশ।

সুইংডোর ঠেলে ভেতরে ঢুকল রানা। গমগমে একটা গুঞ্জন ধাক্কা দিল কানে। প্রচুর লোক ডাইনিং হলে। প্রায় কোন টেবিলই খালি নেই। আইসল্যান্ডের পুরুষরা বেশি কথা বলে না, মেয়েরাও নাকি কম হাসে, কিন্তু এখানে তার উল্টো প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। উপাদেয় খাবারের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে বারের দিকে এগোল রানা। ওদিকেরই একটা টেবিলে রিটাকে নিয়ে বসে আছেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন।

হাত তুলে একই সাথে রানাকে কাছে ডাকলেন অ্যাডমিরাল, এবং একজন ওয়েটারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। 'পাঁচ মিনিট দেরি হলো তোমার।'

'দুঃখিত,' রিটার উল্টোদিকের চেয়ারে বসতে বসতে বলল রানা। 'একটু হাঁটাহাঁটি করে এলাম।'

খুঁটিয়ে রানার কাপড়চোপড় দেখছিল রিটা। ধীরে ধীরে তার চোখে প্রশংসার দৃষ্টি ফুটে উঠল। টারট্ল্-নেক সোয়েটার পরেছে রানা, বেল্টেড জ্যাকেট আর প্লেইড স্ল্যাকস। 'সুন্দর মানিয়েছে তোমাকে,' রানার কানের কাছে মুখ সরিয়ে নিয়ে ফিসফিস করে বলল সে। 'সুদর্শন, সুপুরুষ, সুবেশী—ডোনা আবারা এখন আমার প্রতিদ্বন্দ্বী না হলেই বাঁচি।'

অ্যাডমিরাল ওয়েটারের সাথে কথা বলছেন, 'তিনটে বিয়ার।'

ওয়েটার চলে যেতে রানা জানতে চাইল, 'কই, আশপাশে আমি তো কোন মিশনারিকে দেখতে পাচ্ছি না?'

রিস্টওয়াচ দেখলেন অ্যাডমিরাল। 'যে-কোন মুহূর্তে এসে পড়বে ডোনা··· কথার মাঝখানে থেমে গেলেন তিনি, ভুরু কুঁচকে জানতে চাইলেন, 'ডোনা যে একজন মিশনারি, তা তুমি জানলে কিভাবে?'

'কালো জেট আক্রমণ করার একটু আগে ড. করিডন বলেছিলেন···'

'হ্যাঁ, মেয়েটা নাকি নিউ গায়েনায় মিশনারি ছিল। আসলে তার সম্পর্কে কেউই বিশেষ কিছু জানে না। উইল করে সব তাকে দিয়ে গেছে জেসাস, এটা প্রকাশ হবার আগে অনেকে তার অস্তিত্বের কথাই জানত না। ভাইয়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে হঠাৎ একদিন উদয় হলো, এবং সবাইকে তাজ্জব বানিয়ে দিয়ে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ব্যবসা দেখাশোনা করতে শুরু করল সে।'

বিয়ার দিয়ে ফিরে গেল ওয়েটার।

'অ্যাডমিরাল,' নিচু গলায় বলল রানা, 'আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, আপনার এই পার্টি দেবার পেছনে বিশেষ কোন কারণ আছে। জানতে পারি, কী সেটা?'

কোনরকম ভূমিকা বা ভান না করে শুরু করলেন অ্যাডমিরাল, 'নুমার শতকরা প্রায় চল্লিশ ভাগ প্রোজেক্টই সাগরের নিচটাকে নিয়ে। সাগরের নিচে বিপুল খনিজ পদার্থ রয়েছে, আমরা সেগুলো খুঁজে বেড়াই, ডিজাইন আর প্ল্যান তৈরি করি। সারফেস প্রোগ্রামে আমাদের চেয়ে এগিয়ে আছে রাশিয়া, তার ফিশিং ফ্লীট আমাদের চেয়ে কয়েক গুণ বড়। কিন্তু পানির গভীরে তাদের চেয়ে অনেক এগিয়ে আছি আমরা। আন্ডার-সী মাইনিঙে এই যে আমরা এগিয়ে আছি, এই পরিস্থিতিটা বজায় রাখতে চাই। আমাদের রিসোর্স আছে, কিন্তু আবারা লিমিটেডের আছে

টেকনিক্যাল নলেজ। জেসাস আবারার সময় তার সাথে আমাদের মধুর সহযোগিতার সম্পর্ক ছিল। কিন্তু এখনকার পরিস্থিতি মধুর তো নয়ই, বরং প্রায় তিক্ততার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। আমি মিস ডোনার সাথে কথা বলেছি, জানি না কেন হঠাৎ করে আমাদের দেশের সাথে তার কোম্পানীর সমস্ত চুক্তি নতুন করে পরীক্ষা করে দেখতে চায় সে। লক্ষণ সুবিধের নয়, রানা।'

'এমন হতে পারে, আর কোন দেশ বা কোম্পানী আবারা লিমিটেডের সাথে চুক্তি করার প্রস্তাব দিয়েছে? তাতে হয়তো লাভের পরিমাণ বেশি হবে বলে মনে করছে ডোনা?'

'হতে পারে,' গম্ভীর সুরে বললেন অ্যাডমিরাল। 'কে জানে, আমেরিকাকে হয়তো ঘৃণা করে সে।'

'সে একা নয়।'

'তাই যদি হয়, এর পেছনে নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে, সেই কারণটা আমাদের জানতে হবে।'

'এখানেই বোধহয় আমাকে আপনার দরকার?'

'আরও একটা ব্যাপারে তোমার সাহায্য দরকার আমার,' বললেন অ্যাডমিরাল, 'জেসাস, ড. করিডন এবং ড. ব্রেয়ারকে যারা খুন করেছে তাদের সম্পর্কে কোন সূত্র পেলেই তুমি এন.আই.এ.-কে সেটা জানিয়ে দেবে।'

'কিভাবে?'

'তা আমি নিজেও এখনও ভাল করে জানি না। ওরা বোধহয় তোমার সাথে যোগাযোগ করবে। পরশু ওয়াশিংটনে ফিরে যাচ্ছি আমি। ওখানে গিয়ে কিছু সুতো টানলেই এখানে তোমার রাস্তাটা সুগম হয়ে যাবে।'

'এখানে তাহলে আমার অনেক কাজের একটা হলো মিস ডোনা আবারার সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়া?'

'ডোনা আবারার সাথে নয়, আবারা লিমিটেডের সাথে। বদলা-বদলির একটা ব্যবস্থা সেরে ফেলেছি আমি। আমাদের টেকনিক অবজার্ভ করার জন্যে ওদের একজন টপ-ইঞ্জিনিয়ারকে ওয়াশিংটনে নিয়ে যাচ্ছি, বদলে তুমি এখানে ওদের টেকনিক অবজার্ভ করে রিপোর্ট তৈরি করবে। আবারা লিমিটেডের সাথে নুমার সম্পর্কটাকে আগের পর্যায়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া তোমার কাজ। যদি পারো, নুমা তোমার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকবে, রানা।'

বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিল রানা। 'একটু আগে বললেন, লক্ষণ ভাল নয়, তাহলে আপনার সাথে দেখা করতে আসছে কেন ডোনা আবারা?'

'আসছে সামাজিক ভদ্রতার খাতিরে। ড. করিডন আর জেসাস ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। ড. করিডন মারা গেছে শুনে, এবং তাকে বাঁচাবার জন্যে তুমি প্রাণপণ চেষ্টা করেছ শুনে তার ভেতর মেয়েলী ভাবাবেগ উথলে উঠেছে। সত্যি কথা বলতে কি, সে এক রকম জেদ ধরেই আমার কাছ থেকে কথা আদায় করে নিয়েছে, আমি তোমার সাথে তার পরিচয় করিয়ে দেব।'

রানার উৎসুক দৃষ্টি অনুসরণ করে সুইংডোরের দিকে তাকালেন অ্যাডমিরাল। রানার কানে কানে চাপা গলায় বলল রিটা, 'এখনও সময় আছে, বলো তো

তোমাকে নিয়ে পালিয়ে যাই। ডোনা সম্পর্কে যা শুনছি, একবার যদি তার খপ্পরে পড়ো, জান বাঁচানো কঠিন হয়ে উঠবে।'

'আগে বলবে তো!' চাপা গলায় উত্তর দিল রানা, 'এখন আর সময় নেই। ওই দেখো!'

হলের আর সবার মত ঘাড় ফেরাল রিটা। ফোয়্যারে দাঁড়িয়ে রয়েছে স্বর্ণকেশী। একহারা, লম্বা, অবিশ্বাস্য রূপসী। ফ্যাশন ফটোগ্রাফারের ক্যামেরার জন্যে আদর্শ, নিখুঁত একটা পোজ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ডোনা আবারা। ভায়োলেট রঙের লম্বা একটা ড্রেস পরেছে সে, আস্তিন আর হেমে এমব্রয়ডারির কাজ করা। অ্যাডমিরালের হাতছানি লক্ষ করে মৃদু হাসল সে, স্লো-মোশনে উড়ে আসার ভঙ্গিতে এগোল ওদের টেবিলের দিকে। মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে সবাই, ভাবছে, এমন সুঠাম শরীর, এমন সাবলীল পদচারণা রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ ব্যালেরিনারও ঈর্ষার কারণ না হয়ে পারে না।

চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল রানা। মেয়েটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটা ব্যাপার লক্ষ করল ও, সেই সাথে খুঁত খুঁতে একটা ভাব জাগল মনে। ডোনার গায়ের রঙটা কেমন যেন তামাটে, পরিষ্কার বোঝা যায় রোদে পোড়া। আইসল্যান্ডের মেয়েদের গায়ের রঙ সাধারণত এরকম হতে দেখা যায় না। থাকলই বা অনেকদিন নিউ গায়েনায়! যতটুকু শুনেছে রানা, যতই রোদ পোহানো হোক, এদের চামড়ার রঙ কখনও পুড়ে তামাটে হয়ে যায় না।

ডোনার বাড়ানো হাতটা ধরে তাতে আলতোভাবে চুমু খেলেন অ্যাডমিরাল। 'মাই ডিয়ার মিস ডোনা, আপনি যে আমাদের সাথে ডিনার খেতে আসতে পেরেছেন সেজন্যে আমি গর্বিত।' ফিরলেন রিটার দিকে। চেহারায় হাসি খুশি উজ্জ্বল মুখোশ পরে আছে রিটা। 'আমার সেক্রেটারির সাথে পরিচয় করিয়ে দিই আপনার, মিস রিটা অ্যালেন।'

কুশলাদি বিনিময় করল ওরা। হাসি এবং চেহারায় কোমলতা ফুটল, কিন্তু দু'জনের আচরণই হলো নিরুত্তাপ।

এবার রানার দিকে ফিরলেন অ্যাডমিরাল। 'আর, ইনি হলেন মি. মাসুদ রানা, নুমার একটা স্পেশাল প্রোজেক্টের ডিরেক্টর।'

চেহারায় বিস্ময় এবং উজ্জ্বল হাসি ফুটিয়ে তুলে রানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলাল ডোনা আবারা। 'আচ্ছা! ইনিই তাহলে সেই অসমসাহসী যুবক, যাঁর কথা অত করে বলছিলেন আপনি?' গলার আওয়াজটা রানার কানে একটু খসখসে কিন্তু সাংঘাতিক সেক্সি শোনাল। মুখের হাসি মিলিয়ে গেল চেহারা থেকে, আবার বলল, 'ড. করিডনকে দেখার সৌভাগ্য হলো না আমার, এর চেয়ে দুঃখের ব্যাপার আর কি হতে পারে! আমার ভাই তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করত, ভালও বাসত।' একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল সে। 'তার খুনীকে যদি শাস্তি দিতে পারতাম···'

'কোন অপরাধীই আসলে শেষ পর্যন্ত শাস্তি এড়াতে পারে না,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা।

এবার রানার মুখের ওপর স্থির হলো ডোনা আবারার দৃষ্টি। রানার মনে হলো, ওর মনের গভীরে ডুব দেবার চেষ্টা করছে মেয়েটা। মুচকি একটু হাসল ও, রিটার

পাশের খালি চেয়ারটা ইঙ্গিতে দেখিয়ে বলল, 'বসুন, মিস ডোনা।' নিজেও বসল রানা। তারপর আবার বলল, 'আপনার চোখ দুটো ভারি সুন্দর। এমন ডীপ ভায়োলেট চোখ আর কারও দেখিনি।'

'ভারি মজার ব্যাপার তো,' সকৌতুকে বলল ডোনা। 'ভদ্রলোকেরা আমার অনেক কিছুরই প্রশংসা করেন, কিন্তু আপনিই প্রথম চোখের কথা বললেন। কারণটা কি বলুন তো?'

'মানুষের চোখের দিকেই প্রথমে তাকাই আমি,' বলল রানা। 'চোখই তো আসলে মনের আয়না।'

'কি পড়লেন বলুন তাহলে? কি লেখা আছে আমার মনে?' উৎসাহে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে এল ডোনা আবারা।

মৃদু শব্দে হেসে উঠল রানা। 'মেয়েদের গোপন চিন্তা-ভাবনা প্রকাশ করে দিতে নেই। আরেকটা জিনিস লক্ষ করছি আমি...'

রানা থামার আগেই আগ্রহের সাথে জানতে চাইল ডোনা, 'কি?'

'আপনার চোখের সাথে আমার চোখের অদ্ভুত মিল আছে।'

'মিস ডোনার চোখ গভীর বেগুনী,' প্রায় ঝাঁঝের সাথে বলল রিটা, 'আর তোমার চোখ ঘন কালো। মিলটা দেখলে কোথায়?'

'আমারই মত, মিস ডোনার চোখের মণি থেকে আলো ঠিকরে বেরিয়ে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে,' বলল রানা। 'যাদের সাইকিক পাওয়ার আছে সাধারণত তাদের চোখেই ব্যাপারটা লক্ষ করা যায়।'

'তার মানে আপনি কি মানুষের ভূত-ভবিষ্যৎ সব দেখতে পান?' সবিস্ময়ে জানতে চাইল ডোনা।

'মাঝেমধ্যে পাই। সব সময় নয়। আপনি?'

রানার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে ঘন ঘন চোখ পিট পিট করল ডোনা। তারপর বলল, 'কোথায় পা ফেলছি সেদিকে আমি দৃষ্টি রাখি, কাজেই ঠিক সময়ে বিপদ টের পেতে অসুবিধে হয় না আমার। আর আগে-ভাগে বিপদ টের পেলে সেটাকে কাটাবার একটা না একটা উপায় বেরিয়েই যায়।'

কথা যা বলার ওরা দু'জনেই বলল, অ্যাডমিরাল মাঝে মধ্যে হুঁ-হাঁ করলেন আর দু'একটা ফোড়ন কাটার চেষ্টা করল রিটা। ডিনারের প্রসঙ্গ যখন উঠল, ডোনা বলল, 'আসুন, আমাদের দেশীয় ডিশের সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই।'

রানা আর ডোনা প্রায় একই সাথে উঠে দাঁড়াল, ডোনার চেয়ারটা তার পিছন থেকে টেনে সরিয়ে নিল রানা।

বুফে টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল ওরা সবাই। মাছের অসংখ্য নমুনা দেখে অবাক হলো রানা। শুধু স্যামন আর কড মাছেরই প্রায় পঞ্চাশটা ডিশ। যে যার প্লেট ভরে নিয়ে ফিরে এল টেবিলে। খাবার সময় কম কথা বলল সবাই। কিন্তু রানা ডোনাকে আর ডোনা রানাকে সুযোগ পেলেই আড়চোখে দেখে নিল। ব্যাপারটা লক্ষ করে চেহারা হাঁড়ি করে তুলল রিটা। অ্যাডমিরাল দেখেও না দেখার ভান করে খাওয়া শেষ করলেন।

ঘণ্টাখানেক লাগল ডিনার শেষ হতে। এরপর পরিবেশিত হলো আইসক্রীম।

সেটা ঠোঁটে একবার ছুঁইয়েই রেখে দিল ডোনা। রিস্টওয়াচ দেখল। তারপর অ্যাডমিরালের দিকে চোখ তুলে বলল, 'আপনাদের সঙ্গ আমার খুব ভাল লেগেছে। এবার আমাকে উঠতে হয়। ঠিক হয়ে আছে আমার ফিয়াঁসে আমাকে একটা কবিতা পাঠের আসরে নিয়ে যাবে...'

'আপনার ফিয়াঁসে বুঝি কবিতার খুব ভক্ত?' মুখে হাসি টেনে জানতে চাইল রিটা।

মিষ্টি হেসে মাথা ঝাঁকাল ডোনা।

'আমাদের সবার তরফ থেকে আপনাদের জন্যে শুভেচ্ছা রইল,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'আমি জানতামই না যে আপনি এনগেজড হয়ে আছেন। ভাগ্যবান ভদ্রলোকটি কে?'

'বিরহাম—অসকার বিরহাম,' বলল ডোনা। 'একটা চিঠিতে ওর সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল জেসাস। দেখা হবার আগে দু'বছর ছবি আর চিঠি বিনিময় হয়েছিল আমাদের মধ্যে...'

কথাটা আমাদের শোনাবার দরকারটা কি? আরেকবার খুঁতখুঁত করে উঠল রানার মন।

ডোনার একজন ফিয়াঁসে আছে, ওদের বিয়ে হবে, অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের কাছে এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। ডোনার ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করার জন্যে তার প্রেমিকের একটা ভূমিকা থাকতেও পারে। ডোনা চেয়ার ছেড়ে উঠতে যাচ্ছে দেখে ব্যস্ত ভাবে তিনি বললেন, 'এক মিনিট, প্লীজ। ভদ্রলোকের নাম অসকার বিরহাম? ভদ্রলোককে আমি বোধহয় চিনি। বিরহাম ইন্ডাস্ট্রির মালিক না? সাইজে স্পেনের নৌ-বাহিনীর প্রায় সমান একটা ফিশিং ফ্লীট আছে? নাকি অন্য কোন বিরহামের কথা ভাবছি আমি?'

'না, আপনি আমার বিরহামের কথাই বলছেন,' মধুর হেসে বলল ডোনা আবারা। 'এখানে, এই রেইকজাভিকেই ওর হেড অফিস। বেশির ভাগ সময় এখানেই থাকে ও।'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান,' বলল রানা। 'অসকার বিরহামের ফিশিং বোটগুলো নীল রঙে রঙ করা কিনা বলুন তো? লাল পতাকা ওড়ে, মাঝখানে অ্যালব্যাট্রস আঁকা?'

'ওটা বিরহামের সৌভাগ্যের প্রতীক। ওর বোটগুলো আপনি বোধহয় দেখেছেন, মি. রানা?'

'দু'একবার ওগুলোর ওপর দিয়ে উড়ে গেছি,' বলল রানা।

বোট আর প্রতীক চিহ্ন, চেনে বৈকি রানা। শুধু রানা নয়, ফরটিয়েথ প্যারালেলের উত্তরে যত দেশ আছে সব দেশের জেলেরাও চেনে। কুখ্যাত একটা ফিশিং ফ্লীট। ফিশিং গ্রাউন্ড লোপাট করে দেয় ওরা, মাছের অস্তিত্ব পর্যন্ত রাখে না, যেটা আন্তর্জাতিক আইনের বরখেলাফ। এই ফিশিং ফ্লীট সম্পর্কে জেলেদের অভিযোগের অন্ত নেই। অন্যের জাল চুরি করে এরা, মাছ হাইজ্যাক করে, অন্যান্য দেশের জলসীমায় নিজেদের লাল রঙের জাল ফেলে মাছ ধরে ইত্যাদি। বিরহামের অ্যালব্যাট্রস নাজীদের স্বস্তিকার মতই কুখ্যাতি অর্জন করেছে।

'অত্যন্ত শক্তিশালী নতুন একটা সাম্রাজ্যের উত্থান ঘটবে,' ভারী গলায়, ধীরে

ধীরে বললেন অ্যাডমিরাল, 'যদি আবারা লিমিটেডের সাথে বিরহাম ইন্ডাস্ট্রিকে এক করে ফেলা হয়।'

মাথার ওপর হাত তুলে নাড়ল ডোনা। 'ওই যে, এসে গেছে ও!'

ঘাড় ফিরিয়ে সবাই ডোনার দৃষ্টি অনুসরণ করল। অসকার বিরহামকে দেখে কেউ কারও চেয়ে কম নিরাশ হলো না। ডোনা আবারাকে ডানা কাটা পরী বললেই হয়, তার প্রেমিক এমন কদর্য চেহারার একজন দৈত্য হবে, ভাবতেও খারাপ লাগে। কিন্তু বাস্তবে চোখের সামনে তাই দেখতে পেল ওরা। ডোনা অনেকটা লম্বা, প্রায় সাড়ে পাঁচ ফিট, কিন্তু বিরহাম সাড়ে ছ'ফিটের কম নয়। প্রকাণ্ড একটা দানব বললেও হয়। কর্কশ, নিষ্ঠুর চেহারা। চোখের দৃষ্টি সদা চঞ্চল, যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে কাকে ধরবে কাকে মারবে। বেঢপ রকমের উঁচু চীক বোন, চোখ দুটো ছোট ছোট, নিচের ঠোঁটটা থুতনির দিকে অস্বাভাবিক ঝুলে আছে, ফলে নিচের পাটির কয়েকটা কোদাল আকৃতির নোংরা হলুদ দাঁত বেরিয়ে পড়েছে।

বুক চিতিয়ে উদ্ধত ভঙ্গিতে হেঁটে এল সে। থামল ওদের টেবিলের সামনে। ডোনার চোখে চোখ রেখে হাসল সে, কিন্তু রানার মনে হলো মুখ ভেঙচে ভয় দেখাল। 'ডোনা ডারলিং, আজ তোমাকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে!' হাতির শুঁড়ের মত হাত দিয়ে ডোনাকে আলিঙ্গন করল সে।

ছোট ছোট চোখ দুটো এবার কার দিকে ফেরে দেখার জন্যে অপেক্ষা করছে রানা—ওর দিকে নাকি অ্যাডমিরালের দিকে? দু'জনের কারও দিকেই তাকাল না বিরহাম, ফিরল রিটার দিকে। 'তোমার সাথে সুন্দরী মহিলাটি কে, ডোনা?'

'অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের সেক্রেটারি, মিস রিটা অ্যালেন,' নিরুত্তাপ গলায় বলল ডোনা। 'অ্যাডমিরাল, আসুন আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই।'

ভদ্রতার খাতিরে হলেও ডোনার কথার পর অ্যাডমিরালের দিকে ফেরা উচিত ছিল বিরহামের, কিন্তু রিটার দিক থেকে চোখ সরাল না সে। সামান্য একটু বাউ করে বলল, 'মিস রিটা, আপনার চোখ দুটো কিন্তু ভারি সুন্দর!'

হাসি থামাবার জন্যে মুখে ন্যাপকিন চেপে ধরতে হলো রানাকে। 'মেয়েদের চোখের প্রশংসা করা যে একটা ছোঁয়াচে অসুখ তা কিন্তু আমার জানা ছিল না।'

বেদম হাসছে রিটা, কিন্তু ঠোঁট জোড়া পরস্পরের সাথে সেঁটে রেখেছে যাতে কোন শব্দ বের না হয়। মেইন হলের সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন হো হো হা হা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে। ডোনার দিক থেকে চোখ সরাল না রানা। দেখল, মেয়েটার চেহারায় ধীরে ধীরে ভয়ের ছাপ ফুটে উঠল। ব্যাপারটা যতই গড়াল ততই আতঙ্কিত হয়ে উঠল সে। সবার হাসি একটু থিতিয়ে আসতে জোর করে একটু হাসল বটে, কিন্তু তাতে চেহারা থেকে আতঙ্কের ভাবটা দূর হলো না। বিরহামের দিকে আড়চোখে একবার তাকাল সে। কারও চোখে ধরা না পড়লেও, পরিষ্কার দেখল রানা, শিউরে উঠল ডোনা।

রাগে টকটকে লাল হয়ে উঠেছে বিরহামের চেহারা। অটল দাঁড়িয়ে থাকল সে, নিচের ঠোঁটটা আরও ঝুলে পড়ল থুতনির দিকে, চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। বোঝা যায়, সাধারণত তাকে নিয়ে হাসাহাসি করতে কেউ সাহস পায় না।

'জানতে পারি, আপনারা সবাই হাসছেন কেন?'

তাড়াতাড়ি, অত্যন্ত ব্যস্ততার সাথে, বিরহামের একটা হাত ধরে ফেলল ডোনা, তারপর নিচু গলায় কারণটা ব্যাখ্যা করতে শুরু করল সে।

মাঝখান থেকে ফোড়ন কাটল রিটা, 'আবার একবার প্রমাণ হলো, আমাদের মাসুদ রানা যা বলে সবাই সেটা অনুকরণ করে। তুমি একটা স্কুল খুললেই তো পারো, রানা। মি. বিরহামের মত ছাত্র তুমি অনেক পাবে।'

ব্যাখ্যাটা শেষ করেই তাড়াতাড়ি বিরহামের সাথে অ্যাডমিরালের পরিচয় করিয়ে দিল ডোনা।

'খুশি হলাম,' কথাটা হেসেই বলল বটে বিরহাম, কিন্তু হাসিটাকে ভয় দেখানো হাসি বলে মনে হলো রানার। বুঝল, যত দোষ লোকটার কদর্য চেহারায়। হাসলেও মনে হয় রাগ করছে। 'মেরিনার আর ওশেনোগ্রাফার হিসেবে আপনার অনেক সুনাম শুনেছি। সাগরে যাদের ব্যবসা তারা সবাই আপনাকে চেনে।'

'সাগরে যাদের ব্যবসা তারা আপনাকেও কম চেনে না, মি. বিরহাম,' বিরহামের হাতটা ঝাঁকিয়ে দিয়ে বললেন অ্যাডমিরাল। ফিরলেন রানার দিকে। 'মাসুদ রানা, আমার স্পেশাল একটা প্রোজেক্টের ডিরেক্টর।'

সামনে দাঁড়ানো রানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঠাণ্ডা দৃষ্টি বুলিয়ে নিল বিরহাম, তারপর হাতটা বাড়িয়ে দিল।

'হাউ ডু ইউ ডু,' রানার হাতটা মুঠোয় নিয়ে প্রচণ্ড চাপ দিতে শুরু করল বিরহাম, দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথাটা সহ্য করল রানা। পাল্টা চাপ দিয়ে লোকটাকে উচিত শিক্ষা দেয়ার প্রচণ্ড একটা ঝোঁক চাপল মনে, কিন্তু অনেক কষ্টে সেটাকে দমন করল ও। বিরহামের শক্ত মুঠোর ভেতর হাতটাকে ঢিল করে দিল ও। বলল, 'মাই গড, এত শক্তি আপনার?'

'দুঃখিত, মেজর,' চেহারাটা আরও কদর্য করে তুলে ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গি করল বিরহাম, দ্রুত ছেড়ে দিল রানার হাত। 'আমাকে যাদের নিয়ে কাজ চালাতে হয় তারা বড় শক্ত ধাতুতে গড়া, তাদের বেলায় সিধে আঙুলে ঘি ওঠে না, তাই জোর খাটানো আমার একটা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে। কিছু মনে করবেন না।'

মৃদু হেসে রানা বলল, 'এর জন্যে দুঃখ প্রকাশ করার কিছু নেই। পুরুষ মানুষের শক্ত-সমর্থ না হলে চলে না।' চোখের সামনে হাত তুলে আঙুলগুলো পরীক্ষা করল ও। 'এমন কোন ক্ষতি হয়নি, এখনও আমি তুলি চালাতে পারব।'

'আপনি বুঝি ছবি আঁকেন, মি. রানা?' জানতে চাইল ডোনা।

'হ্যাঁ। তবে, মানুষের ছবি নয়। প্রকৃতির প্রেমিক বলতে পারেন আমাকে। বিশেষ করে ফুল, আর সাগর থেকে দেখা তীরের ছবি আঁকতে ভালবাসি। আইসল্যান্ডের ফুল আর উপকূলের কিছু ছবি আঁকার ইচ্ছেও আছে, কিন্তু সুযোগ হবে কিনা জানি না। যদি আঁকা হয়ে ওঠে, কিছু ছবি আপনাকে আমি প্রেজেন্ট করব। অফিসে টাঙিয়ে রাখতে পারবেন।'

'ধন্যবাদ,' খুশি হয়ে উঠল ডোনা। 'কিন্তু, যদি আঁকা হয়ে ওঠে মানে? অসুবিধেটা কোথায়?'

'সাগর থেকে দেখে তীরের ছবি আঁকতে হলে বোট দরকার, এখানে আমি বোট পাব কোথায়? ছোটখাট একটা ক্রুজার হলেই অবশ্য চলে...'

'এক শর্তে বোটের ব্যবস্থা করে দিতে পারি আমি,' বলল ডোনা। 'ছবিগুলো আমাকে দেখাবেন, তার থেকে বেছে কয়েকটা রেখে দেব আমি।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'বেশ তো।'

'আমার ডকমাস্টারকে বলে রাখব,' জানাল ডোনা। 'একটা ক্রুজার রেডি করে রাখবে সে।' বিরহাম ঝুঁকে পড়ে তার কাঁধে আর ঘাড়ে হাত রাখল। মুহূর্তের জন্যে ডোনার চোখে ভয়ের একটা ভাব ফুটে উঠল। খানিক ইতস্তত করে আবার বলল সে, 'বারো নম্বর জেটিতে নোঙর করা থাকে আমাদের বোট।'

'চলো, ডারলিং,' বলল বিরহাম। 'রুডি আজ তার নতুন কবিতা পড়ে শোনাবে। হাতে আর সময় নেই।' ডোনার কাঁধে হাত দুটো শক্ত হয়ে উঠল। চোখ বুজে এল ডোনার। অ্যাডমিরালের দিকে ফিরল বিরহাম। 'আশা করি আপনারা কিছু মনে করবেন না।'

'না-না,' বললেন অ্যাডমিরাল। ডোনার দিকে ফিরলেন তিনি। 'সময়টা খুব ভাল কাটল, মিস ডোনা। ধন্যবাদ।'

কেউ আর কিছু বলার আগেই ডোনার হাত ধরে তাকে এক রকম প্রায় টেনে নিয়ে চলল বিরহাম। সুইংডোর ঠেলে অদৃশ্য হয়ে গেল তারা। হাতের ন্যাপকিনটা সজোরে টেবিলের ওপর ফেললেন অ্যাডমিরাল। 'এবার, রানা, তোমার অভিনয়টা ব্যাখ্যা করো।'

'অভিনয়?'

'পুরুষ মানুষের শক্ত-সমর্থ না হলে চলে না,' ভারী গলায় রানার সুর নকল করে বললেন অ্যাডমিরাল। 'এ-কথা বলার মানে?'

সামনে ঝুঁকে টেবিলের ওপর কনুই রাখল রানা। গম্ভীর চেহারা। 'প্রতিপক্ষকে ভুল বোঝার সুযোগ করে দিলে আখেরে সেটা ভাল ফল দেয়, অ্যাডমিরাল। বিরহামকে আমি বুঝতে দিলাম, ওর তুলনায় আমি কিছুই না।'

'সেটাই তো আমার জিজ্ঞাস্য,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'আমার ধারণা, চাইলে তুমি ওর আঙুলগুলো ভেঙে দিতে পারতে, কিন্তু তা না দিয়ে ওর শক্তির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলে। ব্যাপারটা কি? তাছাড়া, ওকে তুমি প্রতিপক্ষই বা ভাবছ কেন?'

'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং নুমার সাথে হঠাৎ করে অসহযোগিতার মনোভাব দেখাচ্ছে ডোনা, তাই না? কারণটা কি জানেন?'

'কি?' গভীর আগ্রহের সাথে জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল।

'কারণটা হলো বিরহাম। ডোনা আসলে ওর হাতের পুতুল মাত্র। তার নিজস্ব কোন অস্তিত্ব নেই। বিরহামের বুদ্ধিতে চলছে সে। ওদের বিয়েটা হতে যা দেরি, আবারা লিমিটেড আর বিরহাম ইন্ডাস্ট্রি এক হয়ে যাবে, সেই সাথে নুমার সাথে সমস্ত চুক্তি বাতিল ঘোষণা করবে বিরহাম। দুই সাম্রাজ্য এক হয়ে গেলে ওরা গোটা উত্তর আটলান্টিক নিয়ন্ত্রণ করবে, অ্যাডমিরাল। বিরহাম যে ভয়ঙ্কর অ্যামবিশাস তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। উত্তর আটলান্টিকে আপনাদের ব্যবসায়িক বা অন্য কোন স্বার্থ টিকিয়ে রাখা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠবে।'

মাথা নাড়লেন অ্যাডমিরাল। 'তোমার কল্পনা বোধহয় একটু মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, রানা। আন্তর্জাতিক ক্ষমতা দখলের খেলায় যোগ দেবে ডোনা, আমি তা

বিশ্বাস করি না।'

'ডোনার এ-ব্যাপারে কিছুই করার থাকবে না। বিয়ের পর ডোনা হবে ঘরের বউ, ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার হারাবে সে।'

'তুমি কি বলতে চাও প্রেমে পড়ে অন্ধ হয়ে গেছে ডোনা?'

'ওদের সম্পর্কের মধ্যে আর যাই থাক, প্রেম নেই, এ-কথা আমি হলপ করে বলতে পারি।' রিটার দিকে ফিরল রানা। 'তুমি কি বলো?'

মাথা ঝাঁকাল রিটা। 'লোকটার ভয়ে আধমরা হয়ে আছে মেয়েটা। ওর জন্যে আমার দুঃখ হয়।'

'ভয়ে আধমরা হয়ে আছে মানে?' চটে উঠলেন অ্যাডমিরাল।

'দেখেননি ব্যাপারটা?' অবাক হয়ে বলল রিটা। 'ডোনার ঘাড়ে এমন চাপ দিল বিরহাম, অনেক কষ্টে ব্যথাটা সামলে নিয়েছে ডোনা। আমি হলে চিৎকার করে উঠতাম। যীশুর কিরে, তিন দিন ঘাড় সোজা করে হাঁটতে পারবে না ডোনা। আহা বেচারী!'

'তাই, রানা?' গম্ভীর সুরে জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল। 'তুমিও ব্যাপারটা লক্ষ করেছ?'

'করেছি।'

'সান-অভ-এ-বীচ!' বিরহামকে গালিগালাজ করতে শুরু করলেন অ্যাডমিরাল। ঝট্ করে ফিরলেন রানার দিকে। 'দেখেও তুমি চুপ করে থাকলে? বাধা দিলে না কেন?'

'আমাকে ও মেরুদণ্ডহীন ইডিয়ট ভাবুক, সেটাই আমি চেয়েছি,' বলল রানা। 'বাধা দিলে আমার আসল চেহারা দেখার সুযোগ পেয়ে যেত ও।'

গম্ভীর দেখাল অ্যাডমিরালকে। 'ঠিক কি করতে চাইছ, বুঝতে পারছি না আমি। বললে, ছবি আঁকো। কিন্তু আমি যতদূর জানি, সরল একটা রেখা পর্যন্ত টানতে পারো না তুমি। ডোনাকে বুঝ দেবে কিভাবে?'

'রিটা সাহায্য করবে আমাকে, তাই না, রিটা?' বলল রানা। 'আঁকবে ও, কিন্তু চালাবে আমার নামে।'

'কিন্তু আমি তো অ্যাবস্ট্রাক্ট ছাড়া আর কিছু আঁকতে পারি না,' চেহারায় ভীতি ফুটিয়ে তুলে বলল রিটা।

'তাই আঁকবে,' অভয় দিয়ে বলল রানা। 'অ্যাবস্ট্রাক্ট সী-স্কেপ···নতুন একটা জিনিস হবে, সন্দেহ নেই। তোমাকে তো আর কোন আর্ট গ্যালারির কিউরেটরকে সন্তুষ্ট করতে হবে না।'

'কিন্তু রঙ, তুলি·এসব আমি পাব কোথায়?' প্রতিবাদের সুরে বলল রিটা। 'তাছাড়া কাল বাদে পরশু অ্যাডমিরালের সাথে ওয়াশিংটন ফিরে যাচ্ছি আমি।'

'তোমাদের ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে,' মুচকি হেসে বলল রানা। 'ঠিক কিনা, অ্যাডমিরাল?'

'গত পাঁচ মিনিটে যা জানা গেল তাতে আরও দু'একদিন আইসল্যান্ডে থেকে যাওয়াই বোধহয় সবদিক থেকে ভাল,' মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন অ্যাডমিরাল।

'আবহাওয়া বদলটা আপনার শরীরের জন্যেও ভাল হবে,' বলল রানা। 'একটা

ফিশিং ট্রিপে যাবার সুযোগও আপনি পেতে পারেন।'

'আর হেঁয়ালি কোরো না, রানা, ব্যাপারটা কি খুলে বলো আমাকে।'

আইসক্রীমের গ্লাস তুলে নিয়ে সেটা নাড়তে শুরু করল রানা। 'আমার মাথার ভেতর একটা কালো জেট প্লেন চক্কর দিচ্ছে, অ্যাডমিরাল।'

দশ

পরদিন সকাল দশটায় বারো নম্বর জেটিতে পৌঁছল ওরা। ঢোকার মুখে একটা ব্যারিয়ার, সামনে একজন গার্ড। ইউনিফর্ম দেখে বোঝা গেল, আবারা লিমিটেডের কর্মচারী। পুরানো, ঢিলেঢালা পোশাক পরেছেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন, মাথায় নোংরা হ্যাট, এক হাতে ছোট একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ, অপর হাতে ফিশিং রড। গিঁট সর্বস্ব একটা ব্লাউজ আর স্ল্যাকস পরেছে রিটা, ব্লাউজের ওপর চাপিয়েছে পুরুষের উইন্ডব্রেকার। তার এক বগলের নিচে স্কেচিং প্যাড, আরেক বগলের নিচে বড় সাইজের চামড়ার ব্যাগ। দুটো হাতই উইন্ডব্রেকারের দু'পকেটে ঢোকানো।

একবার তাকিয়ে গার্ড আর চোখ ফেরাতে পারে না রানার দিক থেকে। ছাগলের চামড়া দিয়ে তৈরি গোড়ালি ঢাকা বুট পরেছে রানা, রঙ-বেরঙের ডোরাকাটা প্যান্ট, সেটা এতই আঁটসাঁট যে সেলাই ছিঁড়ে যাবার মত টান পড়েছে। কোমরে আড়াই ইঞ্চি চওড়া চামড়ার বেল্ট। গলার নিচে বেগুনী রঙের সোয়েটার। গলায় কলারের মত সেঁটে আছে হলুদ একটা নেকারচীফ। চোখে একজোড়া বেন ফ্র্যাঙ্কলিন গ্লাস। মাথায় সুতী ক্যাপ।

'ওহে,' বলল ও, 'আমাদের বোট রেডি তো?'

'জ্বী,' প্রথমে ফিসফিস করে, তারপর খুব জোরে, 'জ্বী-জ্বী! আপনি মেজর মাসুদ রানা, তাই না, স্যার? মিস ডোনা একটা বোটের কথা বলেছেন...'

'কোথায় সেটা?'

'আসুন, স্যার। আসুন।' ওদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল গার্ড। জেটিতে এসে নিচের দিকটা দেখাল সে। সেখানে নোঙর করা রয়েছে বত্রিশ ফুটি একটা বোট।

লাফ দিয়ে ডেকে নামল রানা। কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে বোটের নিচে নেমে গেল ও। এক মিনিট পরই জেটিতে ফিরে এল। বলল, 'উঁহুঁ, এতে আমার কাজ হবে না। আমি আর্টিস্ট, এমন ঝকঝকে তকতকে পরিবেশ আমার ভাল লাগে না।' জেটির আরেক দিকে তাকাল ও। 'ওটা? ওটা কি রকম?'

গার্ড কিছু বলার আগেই লাফ দিয়ে আরেকটা বোটের ডেকে নেমে পড়ল রানা। এটা একটা চল্লিশ ফুটি ফিশিং বোট। ঘুরে ফিরে বোটটা দেখে নিল প্রথমে রানা, তারপর হ্যাচওয়ের ভেতর দিয়ে মাথা বের করে জেটিতে দাঁড়ানো গার্ডের দিকে তাকাল। 'ঠিক এইটাই দরকার আমার। আমার মেজাজের সাথে চমৎকার মিলে যাচ্ছে পরিবেশটা।'

খানিক ইতস্তত করল গার্ড, তারপর অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল। ঘুরে দাঁড়িয়ে ফিরে চলল সে। খানিক দূর এগোয়, একবার করে পিছন ফিরে তাকায়।

রিটা বলল, 'ব্যাপারটা কি? আনকোরা নতুন ইয়টটাকে ছেড়ে এই ঝক্কড় মার্কা ড়াস্টবিনটা তোমার পছন্দ হলো?'

'কারণ ছাড়া কোন কাজ করে না রানা,' ছাল ওঠা ডেকে রড আর ব্যাগ রেখে বললেন অ্যাডমিরাল। তাকালেন রানার দিকে। 'এতে নিশ্চয়ই ফ্যাদোমিটার আছে?'

'নিশ্চয়ই। এত ভাল ফ্যাদোমিটার অনেকদিন দেখিনি। আলাদা আলাদা গভীরতায় মাছের হদিস পাবার জন্যে এক্সট্রা-সেনজিটিভ ফ্রিকোয়েন্সি।' সরু একটা কম্প্যানিয়নওয়ের দিকে ইঙ্গিত করল রানা। 'বোটটা আমরা ভাগ্যগুণে পেয়ে গেছি, অ্যাডমিরাল। আসুন, ইঞ্জিন রুমটা দেখাই আপনাকে।'

'তার মানে শুধু ফ্যাদোমিটার নেই বলে অমন সুন্দর ইয়টটা নাওনি তুমি?' নিরাশ ভঙ্গিতে বলল রিটা।

পাল্টা প্রশ্ন করল রানা, 'ফ্যাদোমিটার ছাড়া কালো জেটটাকে খুঁজে বের করব কিভাবে?'

- অ্যাডমিরালকে পিছনে নিয়ে কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে নেমে এল রানা। ইঞ্জিন রুমে ঢুকতেই তেলের গন্ধ ঢুকল নাকে। আরও একটা গন্ধ পেল ওরা।

'গ্যাস ফিউম, রানা?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ইঞ্জিনের দিকে তাকান।'

ছোট বোটের জন্যে ডিজেল ইঞ্জিনই সবচেয়ে ভাল। ডিজেল ইঞ্জিন ভারী হয় বটে, লো-রেভোলিউশন, মন্থরগতি, কিন্তু এর ওপর ভরসা রাখা যায় এবং খরচ পড়ে কম। সেজন্যেই গতির জন্যে পালের ওপর নির্ভর করে না এমন সব ওয়র্কবোটে ডিজেল ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এই বোটটা একটা ব্যতিক্রম।

অ্যাডমিরাল দেখলেন, পাশাপাশি ঘুমিয়ে রয়েছে একজোড়া দৈত্যাকার স্টারলিং ফোর-টু-জিরো হাই পাওয়ার গ্যাস ফেড ইঞ্জিন।

'মাই গুডনেস!' তাজ্জব দেখাল তাঁকে। 'এই ছোট একটা বোটে এত পাওয়ারের দরকারটা কি?'

'আমার ধারণা যদি ভুল না হয়, গার্ড ব্যাটা তার কাপড় পাল্টেছে।'

'বুঝলাম না।' বিমূঢ় দেখাল অ্যাডমিরালকে।

'গার্ড রুমের দেয়ালে একটা ইউনিফর্ম ঝুলতে দেখেছি,' বলল রানা। 'সেটার বুকে একটা পিতলের চাকতি, তাতে খোদাই করা রয়েছে খুদে একটা অ্যালব্যাট্রস।'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল অ্যাডমিরালের চেহারা। 'তার মানে আবারা লিমিটেডের নয়, এটা বিরহাম ইন্ডাস্ট্রির বোট?'

'হ্যাঁ।'

একটু চিন্তা করলেন অ্যাডমিরাল। 'আমাদেরকে ডকমাস্টারের সাথে দেখা করতে বলেছিল ডোনা। কিন্তু এখানে এসে আমরা তাকে পেলাম না, পেলাম একজন গার্ডকে।' ভুরু কুঁচকে উঠল তাঁর। 'রানা, ফাঁদই যদি হয়, কি ধরনের ফাঁদ এটা?'

'দূর,' কথাটা উড়িয়ে দিয়ে বলল রানা। 'ফাঁদ কেন হতে যাবে। আমাদের ওপর কড়া নজর রাখবে বিরহাম তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু, এখনও আমরা এমন কিছু করিনি যাতে প্রতিশোধ নেবার জন্যে ফাঁদ পাততে হবে তাকে। অন্তত এখুনি নয়। গার্ড লোকটা না বুঝে একটা ভুল করে বসেছে। তাকে পরিষ্কার কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি, কাজেই সে ধরে নিয়েছে যে-কোন বোট বেছে নেবার অধিকার আমাদের আছে, সেজন্যেই জেটির সবচেয়ে সুন্দর বোটটা আমাদের দেখিয়েছে সে। আমরা যে জেটির সবচেয়ে বাজে বোটটা বেছে নেব, সেটা কারও মাথায় খেলেনি।'

'কিন্তু বিরহামের বোট এখানে কেন? তার নিজের ডকে জায়গা নেই, এ হতে পারে না।'

'এখানে কেন তা জেনে দরকার কি?' মুচকি হেসে বলল রানা। 'ইগনিশনে চাবি রয়েছে, কাজেই গার্ড ব্যাটা বাধা দেবার জন্যে আবার ফিরে আসার আগেই আমাদের রওনা হয়ে যাওয়া উচিত।'

'রাইট,' সায় দিয়ে মাথা ঝাঁকালেন অ্যাডমিরাল। 'দেখা যাক স্টার্লিং জোড়া কতটা শক্তিশালী।'

ঠিক একমিনিট পর জেটি ধরে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসতে দেখা গেল গার্ডকে। ডেকে দাঁড়িয়ে তাকে উদ্দেশ্য করে হাত নাড়ল রানা। ছেলে-মানুষের মত আনন্দে আটখানা হয়ে উঠেছেন অ্যাডমিরাল। ছল-চাতুরীর খেলাটা দারুণ উপভোগ করছেন তিনি। ইঞ্জিন চালু করে দিয়ে বোট ঘোরালেন, রেইকজাভিক হারবারের দিকে ছুটে চলল ওরা।

বোটটার নাম কারপোরেলি। স্টার্ন থেকে মাত্র পাঁচ ফিট দূরে চৌকো হুইল হাউজ। অত্যন্ত পুরানো বোট, হেলমের পাশে ফিট করা কম্পাসটা বোধহয় বোটের চেয়েও বেশি পুরানো। মেহগনি কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরি ডেক, কালের আঁচড় লেগে ক্ষয়ে গেছে। পুরানো হলেও, অথবা পুরানো বলেই এখনও সাংঘাতিক মজবুত। জেটি থেকে বাতিল বাথটাবের মত দেখালেও, স্টার্লিঙের শক্তি পেয়ে পানি থেকে গলা তুলে সী-গালের মত দ্রুত এবং সাবলীল ভঙ্গিতে ছুটে চলল সে।

থ্রটল সামান্য একটু পিছিয়ে নিয়ে এসে ধীর, অলস গতিতে হারবারটাকে এক চক্কর ঘুরে এলেন অ্যাডমিরাল। তাঁর মুখে উজ্জ্বল হাসি দেখে মনে হতে পারে, তিনি ঠিক একটা ব্যাটল ক্রুজারের ব্রিজে দাঁড়িয়ে আছেন। কেউ যদি তাঁর প্যাসেঞ্জারদের দিকে তাকায়, মনে করবে ভাড়া করা বোট নিয়ে সাগর ভ্রমণে বেরিয়েছে ওরা। রোদ পোহাচ্ছে রিটা, সেই সাথে চোখের সামনে যা পড়ছে তারই ছবি তুলছে সে। ওদিকে ডেকে দাঁড়িয়ে ঝড়ের গতিতে স্কেচ প্যাডে ছবি আঁকছে রানা। হারবার ছাড়ার আগে একটা বেইট বোটের পাশে ভিড়ল ওরা, দু'বালতি হেরিং মাছ কিনল রিটা। জেলের সাথে একটু গল্প করল রানা। তারপর বোট নিয়ে গভীর সাগরের দিকে রওনা হলো ওরা।

একটা পাথুরে পয়েন্ট ঘুরে আসতেই পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল হারবার। আলতোভাবে থ্রটল খুলে দিয়ে কারপোরেলিকে ত্রিশ নটে ছুটিয়ে দিলেন

অ্যাডমিরাল। উপকূলের একটা চার্ট খুঁজে বের করল রানা, অ্যাডমিরালের পাশের একটা শেলফে রেখে সেটার ভাঁজ খুলল ও।

ম্যাপের এক জায়গায় পেনসিলের ডগা ছোঁয়াল রানা। 'ঠিক এখানে জায়গাটা। কিফলাভিক থেকে বিশ মাইল দক্ষিণ-পুবে।'

চট করে একবার চার্ট দেখে নিয়ে অ্যাডমিরাল বললেন, 'দেড় ঘণ্টার বেশি লাগবে না। দেখতেই পাচ্ছ, আরও দু'ইঞ্চি এগোবে থ্রটল। ইচ্ছে করলে ঝড় তুলতে পারব আমরা।'

'আবহাওয়াটা এই রকম থাকলেই হয় এখন।'

'কোথাও কোন মেঘ দেখছি না। বছরের এই সময়ে আইসল্যান্ডের দক্ষিণ কোণটা সাধারণত শান্তই থাকে। ভয় একটাই, হঠাৎ করে চারদিক ঢাকা পড়ে যেতে পারে কুয়াশায়। শেষ বিকেলের দিকে প্রায়ই ঘটে ব্যাপারটা।'

একটা ডেক চেয়ারে বসে দরজার ফ্রেমের গায়ে পা ঠেকাল রানা, তাকাল পাথুরে উপকূল-রেখার দিকে। 'অন্তত ফুয়েলের ব্যাপারে আমাদের কোন দুশ্চিন্তা নেই।'

'গজ রীডিং দেখেছ?'

'ভরা ট্যাঙ্ক।'

চেহারায় সন্তুষ্টির ভাব ফুটে উঠল অ্যাডমিরালের। বিরতিগুলোয় না থেমে থ্রটলটাকে শেষ প্রান্তে ঠেলে দিলেন তিনি। প্রায় লেজের ওপর খাড়া হয়ে তুমুল বেগে ছুটল কারপোরেলি, তার বো-র দু'দিকে উঁচু হয়ে উঠল বিশাল দুটো ঝর্ণা।

অত্যন্ত সতর্কতার সাথে গ্যালি থেকে মই বেয়ে উঠে এল রিটা। হাতে ট্রে, তাতে তিন কাপ ধূমায়িত কফি। কিন্তু কাপের দিকে তাকিয়ে মুখ ব্যাজার হয়ে উঠল অ্যাডমিরালের। তিনটে কাপই প্রায় খালি। অথচ ট্রেতে প্রচুর কফি দেখা যাচ্ছে।

অ্যাডমিরালের মনোভাব বুঝতে পেরে অপরাধীর চেহারা করে রিটা বলল, 'আপনি হঠাৎ স্পীড দেয়ায় কাপ থেকে ছলকে পড়ে গেছে···'

'ভাগ্যিস বোট থেকে তুমি নিজেই ছলকে পড়ে যাওনি!' বলল রানা।

রেগেমেগে ফিরে গেল রিটা। দশ মিনিট পর আবার মই বেয়ে উঠে এল সে। এবার সে উঠতে সময় নিল ঝাড়া দু'মিনিট। অ্যাডমিরাল আর রানার হাতে ভরা কাপ তুলে দিয়ে ঝাঁঝের সাথে কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু রানা কি এক গভীর চিন্তায় ডুবে আছে লক্ষ করে নিজেকে সামলে নিল সে।

ড. করিডন, জেসাস আবারা, ড. রিচি ব্রেয়ার এবং জ্যাকসনের কথা ভাবছিল রানা। উঠে দাঁড়াল ও। ফ্যাদোমিটারের গ্রাফের দিকে তাকাল। কাগজে সাগরের গভীরতা লেখা হয়ে যাচ্ছে। একশো ত্রিশ ফিট গভীরতা এখানে। ক্রু-র লাশ নিয়ে ভাঙা একটা কালো জেট প্লেন ডুবে আছে কোথাও। খুঁজে বের করতে হবে ওকে সেটা। ভাগ্য বিরূপ না হলে ফ্যাদোমিটারের চার্ট বেঢপ সাইজের একটা কিছু রেজিস্টার করবে।

পাহাড় চূড়াগুলোর দিকে চোখ রেখে ক্রস বিয়ারিং নিল রানা।

'তোমার সার্চ প্যাটার্নে কোন গলদ নেই তো?' জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল।

'শতকরা আশি ভাগ অনুমানের ওপর নির্ভর করছি আমি। ইউলিসিসকে চেক-

পয়েন্ট হিসেবে পেলে সুবিধে হত

'দুঃখিত, তুমি কি ভাবছ না ভাবছ সে-সম্পর্কে কাল আমার কোন ধারণা ছিল না,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'তুমি অ্যাক্সিডেন্ট করার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমার অনুরোধে পৌঁছে গিয়েছিল উদ্ধারকারী দল। কিফলাভিক থেকে এয়ারফোর্সের এয়ার-সী রেসকিউ স্কোয়াড্রন এসে তুলে নিয়ে গেছে ইউলিসিসকে। অল্প পানিতে ডুবে ছিল, প্রকাণ্ড হেলিকপ্টারের সাহায্যে তুলতে ওদের কোন অসুবিধেই হয়নি।'

'তা হয়নি,' বলল রানা। 'কিন্তু তুলে নিয়ে যাওয়ায় আমার অসুবিধে হচ্ছে।'

কোর্স বদলে অ্যাডমিরাল জানতে চাইলেন, 'ডাইভিং গিয়ার চেক করে রেখেছ?'

'সব ঠিক আছে। ফিরে গিয়ে কনসুলেটের লোকদের ধন্যবাদ জানাতে হবে। তৈরি হবার তেমন সময় দিইনি ওদের, অথচ জেলেদের ভূমিকায় নিখুঁত অভিনয় করেছে ওরা। কেউ যদি বিনকিউলার চোখে নিয়ে তাকিয়েও থাকে, হেরিং মাছ ছাড়া দেখতে পায়নি কিছু। মাছের নিচে যে ডাইভিং গিয়ার ছিল তা বোধহয় রিটাও টের পায়নি।'

'কিন্তু তোমার এই কাজটা আমার ভাল লাগছে না, রানা। একা পানির নিচে নামা অত্যন্ত বিপজ্জনক। প্রায়ই মানুষ মারা যায়। বিশেষ করে এদিকের পানি তোমার পরিচিত নয়।' এক পা থেকে শরীরের ভার আরেক পায়ে চাপালেন অ্যাডমিরাল। 'ভাঙা একটা প্লেন আর একটা লাশ ছাড়া আর কি পাবে বলে আশা করো? তাছাড়া, কেউ যে এরই মধ্যে ওগুলো সরিয়ে নিয়ে যায়নি তাই বা তুমি জানলে কিভাবে?' এদিক ওদিক মাথা নাড়লেন তিনি। 'এই রকম ঝুঁকি নেবার কোন মানে হয় না।'

'লাশের সাথে হয়তো কাগজ-পত্র পাব, যা দেখে লোকটার পরিচয় জানা যাবে,' বলল রানা। 'প্লেনটা কালো রঙ করা, তার মানে সমস্ত আইডেনটিফায়িং নাম্বার আর ইনসিগনিয়া রঙের নিচে লুকিয়ে আছে। সেগুলোয় চোখ বুলাবার সুযোগ পেলে প্লেনের মালিককে খুঁজে বের করা তেমন কঠিন হবে না। অর্থাৎ ড. করিডন আর বাকি সবার খুনীকে চিনতে পারব আমরা। আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলছি, তা সম্ভব নয়।'

'কেন সম্ভব নয়? তুমি বলতে চাও একটা প্লেন নিখোঁজ হয়েছে, অথচ তার মালিক সেটার জন্যে তল্লাশী চালায়নি? আমার বিশ্বাস, প্লেনে যদি কোন সূত্র থেকেও থাকে, সেটা নষ্ট করে দিয়ে গেছে সে। জানে, ওগুলো থেকে গেলে তার পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়বে।'

'তল্লাশী হয়তো চালিয়েছে, কিন্তু পানির নিচে নয়। অন্তত এবার তার চেয়ে খানিকটা এগিয়ে আছি আমরা। ইউলিসিসের সাথে জেটের ফাইটটা দেখেনি কেউ। কালো জেটটা আগেই সাগরে পড়ে ডুবে গিয়েছিল, ছেলেগুলো শুধু ইউলিসিসকে পড়তে দেখেছিল। ওই জায়গায় আমাদেরকে খুন করার একটা মহা সুযোগ পেয়েছিল প্রতিপক্ষ, কিন্তু ওরাও কেউ আমাদের দেখেনি, কারণ গ্রাউন্ড অবজারভেশনের কোন ব্যবস্থা ওদের ছিল না। মহা সুযোগটা হারিয়ে, আমাদের খুন করার জন্যে অনেক পরে ডাক্তার রনসনের বাড়িতে লোক পাঠিয়েছিল ওরা, এ-

থেকেই বোঝা যায় ব্যাপারটা। কোথায় খুঁজতে হবে তা শুধু একা আমি জানি…

হঠাৎ থামল রানা, চোখ দুটো স্থির হয়ে গেল ফ্যাদোমিটারের গ্রাফ পেপারের ওপর। ঢেউ খেলানো মোটা কালো রেখাগুলো বদলে যাচ্ছে দ্রুত, ক্রমশ চওড়া হয়ে উঠছে। দেখতে দেখতে কালো একটা স্তূপের আকৃতি নিল রেখাগুলো তারমানে সাগরের সমতল মেঝে হঠাৎ করে দশ ফিট উঁচু হয়ে উঠেছে এখানে।

'বোধহয় পেয়েছি,' শান্ত সুরে বলল রানা। 'পোর্টের দিকে বাঁক নিতে শুরু করুন, অ্যাডমিরাল। কোর্স ওয়ান-এইট-ফাইভ।'

হেলম ঘুরিয়ে দক্ষিণ দিকে দুশো সত্তর ডিগ্রী বাঁক নিলেন অ্যাডমিরাল। নিজের তৈরি ঢেউয়ের গায়ে চড়ে দুলতে শুরু করল কারপোরেলি।

'হোয়াট ডেপথ্?' জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল।

'একশো পঁয়তাল্লিশ ফিট,' জানাল রানা। 'গ্রাফ দেখে মনে হলো, প্লেনের এক ডানা থেকে আরেক ডানার শেষ মাথার ওপর দিয়ে ভেসে এলাম আমরা।'

নোঙর ফেলল কারপোরেলি। তীর এখান থেকে মাইল খানেক দূরে। কালচে পাথুরে পাহাড়গুলোয় রোদ লেগেছে, কিন্তু কোথাও কিছু নড়তে বা চিকচিক করে উঠতে দেখা গেল না। হঠাৎ করে বাতাস ছাড়ল। খারাপ আবহাওয়ার পূর্বাভাস, বুঝতে অসুবিধে হলো না ওদের। হঠাৎ করে ঠাণ্ডা অনুভব করে শিরশির করে উঠল রানার শরীর। এই প্রথম একটা অনিশ্চয়তা জাগল ওর মনে, আটলান্টিকের কনকনে ঠাণ্ডা পানির নিচে কি অপেক্ষা করছে ওর জন্যে?

এগারো

পুরানো সিঙ্গেল-হোস ডাইভার'স রেগুলেটরটা চেক করে এয়ার বটলের ভালভের সাথে জুড়ে নিল রানা। মাত্র দুটো সিঙ্গেল ট্যাঙ্ক যোগাড় হয়েছে। পনেরো মিনিট পানির নিচে থাকার জন্যে যথেষ্ট। হুইল হাউজের পাশ থেকে উঁকি দিয়ে ডেকের দিকে আরেকবার তাকাল ও। ওর পোশাক পরে স্কেচ প্যাডে ব্যস্ত ভাবে ছবি আঁকছে রিটা। তার সোনালী চুল ঢাকা পড়ে গেছে সুতী ক্যাপে।

পাহাড়ের ওপর থেকে কেউ যদি চোখে বিনকিউলার নিয়ে তাকিয়েও থাকে, রানাকে দেখতে পাবে না সে। ফেসমাস্ক পরে নিল রানা। হুইল হাউজের পিছন থেকে ঝুপ করে নেমে পড়ল পানিতে সাথে সাথে টান টান হয়ে উঠল শরীরের পেশী। পানির নিচে একা নামছে ও, কোথাও একটু ভুল হয়ে গেলে মাসুল হিসেবে প্রাণটা হারাতে হবে। নড়াচড়া করলেই ঠাণ্ডা ছ্যাঁকা লাগছে শরীরে, কিন্তু সেটাকে গ্রাহ্য করল না রানা। গাইড হিসেবে নোঙরের লাইনটাকে ধরল, নিচের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেছে সেটা। ধীরে ধীরে, সতর্কতার সাথে নামতে শুরু করল ও। অলস ভঙ্গিতে বুদ্বুদগুলো এঁকে বেঁকে উঠে যাচ্ছে ওপর দিকে। যত নিচে নামল, ততই কমে এল আলো, প্রতি মুহূর্তে ছোট হয়ে এল দৃষ্টি সীমা। ডেপথ্ গজের রীডিং দেখল ও—নব্বই ফিট। ডোক্সা ডাইভিং ওয়াচের কমলা রঙের ডায়ালের দিকে তাকাল—

পানিতে নামার পর দু'মিনিট পেরিয়ে গেছে।

ধীরে ধীরে দৃষ্টিসীমার মধ্যে চলে এল সাগরের তলা। বালির রঙ দেখে অবাক হলো ও—কুচকুচে কালো আইসল্যান্ডে আগ্নেয়গিরির উৎপাত খুব বেশি, সেটাই বোধ হয় এর কারণ। আলো খুব কম হলেও, চল্লিশ ফিট দূরের জিনিসও দেখা যাচ্ছে। বাঁক নিয়ে এদিক ওদিক ঘুরল ও। কোথাও কিছু নেই। কি মনে করে ওপর দিকে তাকাল একবার। মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল একটা ছায়া। ভাল করে তাকাতে দেখল, কড মাছের একটা ছোট ঝাঁক ধীর গতিতে এগোল ঝাঁকটা। সামান্য চ্যাপ্টা শরীর ওদের, গায়ের রঙ গাঢ় জলপাই, তার ওপর খয়েরী রঙের অসংখ্য ফোঁটা। সবচেয়ে ছোটটারই ওজন হবে পনেরো পাউন্ড। এদের একটাকেও ধরার সুযোগ নেই অ্যাডমিরালের, সেজন্য দুঃখ হলো রানার।

নোঙরের লাইনটাকে মাঝখানে রেখে একের পর এক বৃত্ত রচনা করে ঘুরতে শুরু করল রানা। প্রতিটি বৃত্তের পরিধি বড় করল ও। চিহ্ন রাখার জন্যে একটা ফিন দিয়ে বালিতে দাগ কাটল। পাঁচটা চক্কর দেবার পর সাগরের ঝাপসা নীল পানির ভেতর আবছা একটা আকৃতি দেখতে পেল ও। দ্রুত পা চালিয়ে সেটার দিকে এগোল। ত্রিশ সেকেন্ড পর নিরাশায় ছেয়ে গেল মন। আকৃতিটা আসলে সাগরের তলা ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা বেঢপ সাইজের একটা পাথর। ফ্যাদোমিটারের রীডিঙে তবে কি এটাই ধরা পড়েছিল? না, আপন মনে মাথা ঝাঁকিয়ে ভাবল রানা, পাথরটার মাথা প্লেনের ফিউজিলাজের চেয়ে অনেক বেশি চওড়া।

আবার চক্কর দিতে শুরু করবে ও, এই সময় ওর কাছ থেকে মাত্র পাঁচ ফিট দূরে কালো রঙের বালির ওপর আরও চকচকে কালো কি যেন একটা পড়ে থাকতে দেখল ও। এগিয়ে গিয়ে জিনিসটার সামনে দাঁড়াতেই চিনতে পারল। ভাঙা, তোবড়ানো একটা দরজা। দু'হাত দিয়ে ধরে ওল্টাতে যাবে, নিচে থেকে বেরিয়েই ছুট দিল একটা মাছ। ভেতরের প্যানেলিঙের কোথাও কোন মার্কিং নেই। বুঝল, সময় নেই, তাড়াতাড়ি করতে হবে। আশপাশেই কোথাও আছে প্লেনটা। এদিকে ভালভ টেনে রিজার্ভ এয়ার সাপ্লাইয়ের ব্যবস্থা করার সময় হয়ে এসেছে, রিজার্ভ এয়ার ব্যবহার শুরু করলে আর মাত্র কয়েক মিনিট বাতাস টানার অবকাশ থাকবে। পানির ওপর মাথা তুলতে ওই কয়েক মিনিট লাগবে

একটু পরই প্লেনটাকে দেখতে পেল রানা। সাগরের মেঝেতে পেট দিয়ে বসে আছে বটে, কিন্তু ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গেছে। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে রানার। এবার রিজার্ভ এয়ার ব্যবহার করা দরকার। ভালভ টেনে ওপর দিকে উঠতে শুরু করল ও মাথার ওপর ঝাপসা নীলচে পানির স্তর ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এক ঝাঁক বুদ্বুদ সাথে নিয়ে উঠছে ও। পানির লেভেল ত্রিশ ফিট দূরে থাকতে থামল, মাথার ওপর এদিক ওদিক তাকাল কারপোরেলির খোঁজে পানির ওপর এমন কোথাও মাথা তুলতে হবে তীর থেকে কেউ যেন ওকে দেখতে না পায়। মোটাসোটা একটা হাঁসের মত পানির ওপর বসে থাকতে দেখল কারপোরেলিকে, ঢেউয়ের দোলায় দুলছে। স্রোতের ধাক্কা খেয়ে ঘুরে গেছে বোট, তীরের দিকে মুখ করে রয়েছে

পোর্ট ফ্রী বোর্ডের কিনারা ধরে বোটে উঠল ও। এয়ার ট্যাঙ্ক খুলে ফেলে ডেক ধরে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়ল হুইল হাউজের ভেতর। ওর উপস্থিতি টের পেলেন

অ্যাডমিরাল, কিন্তু ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন না। অলস ভঙ্গিতে লাইন গুটিয়ে নিয়ে রডটা পাশের রেলিঙে ঠেস দিয়ে রাখলেন। ডেক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। মাথার ওপর হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙলেন। হাই তুললেন একটা তারপর ধীর পায়ে হেঁটে এলেন হুইল হাউজের দরজা পর্যন্ত। দরজার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন তিনি।

'ঘোড়ার ডিম একটা মাছও হলো না। তোমার কি খবর?'

'স্টারবোর্ড বীম থেকে একশো পঞ্চাশ ফিট দূরে পড়ে আছে,' বলল রানা 'ভেতরটা সার্চ করার সময় পাইনি।'

'স্যুট খুলে আগে এক কাপ গরম কফি খেয়ে নাও। ঠাণ্ডায় নীল হয়ে গেছ তুমি।'

ওয়েট স্যুটের চেইন খুলে ফেলল রানা। 'কেউ যদি নজর রেখে থাকে, অনেকক্ষণ ধরে আমাদের তিনজনকে এক সাথে দেখতে পাচ্ছে না সে—রিটাকে নিয়ে ডেকে থাকুন, আমি আসছি।'

'কে নজর রাখছে? তীরে একটা বিড়ালের ছায়া পর্যন্ত নেই, হারবার ছাড়ার পর আমরা কোন বোটও দেখিনি।'

'বিড়াল নেই, কিন্তু মানুষ আছে।'

ঘাড় ফিরিয়ে পানির ওপর দিয়ে পাহাড়ের দিকে তাকালেন অ্যাডমিরাল। 'বুড়ো হচ্ছি বটে, কিন্তু এখনও আমার চশমার দরকার করে না। কই, আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।'

'ডান দিকে তাকান, পানি ফুঁড়ে বেরিয়ে রয়েছে একটা পাথর, দেখতে পাচ্ছেন? ওই পাথরটার পেছনে।'

পাথরটা দেখতে পেলেন অ্যাডমিরাল। কিন্তু মাথা নেড়ে বললেন, 'কিছু নড়ছে? কই? বিনকিউলার থাকলে হয়তো ছোট্ট কোন ফুটোয় একটা চোখ দেখতে পেতাম। কিন্তু তুমি শিওর হলে কিভাবে?'

'কিছু একটা ঝিক্ করে ঝলসে উঠেছিল। লেন্সে রোদ লেগে থাকতে পারে

কাঁধ ঝাঁকালেন অ্যাডমিরাল। 'রাখুক নজর, কি এসে যায়! কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, ডেকে আপনারা দু'জন কেন, তখন বলা যাবে রিটা সী-সিকনেসে ভুগছে।'

হেসে ফেলে বলল রানা, 'রিটা আর আমাকে আলাদাভাবে চিনতে পারছে না ওরা, কাজেই ব্যাখ্যাটা খেটে যাবে।'

'চোখে বিনকিউলার থাকলেও, এক মাইল দূর থেকে দেখে রিটাকে রিটা বলে চেনার সাধ্য আমারও হত না।'

অ্যাডমিরালের মৃদু ধাক্কা খেয়ে ঘুম ভেঙে গেল রানার। হ্যাচ দিয়ে ম্লান হলুদ আলো ঢুকছে। রিস্টওয়াচ না দেখে অনুমানে বুঝল ও, প্রায় আধ ঘণ্টা ঘুমিয়েছে। কারপোরেলির দোলাটা উপভোগ্য লাগল। ঢেউয়ের মাথায় বারবার চড়ছে, বারবার নামছে। বাতাস নেই, কেমন যেন থমথমে লাগল আবহাওয়াটা।

'আকাশের খবর কি, অ্যাডমিরাল?' বাঙ্কের ওপর উঠে বসল রানা।

'গাঢ় কুয়াশার একটা চাদর দক্ষিণ দিক থেকে গড়িয়ে আসছে।'

'কতক্ষণে পৌঁছুবে?'

'পনেরো, বড়জোর বিশ মিনিট'

'তাড়াতাড়ি করতে হয় তাহলে...'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলেন অ্যাডমিরাল 'আবার যদি ডাইভ দিতে চাও...'

তৈরি হতে এক মিনিট লাগল রানার। বোটের কিনারা থেকে পানিতে নামল ও, সাথে সাথে ফিন ছুঁড়ে নিচের দিকে এগোল। কনকনে ঠাণ্ডায় ব্যথা করতে শুরু করল শরীর

দূর থেকে প্লেনটাকে দেখতে পেয়ে নামার গতি মন্থর করল ও। বুকের খাঁচায় বাড়ি খেতে শুরু করল হার্ট। জানে, ভাঙা প্লেনের ভেতর ঢুকে যদি কোন ভুল করে বসে, জীবনে আর বেরোতে পারবে না ডানার আট ফিট পিছনে ফেটে ফাঁক হয়ে যাওয়া ফিউজিলাজ পরিষ্কার দেখতে পেল ও। সোজা এগোল সেটার দিকে। কাছাকাছি পৌঁচেছে, এই সময় তীরবেগে প্লেনের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল ছোট একটা রোজফিশ, লম্বায় ইঞ্চি ছয়েকের কম নয়। কমলা-লাল মাথাটা কালো বালির ওপর জ্বলজ্বল করে উঠল। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল মাছটা, মুক্তোর মত চকচকে একটা চোখ দিয়ে খুঁটিয়ে দেখল রানাকে। কি মনে করে ফিরে এল সেটা। হয়তো বুঝতে পেরেছে রানার কাছ থেকে বিপদের কোন আশঙ্কা নেই। ফেস মাস্কের সামনে ঘুরে ফিরে বেড়াতে শুরু করল সে। যেন বুঝতে পেরেছে রানা নিঃসঙ্গ। থমকে দাঁড়িয়ে বারবার এমন ভাবে তাকাতে লাগল, ভাবটা যেন, তোমাকে সঙ্গ দেবার জন্যে আমি তো আছিই।

অন্ধকারটা চোখে সয়ে আসতেই দোমড়ানো মোচড়ানো সীট দেখতে পেল রানা। কাঠের কয়েকটা বাক্স পানির সাথে দুলছে, গুঁতো দিচ্ছে সিলিঙের গায়ে। ফিউজিলাজের ফাঁকের কাছে বাক্স দুটো টেনে নিয়ে এল রানা। ঠেলে বাইরে বের করে দিতেই অলস ভঙ্গিতে ওপর দিকে উঠতে শুরু করল সেগুলো। এরপর একটা দস্তানা পরীক্ষা করল রানা। খোপগুলোর ভেতর একজন লোকের আঙুল ভরা রয়েছে এখনও। হাতটা সবুজ হয়ে গেছে, হাতের মালিক মেইন কেবিনের নিচের কোণের সীটগুলোর মাঝখানে আটকে আছে। লাশটা টেনে বের করে তার কাপড় চোপড় পরীক্ষা করল ও। নিশ্চয়ই এই লোকটাই দরজার কাছ থেকে মেশিনগান চালিয়েছিল। গুঁড়িয়ে হলদেটে ছাতু হয়ে গেছে লোকটার মাথা। লাশের গায়ে ছেঁড়া একটা কালো ওভারঅল রয়েছে, কিন্তু পকেট সার্চ করে একটা স্ক্রু ড্রাইভার ছাড়া কিছু পেল না রানা।

কোমরের বেল্টে স্ক্রু ড্রাইভারটা গুঁজে নিল ও। কিছুটা সাঁতার কেটে, কিছুটা গ্লাইড করে ককপিটে ঢুকল। কো-পাইলটের দিকের উইন্ডশীল্ডটা ভাঙা দেখল ও, কিন্তু বাকি সব প্রায় অক্ষত। প্রথমে মনে হলো, ককপিটে কেউ নেই। কিন্তু পর মুহূর্তে নিজের বুদ্বুদগুলোর দিকে তাকাতেই পাইলটের হদিস পেয়ে গেল ও। রূপালী একটা সাপের মত ওভারহেড প্যানেলিঙের দিকে ছুটে যাচ্ছে বুদ্বুদগুলো, শেষ পর্যন্ত পরস্পরের গা ঘেঁষে একটা কোণে জড় হলো সবাই, ঘিরে ফেলল পাইলটের লাশটাকে। পচা শরীরে ভেতরের গ্যাস ফেঁপে ওঠায় ওপরে উঠে গেছে ওটা। কো-পাইলটের মতই একই ধরনের কালো ওভারঅল পরে রয়েছে পাইলট। দ্রুত সার্চ

করল রানা। পাওয়া গেল না কিছু। রানার কান ছুঁয়ে ছুটে গেল রোজফিশ, ঠোকর দিল পাইলটের একটা খোলা চোখে। মাউথপীসের ভেতর বমি করে ফেলার একটা বেগ কোনমতে সামলে নিল রানা। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে এল ওর নিঃশ্বাস। ডোক্সা ওয়াচের দিকে তাকাল একবার। মাত্র নয় মিনিট হলো পানিতে নেমেছে ও অথচ সন্দেহ হচ্ছিল, নব্বই মিনিট পেরিয়ে গেছে।

হাতে আর বেশি সময় নেই। ছোট্ট পরিসরটা খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করল রানা। একটা লগ বুক, মেইন্টেন্যান্স বা চেক-আউট লিস্ট খুঁজছে ও। কিন্তু কোথাও কোন রকম রেকর্ড দেখল না। রেডিও ট্র্যান্সমিটারের সামনের গায়ে টেপ দিয়ে সাঁটা থাকে এয়ারক্রাফটের কল লেটার ছাপা কাগজ, তাও নেই।

প্লেন থেকে বেরিয়েই একটা পরিবর্তন লক্ষ করল রানা। আগের চেয়ে গাঢ় হয়ে উঠেছে পানির রঙ। প্লেনের লেজের দিকটা পরীক্ষা করে স্টার বোর্ড ইঞ্জিনের সামনে চলে এল ও। পরীক্ষা করে দেখবে, তার কোন উপায়ই নেই, পলিমাটির ভেতর প্রায় সবটা ইঞ্জিন ডেবে গেছে। পোর্ট ইঞ্জিনের কাছে এসে কিছুটা আশার আলো দেখল ও। ইঞ্জিনের কাউলিঙ ভেঙে পড়ে গেছে, ফলে টারবাইনের কেসিঙটা উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু ভাগ্য বিরূপ, তাতে কোন লাভ হলো না। যেখানে আইডেনটিফিকেশন প্লেট থাকার কথা সে-জায়গাটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল ও। প্লেট যে ছিল এক সময়, তার প্রমাণ পাওয়া গেল—চারকোণে চারটে স্ক্রু রয়েছে, কিন্তু প্লেটের কোন হদিস নেই।

রাগের মাথায় কেসিঙের গায়ে দুম করে একটা ঘুসি বসিয়ে দিল রানা। আর খোঁজাখুঁজি করার কোন মানে হয় না। জানে, ইনস্ট্রুমেন্ট, ইলেকট্রিক্যাল কমপোনেন্ট এবং আর সব মেকানিক্যাল ইউনিটের গা থেকে আইডেনটিফিকেশন মার্ক তুলে ফেলা হয়েছে আগেই। গোটা ষড়যন্ত্রের পিছনে একটা ঠাণ্ডা, মেধাবী, সতর্ক ব্রেন কাজ করছে, এই বিশ্বাসটা আরও দৃঢ় হলো ওর। প্রতিটি সম্ভাব্য বিপদ বিবেচনার মধ্যে রেখে আগে থেকেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে রেখেছে শয়তানটা, কোথাও সামান্যতম ঝুঁকিও নেয়নি। হাড় কাঁপানো আটলান্টিকের পানিতে দাঁড়িয়েও জুলফির নিচে সড় সড় ঘামের ধারা অনুভব করল রানা। চিন্তা ভাবনাগুলো দিক্‌ভ্রান্তের মত এদিক ওদিক ছুটছে, একের পর এক প্রশ্ন তৈরি করে উত্তর মেলাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু প্রতিবারই নাগালের বাইরে রয়ে যাচ্ছে সমাধান। কিছু না ভেবেই, কোন সচেতন প্রয়াস ছাড়াই, ওর চোখের দৃষ্টি রোজফিশটাকে অনুসরণ করতে শুরু করল। ককপিট থেকে ওকে অনুসরণ করে আবার প্লেনের বাইরে বেরিয়ে এসেছে ওটা। প্লেনের বো-র কাছ থেকে কয়েক ফিট পিছনে সিলভারের একটা জিনিসকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে আপন খেয়ালে। একটানা প্রায় ত্রিশ সেকেন্ড মাছটার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। বুদ্বুদের শব্দ ছাড়া আর কোন ব্যাপারে সচেতন নয় ও। তারপর হঠাৎ করেই, চকচকে সিলভারের টুকরোটাকে চিনতে পারল ও। লম্বা একটা সিলভার টিউব, নোজ হুইলের হাইড্রলিক শক অ্যাবজরবার।

সতর্কতার সাথে সিলিন্ডারটা পরীক্ষা করল রানা। সংঘর্ষের ফলে অবলম্বন থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছে ওটা, তারপর নোজ সেকশন থেকে টায়ার আর হুইলের সাথে ছিটকে পড়েছে। কিন্তু এখানেও সেই একই বুদ্ধি কাজ করেছে। অ্যালুমিনিয়াম

হাউজিং থেকে ফাইল দিয়ে চেঁছে তুলে ফেলা হয়েছে ম্যানুফ্যাকচারারের সিরিয়াল নাম্বার। ফিরে আসার জন্যে ঘুরতে যাবে রানা, শেষ বারের মত ঘাড় ফিরিয়ে আরেকবার তাকাল ও। হাউজিঙের শেষ মাথায়, যেখানে হাইড্রলিক টিউবিঙের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, ছোট্ট একটা চিহ্ন দেখতে পেল ধাতুর ওপর বাজে ভাবে খোদাই করা কয়েকটা অক্ষর। একটা এস, সেটার পাশেই আরেকটা সি। ওয়েটবেল্ট থেকে স্ক্রু ড্রাইভার টেনে নিয়ে অক্ষর দুটোর পাশে নিজের নামের আদ্যাক্ষর খোদাই করল ও। এস-সি এবং ওর এম-আর এই চারটে অক্ষরের গভীরতা সমান দেখা গেল।

ওপরে উঠতে শুরু করল রানা। ওর পিছু নিল প্রভুভক্ত রোজফিশটা। শেষ পর্যন্ত মাঝ পথে থামতে হলো রানাকে, সেটার এগিয়ে আসার পথে হাত ঝাপটা দিয়ে বাধা দিল ও। খানিক ইতস্তত করে দাঁড়িয়ে পড়ল মাছটা, সকৌতুকে তাকাল রানার দিকে। হাত নেড়ে বিদায় জানাল রানা। লেজের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক একটু দুলে মাছটা বোধহয় বোঝাতে চাইল, তোমার সঙ্গ আমাকে আনন্দ দিয়েছে। তারপর রানা আর কিছু ইঙ্গিত করার আগেই স্যাৎ করে ছুটে গিয়ে একটা পাথরের আড়ালে গা ঢাকা দিল। সেখান থেকে উঁকি দিয়ে তাকাল আবার।

ঘুরল রানা। উঠতে শুরু করল ওপর দিকে। ঘাড় ফিরিয়ে নিচের দিকে তাকাতে দেখল পাথরটার খানিক ওপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। ওর দিকে পিছন ফিরে। কেন যেন একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল রানার বুক থেকে। নিঃসঙ্গ, একা বোধ করল ও। আবার উঠতে শুরু করে বারবার নিচের দিকে ফিরে তাকাল। কিন্তু অভিমানে সেই যে পিছন ফিরেছে বন্ধু মাছ, ভুলেও আর ফিরল না ওর দিকে।

অনেকটা ওপরে উঠে এসে মনে মনে ঘাবড়ে গেল রানা। ডেপথ রীডিং দেখে বুঝল, আর মাত্র বিশ ফিট ওপরে রয়েছে পানির শেষ সীমানা। অথচ মাথার ওপর আলো এত কম যে কারপোরেলির ছায়া দেখতে পাচ্ছে না ও। ব্যাপারটা কি? পরমুহূর্তে বিপদটা অনুমান করতে পারল ও। কুয়াশা।

পানির ওপর মাথা তুলতে ভয় করল রানার। মাথা তুলতেই গাঢ় কুয়াশা ঘিরে ধরল ওকে, দশ হাত দূরের জিনিসও দেখতে পেল না। কারপোরেলিকে হারালে সাঁতরে ফিরতে হবে তীরে। প্রায় অসম্ভব একটা কাজ। পানির নিচে এতক্ষণ ছিল, ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ও।

ওয়েটবেল্ট, এয়ারট্যাঙ্ক দুটোই খুলে ফেলল রানা। ওয়েটবেল্টের সাথে বাঁধল এয়ারট্যাঙ্কটা, তারপর ছেড়ে দিল হাত থেকে। দুটো একসাথে তলিয়ে গেল। অনায়াসে ভাসতে এখন আর কোন অসুবিধে নেই ওর। রাবারের ওয়েটস্যুটটা সাহায্য করবে। পানির ওপর চুপচাপ শুয়ে থাকল ও। ধীরে ধীরে, একটু একটু করে নিঃশ্বাস ফেলছে। ঘন গাঢ় কুয়াশার চাদর ঘিরে রেখেছে ওকে। কান দুটো সজাগ, কিন্তু শরীরের পাশে পানির কলকল ছলছল ছাড়া কিছুই শুনতে পেল না। আরও প্রায় বিশ সেকেন্ড পর অস্পষ্ট একটা গলা পেল ও। কে যেন বেসুরো গলায় গান ধরেছে। 'মাই বনি লাইজ ওভার দা ওশেন।' কানের পাশে একটা হাত তুলে আওয়াজটা কোন্ দিক থেকে আসছে বোঝার চেষ্টা করল ও। বেসুরো গলা অনুসরণ করে পঞ্চাশ ফিটের মত এগিয়ে থামল আবার। এখন বেশ জোরেই শোনা গেল গানটা।

পাঁচ মিনিট পর কারপোরেলির খোলে হাত ঠেকল রানার। কিনারা ধরে ডেকে উঠে পড়ল ও।

'সাঁতারটা উপভোগ্য হলো?' সহজ গলায় জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন।

ওয়েটস্যুটের ওপরের অংশের চেন খুলে ফেলল রানা। ঘন কালো লোমে ঢাকা প্রশস্ত বুক দেখা গেল। মুচকি একটু হাসল ও। বলল, 'কসম খেয়ে বলতে পারি, সাঁতরে আসার সময় গাধার ডাক শুনেছি আমি।' ডেকের চারদিকে তাকাল ও। রিটাকে কুয়াশার ভেতর দেখতে না পেলেও বুঝল কাছেই কোথাও আছে সে। 'আজব ব্যাপার! এখানে গাধা এল কোত্থেকে?'

উত্তর না দিয়ে, কি যেন মনে পড়ে গেছে এমন একটা ভাব করে, দ্রুত হুইল হাউজের ভেতর ঢুকে গেলেন অ্যাডমিরাল।

'গাধা নয়, গাধী,' কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সাথে রানার ভুলটা সংশোধন করে দিল রিটা। কিন্তু সামনে এল না। 'পুরুষমানুষ জাতটাই দেখছি বেঈমান। সলিলসমাধি লাভ করতে যাচ্ছ ভেবে আরেকটু হলে কেঁদে ফেলছিলাম, এই সময় অ্যাডমিরাল আমাকে গান ধরার পরামর্শ দিলেন, তুমি যাতে শুনতে পেয়ে কারপোরেলির দিকে আসতে পারো। আর এই তার প্রতিদান? ফিরে এসেই সমালোচনা শুরু করে দিলে? আমার গলার আওয়াজ কি এতই খারাপ...' হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই কুয়াশার ভেতর থেকে স্যাঁৎ করে বেরিয়ে এসে রানাকে আলিঙ্গন করল রিটা। 'যা ইচ্ছে বলো, তুমি নিরাপদে ফিরে এসেছ তাতেই আমি খুশি!'

'যদি আর কখনও ফিরে না আসতাম?' সকৌতুকে জানতে চাইল রানা।

রানার কপালে চুমু খেল রিটা। 'আমার কি হত জানি না। কিন্তু অ্যাডমিরাল নিশ্চয়ই সুইসাইডের কথা চিন্তা করতেন। তোমার জন্যে যা দুশ্চিন্তা করছিলেন না!'

'নিজের কথা বলো,' হুইল হাউজ থেকে বেরিয়ে এলেন অ্যাডমিরাল। 'অন্যে কি করছিল না করছিল সে-ব্যাপারে তোমাকে মন্তব্য করতে বলা হয়নি।'

'কিন্তু স্যার, আপনি অস্থির ভাবে পায়চারি করছিলেন! দেখে মনে হচ্ছিল দুশ্চিন্তায় একেবারে...'

'উদ্বেগ বোধ করছিলাম, দুশ্চিন্তায় ভুগছিলাম না,' ভুল ধরিয়ে দেবার সুরে বললেন অ্যাডমিরাল। 'আমার হয়ে কাজ করার সময় কেউ যদি মারা যায় সেটাকে আমি ব্যক্তিগত দায়িত্ব বলে মনে করি।' রানার দিকে ফিরলেন। 'কিছু পেলে, মাই বয়?'

'পাইলট আর কো-পাইলটের লাশ। অনেক খেটে খুটে কে যেন প্লেন ক্র্যাশ করার আগেই সমস্ত আইডেনটিফিকেশন মার্ক তুলে ফেলেছিল। একটা মাত্র মার্ক দেখতে পেয়েছি—নোজ গিয়ারের হাইড্রলিক সিলিন্ডারের খোদাই করা দুটো ক্যাপিটাল লেটার।' রিটার বাড়ানো হাত থেকে একটা তোয়ালে নিল রানা। 'নিচ থেকে দুটো বাক্স পাঠিয়েছিলাম, পেয়েছেন?'

'পেয়েছি।'

'খোলা হয়েছে?'

'হ্যাঁ। ভেতরে শুধু বিল্ডিঙের মিনিয়েচার মডেল... খেলনা বাড়ি-ঘরের মত...'

'খেলনা?'

সিগারের অবশিষ্টাংশ পানিতে ছুঁড়ে ফেলার জন্যে একটু বিরতি নিলেন অ্যাডমিরাল, তারপর বললেন, 'তাই তো মনে হলো হাতের কাজগুলো কিন্তু ভারি সুন্দর। প্রতিটি স্ট্রাকচার এমন যত্নের সাথে, এমন নিপুণতার সাথে গড়া যে দেখলে তাজ্জব হতে হয়। মেঝের কাছে দেয়ালগুলো ভেঙে রেখেছে যাতে করে ভেতরের সাজসজ্জা দেখা যায় এক কথায় চমৎকার, রানা। হতে পারে খেলনা, কিন্তু এমন অদ্ভুত সুন্দর খেলনা আমি আর দেখিনি।'

'চলুন তো, দেখি!'

'গ্যালিতে রেখে এসেছি ওগুলো। তুমি ওখানে শুকনো কাপড় এবং গরম কফিও পাবে। যাও, আমি আসছি।'

এরই মধ্যে রানার পোশাক খুলে ব্লাউজ আর স্ন্যাকস পরে নিয়েছে রিটা। ওয়েটস্যুট খুলে আবার রঙচঙে সাজে সাজল রানা। কাপড়-চোপড় পরতে বেশ সময় নিল ও, স্টোভে কফির পানি চড়িয়ে দিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল রিটা।

'দূর থেকে কেউ যদি দেখে থাকে, যীশু মালুম কি না কি ভেবেছে!' বলল সে। 'তুমি আমার চেয়ে আট ইঞ্চি বেশি লম্বা, ওজনেও প্রায় পাউন্ড ষাটেক বেশি—তোমার ওই পোশাকের ভেতর আমি ছাড়াও আরও একজন অনায়াসে ঢুকে যেতে পারত।'

'এবার যখন পরবে ওগুলো,' মুচকি হেসে বলল রানা, 'আমাকে ঢুকিয়ে নিয়ো।'

টিপ্পনী কেটে কিছু বলতে যাচ্ছিল রিটা, কিন্তু অ্যাডমিরালকে গ্যালিতে ঢুকতে দেখে চুপ করে গেল। সোজা বাক্স দুটোর সামনে এসে দাঁড়ালেন অ্যাডমিরাল। বললেন, 'দেখো, রানা। ফার্নিচার, পর্দা এই সবও জায়গামত বসাতে ভুল করেনি কারিগর ভায়া।'

প্রথমে বাক্সটার ভেতর তাকাল রানা। 'পানি ঢুকে কোন ক্ষতি করেনি তো?'

'না। ওয়াটারটাইট বাক্স। এমন মজবুত, এত বড় একটা অ্যাক্সিডেন্টেও ওটার গায়ে কোথাও আঁচড় পর্যন্ত লাগেনি।'

বাক্স থেকে বিল্ডিঙের মডেলটা বের করা হলো। হস্তশিল্পের অপূর্ব নিদর্শন, প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ হয়ে ভাবল রানা। চুলচেরা মাপজোক করে বসানো হয়েছে প্রতিটি ইট, প্রতিটি জানালা-দরজা। মডেলের ছাদটা তুলে নিল রানা। এর আগে মিউজিয়ামে মডেল প্রদর্শনী দেখার সুযোগ হয়েছে ওর, এমন নিখুঁত কারুকাজ কোথাও দেখেনি ও। শুধু যে কোন খুঁত নেই তাই নয়, যে-জায়গায় যে-জিনিস থাকার কথা সে-জায়গায় সে জিনিস রাখতে ভুল করেনি শিল্পী। দেয়ালে ঝোলানো পেইন্টিংগুলো যেমন রঙ তেমনি ডিজাইনের দিক থেকে অদ্ভুত সুন্দর। ফার্নিচারের গায়ে কাপড়ের আবরণ, তাতে আবার খুদে ডিজাইন প্রিন্ট করা হয়েছে। ডেস্কের ওপর টেলিফোন সেটগুলোর রিসিভার আছে, আঙুল বাধিয়ে তোলাও যায়, তারগুলো গিয়ে ঢুকেছে দেয়ালের ভেতর। যতই দেখল, ততই অভিভূত হলো রানা। বাথরুমে বাথটাব, ঝর্ণা ইত্যাদি তো আছেই, তার সাথে আছে টুথব্রাশ, টুথপেস্ট, সাবান, টয়লেট পেপার। খুদে টয়লেট পেপারের রোল ইচ্ছে করলে খোলাও যায়। প্রথম মডেল বিল্ডিঙে একটা বেসমেন্ট আর চারটে ফ্লোর রয়েছে।

একটা করে প্রতিটি ফ্লোর তুলল রানা, পরীক্ষা করল খুঁটিয়ে, তারপর সাবধানে রেখে দিল জায়গা মত। এরপর দ্বিতীয় মডেলটা দেখতে শুরু করল ও।

মিনিট খানেক দেখার পর শান্ত সুরে বলল রানা, 'এটা আমি চিনি।'

সবিস্ময়ে মুখ তুলে তাকালেন অ্যাডমিরাল। 'চেনো মানে?'

'এটা কোন কাল্পনিক মডেল নয়,' বলল রানা।

'আর ইউ শিওর?'

'পজিটিভ। স্ট্রাকচারটা পিঙ্ক মার্বেলে তৈরি। আমি নিজে এই বিল্ডিঙে ঢুকেছি। পিঙ্ক মার্বেলে তৈরি বলেই এত বছর আগের কথা মনে আছে। তা...' স্মরণ করার চেষ্টা করল রানা। '...বছর পাঁচেক তো হবেই।'

'বছর পাঁচেক কি?' উত্তেজিত ভাবে জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল।

'বছর পাঁচেক আগে ল্যাটিন আমেরিকান সিকিউরিটি চীফদের একটা গোপন শীর্ষ বৈঠক হয়েছিল। দু'জন পর্যবেক্ষক পাঠাবার জন্যে অনুরোধ করা হয়েছিল বাংলাদেশকে। বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের চীফ-অ্যাডমিনিস্ট্রেটার সোহেল আহমেদের সাথে আমিও গিয়েছিলাম। বিশেষ করে নীল-নয়না ছোটখাট সেক্রেটারি মেয়েটার কথা এখনও মনে আছে আমার...'

'কোথায় জায়গাটা?'

'এল সালভাদর। এই মডেল ডোমিনিকান রিপাবলিকের ক্যাপিটল বিল্ডিঙের হুবহু নকল।' ইঙ্গিতে প্রথম মডেলটা দেখাল রানা। 'ডিজাইন দেখে যতদূর মনে হচ্ছে, ওটাও দক্ষিণ বা মধ্য আমেরিকান কোন দেশের কোন বিল্ডিঙ হবে।'

'ভারি মজার কাণ্ড তো! অ্যাদ্দিনে এমন একজন লোককে পাওয়া গেল যে কিনা পরিষদ-ভবনের খুদে মডেল তৈরি করে!'

রানার হাতে কফির কাপ ধরিয়ে দিল রিটা, ঠোঁটে গরম লাগার ভয়ে বার কয়েক চুমুক দিই দিই করেও দিল না রানা, বলল, 'এসব থেকে কোন সূত্র আমরা পেলাম না। শুধু জানা গেল, কালো জেট প্লেনের কাঁধে দায়িত্ব ছিল একটা নয়, দুটো।'

ভুরু কুঁচকে রানার চোখে তাকালেন অ্যাডমিরাল। 'তুমি বলতে চাইছ, এই মডেলগুলো ডেলিভারি দিতে যাবার সময় মাঝপথে কোর্স বদল করে ইউলিসিসকে গুলি করে নামাবার চেষ্টা করেছিল?'

'আমার অন্তত তাই বিশ্বাস। আমাদের 'কপ্টার আইসল্যান্ডের দিকে আসছে, এটা হয়তো বিরহামের কোন ফিশিং ট্রলারের চোখে পড়ে থাকবে, সে-ই রেডিও মেসেজ পাঠিয়ে কালো জেটের কোর্স বদলায়। কোর্স বদলে উপকূল এলাকায় আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল জেট।'

'কিন্তু বিরহামকে তুমি জড়াচ্ছ কেন? গোটা ব্যাপারটার সাথে আমি তো তার কোন সম্পর্ক দেখছি না!'

'ঝড়ে পড়লে যে-কোন বন্দরে আশ্রয় নিতে হয়,' মৃদু হেসে বলল রানা, 'বিপদ দেখতে পেলে সবাইকে সন্দেহ করতে হয়। সত্যি কথা বলতে কি, বিরহাম ছাড়া সন্দেহ করতে পারি এমন কাউকে কোথাও দেখতে পাচ্ছি না আমি। গোয়েন্দা গল্পে সাধারণত একজন চাকর থাকে, পাঠকের সমস্ত সন্দেহ গিয়ে পড়ে তারই ওপর।

কিন্তু গল্পের শেষদিকে দেখা যায় চাকর ভায়া ছদ্মবেশ নিয়ে আছে. আসলে সে একজন পুলিস অফিসার সারাটা গল্পে সবচয়ে নিরীহ মনে হয়েছে যাকে. যাকে ঘুণাক্ষরেও কেউ সন্দেহ করেনি. দেখা যায়, সে-ই খুনী। বিরহামের বেলায় যে সেরকমটি হতে পারে না তা নয় কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে তাকেই আমি সন্দেহ করছি।'

'পুলিস অফিসার? অসকার বিরহাম?' হা হা করে হেসে উঠলেন অ্যাডমিরাল। 'তারচেয়ে আমি বরং বিশ্বাস করতে রাজি আছি যে ড. করিডন আর ড. ব্রেয়ারের খুনের পেছনে তারই হাত আছে।' মুখের হাসি ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল তাঁর চেহারা থেকে। অস্বাভাবিক গম্ভীর দেখাল তাঁকে 'তাই যদি হয়, রানা, প্রতিশোধ নেবার তাড়াতাড়ি একটা ব্যবস্থা করতে হবে। যত দেরি হবে. আমাদের আরও লোককে খুন করবে সে।'

'তাড়াতাড়ি কিছু করার উপায় নেই, অ্যাডমিরাল। সে অত্যন্ত শক্ত জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। ডোনা এবং আবারা লিমিটেড, দুটোই তার পকেটে।'

'কেন? এর উত্তর দাও! তুমি বলেছ, বিরহামকে ভয় পায় ডোনা, যাকে ভয় পায় তাকে ভালবাসে কেন? কি করে?'

'এর উত্তর আমার জানা নেই,' বলল রানা। 'কিন্তু বিরহাম ডোনার কাঁধে হাত দিতেই তার চেহারায় যে ব্যথার ছাপ ফুটে উঠেছিল সেটা এখনও আমি দেখতে পাচ্ছি।'

'এমন হতে পারে না,' জানতে চাইল রিটা, 'বিরহাম আসলে স্যাডিস্ট, আর ডোনা ম্যাজোকিস্ট?'

'সুন্দরী মেয়েদের নিয়ে এই এক জ্বালা,' বলল রানা। 'আরেকজন সুন্দরীর দোষ খুঁজতে উঠেপড়ে লেগে যায়।'

মুখ হাঁড়ি করে তুলল রিটা। হাসি চেপে অ্যাডমিরাল বললেন, 'এখানে আমাদের আর কোন কাজ নেই। নোঙর তুলে রেইকজাভিকে ফিরে যেতে পারি আমরা, কি বলো, রানা?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিতে যাচ্ছিল রানা, হঠাৎ কি মনে করে মাথাটা একদিকে একটু কাত করল ও, একটা হাত তুলে সবাইকে চুপ থাকার ইশারা করল। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল ও। কোন শব্দ না করে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল হুইল হাউজের দোরগোড়ায়। গভীর মনোযোগের সাথে কি যেন শোনার চেষ্টা করছে ও। শোনা যায় কি যায়-না, কিন্তু শব্দ যে একটা হচ্ছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ঘন কুয়াশার চাদর ভেদ করে ভেসে আসছে মৃদু একটানা গুঞ্জন। অত্যন্ত শক্তিশালী একটা ইঞ্জিনের আওয়াজ।

বারো

'শুনতে পাচ্ছেন, অ্যাডমিরাল?'

রানার কাঁধের পিছন থেকে অ্যাডমিরাল বললেন, 'হুঁ। মাইল তিনেক দূরে, দ্রুত এগিয়ে আসছে।' একাগ্র মনোযোগের সাথে আরও ক'সেকেন্ড আওয়াজটা শুনলেন তিনি। 'সামনের দিক থেকে আসছে।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'সোজা আমাদের দিকে।' গাঢ় কুয়াশায় চোখ রেখে নিচু গলায় আবার বলল, 'আওয়াজটা অদ্ভুত, অনেকটা প্লেনের ইঞ্জিনের মত। নিশ্চয়ই রাডার আছে ওদের। পাগল ছাড়া কোন ক্যাপ্টেন এই কুয়াশায় ফুলস্পীড তুলতে পারে না।'

'তার মানে আমরা যে এখানে আছি তা ওরা জানে,' ফিস ফিস করে বলল রিটা, যেন রেলিঙের ওপারে কেউ আড়ি পেতে আছে ওদের কথা শোনার জন্যে।

'হ্যাঁ, জানে,' চাপা গলায় বলল রানা। 'আমাদের জন্যেই আসছে। তা নাহলে ওদের স্কোপে আমরা ধরা পড়ার সাথে সাথে আমাদেরকে পাশ কাটাবার জন্যে অনেক দূরে সরে যেত ওরা। কুমতলব নিয়ে আসছে, অ্যাডমিরাল। আমরা ওদেরকে একটু খেলাতে পারি কিনা, তারই পরীক্ষা হবে এখন।'

'তুমি কি পাগল হলে, রানা?' অবাক হয়ে বললেন অ্যাডমিরাল। 'নিশ্চয়ই তৈরি হয়ে আসছে ওরা, ওদের ডেকে কামান-মেশিনগান না থেকেই পারে না। আমাদের কাছে ওসব কিছু নেই, থাকার মধ্যে আছে শুধু শক্তিশালী এক জোড়া ইঞ্জিন—স্টারলিঙ। স্টারলিঙের চেয়েও শক্তিশালী ইঞ্জিন পাওয়া যায়, সেটা যে ওদের নেই তাও জানতে পারছি না। যেখানে প্রাণ বাঁচানোই দায়, সেখানে খেলাবার প্রশ্ন উঠছে কিভাবে?'

'আমাদের চেয়ে শক্তিশালী ইঞ্জিন ওদের আছে, এটা আমি ধরেই নিচ্ছি,' বলল রানা। 'ওরা আমাদের চেহারা দেখতে আসছে না, বোটে উঠে এক এক করে ধরে জবাই করতে আসছে। আমাদের বোট সম্পর্কে জানে ওরা, জানে ম্যাক্সিমাম কত স্পীড তুলতে পারব আমরা। কাজেই আমাদের চেয়ে বেশি স্পীডের জাহাজ নিয়ে আসছে।'

'তার মানে হাইড্রোফয়েল?'

'হ্যাঁ। ওদের টপ স্পীড পঁয়তাল্লিশ থেকে ষাট নট।'

'আমার কাছে এটা একটা দুঃসংবাদ। তোমার কাছে উল্টোটা মনে হচ্ছে কেন?'

'কেন মনে হচ্ছে তার ব্যাখ্যা পরে শুনবেন,' দ্রুত বলল রানা। 'শুধু জেনে রাখুন, একটা নয়, দুটো সুবিধে ভোগ করতে যাচ্ছি আমরা। এবার আমার প্ল্যানটা শুনুন।'

হুইল হাউজের বেঞ্চে বসে আছে রিটা। রানার কথা শুনতে শুনতে রক্তশূন্য হয়ে গেল তার চেহারা। নিজের কান দুটোকে বিশ্বাস করতে পারছে না। ঘন ঘন

ঢোক গিলল সে। কাঁপুনি উঠে গেল শরীরে। 'এসব কি বলছ তুমি, রানা? এত ঠাণ্ডা মাথায় মানুষ খুন! ওদেরকে আমরা চিনি না, সত্যি ওদের কোন খারাপ মতলব আছে কিনা তাও আমরা জানি না···অথচ ওদেরকে তুমি মেরে ফেলার···'

'তুমি চুপ করো তো!' ধমক দিলেন অ্যাডমিরাল। 'যা জানো না সে-সম্পর্কে কথা বলতে এসো না। ওরা কে, কেন আসছে তা আমরা ভাল করেই জানি। আমাদের হাতে ওরা যদি না মরে, ওদের হাতে আমরা মরব সেটাই কি চাও তুমি? আরও কিছু জ্ঞান দান করা যায় তোমাকে, কিন্তু এখন আর তার সময় নেই। যাও, নিচে যাও, এমন কোথাও গা ঢাকা দাও যেখানে বুলেট ঢুকতে পারবে না।' রানার দিকে ফিরলেন তিনি। 'নোঙরের লাইন কাটার জন্যে কুঠারটা ব্যবহার করো। ফুলস্পীড চাইবে যখন, আমাকে একটা সিগন্যাল দিয়ো।'

মাথার ওপর কুঠারটা তুলেছে রানা, এই সময় জ্যান্ত হয়ে উঠল স্টারলিঙ জোড়া। 'ভাগ্যিস জেটি থেকে ইয়টটা নিয়ে বেরুইনি আমরা,' বিড় বিড় করে আপন মনে কথাটা বলে কাঠের রেলিঙের গায়ে রাখা লাইনের ওপর সজোরে কুঠার নামাল ও। রেলিঙের ছ'ইঞ্চি লম্বা ছাল ছিটকে পড়ল ডেকের ওপর, সেই সাথে দু'টুকরো হয়ে গেল নোঙরের লাইন। সাপের মত একেঁবেঁকে পানিতে পড়ল একটা প্রান্ত। সাগরের তলায় পড়ে থাকা নোঙরটা হারিয়ে গেল চিরকালের জন্যে।

অদৃশ্য বোটটা ইতোমধ্যে ওদের একেবারে কাছে চলে এসেছে। ইঞ্জিনের গর্জন হঠাৎ করে বদলে চাপা গুঞ্জনের মত শোনাল, থ্রটল পিছিয়ে দিয়ে কারপোরেলির পাশে চলে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছে হেলমসম্যান। বো-র কাছে এক জায়গায় শুয়ে আছে রানা, কুঠারের হাতলটা দু'হাত দিয়ে ধরে মোচড়াচ্ছে। এখান থেকে পরিষ্কার শুনতে পেল ও, গতি কমে আসায় পানির আরও গভীরে হাইড্রোফয়েল নেমে যাবার সাথে সাথে খোলের গায়ে ঢেউয়ের সশব্দ বাড়ি। ধীরে ধীরে, অত্যন্ত সতর্কতার সাথে উঠে দাঁড়াল ও। চোখের চারপাশ কুঁচকে উঠল ওর। ঘন কুয়াশার ভেতর কিছু নড়ে কিনা দেখতে চেষ্টা করল। কয়েক সেকেন্ড পর কারপোরেলির বো এলাকার শেষ মাথাটা কোনমতে দেখতে পেল ও। বিশ ফিটের ওদিকে দৃষ্টি চলে না।

তারপর একটা ছায়া ছায়া বেঢপ আকৃতি অলস ভঙ্গিতে চলে এল দৃষ্টি সীমার মধ্যে। অনুমানে বুঝল রানা, রহস্যময় জাহাজের পোর্ট বো ওটা। এক সেকেন্ড পর ওর তীক্ষ্ণ চোখে ধরা পড়ল কয়েকটা অস্পষ্ট মূর্তি, ফরওয়ার্ড-ডেকে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের পিছনে আলোর ম্লান একটা আভা—নিশ্চয়ই হুইল হাউজ। এরপর ধীরে ধীরে আকারে বড় হতে থাকল জাহাজটা। ধোঁয়াটে কুয়াশার ভেতর ভোজবাজির মত ভৌতিক একটা প্রকাণ্ড জাহাজ গজাচ্ছে। ওপর দিকে তাকিয়ে আছে রানা, কারপোরেলির তুলনায় অনেক উঁচু জাহাজটা। আরও কয়েকজন লোককে দেখতে পেল ও। রেলিঙে বুক ঠেকিয়ে ঝুঁকে আছে সামনের দিকে, প্রত্যেকের হাতে একটা করে অটোমেটিক রাইফেল।

ঠাণ্ডা মাথায়, গভীর একাগ্রতা নিয়ে, ওদের রাইফেলের ব্যারেল থেকে মাত্র আট ফিট দূরে থাকতে কুঠার চালাল রানা। ক্যাপস্টানের গায়ে আঘাত করল সে কুঠারের উল্টোদিক দিয়ে। সিগন্যাল পেয়ে গেলেন অ্যাডমিরাল ক্যাপস্টানের সাথে

কুঠারের সংঘর্ষ হলো বটে, কিন্তু চোখের পলক পড়ার আগেই আবার সেটা নিজের বৃত্ত পথে ছুটল। পুরো বৃত্ত তৈরি হবার আগেই কুঠারের হাতলটা ছেড়ে দিল রানা। পরমুহূর্তে থ্যাচ করে একটা শব্দ হলো। জাহাজ থেকে রেলিঙ টপকে কারপোরেলিতে যে লোকটা নামতে যাচ্ছিল তার বুকে মুখ লুকিয়েছে কুঠারের ধারাল ফলা। আর্তচিৎকারটা বেরিয়ে এল এক সেকেন্ড পর।

আগেই লাফ দিয়েছিল লোকটা। ফলে কুঠারের সাথে তার সংঘর্ষটা ঘটেছে শূন্যে। ধাক্কা খেয়ে পিছিয়ে গেল সে, পড়ল রেলিঙের গায়ে, সেখানে ঝুলে থাকল এক মুহূর্ত, একটা হাত দিয়ে ধরে আছে বুকে গাঁথা কুঠারের হাতল। হাতের আঙুলগুলো সাদা। তারপর ঝপ্ করে পানিতে পড়ে গেল লোকটা।

লোকটার মাথা পানিতে ডুবে অদৃশ্য হয়নি তখনও, ডাইভ দিয়ে ডেকের ওপর পড়ল রানা। ঠিক সেই সময়ে ভীত-সন্ত্রস্ত ইঁদুরের মত লাফ দিয়ে উঠে ছুটল কারপোরেলি। সেই সঙ্গে একসাথে গর্জে উঠল অনেকগুলো অটোমেটিক রাইফেল। ডেক আর হুইল হাউজের ভেতর মুষলধারে বুলেট বর্ষণ হচ্ছে।

কয়েক সেকেন্ড পর মাথা তুলল রানা। কুয়াশার ভেতর কোথাও জাহাজটাকে দেখতে পেল না ও। গানেলের নিচে গা ঢাকা দিয়ে ক্রল করে এগোল, থামল হুইল হাউজের দোরগোড়ায়। ভেতরে তাকাতেই দেখল, কাঠ আর ভাঙা কাঁচের টুকরোয় প্রায় ঢাকা পড়ে আছে মেঝে।

'কোথাও লেগেছে?' স্টারলিঙের গর্জন ছাপিয়ে উঠল অ্যাডমিরালের গলা।

মাথা নাড়ল রানা। 'আপনার?'

'সময় মত মাথাটা যদি নামিয়ে নিতে না পারতাম, ঘিলু বেরিয়ে যেত,' বললেন অ্যাডমিরাল। পরমুহূর্তে ভুরু কুঁচকে উঠল তাঁর। 'মনে হলো, একটা চিৎকার শুনলাম?'

'আমার কোন দোষ নেই,' নিঃশব্দে হাসল রানা। 'হাত থেকে ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল কুঠারটা।'

'তার মানে নিশ্চয়ই জাহাজটা থেকে কেউ আসছিল আমাদের কাছে?'

'হাল ছাড়েনি ওরা,' বলল রানা। 'আবার আসার চেষ্টা করবে। কিভাবে বাধা দেয়া যায়...'

'আদৌ কি তা সম্ভব? আমরা অন্ধের মত ছুটছি। চারদিকের কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু ওদের রাডার আছে, আমাদের প্রতিটা মুভমেন্ট দেখতে পাচ্ছে ওরা। আমাদের চেয়ে পনেরো থেকে বিশ নট বেশি ওদের স্পীড। ধাক্কা দিয়ে উল্টে দেবার চেষ্টা করবে ওরা। আমরা অসহায়। হুইলে যে আছে তার মাথায় সিকি ছটাক মগজ থাকলেও আমাদের বাঁচার কোন উপায় নেই। একটাই কাজ করতে হবে তাকে—আমাদেরকে ছাড়িয়ে গিয়ে নব্বই ডিগ্রী বাঁক নিয়ে কারপোরেলির মাঝখানে গুঁতো দেয়া।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ভাবনা-চিন্তা করল রানা তারপর বলল, 'ধরুন, ওদের হেলমসম্যান বাঁ-হাতি নয়, ডানহাতি।'

বিমূঢ় দেখাল অ্যাডমিরালকে। 'বুঝলাম না!'

'বাঁ-হাতিরা সংখ্যায় কম। লোকটার ডান-হাতি হবার সম্ভাবনাই বেশি।

হাইড্রোফয়েল আবার যখন কাছে আসতে শুরু করবে—এই মুহূর্তে ওটার বো আমাদের কাছ থেকে বোধহয় চারশো গজ পিছনে রয়েছে—গুঁতো দেবার জন্যে স্টারবোর্ডের দিকে বাঁক নেবার ঝোঁক চাপবে হেলমসম্যানের। তাতে যে দুটো সুবিধে ভোগ করব আমরা তার একটা ব্যবহার করার সুযোগ পেয়ে যাব।'

'একটাই দেখতে পাচ্ছি না, তার আবার দুটো!'

'হাইড্রোফয়েল বোট সাংঘাতিক ভারী হয়, দ্রুত গতিই তার এই ভার বহন করে প্লেনের ডানা যেভাবে বাতাস কাটে, এর বেলায় ফয়েলগুলোও সেভাবে পানি কাটে। এর সবচেয়ে বড় সম্পদ হলো গতি, কিন্তু দুর্বলতা হলো ওজন, নড়তে চড়তে সময় নেয়। সংক্ষেপে, বাঁক নিতে অনেক সময় লেগে যায় হাইড্রোফয়েলের।'

'কিন্তু আমরা অনায়াসে দ্রুত ঘুরতে পারব।'

'ওদের একটা বাঁক নিতে যে সময় লাগবে সেই সময়ে আমরা দু'বার বাঁক নিতে পারব।'

হুইলের স্পোক থেকে হাত তুলে আঙুল মটকালেন অ্যাডমিরাল। 'শুনতে ভালই লাগছে। কিন্তু কখন ওরা ঘুরতে শুরু করবে তা আমরা জানব কিভাবে?'

'কানে শুনে।'

'তার মানে ইঞ্জিন বন্ধ করে দিতে বলছ?'

মাথা দোলাল রানা।

মুখটা ঝুঁকে পড়ল অ্যাডমিরালের। হুইলটা শক্ত করে ধরলেন তিনি। 'তুমি আসলে জুয়া খেলতে বলছ, রানা। স্টার্টার বাটনে আঙুল ছোঁয়ালেই কারপোরেলি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়বে। তারপর? বোটের অবস্থাটা কি হবে ভেবে দেখেছ?'

'দেখেছি। শুধু বোটের কথা নয়, আমাদের সবার কথা ভাবতে হবে। দাঁড়াই বা ছুটি, বিপদের মাত্রা তাতে কমছে না। কিন্তু ইঞ্জিন বন্ধ করে ওদের জন্যে একটা ফাঁদ পাততে পারি আমরা।'

দোরগোড়ায় দাঁড়ানো দীর্ঘকায়, সুপুরুষ, আত্মবিশ্বাসী যুবকের দিকে ঝাড়া দশ সেকেন্ড তাকিয়ে থাকলেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। রানার চেহারায় দৃঢ়তার ছাপ দেখে মনে মনে উৎসাহ পেতে চাইলেন তিনি, কিন্তু ভেতর থেকে কোন সাড়া পেলেন না। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, 'বেশ, তুমি যা ভাল বোঝো করো। কিন্তু আরেকটা সুবিধে?'

'ওরা কি করতে চায় আমরা তা জানি,' বলল রানা। 'মানলাম ওদের রাডার আছে, কিন্তু আমাদের মনের ইচ্ছে পড়ার কোন উপায় নেই। সেটাই আমাদের দু'নম্বর এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুবিধে—বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত চমকে দেব ওদের।'

ডোক্সা ওয়াচের দিকে তাকাল রানা। দুপুর দেড়টা ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়েছেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন, ফলে হঠাৎ করে নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে, তার ওপর নিশ্চল ঘন কুয়াশা—মাথার ভেতর অদ্ভুত একটা ঝাঁ ঝাঁ অনুভূতি, সতর্ক হয়ে উঠতে বাধা দিচ্ছে রানাকে। মাথার ওপর ম্লান একটা সাদা থালার মত দেখাচ্ছে সূর্যকে। শ্বাস টানার সময় প্রতিবার ব্যথা অনুভব করল রানা। হিম বাতাস যেন বিঁধছে ফুসফুসে।

ফরওয়ার্ড হ্যাচ কাভারের ওপর বসে ঠকঠক করে কাঁপছে। স্টারলিঙের গর্জন থেমে গেছে অনেক আগেই, কিন্তু ওর কানের ভেতর আওয়াজটা থামল এইমাত্র। সাথে সাথে আরেকটা শব্দ ঢুকল কানে। দ্রুত ছুটে আসছে হাইড্রোপ্লেনটা, ইঞ্জিনের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

ভুলের কোন অবকাশ নেই, নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিল রানা। সব কিছু প্রথম বারই নিখুঁত হতে হবে। ত্রুটি সংশোধনের সুযোগ না-ও পাওয়া যেতে পারে। হাইড্রোপ্লেনের রাডার অপারেটর তার স্কোপের ওপর চোখ রেখে পরিষ্কার বুঝতে পারবে, তার সামনে কোথাও থেমে আছে বোট। সে তার কমান্ডারকে ব্যাপারটা জানাবে, তারপর সিদ্ধান্ত নেবে কমান্ডার। এতে সময় লাগবে। কোর্স চেঞ্জ করার সুযোগ তখন আর থাকবে না। ঝড়ের গতিতে কারপোরেলির ওপর উঠে আসতে চাইবে তার বো।

এইবার নিয়ে বোধহয় কনটেইনারগুলো বার দশেক চেক করল রানা। ওর সামনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রয়েছে এক সারিতে চারটে কনটেইনার। এক গ্যালনের একটা গ্লাস জার, গ্যালি থেকে যোগাড় করেছে রিটা। বাকি তিনটে তোবড়ানো, মরচে ধরা গ্যাস ক্যান, বিভিন্ন সাইজের। এগুলো রানা পেয়েছে ইঞ্জিন রূমের পিছনের একটা লকার থেকে। প্রতিটি কনটেইনারের মুখে টিনের ছিপি রয়েছে, সবগুলো ছিপিতে রয়েছে একটা করে ফুটো, ফুটোগুলো থেকে বেরিয়ে এসেছে কাপড় পাকিয়ে তৈরি করা একটা করে সলতে।

একেবারে কাছে চলে এসেছে হাইড্রোপ্লেন। হুইল হাউজের দিকে ফিরেই চিৎকার করে বলল রানা, 'এখনই!' পরমুহূর্তে ওর হাতে জ্বলে উঠল লাইটারটা। গ্লাস জারের সলতেতে আগুন ধরাল ও।

স্টার্টার বাটনে চাপ দিলেন অ্যাডমিরাল। ফোর-টোয়েনটি হাই পাওয়ার্ড স্টার্লিঙ খক করে কেশে উঠল। একবার, দু'বার। পরমুহূর্তে একটানা বিস্ফোরণের মত আওয়াজ বেরিয়ে আসতে শুরু করল ইঞ্জিন থেকে। স্টারবোর্ডের দিকে বন বন করে হুইল ঘোরালেন তিনি, একই সাথে সামনের দিক ঠেলে দিলেন থ্রটল। ছুটন্ত ঘোড়ার পাঁজরে হঠাৎ তীর বিঁধলে সে যেমন পিছনের পায়ে ভর দিয়ে উঁচু হয়, পানির ওপর থেকে তেমনি মাথা তুলে ফেলল কারপোরেলি। তারপর ছুটল। হুইল আঁকড়ে ধরে আছেন অ্যাডমিরাল, হাইড্রোপ্লেনের বো-র সঙ্গে ধাক্কা লাগার অপেক্ষায় রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছেন। এই সময়, কোথাও কিছু নেই, হুইলের একটা স্পোক ভেঙে গেল, ছিটকে পড়ল কম্পাসের ওপর। ব্যাপারটা কি ঘটল বুঝতে একমুহূর্ত সময় লাগল অ্যাডমিরালের। হুইল হাউজের ভেতর ছুটে আসছে রাইফেলের বুলেট। অথচ এখনও তিনি কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না, তার মানে হাইড্রোপ্লেনের ক্রুরা কুয়াশায় অন্ধের মত গুলি করছে। পরমুহূর্তে মনে পড়ল, রাডার অপারেটরের নির্দেশ ওদেরকে গুলি করতে সাহায্য করছে।

ওদিকে উত্তেজনার চরমে পৌঁছে গেছে রানা। অপেক্ষার প্রতিটি মুহূর্ত অসহ্য লাগছে ওর। বো-র সামনে কুয়াশার চাদর আর হাতে ধরা গ্লাস জারের দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছে ও। ছিপির ফুটোর কাছে পৌঁছে গেছে আগুন, কাঁচের ভেতর ফুটতে শুরু করেছে গ্যাসোলিন। আর বড়জোর পাঁচ সেকেন্ড, তারপর হাত থেকে কিনারার

ওপর দিয়ে ছুঁড়ে দিতে হবে ওটাকে। গুনতে শুরু করল ও। পাঁচ এল এবং চলে গেল। ছয়, সাত। মাথার ওপর তুলল গ্লাস জার। আট। আচমকা কুয়াশার ভেতর থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল হাইড্রোপ্লেন, উল্টোদিক থেকে ধেয়ে আসছে।

কারপোরেলিকে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে হাইড্রোপ্লেন। রেলিং থেকে মাত্র দশ ফিট দূরে। গ্লাস জারটা অনায়াসে ছুঁড়ে দিল রানা।

হলুদ উইন্ডব্রেকার পরা একজন লোক, মাথায় ঘন কালো লম্বা চুল, হাইড্রোপ্লেনের ব্রিজের রেলিং মুঠো করে ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। উড়ন্ত কাঁচের জারটাকে এগিয়ে আসতে দেখে হতভম্ব হয়ে গেল সে। মাথাটা নিচু করে নিতেই তার চুল ছুঁয়ে গেল জারটা, পিছনের বাল্কহেডের গায়ে ধাক্কা খেয়ে বিস্ফোরিত হলো প্রচণ্ড শব্দে। চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল আগুন ধোঁয়াটে কুয়াশার অস্তিত্ব পর্যন্ত ম্লান করে দিল মুহূর্তের জন্যে। আর কিছু দেখার সময় পেল না রানা। বোট দুটো ঝড়ের গতিতে পরস্পরকে পাশ কাটাল, চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল হাইড্রোপ্লেন।

বসে থাকার সময় নেই রানার। আবার বন বন করে হুইল ঘুরিয়ে বাঁক নিতে শুরু করেছেন অ্যাডমিরাল, এবার পোর্টের দিকে। হাইড্রোপ্লেনের তৈরি ঢেউয়ের ওপর একশো আশি ডিগ্রী কোণ রচনা করে ঘুরে গেল কারপোরেলি। ইতোমধ্যে গ্যাস ক্যানের একটা সলতেতে আগুন ধরিয়ে ফেলেছে রানা।

হাইড্রোপ্লেনের গতি মন্থর হয়ে এসেছে। সামনে হলদেটে-লালচে একটা আগুনের আভা দেখতে পেল রানা। কারপোরেলিকে সোজা সেটার দিকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছেন অ্যাডমিরাল। কংক্রিটের একটা থামের মত স্থির ভাবে হুইলের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। এই মুহূর্তে যা কিছু ঘটছে সেদিকে তেমন মনোযোগ দিতে পারছেন না, তাঁর সারা মন জুড়ে রয়েছে রানা। একটা প্রবাদ মনে পড়ল তাঁর, যার বাংলা করলে অর্থ দাঁড়ায়, যে খেলতে জানে সে কানা-কড়ি নিয়েও খেলতে পারে। রানার উপস্থিত বুদ্ধি দেখে অভিভূত হয়ে পড়েছেন তিনি।

মনে মনে আন্দাজ করল রানা, ত্রিশ সেকেন্ড আগে হাইড্রোপ্লেনের রেলিং থেকে যারা গুলি করছিল তারা এখন আর কেউ ডেকে দাঁড়িয়ে নেই। প্রায় গোটা ডেক ঢাকা পড়ে গেছে আগুনে। আগুন না নিভিয়ে কারপোরেলিকে গুঁতো মারার কথাও এখন কেউ ভাবছে না ওরা।

'আবার ছোঁড়ো তোমার হাইড্রোজেন বোমা,' হুইল হাউজের কাঁচ ভাঙা জানালা দিয়ে অ্যাডমিরালের নির্ঘোষ ভেসে এল। 'নিজেদের তৈরি ওষুধের স্বাদ কেমন লাগে বুঝুক ওরা!'

উত্তর দিল না রানা। অ্যাডমিরাল আবার হুইল ঘুরিয়ে হাইড্রোপ্লেনের বো-র দিকে কারপোরেলিকে ছুটিয়ে দেবার পর তাড়াতাড়ি দ্বিতীয় ক্যানটা ছুঁড়ে দেবার মত সময় রইল ওর হাতে। আরও দু'বার হাইড্রোপ্লেনকে পাশ কাটাল ওরা, প্রতিবারই একটা করে আগুনে বোমা ছুঁড়ে দিল রানা।

তারপরই ভয়ঙ্কর আঘাতটা লাগল কারপোরেলিকে। কড়াৎ করে বজ্রপাত হলো যেন, শক ওয়েভের ধাক্কায় ডেকের ওপর ছিটকে পড়ল রানা। ঠিক একটা বোমার মত বিস্ফোরিত হলো হাইড্রোপ্লেন। যেন আগ্নেয়গিরি থেকে অকস্মাৎ বেরিয়ে এল বিশাল আগুনের স্তম্ভ। হাইড্রোপ্লেনের এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত ঢাকা

পড়ে গেল দাউ দাউ শিখায়।

তীরের পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এল বিস্ফোরণের আওয়াজটা। টলমল করতে করতে উঠে দাঁড়াল রানা। কানে তালা লেগে গেছে ওর। মাথাটা ঝিমঝিম করছে। কুয়াশার ভেতর আকাশচুম্বি আগুন দেখে সেদিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকল ও।

'রানা! রানা!' অস্পষ্ট শোনাল অ্যাডমিরালের গলার আওয়াজ।

টলতে টলতে হুইল হাউজের দিকে এগোল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে বার বার দেখল আগুনটাকে।

কারপোরেলির গতি কমিয়ে নিয়ে এসেছেন অ্যাডমিরাল। অনেকটা দূর থেকে হাইড্রোপ্লেনকে পাশ কাটালেন তিনি। হুইল হাউজের ভেতর থেকেও অনুভব করা যাচ্ছে আগুনের আঁচ।

'কেউ বেঁচে গেছে বলে মনে হয়?' রানাকে অক্ষত দেখে একগাল হাসলেন অ্যাডমিরাল।

মাথা নাড়ল রানা। 'কেউ যদি লাফ দিয়ে পানিতে পড়েও থাকে, আমরা তাকে উদ্ধার করার আগেই ঠাণ্ডায় মারা যাবে সে।'

মাতালের মত টলতে টলতে হুইল হাউজে ঢুকল রিটা। স্তম্ভিত বিস্ময়ে চিবুকটা ঝুলে পড়েছে। কপালে ছোট্ট একটা ক্ষত দেখা গেল, বারবার আঙুল ছুঁইয়ে পরীক্ষা করছে রক্ত বেরোচ্ছে কিনা। 'কি···কিসের আওয়াজ হলো ওটা?' কোনরকমে জানতে চাইল সে।

'ফুয়েল ট্যাঙ্ক যে নয়, সেটা বোঝা গেছে,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'ডেকে নিশ্চয়ই এক্সপ্লোসিভ রেখেছিল ওরা।'

'আমারও তাই ধারণা,' ক্লান্ত সুরে বলল রানা।

'বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত চমকে দেয়া, তোমার কথাই ফলল। বোকাদের মাথায় এটা ঢোকেনি যে কোণঠাসা বিড়াল বাঁচার জন্যে বাঘের মত লড়ে।'

রিটার দিকে ফিরল রানা। 'খুব ভয় পেয়েছ দেখছি। তাহলে আমিই বরং কফি বানিয়ে নিয়ে আসি···'

নিঃশব্দে ঘুরে দাঁড়াল রিটা। বেরিয়ে গেল হুইল হাউজ থেকে। কৌশলে কফি বানাবার কাজটা রিটার ঘাড়ে চাপিয়ে দিল রানা। ধাক্কাটা সামলে ওঠার জন্যে কাজে ব্যস্ত থাকা দরকার তার।

জানালা দিয়ে হাইড্রোপ্লেনের দিকে তাকাল ওরা। কারপোরেলি দাঁড়িয়ে পড়েছে। ধোঁয়াটে কুয়াশা চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে আগুনটাকে। ধীরে ধীরে ছোট হয়ে আসছে সেটা। সেই সাথে ছোট হয়ে আসছে ওটাকে ঘিরে থাকা কুয়াশার বৃত্ত। এক সময় বৃত্তটা আর রইল না, সাগরের নিচে অদৃশ্য হয়ে গেল হাইড্রোপ্লেন।

একটা নিঃশ্বাস চেপে অ্যাডমিরালের দিকে ফিরল রানা। 'কুয়াশাকে ভয় পেলে চলবে না,' বলল ও, 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলুন রেইকজাভিকে ফিরে যাই। আবহাওয়া এর চেয়েও খারাপ হয়ে উঠতে পারে।'

রিস্টওয়াচ দেখলেন অ্যাডমিরাল। দুপুর একটা পঁয়তাল্লিশ। 'ঠিক।' মাথা

ঝাঁকিয়ে সায় দিলেন তিনি। 'ফ্যাদোমিটারের পাশে থাক। সাগরের তলা যদি একশো ফিটের ওপর ওঠে, আমরা ধরে নেব তীরের খুব কাছাকাছি চলে এসেছি।'

তিন ঘণ্টা পর রেইকজাভিকের বিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে কিফলাভিক পেনিনসুলার ডগাটাকে ঘুরে এল ওরা। সেই সাথে ভেদ করে এল কুয়াশার চাদর। সূর্যের আলোয় ঝলমলে আইসল্যান্ডকে দেখতে পেয়ে আবার যেন প্রাণ ফিরে পেল ওরা। কিফলাভিক ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকে উঠে এসে ওদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল একটা প্যান-আমেরিকান জেট।

হঠাৎ মুচকি একটু হেসে রানা বলল, 'আমাদের বোধহয় একটাই দুঃখ...'

'কি সেটা?' কৌতূহল ঝিক্ করে উঠল অ্যাডমিরালের চোখে।

'এই রকম ভাঙাচোরা অবস্থায় বিরহামকে ফিরিয়ে দিতে হচ্ছে তার বোট।'

হা হা করে হেসে উঠলেন অ্যাডমিরাল। তারপর বললেন, 'তোমার ধারণা যদি সত্যি হয়, রানা,...মানে, সে-ই যদি কালপ্রিট হয়, তাহলে আমরা যাতে আরেকটা দুঃখ পেতে পারি সে ব্যবস্থা আমাদেরই করতে হবে। তারমানে, ওর চালাকি, শয়তানী, লোভ ইত্যাদি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে হবে।'

'আমি ভাবছি, বিরহাম যখন বুঝবে তার হাইড্রোপ্লেন আর ফিরে আসবে না...'

'তার মানে তুমি ধরেই নিচ্ছ হাইড্রোপ্লেনটা বিরহামের...?'

'আমরা যে বোটে দাঁড়িয়ে রয়েছি সেটা একটা ব্যাখ্যা দিচ্ছে,' বলল রানা। 'আবারা লিমিটেডের জেটিতে এই বোটটা কেন ছিল সেটা একটা রহস্যময় ব্যাপার বলে মনে হয়েছিল আমার। রহস্যের সমাধান পেয়ে গেছি আমি।'

'কি?'

'বিরহাম ভেবেছিল আমরা ইয়টটা নিয়ে রওনা হব,' বলল রানা। 'সেই ইয়টকে অনুসরণ করার জন্যে জেটিতে রাখা হয়েছিল কারপোরেলিকে। প্ল্যানটা ছিল এই রকম—আমাদের আচরণে কোন রকম সন্দেহজনক কিছু দেখলেই কারপোরেলির ক্রুরা আমাদের প্রকাশ্যে ধাওয়া করত। ইয়টের স্পীড বড়জোর ঘণ্টায় বিশ নট, কিন্তু আমরা জানি কারপোরেলির স্পীড ঘণ্টায় চল্লিশের কাছাকাছি। কারপোরেলির কাছ থেকে পালিয়ে যাবার কোন উপায় থাকত না ইয়টের।'

'কিন্তু আমরা ইয়টটাকে না নিয়ে নিলাম কারপোরেলিকে,' কৃত্রিম গাম্ভীর্য ফুটল অ্যাডমিরালের চেহারায়। 'অন্যায়। সাংঘাতিক অন্যায়। ওদের মতলব কেঁচে গেল। আমরা যখন কারপোরেলিকে নিয়ে রওনা দিলাম, বিরহামের ক্রুদের চেহারা নিশ্চয়ই দেখার মত হয়েছিল, কি বলো?'

'কিন্তু বিরহামের কানে কথাটা যেতেই নতুন আরেকটা মতলব তৈরি করে ফেলল সে,' বলল রানা। 'তার উপস্থিত বুদ্ধির প্রশংসা করতে হয়। ধুরন্ধর, স্মার্ট বাস্টার্ড। আমরা যতটা ভেবেছিলাম, আমাদের ওপর তারচেয়ে অনেক বেশি আক্রোশ ছিল তার। যদিও, একেবারে নিশ্চিত ভাবে বুঝতে পারেনি ঠিক কি করার কথা ভাবছি আমরা। কিন্তু যেই সে খবর পেল আমরা ইয়ট না নিয়ে কারপোরেলিকে বেছে নিয়েছি, সাথে সাথে উচিত শিক্ষা দেয়ার জন্যে হাইড্রোপ্লেন পাঠাল সে। কোথায় পাঠাতে হবে, সেটা সে অনুমান করে নেয়। তার অনুমানটা ঠিকই ছিল।'

'হ্যাঁ। কারপোরেলিকে আমরা বেছে নেয়াতেই সে বুঝে ফেলে কালো জেটের সন্ধানে যাচ্ছি আমরা,' বললেন অ্যাডমিরাল।

'প্রথমে হয়তো আমাদেরকে মেরে ফেলার কোন ইচ্ছে তার ছিল না,' বলল রানা। 'আমাদের কাছে ডাইভিং ইকুইপমেন্ট থাকবে, সেটা তার জানার কথা নয়। সে ভেবেছিল পানির ওপর থেকে কালো জেটটাকে খোঁজার চেষ্টা করব আমরা।'

'মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত তাহলে নিল কখন?'

'বীচের লোকটার কাছ থেকে রিপোর্ট পেয়ে। চোখে বিনকিউলার ছিল তার, অনেক কিছুই দেখে ফেলে সে।'

'তীরে লোকটা এল কোত্থেকে?'

'রেইকজাভিক থেকে গাড়ি করে,' বলল রানা। 'আকাশ থেকে আমাদের ওপর নজর রাখতে পারত বিরহাম, কিন্তু কুয়াশা বাদ সাধতে পারে ভেবে কোন প্লেন বা হেলিকপ্টার পাঠায়নি সে। আমাদের ওপর নজর রাখার জন্যে সহজতম পথটা বেছে নেয়।'

'কি সেটা?'

'কিফলাভিক পেনিনসুলার কাছে একজন লোককে দাঁড় করিয়ে রাখে, লোকটা এক সময় দেখতে পায় আমাদের, এবং সাগরের পাশের রাস্তা ধরে অনুসরণ করে। তারপর আমরা নোঙর ফেলতে সে তার গাড়ি থামায়। বিনকিউলার দিয়ে যাই দেখে থাকুক, তেমন সন্দেহ করার কিছু পায়নি সে। কিন্তু আমরা একটা ভুল করে ফেলি, তাতেই গোটা পরিস্থিতি পাল্টে যায়।'

'ভুল? কি ভুল? রিটাকে দেখে কারও সাধ্য ছিল না যে বলে সে রানা নয়।'

'তা ঠিক। কিন্তু সূর্যের আলো পড়ায় বিনকিউলার দিয়ে আমার তৈরি বুদ্বুদগুলো পরিষ্কার দেখতে পেয়েছিল লোকটা।'

'সর্বনাশ!'

'লোকটা সাথে সাথে রিপোর্ট করে বিরহামকে। গাড়িতে নিশ্চয়ই রেডিও-ফোন ছিল। খবর পেয়ে কোণঠাসা একটা অনুভূতি হয় বিরহামের। সিদ্ধান্ত নেয়, আমরা মারাত্মক কিছু একটা আবিষ্কার করে ফেলার আগেই যেভাবে হোক থামাতে হবে আমাদের। কারপোরেলির স্পীডের সাথে পাল্লা দিতে পারে এমন একটা বোটের দরকার হলো তার।'

'এবং মনে পড়ল হাইড্রোপ্লেনের কথা। কিন্তু আমরা মারাত্মক কিছু আবিষ্কার করে ফেলতে পারি, এ-কথা তার মনে হলো কেন?' জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল। 'প্লেন থেকে সমস্ত আইডেনটিফিকেশন মার্ক তো সে আগেই তুলে রেখেছিল।'

একটা শব্দে উত্তর দিল রানা, 'কার্গো।'

'মডেলগুলো?'

'হ্যাঁ। ওগুলো দেখে খেলনাই মনে হোক, বা কারও কালেকশনের নেশাই মনে হোক, আসলে ওগুলোর সাথে গভীর কোন জটিল রহস্য জড়িয়ে আছে।'

'সেই রহস্য ভেদ করার জন্যে কি করার আছে আমাদের?' আগ্রহের সাথে জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন।

'সহজ একটা উপায় দেখতে পাচ্ছি আমি,' মুচকি হেসে বলল রানা। 'বিরহামই

গুলোর রহস্য জানিয়ে দেবে আমাদের।'

'মানে'

কনস নটের ছদ্মবেশী জেলেদের নৌকায় বাক্স দুটো তুলে দেব আমরা,' বলল রানা 'তারপর, যেন কিছুই ঘটেনি, নিরীহ ভালমানুষের মত আবারা লিমিটেডের জটিতে ফিরব। আমরা কিছু আবিষ্কার করেছি কিনা জানার জন্যে এতই ব্যাকুল য়ে থাকবে বিরহাম, আমি বাজি ধরে বলতে পারি, চালে কোথাও না কোথাও মারাত্মক একটা ভুল তাকে করতেই হবে। তাকে আমরা ঠিক সেখানেই করব আঘাতটা—যেখানে সবচেয়ে বেশি লাগে।'

স্বর্গরাজ্য-২

প্রথম প্রকাশ: মে, ১৯৮২

এক

বিকেল চারটে। আবারা লিমিটেডের ডকে ভিড়ল কারপোরেলি। নির্জন পড়ে আছে জেটি, চারদিকে কোথাও গার্ড বা ডকমাস্টারের টিকিটিও দেখা গেল না। কিন্তু অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন এবং মাসুদ রানা, দু'জনেই নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করল, হারবার ব্রেকওয়াটার ঘুরে আসার পর থেকেই ওদের ওপর আড়াল থেকে নজর রাখা হয়েছে।

ক্ষত-বিক্ষত বোট থেকে অ্যাডমিরাল আর রিটাকে নামিয়ে দিল রানা। ও নিজে কিছুক্ষণের জন্যে রয়ে গেল হুইল হাউজের ভেতর। দ্রুত একটা চিরকুট লিখে কাগজটা আটকে দিল হেলমের সাথে।

> 'বোটের এই অবস্থার জন্যে আমরা দায়ী নই, তবু দুঃখিত। মাঝসাগরে আমরা আক্রান্ত হয়েছিলাম। ঘন কুয়াশায় ওদেরকে আমরা পরিষ্কার দেখতে পাইনি। যতটুকু দেখেছি তাতে মনে হয়েছে ওরা ভূতও হতে পারে, আবার প্রেতও হতে পারে। যাই হোক, মেরামতের খরচপাতি যা লাগে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের নামে বিল করে কনসুলেটে পাঠিয়ে দেয়া যাবে।'

বিশ মিনিট পর কনসুলেটে পৌঁছল ওরা তিনজন। কনসুলেটের তরুণ স্টাফ, যারা আজ জেলেদের ভূমিকায় অভিনয় করল, তারা পাঁচ মিনিট আগে পৌঁছে গিয়ে হারিয়ে দিল ওদের। এরই মধ্যে কনসালের ভল্টে মডেল দুটো ভরে তালা লাগিয়ে দিয়েছে ওরা। ওদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানালেন অ্যাডমিরাল। ওদের এক সেট ডাইভিঙ গিয়ার খুইয়ে এসেছে রানা, কাজেই অ্যাডমিরাল কথা দিলেন, নতুন একটা সেট কিনে দেবেন তিনি।

তাড়াতাড়ি শাওয়ার সেরে দাড়ি কামিয়ে নিল রানা। কনসুলেট থেকে বেরিয়েই একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেল, সেটা ধরে ছুটল কিফলাভিক এয়ারপোর্টের দিকে।

ট্যাক্সিটা কালো রঙের একটা ভলভো। দেখতে দেখতে পিছনে ফেলে এল ঝকঝকে শহরটাকে। সাগরের তীর ঘেঁষে সরল রেখার মত চলে গেছে সামনের রাস্তা সোজা কিফলাভিক এয়ারপোর্ট পর্যন্ত। রানার ডান দিকে আটলান্টিকের দিগন্ত-জোড়া বিস্তৃতি, নীল পারদের মত ঝলমল করছে পানি। সাগর থেকে উঠে আসছে তুমুল বাতাস, ঢেউয়ের মাথায় সাদা ফেনা টগবগ করে ফুটছে যেন। হারবারের দিকে ছুটে চলেছে ছোট একটা ফিশিং ফ্লীট, অদ্ভুত সুন্দর একটা ছন্দোবদ্ধ দোলায় ঢেউয়ের সাথে দুলছে বোটগুলো। বাঁ দিকে চোখ জুড়ানো সবুজের সমারোহ, বিশাল সিঁড়ির ধাপের মত ক্রমশ উঠে গেছে গাছপালা আর ঘাসে

ঢাকা মাঠগুলো। সবুজের গায়ের সাদা, লাল আর কালো ফোঁটার মত চরে বেড়াচ্ছে গরু-ছাগল. আইসল্যান্ডের বিখ্যাত লম্বা ঝুঁটির ঘোড়া।

ট্যাক্সি ড্রাইভারের সাথে সারাটা পথে কোন কথা হলো না এয়ারপোর্টের গেট দিয়ে ভেতরে ঢোকার সময় অত্যন্ত বিনয়ের সাথে জানতে চাইল লোকটা. 'আপনি কি. স্যার. মেইন টার্মিনালে যেতে চান?'

'না। মেইন্টেন্যান্স হ্যাঙ্গারে।'

এক মুহূর্ত কি যেন চিন্তা করল ড্রাইভার। তারপর বলল. 'কিন্তু ওটা তো. স্যার, প্যাসেঞ্জার টার্মিনালের পিছনে, ফিল্ডের একেবারে শেষ মাথায়। ফ্লাইট লাইন পেরোতে হলে পাস লাগবে যে?'

ব্যাক সীট থেকে ড্রাইভারের মাথার পিছনটা দেখতে পাচ্ছে রানা। ট্যাক্সিতে চড়ার সময় চেহারাটা তেমন খেয়াল করে দেখেনি, এখন মনে হচ্ছে দেখে নিলে ভাল করত। খুঁত খুঁত করে উঠল মনটা। গলার আওয়াজটা অদ্ভুত, ঠিক যেন খাপ খায় না আইসল্যান্ডে।

'ওদিকেই চলো, দেখা যাক কি হয়।'

'ইয়েস, স্যার!'

কোথাকার আওয়াজ, এবার ধরে ফেলল রানা। মিডইস্টার্নের মার্কিনীরা এই সুরে কথা বলে। ভিউমিররে তাকাতে ড্রাইভারের চেহারাটা দেখতে পেল ও। আমেরিকান, সন্দেহ নেই। চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়স হবে।

এক মিনিট পর ফ্লাইট লাইনের গেটের সামনে থামাল ট্যাক্সি। রোগা, লম্বা, মাথায় পরিপাটি করে আঁচড়ানো খয়েরী রঙের চুল, পরনে নীল ইউনিফর্ম—বেরিয়ে এল গার্ড সাদা রঙ করা গার্ড-রুম থেকে। হাতের ক্যাপটা দিয়ে মাথা ঢেকে তাড়াতাড়ি একটা স্যালুট ঠুকল সে। পাশের জানালার কাঁচ নামিয়ে মাথাটা বাইরে বের করল রানা, পকেট থেকে বের করে নুমার কার্ডটা দেখাল তাকে।

'মেজর মাসুদ রানা,' ভারিক্কি সুরে বলল ও। 'মার্কিন সরকারের জরুরী একটা কাজে এসেছি। নন-শেডিউল্ড এয়ারক্রাফটের জন্যে এখানে কমার্শিয়াল মেইন্টেন্যান্স হ্যাঙ্গার আছে, এই মুহূর্তে সেখানে আমার পৌছানো দরকার।'

হাবার মত রানার দিকে তাকিয়ে থাকল গার্ড। তারপর বেকুবের মত হাসল একটু। অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল।

ট্যাক্সি থেকে নামতে শুরু করে ড্রাইভার বলল, 'লোকটা ইংরেজী বোঝে না, মেজর। আমি কথা বলছি ওর সাথে।'

রানা ভাবল, সোহানার কিছু বন্ধু-বান্ধব আছে আইসল্যান্ডে, তাদের দু'একজন কিফ্লাভিক এয়ারপোর্টে চাকরিও করে, দরকার হলে ভেতরে ঢোকার জন্যে তাদের সাহায্য চাওয়া যাবে। কিন্তু তার প্রয়োজন পড়বে বলে মনে হলো না। ড্রাইভার লোকটা গার্ডের কাঁধে হাত রেখে একপাশে টেনে নিয়ে গেল, স্থানীয় ভাষায় অনর্গল কথা বলে চলেছে সে। একটুপরই হো হো করে হাসতে দেখা গেল গার্ডকে। ড্রাইভার তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে ফিরে এল ট্যাক্সিতে। গেট খুলে আরেকটা স্যালুট ঠুকল গার্ড। গাড়ি ছেড়ে দিল ড্রাইভার।

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'সিকিউরিটি গার্ডদের সাথে ভালই জমাতে পারো

দেখছি।'

'পেশার খাতিরে কায়দাটা রপ্ত করে নিতে হয়েছে, স্যার। গার্ড, পুলিস অথবা একটা ব্যারিকেড, এগুলো যদি টপকাতে না পারি, তাহলে আর আমি কিসের ট্যাক্সি ড্রাইভার!' একটু থেমে জানতে চাইল ড্রাইভার, 'হ্যাঙ্গার তো অনেকগুলো, স্যার। প্রতিটি বড় এয়ারলাইনের জন্যে একটা করে। কোন্‌টায় যাব?'

'জেনারেল মেইন্টেন্যান্স—শুধু নন-শেডিউল্ড এয়ারক্রাফটের দেখাশোনা করা হয় যেখানে।'

সাদা সিমেন্ট করা চকচকে ট্যাক্সিওয়ে থেকে ঠিকরে উঠে এসে চোখে আঘাত করছে রোদ, বুক পকেট থেকে একজোড়া সানগ্লাস বের করে পরে নিল রানা। এক সারিতে কয়েকটা জেট-লাইনার দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ও। প্রায় প্রতিটির নিচে কাজ করছে সাদা অ্যাপ্রন পরা মেকানিকেরা। ফিল্ডের আরেক প্রান্তে, প্রায় মাইল দুয়েক দূরে, ইউ. এস. এয়ারফোর্সের এয়ারক্রাফটগুলোকে ছোট মডেলের মত দেখাচ্ছে।

'পৌঁছে গেছি, স্যার,' বলল ড্রাইভার। 'আপনি যদি বলেন তো আপনার ট্র্যানস্লেটর হিসেবে ওদের সাথে কথা বলতে পারি আমি...'

'ধন্যবাদ, তার কোন দরকার নেই। মিটার চালু থাক, বেশি দেরি করব না আমি।' ট্যাক্সি থেকে নেমে একটা সাইড ডোর ঠেলে ভেতরে ঢুকল রানা। হ্যাঙ্গারটা বিরাট, প্রায় দু'একর জায়গা দখল করে দাঁড়িয়ে আছে। পাঁচটা ছোট প্রাইভেট প্লেন দেখল ও, তারপরও প্রায় সবটুকু জায়গা খালি পড়ে রয়েছে। আশপাশে কোন লোকজন নেই দেখে সোজা অফিসের দিকে এগোল ও।

হ্যাঙ্গারের এক কোণে অফিস রুম। দরজা খুলে এদিক ওদিক তাকাল রানা। বড় একটা স্টীল কেবিনেটের ওদিক থেকে সিগারেটের ধোঁয়া আর কফির গন্ধ ভেসে আসছে। কয়েক পা এগোতেই পাঁচজন লোককে দেখতে পেল ও। সামনে একটা কাউন্টার, তাতে একটা কফির ট্রে। কাউন্টারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে লোকগুলো, নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব করছে। প্রায় একযোগে ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকাল সবাই। প্রত্যেকের পরনে সাদা ওভারঅল, কালচে তেলে দাগ লেগে নোংরা হয়ে আছে।

'কিছু যদি মনে না করেন, আপনারা কেউ ইংরেজী বোঝেন?' জানতে চাইল রানা।

মোটাসোটা, নাদুসনুদুস একজন মেকানিক রানার দিকে এগিয়ে এল। কেমন যেন নার্ভাস দেখাল তাকে। ইংরেজীতে জানতে চাইল, 'আপনার পরিচয়? কাকে চান?'

'আমি একজনকে খুঁজছি, যার নামের প্রথম অক্ষর এস আর সি,' বলল রানা। 'লোকটা সম্ভবত হাইড্রলিক স্পেশালিস্ট।'

রানার দিকে এগিয়ে আসছিল নাদুসনুদুস, হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল সে। মুখ শুকিয়ে গেছে। 'আপনি...আপনার পরিচয়?'

'মার্কিন সরকারের আমি একজন ইনভেস্টিগেটর,' বলল রানা, 'মেজর মাসুদ রানা।'

চট করে পিছন ফিরে সঙ্গীদের দিকে একবার তাকাল লোকটা, তারপর দ্রুত

রানার সামনে এসে দাঁড়াল, ফিসফিস করে বলল, 'আমার নাম স্যাম চেসম্যান। জানি, ফেঁসে গেছি। কিন্তু দোহাই আপনার, মেজর, এদের সামনে আপনি আমাকে অপমান করবেন না। আপনি বরং ওই আড়ালে চলুন...' রানার হাত ধরে কোণের দিকে টেনে নিয়ে চলল লোকটা।

ব্যাপারটা যে কি বুঝতে না পারলেও লোকটার সাথে আড়ালে সরে আসতে আপত্তি করল না রানা। লোকটা নিচু গলায়, অনুতাপের সুরে তখনও বলে চলেছে, 'জানতাম, ধরা একদিন পড়তেই হবে...'

বাধা দিয়ে বলল রানা, 'আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'ভান করার কোনও দরকার নেই, স্যার!' ম্লান সুরে বলল লোকটা। 'ধরা যখন পড়েই গেছি, সব স্বীকার করব। হ্যাঁ, অফ ডিউটির সময় আমি সিভিলিয়ান এয়ারক্রাফটের হাইড্রলিক ত্রুটি মেরামত করে অন্যায়ভাবে দু'পয়সা কামাই করি। কি করব বলুন? জানি এয়ারফোর্স রেগুলেশনে নিষেধ করা আছে, কিন্তু নগদ পয়সা হাতে গুঁজে দিলে কিভাবে সেটা ফিরিয়ে দিই?' মাথা নিচু করে কি যেন ভাবল সে। তারপর ধীরে ধীরে মুখ তুলে রানার মুখের দিকে তাকাল। 'চাকরিটা বোধহয় যাবে, তাই না, স্যার?'

'ডিউটির পর কেউ যদি তার দক্ষতা কাজে লাগিয়ে দু'পয়সা কামাই করে, তাতে অন্যায়টা কি?' বলল রানা। 'এয়ারফোর্সে সেরকম কোন আইন আছে বলে তো আমার জানা নেই।'

'এয়ারফোর্সের নয়, কিফলাভিক বেসের বিশেষ আইন এটা।' পরমুহূর্তে বিমূঢ় একটা ভাব ফুটল নাদুসনুদুসের চেহারায়। 'কিন্তু এসব তো আপনার নিশ্চয়ই জানা! তা নাহলে এখানে আপনি আসবেন কেন?'

'আপনি আইন ভেঙেছেন, আর সেটা ধরতে পেরে আমি তদন্ত করতে এসেছি, ব্যাপারটা তা নয়,' মুচকি একটু হেসে বলল রানা। 'কেউ কিছু জিজ্ঞেস না করতেই গড় গড় করে নিজের অপরাধের কথা বলে ফেলা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আমি এসেছি...'

'আপনি তাহলে আমার চাকরি খেতে আসেননি, স্যার?' হতভম্ব দেখাল স্যাম চেসম্যানকে। 'কিন্তু এখন তাহলে কি হবে? আমি যে সব কথা বলে ফেললাম?' হাত কচলাতে শুরু করল সে। কাঁদো কাঁদো হয়ে উঠল চেহারা। 'স্যার, দোহাই আপনার, এবারটি মাফ করে দিন, আর কখনও...'

'আহ্!' বিরক্তি প্রকাশ করল রানা। 'আপনি থামুন তো! সব জানার পরও আপনার চাকরি খাবার কোন ইচ্ছে আমার নেই। হলো তো? এবার, শান্ত হয়ে আমার কথা শুনুন। কিছু প্রশ্ন আছে, যদি উত্তর দেন, আমার মস্ত উপকার করা হবে। আগে ভেবে দেখুন, উত্তর দেবেন কিনা।'

'কি জানতে চান, স্যার?' বিনয়ে বিগলিত হয়ে উঠল চেসম্যান। 'যথাসাধ্য চেষ্টা করব আমি উত্তর দিতে।'

'প্লেনের কোন পার্টস যদি মেরামত করেন, আপনি কি সাধারণত তাতে নিজের নামের ইনিশিয়াল খোদাই করেন?'

ঠাস করে নিজের গালে চড় মারল চেসম্যান। 'সাংঘাতিক একটা বদভ্যাস,

স্যার। রোজই মনে করি, এ-কাজ আর করব না, কিন্তু মেরামতের পর নিজেকে আর সামলে রাখতে পারি না। নাম ছড়াতে চাই বা অন্য কিছু নয়, স্রেফ একটা বদভ্যাস। যদি কোন দিন ধরা পড়ি, এর জন্যেই পড়ব।'

'বারো সীটের একটা ব্রিটিশ জেটের নোজ গিয়ার মেরামত করেছেন কখনও?'

সাথে সাথে জবাব পেল রানা। 'করেছি। মাসখানেক আগে।'

'জেটের রঙটা কি ছিল মনে আছে নিশ্চয়ই? কালো, তাই না?'

'দেখলে তো! রাত দেড়টায় খবর পেয়ে ঘুম থেকে উঠে আসি আমি। হ্যাঙ্গারের ভেতরটা তখন অন্ধকার। তবে রঙটা যে কালো ছিল না এ আমি হলপ করে বলতে পারি।'

'জেটে এমন কিছু দেখেছিলেন যা খাপছাড়া বা অস্বাভাবিক লেগেছিল?'

'এক মিনিট,' বলেই ঘুরে দাঁড়াল চেসম্যান, ছুটে চলে গেল কাউন্টারের কাছে। সেখান থেকে গরম এক কাপ কফি আর দুটো চেয়ার নিয়ে এল সে। একটা চেয়ারে বসল রানা, হাত বাড়িয়ে কফির কাপটা নিল। অপর চেয়ারটায় বসে চেসম্যান আবার বলল, 'হোঁৎকা চেহারার দু'জন লোক প্লেনটা নিয়ে আসে। কি বলব…দু'জনকেই খাপছাড়া লেগেছিল আমার। মিনিটে দশ বার করে তাগাদা, যেন দেরি হয়ে গেলে ওদের জান নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে। নিশ্চয়ই কোথাও রাফ ল্যান্ডিং করেছিল, তাতে শক সিলিন্ডারের একটা সীল ফেটে যায়। ওদের ভাগ্য বলতে হবে যে বি. ও. এ. সি. হ্যাঙ্গারে একটা স্পেয়ার পেয়েছিলাম।'

'প্লেনের ভেতরে তাকিয়েছিলেন?'

'সুযোগ পেলে তো! লোডিং দরজাটা এমন ভাবে পাহারা দিচ্ছিল দু'জন মিলে, ওখানে যেন খোদ প্রেসিডেন্ট বসে ছিলেন!'

'কোথায় যাচ্ছিল বা কোথা থেকে আসছিল…?'

'খাপছাড়া কি আর সাধে বলছি! মেরামতের কথা আর তাগাদা দেয়া ছাড়া কোন কথাই বলেনি। নিশ্চয়ই লোকাল ফ্লাইট ছিল, কারণ রিফুয়েল চাইল না। জোড়া টারবাইন লরেলি ছিল ওটা, ফুল ট্যাঙ্ক ছাড়া আইসল্যান্ড থেকে খুব বেশিদূর যেতে পারার কথা নয়।'

'পাইলট নিশ্চয়ই মেইন্টেন্যান্স অর্ডার ফর্ম সই করেছিল?'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল চেসম্যান। 'করেনি। বলল, খুব ব্যস্ত, পরের বার আবার যখন আসবে তখন সই করবে। কিন্তু না চাইতেই আমার ফি দিয়ে দিল—কাজের তুলনায় তিন গুণ পয়সা।' হঠাৎ চুপ করে গিয়ে রানার মুখের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকল সে। খানিক পর একটা ঢোক গিলে জানতে চাইল, 'কিন্তু, স্যার, ব্যাপারটা কি? এতসব কথা আপনি জানতে চাইছেন কেন?'

'দু'দিন আগে অ্যাক্সিডেন্ট করেছে একটা লরেলি, নোজ গিয়ারের একটা অংশ ছাড়া সনাক্ত করা যায়নি কিছু। আমি ওটা ট্রেস করার চেষ্টা করছি।'

'কেউ প্লেন হারিয়েছে বলে রিপোর্ট করেনি?' অবাক দেখাল চেসম্যানকে।

'করলে আমাকে এখানে দেখতেন না।'

'দেখেই লোক দু'জনকে কেমন যেন বেখাপ্পা লেগেছিল আমার। সই করতে না চাইলেও, ওরা চলে যাবার সাথে সাথে আমি একটা মেইন্টেন্যান্স রিপোর্ট তৈরি

করি…'

সামনের দিকে ঝুঁকে বাধা দিল রানা, 'আপনি তো প্লেনটাকে আইডেনটিফাই-ই করতে পারেননি, রিপোর্ট তৈরি করলেন কিভাবে?'

চেসম্যানের ঠোঁটে এক চিলতে রহস্যময় হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। 'মোটাসোটা লোক বোকা হয় বলে একটা গুজব শোনা যায়, সেটা যে মিথ্যে,' নিজের বুকে বুড়ো আঙুলের ডগা ঠুকল সে, 'আমি তার প্রমাণ। আমার সাথে আসুন, মেজর।'

ছোট একটা অফিসরুমে রানাকে নিয়ে এল চেসম্যান। মেঝেতে সিগারেটের অসংখ্য টুকরো, টেবিলের ওপর নোংরা কফির কাপ। চেয়ারগুলোর বয়স হয়েছে। প্রকাণ্ড একটা মেটাল ফাইলিঙ কেবিনেট খুলল সে। দেরাজ টেনে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ হাতড়াল, তারপর বের করে নিয়ে এল একটা ফোল্ডার, তাতে কালি মাখা হাতের অনেক দাগ। 'আপনাকে তখন বললাম না, রঙটা যে কালো নয় সে-ব্যাপারে আমি শিওর? কেন বলেছিলাম জানেন? অন্ধকারেও পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলাম, প্লেনের গায়ে কখনও স্প্রে বা ব্রাশের ছোঁয়া পড়েনি। চকচক করছিল অ্যালুমিনিয়ামের গা।'

ফোল্ডার খুলে মেইন্টেন্যান্স রিপোর্টের ওপর চোখ বুলাতে শুরু করল রানা। একটা হেডিঙে আটকে গেল দৃষ্টি—এয়ারক্র্যাফট আইডেনটিফিকেশন। নিচে গোটা গোটা অক্ষরে চেসম্যান লিখেছে—লরেলি মার্ক ফাইভ-ওয়ান-ওয়ান-ওয়ান-বি ওয়ান-সিক্স-জিরো-এইট।

'কোথায় পেলেন এই নাম্বার?'

ডেস্কের কিনারায় উঠে বসল চেসম্যান। 'নোজ গিয়ারের সীলটা মেরামত করার পর একটা টর্চ জেলে ড্যামেজ বা লিক হয়েছে কিনা দেখার জন্যে মেইন ল্যান্ডিং গিয়ারটাও চেক করি আমি। ওখানেই ছিল, ডান দিকে। সবুজ রঙের একটা ট্যাগ, তাতে লেখা ছিল, লরেলি এয়ারক্র্যাফট কোম্পানীর মাস্টার ইন্সপেক্টর এই প্লেনের ল্যান্ডিং গিয়ার পরীক্ষা করে দেখেছেন, কোন ত্রুটি পাওয়া যায়নি। ট্যাগের গায়ে প্লেনের সিরিয়াল নাম্বার টাইপ করা ছিল।'

হাতের ফোল্ডারটা ছুঁড়ে ডেস্কের ওপর ফেলল রানা। 'স্যাম চেসম্যান!' জলদগম্ভীর গলায় ডাকল ও।

লাফ দিয়ে ডেস্কের কিনারা থেকে নেমে পড়ল চেসম্যান।

'স্যার।'

'আপনার স্কোয়াড্রন?'

'এইট্টি-সেভেনথ এয়ার ট্র্যান্সপোর্ট স্কোয়াড্রন, স্যার।'

ধীরে ধীরে রানার সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়ল। 'আপনি আমার মস্ত উপকার করেছেন। আপনাকে আমি কিছু উপহার পাঠাব।'

ঢোক গিলে, চোখ পিট পিট করে হাসতে চেষ্টা করল চেসম্যান।

'যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন না!'

'আচ্ছা, আগে কখনও এটা দেখেছেন কিনা মনে পড়ে?' লরেলি থেকে পাওয়া স্ক্রু ড্রাইভারটা পকেট থেকে বের করে চেসম্যানের হাতে ধরিয়ে দিল রানা।

'কি আশ্চর্য! কি আশ্চর্য!' চোখের সামনে স্ক্রু ড্রাইভারটা নাড়তে নাড়তে হেসে উঠল চেসম্যান। 'বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, মেজর রানা, এটা আমার। শিকাগোর একটা টুল স্পেশিয়ালিটি হাউজ থেকে কেনা। আইসল্যান্ডে এ-ধরনের স্ক্রু ড্রাইভার এই একটাই আছে। কোত্থেকে পেয়েছেন, স্যার?'

'বিধ্বস্ত লরেলিতে।'

'বুঝেছি।' রেগেমেগে বলল চেসম্যান। 'ব্যাটারা চুরি করেছিল। তখনই আমার মন বলছিল, বেআইনী কোন মতলব আছে ওদের। ওরা এখন কোথায়, স্যার?'

'নেই।'

'নেই, স্যার?'

'অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে।' চেসম্যানের পিঠ চাপড়ে দিল রানা। 'ধন্যবাদ, স্যাম। তোমার উপকারের কথা আমার মনে থাকবে।'

রানার বুক পকেটে স্ক্রু ড্রাইভারটা গুঁজে দিল চেসম্যান। 'স্যুভেনির হিসেবে রাখুন এটা, স্যার। নতুন একটার জন্যে এরই মধ্যে অর্ডার দেয়া হয়ে গেছে।'

আবার ধন্যবাদ জানিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে এল রানা।

ট্যাক্সিতে ফেরার সময় একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল রানা। অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়েছিল, ভাগ্যগুণে রহস্যময় কালো জেটের সিরিয়াল নাম্বারটা পেয়ে গেছে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ভাবছিল, প্লেনটার সাথে এখন সরাসরি বিরহামকে জড়ানো যায় কিনা। বাইরে তাকিয়ে ছিল বটে, কিন্তু কিছুই দেখছিল না। হঠাৎ খেয়াল হলো, প্রাকৃতিক দৃশ্যটা কেমন যেন অন্যরকম লাগছে, আগের সাথে তেমন মিল নেই। আগে মাঠে গরু-ছাগল আর ঘোড়া দেখেছিল ও, কিন্তু এখন সে-সব কিছুই নেই, ফাঁকা মাঠ খাঁ খাঁ করছে। দ্রুত উল্টোদিকের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। রাস্তার পাশেই সাগর থাকার কথা। রয়েছে পিছন দিকে। ধীরে ধীরে লম্বা একটা পাহাড়ের আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে নীল পানি।

সামনের সীটের ওপর ঝুঁকে পড়ল রানা। 'চাষীর মেয়ের সাথে ডেট আছে নাকি তোমার?'

কথাটা শুনেই ব্রেক কষল ড্রাইভার, রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়ি। 'আপনার সাথে আমার কিছু কথা আছে, মেজর মাসুদ রানা। তাই একটু নির্জন জায়গা দরকার ছিল। কিছু যদি মনে না করেন...'

কানের ভেতর স্ক্রু ড্রাইভারের চোখা প্রান্তটা অনুভব করে মাঝপথে থেমে গেল ড্রাইভার। ইস্পাতের সরু ডগাটা প্রায় ইঞ্চিখানেক সেঁধিয়ে দিয়েছে রানা ওর কানের ভেতর।

'হাত দুটো হুইলেই থাক,' কঠিন সুরে বলল রানা। 'গাড়ি ঘোরাও, সোজা ফিরে চলো রেইকজাভিকে। তা নাহলে তোমার বাঁ কানের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আসবে এর আগাটা।'

রিয়ারভিউ মিররে পরিষ্কার দেখা গেল ড্রাইভারের চেহারা। নীল চোখে ভীতির কোন ছাপ নেই। রানাকে অবাক করে দিয়ে তার সারা মুখে নিঃশব্দ হাসি ফুটে উঠল। বলল, 'মেজর রানা, আপনি এমন সাংঘাতিক সন্দেহপ্রবণ জানলে...'

'গত তিনদিনে যদি তোমার প্রাণের ওপর তিনবার হামলা হত, তুমিও আমার চেয়ে কম সন্দেহপ্রবণ হতে না!'

ড্রাইভারের চেহারা থেকে দপ করে নিভে গেল হাসিটা। ঘন কালো ভুরু কুঁচকে উঠল। 'তিনবার হামলা হয়েছে? কিন্তু আমি জানি দু'বার...'

ড্রাইভারের কানের ভেতর স্ক্রু ড্রাইভারের ডগাটা আরেকটু ঢুকিয়ে দিল রানা। 'রেইকজাভিকে নয়, সোজা আবার কিফ্লাভিক ফিরে চলো। ওখানে মার্কিনীদের এয়ারফোর্স বেস আছে, ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্সের লোকেরা তোমাকে জেরা করার সুযোগ পেলে নাওয়া-খাওয়া ভুলে যাবে।'

'উহুঁ,' সহাস্যে বলল ড্রাইভার। 'আপনার সাথে আমি একমত হতে পারলাম না, মেজর রানা। আমাকে ওখানে নিয়ে গেলে ওরা বরং হেসেই খুন হয়ে যাবে।'

'কারণ?'

'কারণ আমি নিজেই ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্সের লোক।'

'পুরানো কৌশল,' বলল রানা। 'ওতে কাজ হবে না।'

কাঁধ ঝাঁকাল ড্রাইভার। 'অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন অবশ্য আমাকে সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন, আপনাকে সামলানো খুব কঠিন হবে...'

'অ্যাডমিরালের সাথে কখন কথা হয়েছে তোমার?'

'কমান্ডার পেরি রেডিও মেসেজে জানালেন, আপনি এবং ড. করিডন নিরাপদে সুয়ারলিনে পৌঁচেছেন, এর দশ মিনিট পর—নুমা হেডকোয়ার্টার, অ্যাডমিরালের অফিস।'

ইতোমধ্যে চুপিসারে গাড়ির দরজা খুলে ফেলেছে রানা। ড্রাইভারের কথার সাথে ওর জানা তথ্যের কোন গরমিল নেই। ও আইসল্যান্ডে পা ফেলার পর থেকে ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি অ্যাডমিরালের সাথে যোগাযোগ করেনি। গাড়ির বাইরেটা ভাল করে দেখে নিল রানা। প্রাণের কোন চিহ্ন নেই কোথাও। কিছুই নড়ছে না। না, অ্যামবুশ নয় ব্যাপারটা।

'ঠিক আছে,' শান্ত সুরে বলল রানা। 'পিস্তল-রিভলভার কি কোথায় আছে বলো।'

'দয়া করে মাথার ক্যাপটা নামান,' বলল ড্রাইভার। 'ভেতরের দিকে টেপ দিয়ে আটকানো আছে—পয়েন্ট টু-ফাইভ ক্যালিবারের একটা কোল্ট ডেরিঙ্গার। ওটা নিজের হেফাজতে নিয়ে দয়া করে স্ক্রু ড্রাইভারটা কান থেকে বের করুন, সুড়সুড়ি লাগছে।'

ক্যাপের উল্টোদিক থেকে পিস্তলটা বের করল রানা। এক হাত দিয়েই ডেরিঙ্গারের ব্রীচ খুলল ও, চেম্বার লোড করা আছে দেখে নিয়ে ব্রীচ রিলিজ করে হ্যামার কক করল। 'নোড়োচোড়ো না। আমি বললে ধীরে ধীরে নেমে যাবে গাড়ি থেকে।' ড্রাইভারের কান থেকে স্ক্রু ড্রাইভারটা বের করে নিল ও। আরেকবার গাড়ির বাইরেটা ভাল করে দেখে নিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, নামো।'

হুইলের পিছন থেকে গাড়ির দরজার কাছে সরে এল ড্রাইভার, তারপর ধীরে ধীরে নামতে শুরু করল। নিচে নেমে দেখল, রানাও নিজের দিকের দরজা খুলে নেমে পড়েছে। গাড়ির গায়ে হেলান দিল ড্রাইভার, ডান হাত তুলে কানটা ডলতে

শুরু করল। বলল, 'মজার কৌশল, মেজর। এবার থেকে আমিও সাথে একটা করে স্ক্রু ড্রাইভার রাখব। কোন্ বই থেকে শিখেছেন কৌশলটা?

'আমার নিজের বই থেকে,' বলল রানা। 'আইসপিক বা লম্বা একটা স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে একজন লোকের মগজ ঘেঁটে একাকার করে দেয়া যায়।' ড্রাইভারের বুকের দিকে তাক করে আছে পিস্তলটা। 'অ্যাডমিরালের চেহারার বর্ণনা—কুইক!'

সাথে সাথে বলতে শুরু করল ড্রাইভার। ঝাড়া দু'মিনিট পর থামল সে। শুধু চেহারার বর্ণনা নয়, অ্যাডমিরালের প্রিয় স্ল্যাংগুলোও উল্লেখ করতে ভুল করেনি সে।

'তোমার স্মরণশক্তি খারাপ নয়,' সার্টিফিকেট দিল রানা। 'কিন্তু তুমিও জানো, অ্যাডমিরালের বর্ণনা একটা ফাইলেও পাওয়া যেতে পারে।'

'পারে। তার মানে আমাকে আরও পরীক্ষা দিতে হবে, এই তো?' কাঁধ ঝাঁকাল ড্রাইভার। 'আমি রাজি। যদি বলেন, ওয়াশিংটনে পৌঁছুবার পর থেকে আপনি কি করেছেন না করেছেন, কাকে কি বলেছেন না বলেছেন, কার কাছ থেকে কি শুনেছেন না শুনেছেন—এসবের বিশদ বর্ণনা দিতে পারি। শুরু করব?'

'করো।'

মিনিট খানেক শোনার পর হাত তুলল রানা। 'হয়েছে, আর দরকার নেই। নাম?'

'বেন হল্।'

পিস্তলটা রানার বাড়িয়ে দেয়া হাত থেকে নিয়ে ক্যাপের ভেতর আটকে রাখল বেন হল্। 'আপনার ওপর আরও একটা হামলা হয়েছিল, সত্যি?'

'এই না বললে সব তুমি জানো...?'

'আজ শুধু দু'ঘণ্টার জন্যে আপনাকে আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম,' চেহারায় দুঃখের ভাব ফুটিয়ে তুলে বলল বেন হল্।

দ্রুত একটা হিসাব কষল রানা। 'দুপুরে কোথায় ছিলে?'

'আইসল্যাণ্ডের দক্ষিণ কোণে।'

'কি করা হচ্ছিল?'

ঘাড় ফিরিয়ে ফাঁকা মাঠের দিকে তাকাল হল্, চেহারায় ভাবের কোন প্রকাশ নেই। 'আজ দুপুর ঠিক বারোটা দশে একজন লোকের গলায় ছুরি বসাচ্ছিলাম।'

'তার মানে ওই লোকটার মত তুমিও কারপোরেলির ওপর নজর রাখছিলে?'

'কারপোরেলি? ও, হ্যাঁ, বুঝেছি, মান্ধাতা আমলের সেই বোটটার কথা বলছেন। হ্যাঁ, তা বলতে পারেন, নজর রাখছিলাম। লোকটার সাথে আমার হঠাৎ দেখা হয়ে যায়। তার আগে আপনাদেরকে আমি জেটি থেকে রওনা হতে দেখেছিলাম। মন বলল, যেখানে ড. করিডন আর আপনি অ্যাক্সিডেন্ট করেন সেখানে নোঙর ফেলা হতে পারে। সাগরের ধার ঘেঁষে গাড়ি ছুটিয়ে পৌঁছাই বটে, কিন্তু দেরি করে ফেলেছিলাম। দেখলাম, আপনি স্কেচ করছেন, অ্যাডমিরাল মাছ ধরছেন। আপনাকে কোনরকম অ্যাকশনে না দেখে, মিথ্যে বলব না, একটু নিরাশই হয়েছিলাম। আপনার সম্পর্কে এত বেশি শুনেছি যে মনে মনে একটা ধারণা জন্মে গিয়েছিল আপনি কোথাও চুপচাপ বসে থাকতে পারেন না।'

'আসলে পারি,' মুচকি হেসে বলল রানা। 'কিন্তু তুমি আমাকে চুপচাপ বসে ছবি

আঁকতে দেখলেও আসলে আমি ওখানে ছিলাম না, ছবিও আঁকছিলাম না। তুমি ব্যাপারটা ধরতে পারোনি, কিন্তু যার সাথে তোমার হঠাৎ দেখা হয়ে যায় সে ঠিকই দেখতে পেয়েছিল—ওর কাছে তোমার চেয়ে শক্তিশালী বিনকিউলার ছিল।'

'হ্যাঁ, ওর কাছে একটা টেলিস্কোপ ছিল। একশো পঁচাত্তর পাওয়ারে, তেকোনা একটা পায়ার ওপর ফিট করা।'

'হুঁ, আয়নায় রোদ লেগে ঝিক্ করে উঠেছিল, সেটাই দেখতে পেয়েছিলাম আমি।' ভুরু কুঁচকে উঠল রানার। 'ছুরি মারলে কেন?'

'আর কোন উপায় ছিল না। সার্চ করে কোন কাগজ-পত্র পাইনি, কাজেই আমি তার নাম জানি না। মস্ত পাথর ঘুরে বাঁক নিতেই দেখতে পাই ওকে, টেলিস্কোপের ওপর ঝুঁকে একটা পোর্টেবল ট্র্যান্সমিটারে কথা বলছিল। আরেকটু হলে লোকটাকে মাড়িয়ে দিতাম। দু'জনেই তাকিয়ে ছিলাম আপনার বোটের দিকে। দু'জনের কেউই কাউকে আশা করছিলাম না। খুব দ্রুত রিয়্যাকশন হয় ওর, কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় কিছু ভাবার চেষ্টা করেনি। চোখের পলকে আস্তিন থেকে একটা সুইচব্লেড ছুরি বের করে লাফিয়ে পড়ে আমার ওপর। বোকাটা ছুরি দিয়ে পোঁচ না দিয়ে, আমার ওপর গাঁথার চেষ্টা করল। জেরা করার জন্যে ওকে আমার জীবিত ধরা উচিত ছিল। কিন্তু হঠাৎ ও লাফিয়ে ওঠায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম, সাথে সাথে ছুরিটা ওর দিকে ঘুরিয়ে দিই।'

'তোমার সাথে ওর যদি আরও মিনিট পাঁচেক আগে দেখা হত…'

'কেন?'

'তোমার সাথে দেখা হবার একটু আগেই সে নিজের বসের কাছে আমাদের পজিশন জানিয়ে দিয়েছিল। এরপরই বোটের ওপর হামলা চালানো হয়।'

'কিন্তু কেন!' বিমূঢ় দেখাল বেন হল্‌কে। 'কয়েকটা স্কেচ আর দুই বালতি মাছ লুট করার জন্যে?'

'না। একটা জেট এয়ারক্র্যাফট।'

'জানি। আপনার সেই রহস্যময় কালো জেট। আপনার গন্তব্য আন্দাজ করার পর ধারণা করেছিলাম ওটার খোঁজে যাবেন আপনি, কিন্তু আপনার রিপোর্টে ওটার কোন পজিশন দেয়া ছিল না…'

'আমার রিপোর্ট তুমি দেখলে কোথায়?' জানতে চাইল রানা। 'যতদূর জানি, ওয়াশিংটন ত্যাগ করার পর ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স বা তার কোন এজেন্টের সাথে কোনরকম যোগাযোগ হয়নি অ্যাডমিরালের।'

'কনসুলেটের একজন সেক্রেটারি আপনার রিপোর্টটা টাইপ করেছিল, ঠিক?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। সেক্রেটারির কাছ থেকে কিভাবে রিপোর্টের কপি সংগ্রহ করল হল্ তা আর জানতে চাইল না ও।

'কিন্তু ছবি আঁকছিলেন না মানে?' প্রশ্ন করল হল্। 'আমি নিজের চোখে দেখেছি…।'

'যাকে ছুরি মেরেছ সে এর উত্তর দিতে পারত,' বলল রানা। 'পানির ওপর আমার বুদ্বুদগুলো দেখতে পায় সে।'

'হোয়াট! আপনার সাথে ডাইভিং ইকুইপমেন্ট ছিল?' চোখের চারপাশ কুঁচকে

উঠল হলের। 'কিভাবে, কোত্থেকে পেলেন? কারপোরেলিকে আমি ডক ছাড়তে দেখেছি, কই, আমার চোখে তো পড়েনি কিছু? তীর থেকে আপনাদের ওপর চোখ রেখেছিলাম, তিন মিনিটের বেশি কেউই আপনারা ডেক ছেড়ে কোথাও যাননি। তারপর অবশ্য কুয়াশায় আপনাদেরকে হারিয়ে ফেলি আমি...'

'গাড়িতে ওঠো,' বলল রানা। 'ফেরার পথে বলব সব।'

দুই

বাস্তব তথ্য এবং তার সাথে অনুমান আর সন্দেহ মিশিয়ে পুরো গল্পটা শোনাল রানা। শোনার পর অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল বেন হল্। তারপর বলল, 'কিন্তু অসকার বিরহামের বিরুদ্ধে আপনি নিরেট কোন প্রমাণ এখনও পাননি, তাই না?'

'তা পাইনি,' স্বীকার করল রানা। 'কিন্তু বিরহামের একটা মোটিভ রয়েছে। আন্ডার-সী প্রোবটা পাবার জন্যে একের পর এক খুন করে গেছে সে, তারপর পিছনে ফেলে আসা গন্ধটা মোছার জন্যে আরও খুন...'

'কেমন যেন বোকা আর দিশেহারা বোধ করছি, মেজর।' গম্ভীর দেখাল বেন হল্কে।

'হোয়াট? ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্সের একজন এজেন্টের মুখে এ-কথা শোভা পায় না।'

'সব কথা শোনার পর ও-কথা আর বলবেন না,' আশ্বাস দিল হল্।

'সব কথা? তোমারও বুঝি কিছু বলার আছে আমাকে?'

'কিছু নয়, অনেক।' প্যাকেট বের করে রানাকে সিগারেট অফার করল হল্। কিন্তু রানা মাথা নেড়ে প্রত্যাখ্যান করল। ধীরেসুস্থে একটা সিগারেট ধরাল হল্। 'মন দিয়ে শুনুন, মেজর।'

ট্যাক্সি ছুটে চলেছে। সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে রানা। সব কথাই বলেছে ও বেন হল্কে, কিন্তু একটা আশঙ্কার কথা বলেনি। আশঙ্কাটা ডোনা আবারাকে নিয়ে। মনের গভীর গহন থেকে বুঝতে পারছে রানা, সাংঘাতিক বিপদে জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছে মেয়েটা।

'অদ্ভুত একটা ঘটনা,' শুরু করল বেন হল্। 'গত আঠারো মাস ধরে ঘটছে। কোন বিশেষ একটা দেশে নয়—দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ প্রান্ত চিলি থেকে শুরু করে গুয়াতেমালার উত্তর সীমান্ত পর্যন্ত। বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনাও নয়।'

'কি ঘটনা?'

'গোপনে, অত্যন্ত দক্ষ সাংগঠনিক কাঠামোর সাহায্যে, দক্ষিণ আমেরিকার বড় আকারের মাইনিং কোম্পানীগুলো এক হয়ে ধীরে ধীরে প্রকাণ্ড একটা সিন্ডিকেটে পরিণত হয়েছে। বাইরে থেকে কোম্পানীগুলোর কাজ আগের মতই স্বাভাবিক আছে, কিন্তু প্রতিটি কোম্পানীর প্রশাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে একটি মাত্র অজ্ঞাত-পরিচয় কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে।'

'তা কি করে হয়? আমি অন্তত পাচটা দেশের নাম করতে পারি যেখানে মাইনিং ব্যবসা জাতীয়করণ করা হয়েছে। সে-সব ব্যবসার প্রশাসকরা চাইলেও কোনভাবে অন্য দেশের প্রাইভেট কোম্পানীর সাথে গোপন চুক্তিতে আসতে পারে না।'

'তবু আমি যা বলছি সেটা প্রমাণিত সত্য। খনিগুলো যেখানে জাতীয়করণ করা হয়েছে সেখানে সেগুলোর ম্যানেজমেন্টে রয়েছে আউটসাইড অর্গানাইজেশন। ব্রাজিলের হাই গ্রেড আয়রন মাইন ডোমিনিকানের বক্সাইট মাইন, হন্ডুরাসের সরকারী সিলভার মাইন—এদের সবগুলোকে আপনি এক কাতারে ফেলতে পারেন—সেই অজ্ঞাত-পরিচয় কণ্ঠস্বর থেকে নির্দেশ পেয়ে ব্যবসার নীতি নির্ধারণ এবং অপারেশন চালাচ্ছে এরা।'

'এসব তথ্য তুমি পেলে কোথায়?'

'কিছু তথ্য পেয়েছি খোদ মাইনিং কোম্পানীগুলো থেকে। অন্যান্য সূত্রও আছে আমাদের। কিন্তু দুঃখের বিষয় টপ-লেভেল ম্যানেজমেন্টে আমরা লোক ঢোকাতে পারিনি।'

'কয়েকজন মিলে ওরা যদি একচেটিয়া ব্যবসা করার সিদ্ধান্ত নিয়েও থাকে, তাতে অবাক বা বিচলিত হবার কিছু নেই,' বলল রানা। 'তাদের কাছে সবাই মিলে এক হতে পারা মানে আরও টাকা। এটাকে অদ্ভুত ঘটনা বলছ কেন?'

'এর উদ্দেশ্য শুধু যদি একচেটিয়া ব্যবসা হয়, সেটাও মারাত্মক পরিস্থিতি ডেকে আনবে,' শান্ত সুরে বলল বেন হল্। 'মাত্র কয়েক জনের নাম জানতে পেরেছি আমরা। এরা সবাই এই প্রকাণ্ড সিন্ডিকেটের সাথে জড়িত। এদের মধ্যে পশ্চিমা জগতের সবচেয়ে ধনীদের বারোজন রয়েছে, খনি ব্যবসাতে এদের প্রত্যেকের খাটছে কোটি কোটি ডলার। এদের পুঁজির পরিমাণ এত বেশি যে শুধু এই বারোজনই দুশোর ওপর ইন্ডাস্ট্রিয়াল করপোরেশনের মালিক হয়ে বসে আছে। এরপর এরা যদি একচেটিয়া ব্যবসা শুরু করে—কপার, অ্যালুমিনিয়াম, জিঙ্কসহ অন্যান্য কমার্শিয়াল ধাতুর দাম চড়তে চড়তে চাঁদে গিয়ে ঠেকবে। তার ফলে ভয়ঙ্কর একটা মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেবে, তাতে কম করেও ত্রিশটা দেশের অর্থনীতি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়বে। দেশগুলোর মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও রয়েছে, এবং তার অর্থনীতিই সবচেয়ে আগে মুখ থুবড়ে পড়বে।'

'একচেটিয়া ব্যবসা শুরু হলেই এসব ঘটবে, তার কোন মানে নেই,' বলল রানা। 'আর যদি ঘটেও, ব্যবসায়ীদের অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যও ভেঙে পড়তে বাধ্য।'

'আসল রহস্যটা ওখানেই,' এক দল ঘোড়াকে পথ পেরোতে দেবার জন্যে গাড়ি থামিয়ে বলল হল্। 'এই বারোজন—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জেরোমি এল. ফাইন, গ্রেট ব্রিটেনের স্যার আলবার্ট কাপলান, ফ্রান্সের রজার গফ, জার্মানীর ফন টিল, ইরানের বনি সদরুদ্দিন এবং বাকি সবাই যে যার নিজের দেশের প্রতি বিশ্বস্ত এবং সৎ। এদের কেউ কেউ যে ট্যাক্স ফাঁকি দেয় না তা নয়, কিন্তু এদের কেউই এমন কিছু করবে না যাতে নিজের দেশের অর্থনীতি ধসে পড়ে।'

'তাহলে একচেটিয়া ব্যবসা করার মোটিভটা কি?'

'সেটাই তো আমরা জানি না।'

'এসবের সাথে বিরহামের কি সম্পর্ক?'

'জানি না। শুধু জানি বিরহামের সাথে ডোনা আবারা এবং আবারা লিমিটেডের অফশোর মাইনিঙের একটা সম্পর্ক আছে।'

ঘোড়ার পাল রাস্তা পেরোল, আবার গাড়ি ছেড়ে দিল বেন হল্। অনেকক্ষণ কথা বলল না ওরা। তারপর ধীরে ধীরে জানতে চাইল রানা, 'আরও কিছু প্রশ্ন মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। এসবের মধ্যে তোমার জায়গাটা কোথায়? ল্যাটিন আমেরিকার মাইনিং সিন্ডিকেট গজাবার সাথে আইসল্যান্ডের কি সম্পর্ক? ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি নিশ্চয়ই এখানকার হাইওয়ে সিস্টেম জানার জন্যে তোমাকে ট্যাক্সি ড্রাইভার করে পাঠায়নি?' একটু থেমে আবার শুরু করল রানা, 'তোমার সাথী এজেন্টরা ফাইন, কাপলান, গফ এবং বাকি সবার ওপর নজর রাখতে ব্যস্ত, কাজেই ধরে নিতে পারি তুমিও তাদের মত কারও ওপর নজর রাখার জন্যেই আইসল্যান্ডে এসেছ। লোকটার নাম বলব?'

'আপনি, মেজর, অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ছেন!' চিন্তিত ভাবে বলল হল্।

'তাই কি?' মুচকি হাসল রানা। 'অ্যাডমিরাল আমাকে বলেছিলেন, বুয়েন্স আইরেস থেকে গুজ বে পর্যন্ত বারোটা পোর্টে জেসাস আবারার ইয়ট কমেটের সাথে মিল আছে এমন একটা বোটের এন্ট্রি এবং ডিপারচার রেকর্ড করা হয়েছে। এই রেকর্ডের কাজ করে কে? এন.আই.এ. নয়?'

'একটা সংগঠন আরেকটা সংগঠনকে সাহায্য করেই থাকে...'

'কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, অ্যাডমিরাল চাওয়ার আগেই এন.আই.এ. ইনফরমেশনগুলো যোগাড় করে ফেলছিল, তাই না?'

গম্ভীর মুখে চুপ করে থাকল বেন হল্।

'গোপন সামরিক তথ্য দিচ্ছি,' বলল রানা, 'কিন্তু কোত্থেকে জেনেছি জিজ্ঞেস কোরো না। স্মিথিফোর্ড, হাডসন বে, কানাডা—ওখানে একটা রেডিও-কম্যুনিকেশন স্টেশন আছে মার্কিনীদের। এক হাজার একর জুড়ে একটা এলাকায় দুশোর ওপর রেডিও মাস্ট দেখতে পাওয়া যায় ওখানে।'

অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে হল্।

'অত্যন্ত সফিসটিকেটেড ইকুইপমেন্টে সাজানো স্টেশন। উত্তর নিউ ইয়র্ক, লন্ডন এবং মস্কোর সমস্ত রেডিও ট্র্যান্সমিশন ইলেকট্রনিক্যালি মনিটরিং করা সম্ভব। স্টেশনটা তৈরি হতে যা দেরি, সাথে সাথে সব মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারদের অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেয়া হয়। আমার তথ্যে যদি ভুল না থাকে, স্টেশনটা এখন ব্যবহার করছে এন.আই.এ.। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সি.আই.এ.-কে আড়িপাতার কাজে সাহায্য তো ওরাই করে। যদিও মার্কিন সরকার এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন উপগ্রহের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করাই স্টেশনটার কাজ।'

'আসলে আপনি ঠিক কি বলতে চাইছেন?'

'ড. রিচি ব্রেয়ার আর জ্যাকসনের কথা বলতে চাইছি, হল্।'

'আপনার ধারণা ওদের সম্পর্কে জানি আমি?'

'জানলেও শুধু নাম জানো। হাডসন বে থেকে তোমার সংগঠনের লোকেরা অ্যাডমিরালের কাছে পাঠানো ড. ব্রেয়ারের মেসেজ আড়ি পেতে শোনে। ড.

ব্রেয়ার তার মেসেজে বলে, হারিয়ে যাওয়া কমেটের সন্ধান পেয়েছে সে। কিন্তু সেই সময় এন.আই.এ.-র কাছে মেসেজটার তেমন কোন গুরুত্ব ছিল না। কিন্তু এর পরই ড. ব্রেয়ারের আরেকটা মেসেজ শুনল তারা। সেটা ছিল ড. ব্রেয়ারের শেষ মেসেজ। কালো একটা জেট হামলা করেছিল, পাইলট, ড. ব্রেয়ার এবং তার সহকারী জ্যাকসনকে নিয়ে ওদের প্লেন আটলান্টিকে ডুবে গেল। গোপনীয়তার খাতিরে আসল সত্য চেপে গেলেন অ্যাডমিরাল, কোস্ট গার্ডকে বললেন, মূল্যবান একটা ইকুইপমেন্ট হারিয়ে গেছে, সেটা খুঁজে বের করতে হবে। কিন্তু তল্লাশী চালিয়ে কিছুই পাওয়া গেল না—অন্তত রিপোর্ট করা হলো, কিছুই পাওয়া যায়নি। কোস্ট গার্ড ফিরে গেল। কিন্তু এন.আই.এ. ফিরল না।'

চিন্তিতভাবে তাকিয়ে আছে হল, রানা আবার শুরু করতে যাচ্ছে দেখে উৎসাহ বা বাধা কিছুই দিল না সে।

'কারণ, কমেটকে তারা প্রথম থেকেই পিন-পয়েন্ট করতে পেরেছিল। আইসল্যান্ডের হোম বেসের সাথে যে ক'বার যোগাযোগ করে বোটটা, হাডসন বে-র কম্পিউটার ততবার তার সঠিক পজিশন বলে দেয়। এই সময় হেডকোয়ার্টার ওয়াশিংটনে তোমার কর্মকর্তারা হারিয়ে যাওয়া আন্ডার-সী প্রোব আর দক্ষিণ আমেরিকার মাইনিং অপারেশনের মধ্যে একটা রহস্যময় সম্পর্কের গন্ধ পেতে শুরু করে। সেজন্যেই আটলান্টিক কোস্টে কমেট কখন কোথায় ছিল তা জানার জন্যে তদন্ত শুরু করা হয়। এরপর অ্যাডমিরাল এন.আই.এ.-র সাহায্য চেয়ে বসলেন। রিপোর্ট আগেই তৈরি করা ছিল, দু'দিন খামোকা দেরি করে সেই রিপোর্ট দেয়া হলো অ্যাডমিরালকে।'

'এসব আপনার অলস মনের কল্পনা, আমি বিশ্বাস করব বলে নিশ্চয়ই আশা করেন না?' মৃদু কণ্ঠে জানতে চাইল বেন হল্।

'তোমার বিশ্বাস করায় না করায় কিছু আসে যায় না। আমি শুধু বাস্তব ঘটনার বর্ণনা দিলাম। এগুলো জোড়া লাগালেই পরিষ্কার হয়ে যায় আইসল্যান্ডের কোন্ লোকটার ওপর নজর রাখার জন্যে তুমি এসেছ।'

হলের চেহারা থেকে গাম্ভীর্যের মুখোশ খসে পড়ল। 'লোকটা বলছেন কেন? মেয়েটা হতে পারে না?'

'না। কারণ ডোনা আবারা হয়তো আবারা লিমিটেড চালাতে পারে, কিন্তু ডোনা আবারাকে চালায় অসকার বিরহাম।'

একগাল হাসল বেন হল্। 'তার মানে আবার আমরা বিরহামের কাছে ফিরে এলাম?'

'মুহূর্তের জন্যেও কি তাকে আমরা ছেড়ে গিয়েছিলাম?'

'শ্রদ্ধা, আন্তরিক শ্রদ্ধা বোধ করছি আপনার প্রতি, মেজর রানা,' উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল হল্।

'কোথাও যদি ফাঁক-ফোকর থেকে থাকে, ইচ্ছে করলে সেটা পূরণ করে দিতে পারো।'

'হাজার হোক আপনি একজন বাইরের লোক, কর্তাদের তরফ থেকে নতুন কোন অর্ডার না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের অপারেশন সম্পর্কে বিশদ কিছু বলা আমার

পক্ষে সম্ভব নয়,' বলল হল্। 'তবে আপনার উপসংহার যে যুক্তিসঙ্গত, এটুকু স্বীকার করতে বাধা নেই আমার। হ্যাঁ, এন.আই.এ. ড. রিচি ব্রেয়ারের মেসেজ পিক করেছিল। কমেটের সন্ধানও আমরা পেয়েছিলাম। হ্যাঁ, আমরা সন্দেহ করছি কোন না কোন ভাবে মাইনিং সিন্ডিকেটের সাথে জড়িয়ে আছে অসকার বিরহাম। এসবই আপনার জানা, এর বেশি আপনাকে কিছু বলার অধিকার আমার নেই।'

হাসি চেপে রানা বলল, 'ধন্যবাদ।'

'সামনেই রেইকজাভিক,' ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল হল্। 'আমার সামনে একটা ব্যস্ত রাত পড়ে রয়েছে।'

'কি রকম?'

'হেডকোয়ার্টারে কালো জেটের সিরিয়াল নাম্বারটা পাঠাতে হবে। মালিকের পরিচয় হয়তো সকালের মধ্যেই বের করে ফেলবে ওরা। অনেক খেটেছেন আপনি, আশা করি মালিকের নামটা জানা গেলে বিরাট একটা ক্লু পেয়ে যাবেন।'

'কাজ আরও একটা তোমাকে দিতে পারি।'

চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল হল্।

'ছোট একটা দ্বীপ এটা, এখানে একটা হাইড্রোপ্লেন লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। নোঙর ফেলা অবস্থায় কোথায় ওটা ছিল, খোঁজ করলে নিশ্চয়ই জানা যাবে।'

'স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে ধন্যবাদ—আমার তালিকায় হাইড্রোপ্লেনের ঠিকানা জানার কাজটাও ছিল। এরপর আমি মাথা ঘামাব দক্ষিণ আমেরিকার দুটো ক্যাপিটল বিল্ডিঙের মডেল নিয়ে। সাগর থেকে ওগুলো উদ্ধার করে নিশ্চয়ই আপনি প্রতিপক্ষকে চমকে দিয়েছেন। কে জানে, ওগুলো হয়তো সাংঘাতিক দরকার ওদের। ওয়াশিংটনকে একজন মিনিয়েচার বিশেষজ্ঞ পাঠাতে অনুরোধ করব, মডেল দুটো খুঁটিয়ে পরীক্ষা করবে তারা।'

'ভেরি গুড।'

বিনয়ের সাথে জানতে চাইল হল্, 'আজ সন্ধেয় আপনার প্রোগ্রাম কি জানতে পারি, মেজর রানা?'

'জানাবার মত গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজ আমার হাতে নেই।'

'কিন্তু আমি জানি, আছে! আপনি আজ রাতে একটা কবিতা পাঠের আসরে যাচ্ছেন। আপনাকে বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করেছে অসকার বিরহাম। আইডিয়াটা বোধহয় ডোনা আবারার মাথা থেকে বেরিয়েছে।'

চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল রানার। 'বিরহাম আমাকে নিমন্ত্রণ করেছে তা তুমি জানলে কিভাবে?'

'বিজনেস সিক্রেট ফাঁস করতে রাজি নই,' মুচকি হেসে বলল হল্।

তিন

রেইকজাভিকের সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের মাথায় অসকার বিরহামের রাজকীয়

প্রাসাদ। মার্বেল পাথরের তৈরি প্রকাণ্ড গেটের মাথায় চকমক করছে মস্ত ডানা মেলা পিতলের একটা অ্যালব্যাট্রস। নিচে সাদা আর লাল ইউনিফর্ম পরা সশস্ত্র প্রহরী গেটের ভেতর কংক্রিটের বিরাট চাতাল, ম্যাট বিছিয়ে ওখানে মাঝে মধ্যে ফুটবল বা ক্রিকেট খেলাও চলে। এই মুহূর্তে চাতাল জুড়ে গাড়ির ভিড়—রোলস-রয়েস, লিংকন, মার্সিডিজ-বেঞ্জ, ক্যাডিলাক। এক ধারে একটা রাশিয়ান জিস-ও দেখা গেল। মেহগনি কাঠের ওপর অ্যালব্যাট্রস খোদাই করা দরজা, সুবেশ মেহমানরা তাদের স্ত্রীদের হাত ধরে ধীর পায়ে এগোল সেদিকে। দরজার ওপারেই দামী কার্পেট মোড়া সিঁড়ির ধাপ, সোজা উঠে গেছে মেইন সেলুন আর টেরেসে। অতিথিরা সবাই এখানে এসে ভিড় করল। সংখ্যায় তারা নব্বই জনের কম নয়। দেশী, বিদেশী সব ধরনের মানুষই আছে—যেমন তাদের পোশাক পরিচ্ছদের বাহার তেমনি তাদের চেহারার উজ্জ্বলতা, দেখেই বোঝা যায় পেটমোটা লোক এরা অর্থাৎ একদিকে যেমন অগাধ টাকার মালিক আরেক দিকে তেমনি যে যার সমাজে প্রবল প্রতাপশালী।

ইউনিফর্ম পরা বেয়ারারা ব্যস্ত, অতিথিদের রুচি আর মর্জি মাফিক তাদের হাতে পানীয়ের গ্লাস তুলে দিচ্ছে। মেয়েদের কল-কাকলি, পুরুষদের ভারী গলা পরিবেশটাকে মুখর করে রেখেছে। উপস্থিত অনেকেরই মাতৃভাষা ইংরেজী না হলেও, এরা সবাই অনর্গল ইংরেজী বলতে পারে। রাত মাত্র ন'টা, কিন্তু মেঘের আড়াল থেকে সূর্য বেরিয়ে এলেই জানালার বাইরে উজ্জ্বল রোদ দেখা যাচ্ছে। সেলুনের মাঝামাঝি জায়গায় অ্যালব্যাট্রস আকৃতির ছোট একটা মঞ্চ সাজানো হয়েছে, তার ওপর দাঁড়িয়ে আছে ডোনা আবারা, পাশে প্রকাণ্ড দৈত্য অসকার বিরহাম। ওখান থেকেই সদ্য আগত অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছে তারা।

সাদা একটা ড্রেস পরেছে ডোনা আবারা, কিনারায় সোনালি জরির কাজ। ঝলমলে সোনালি চুল বেঁধেছে মুকুটের মত করে। অপরূপ সুন্দরী লাগছে তাকে। তার পাশে অসকার বিরহাম যেন একটা প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ার। অতিথির করমর্দন করার সময় মোটা ঠোঁট জোড়া একটু ফাঁক বা প্রসারিত হচ্ছে, বাকি সময় ব্লাড-হাউন্ডের মত চেহারায় প্রকট হয়ে থাকছে নীচতা আর নিষ্ঠুরতার ভাব। এই মাত্র রাশিয়ান অতিথির সাথে করমর্দন শেষ করল সে, লম্বা একটা টেবিল দেখিয়ে সেখানে বসতে অনুরোধ করল তাকে। পরমুহূর্তে ভিড়ের মধ্যে কাকে যেন দেখতে পেয়ে জোর করা হাসিটুকু দপ করে মুছে গেল চেহারা থেকে, সামান্য একটু বড় হয়ে উঠল চোখ জোড়া। হঠাৎ করে অতিথিদের কল-গুঞ্জন স্তব্ধ হয়ে যাওয়ায় নিজের অজান্তেই টান পড়ল ডোনা আবারার পেশীতে।

সবার দৃষ্টি গিয়ে পড়েছে সিঁড়ির দিকে। সিঁড়ির মাথায় দেখা গেল দীর্ঘকায়, সুদর্শন, সুবেশ এক যুবককে। পরনে কমপ্লিট স্যুট, মুখে স্মিত হাসি। অতিথিদের সবার ওপর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিল সে। তারপর শরীরের পাশে ঝুলে থাকা ক্যামেরাটা চোখের সামনে তুলে শাটার টিপে দিল। কি এক রহস্যময় কারণে অতিথিদের অনেকেই মুখের সামনে হাত তুলে আড়াল করে ফেলল নিজেদের চেহারা।

মুহূর্তের জন্যে স্মিত হাসি মিলিয়ে গেল রানার মুখ থেকে। ধীরে ধীরে এগোল

ও, সামনে যাকে পেল তার দিকে ক্যামেরা তুলে টিপে দিল শাটার। প্রতিবাদের চাপা গুঞ্জন উঠল সেলুনের ভেতর। ইতোমধ্যে নিজেকে সামলে নিয়েছে রানা, মঞ্চের পাশে হাসি মুখে এসে দাঁড়াল ও। প্রথমে ডোনা আবারা, তারপর অসকার বিরহামের দিকে তাকাল।

'গুড ইভনিং, মিস আবারা··· মি. বিরহাম,' বলল রানা। 'আপনারা আমাকে নিমন্ত্রণ করেছেন সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ। অবসর সময়ে কবিতা আমারও মনের খোরাক। আজকের এই স্মরণীয় অনুষ্ঠানটা ক্যামেরায় ধরে রাখতে চাই···'

রানার দিকে নয়, ডোনা আবারা তাকিয়ে আছে বিরহামের দিকে। বিরহামের চেহারায় ক্রুর একটা ভাব ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। সেটা লক্ষ করে কেমন যেন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল ডোনা আবারা। রানাকে বাধা দিয়ে তাড়াতাড়ি কথা বলে উঠল সে।

'আপনি এসেছেন, আমি আর অসকার কি যে খুশি হয়েছি!'

কথা না বলে রানার দিকে মস্ত থাবা বাড়িয়ে দিল বিরহাম। বিরহামের হাতের ভেতর নিজের হাতটাকে মরা মাছের মত নিঃসাড় আর ঢিল করে দিল রানা। মুঠোর ভেতর নিয়ে সেটা পিষতে শুরু করল বিরহাম। অনেক কষ্টে চেহারা থেকে ব্যথার ভাবটা গোপন করে রাখল রানা। কিন্তু বিরহামের হাতের পেশী শক্ত, টান টান হয়ে উঠতে দেখে চঞ্চল হয়ে উঠল ডোনা আবারার চোখ।

তাড়াতাড়ি বলল সে, 'অ্যাডমিরাল আর মিস রিটা এলেন না যে?'

টেনে হাতটা ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করল রানা, শেষবারের মত কষে একটা চাপ দিয়ে সেটা ছেড়ে দিল বিরহাম। মুখে সরল হাসি টেনে বলল রানা, 'রিটা এই এল বলে। কিন্তু অ্যাডমিরাল··· কি বলব, ঠিক সুস্থ বোধ করছেন না। আজ দুপুরে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে···'

'দুর্ঘটনা?' কৃত্রিম উৎকণ্ঠা বিরহামের গলার সুরে ভাল ফুটল না। 'নিশ্চয়ই সিরিয়াস কিছু নয়, মেজর রানা?'

'না। এই একটু কেটে-ছিঁড়ে গেছে আর কি!'

'কিভাবে?' জানতে চাইল ডোনা আবারা।

'আপনাদের বোট নিয়ে আইসল্যান্ডের দক্ষিণ দিকে চলে যাই আমরা। সৈকতের ছবি আঁকছিলাম আমি, আর অ্যাডমিরাল মাছ ধরছিলেন। বেলা একটার দিকে, সব্বোনাশ, সে কি কুয়াশা! দশ হাত দূরের জিনিসও দেখতে পাই না। রেইকজাভিকে ফিরে আসার জন্যে ঘুরতে শুরু করেছি, এই সময় একটা বিস্ফোরণ।'

'বিস্ফোরণ?' চোখ বড় বড় হয়ে উঠল ডোনা আবারার।

বিরহামের নিষ্ঠুর চেহারায় সাংঘাতিক বেমানান লাগল বিস্ময়ের ভাবটা।

'প্রচণ্ড,' ডোনাকে বলল রানা। 'কুয়াশায় কিছু দেখতে পাইনি আমরা। শক ওয়েভের ধাক্কায় আমাদের হুইল হাউজের জানালার কাঁচ চুরমার হয়ে গেল। ওই কাঁচ লেগেই তো অ্যাডমিরালের চামড়া কাটল!'

'বিস্ফোরণের কারণ, মি. রানা?' ভারী গলায় জানতে চাইল বিরহাম।

'কি করে বলব!' নির্বোধের মত হাসল রানা। 'কিছু দেখতে পেলে তো! আমরা

অবশ্য তল্লাশী চালিয়েছিলাম, কিন্তু ওই রকম ঘন কুয়াশায় কিছু দেখা যায় নাকি?'

'অবাক কাণ্ড!' হিস হিস করে উঠল বিরহামের চাপা গলা। 'কিছুই দেখতে পাননি, শিওর আপনি?'

'মোর দ্যান শিওর,' বলল রানা। 'তবে, দেখতে না পেলেও, অ্যাডমিরাল ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরেছেন।'

মঞ্চের ওপর থেকে রানার দিকে ঝুঁকে পড়ল বিরহাম। 'কি রকম?'

'তাঁর ধারণা, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ফেলা কোন মাইনের সাথে একটা জাহাজের ধাক্কা লাগায় বিস্ফোরণটা ঘটে। তারপরই জাহাজটার ফুয়েল ট্যাঙ্কে আগুন ধরে যায়। লোকাল কোস্টাল পেট্রলকে রিপোর্ট করেছি আমরা। জাহাজ হারিয়েছে, কেউ এই ঘোষণা না দেয়া পর্যন্ত ওদেরও অবশ্য কিছু করার নেই।' একটা কাঁধ উঁচু করল রানা। 'হ্যাঁ, একটা অভিজ্ঞতা বটে...!' রিটাকে এগিয়ে আসতে দেখে থেমে গেল ও। 'এই যে রিটা, এদিকে...'

এতক্ষণে অনায়াসে হাসতে দেখা গেল বিরহামকে। রিটার সারা শরীরে লোভ চকচকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে মঞ্চ থেকে নেমে পড়ল সে, দু'হাত দিয়ে ধরল রিটার একটা হাত, ঝুঁকে পড়ে হাতটার পিছন দিকে আলতোভাবে চুমু খেল। বলল, 'আজ দুপুরে আপনারা একটা দুর্ঘটনার মধ্যে পড়েছিলেন, সে-কথাই আলোচনা হচ্ছিল...'

কেউ শুনতে পেল না, বিড়বিড় করে বলল রানা, 'বাস্টার্ড!' বুঝল, রিটাকে সাবধান হবার সুযোগ না দিয়ে কথা আদায়ের জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে শয়তানটা।

হাঁটু ঢাকা নীল একটা ড্রেস পরে এসেছে রিটা। গুরু নিতম্বের খাঁজ যেখানে শুরু হয়েছে মাথার পিছন থেকে সোনালি চুল সোজা নেমে গেছে সেখানে। কোমর পেঁচিয়ে রয়েছে লাল রঙের একটা ফিতে, তাতে হাত দিল রানা। আঙুলগুলো দ্রুত সরে গেল পিছন দিকে, বিরাট শিরদাঁড়ার পাশে। ড্রেসের ওপর দিয়ে রানার আঙুলের নড়াচড়া অনুভব করে মেসেজটা পেয়ে গেল রিটা। রানার চোখে চোখ রেখে মিষ্টি করে হাসল সে। তারপর তাকাল বিরহামের দিকে।

'বিস্ফোরণের পর কি ঘটেছিল কিছুই বলতে পারব না,' চেহারায় আতঙ্কের ভাব ফুটিয়ে তুলে বলল রিটা। 'গ্যালিতে ছিলাম, বিস্ফোরণের ধাক্কায় ছিটকে পড়লাম, তারপর ঘণ্টা দেড়েক হুঁশ ছিল না। রেইকজাভিকের দিকে ফেরার সময় চোখ খুলে দেখি থরথর করে কাঁপছে রানা...'

বিরহামের চেহারা কালো হয়ে উঠল। এক হাতে রিটার কোমর জড়িয়ে ধরে কাছে টানল রানা, বলল, 'এসো, রিটা। কাব্যিক পরিবেশটা ঘুরে ফিরে দেখা যাক।' কেউ কিছু বলার আগেই রিটাকে নিয়ে মঞ্চের সামনে থেকে সরে এল ও। সামনে পথরোধ করে দাঁড়াল একজন বেয়ারা, হাতে ট্রে, তাতে নানা ধরনের পানীয়। দু'জনের জন্যেই বিয়ার নিল রিটা। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গল্প-গুজব করছে মেহমানরা। সেলুনের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে চলে এল ওরা, সেখান থেকে টেরেসে। যে-কোন পার্টিতে সহজেই নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে রানা, কিন্তু আজকের এই পার্টিটা কেমন যেন বিদঘুটে লাগল ওর কাছে। হোস্ট হিসেবে বিরহামের দায়িত্ব ছিল অতিথিদের সাথে রানা আর রিটার পরিচয় করিয়ে দেয়া, সম্ভবত ইচ্ছে করেই দায়িত্বটা এড়িয়ে গেছে সে। গোটা পরিবেশে কেমন যেন

একটা আড়ষ্ট ভাব, কিন্তু কারণটা ঠিক বুঝে উঠতে পারল না রানা। এ-ধরনের বিদেশী পার্টিতে সাধারণত যা দেখা যায় এখানেও তাই দেখা গেল। সব ধরনের অতিথির সমাগম ঘটেছে। কেউ ম্রিয়মাণ, কিছুতেই হাসবে না বলে পণ করে বসে আছে। অনেকেই শুধু মদ গিলে মাতাল হবার জন্যে এসেছে। আবার কেউ কেউ বিগলিত হয়ে যাকে সামনে পাবে তারই প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠার জন্যে এসেছে। কিছু লোকের সাথে যেচে পড়ে আলাপ করল ওরা। সবাই ভাল ইংরেজী বলতে পারে। ভদ্রতা দেখাতে কেউ কার্পণ্য করল না। এই সময়, হঠাৎ করে, আড়ষ্টতার কারণটা উপলব্ধি করতে পারল রানা। রিটার দিকে ঝুঁকে পড়ে তার কানের কাছে মুখ নামিয়ে নিচু গলায় বলল, 'আমরা যে এখানে অবাঞ্ছিত, বুঝতে পারছ সেটা?'

'কি বলছ!' চোখে কৌতূহল নিয়ে রানার দিকে তাকাল রিটা। 'আমার তো সবাইকেই বেশ ফ্রেন্ডলি মনে হচ্ছে...'

'হ্যাঁ, কেউ মুখ ভেঙাচ্ছে না বটে, সবাই সবিনয়ে হাসছে—কিন্তু বিনয় আর হাসিটা যে জোর করা, ধরতে পারছ না?'

'তুমি বুঝি ধরতে পারছ? কিভাবে শুনি?'

'আন্তরিক হাসি দেখলেই আমি চিনতে পারি। এখন পর্যন্ত কারও মুখে দেখিনি সেটা। আমরা যেন এখানে শিডিউল কাস্ট। খেতে দেয়া যায়, কথা বলা যায়, কিন্তু ছোঁয়া যায় না।'

'সেজন্যে বোধ হয় তোমার ক্যামেরাটা দায়ী,' বলল রিটা।

অবাক দেখাল রানাকে। 'কিভাবে বুঝলে?'

'লক্ষ করছি, প্রায় সবাই চোরা চোখে তাকাচ্ছে ওটার দিকে।'

সেলুনে ঢুকে অতিথিদের ছবি তোলার সময় কি ঘটেছিল সংক্ষেপে সেটা বর্ণনা করল রানা। শুনে রিটা বলল, 'কেউ যদি মুখ ঢেকে থাকে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। অপরিচিত একজন লোক ছবি তুলবে, অনেকেই সেটা পছন্দ করে না।'

'শুধু পছন্দ করে না, নাকি অন্য কোন কারণ আছে?'

'আর কি কারণ থাকতে পারে?'

'সেটাই জানতে হবে আমাকে,' মুচকে হাসল রানা।

রানা থামতেই ওর একটা হাত চেপে ধরল রিটা। মুখের চেহারায় বিস্ময় ফুটে উঠল। রানার দিকে নয়, তাকিয়ে আছে আরেক দিকে।

'কি হলো?' রিটার দৃষ্টি অনুসরণ করে ডান দিকে তাকাল রানা।

'ওদিকে দু'জন ভদ্রলোককে দেখতে পাচ্ছ, পিয়ানোর পাশে?'

ভদ্রলোক দু'জনের দিকে ভাল করে তাকাল রানা। একজন ছোটখাট, গোলগাল, মাথায় চকচকে টাক। আরেক ভদ্রলোক রোগা পাতলা, লম্বা, সুন্দর করে ছাঁটা সাদা দাড়ি। ভদ্রলোকের মাথায় রূপালি চুল, কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসেছে। সব মিলিয়ে চেহারায় হার্ভার্ড প্রফেসরের একটা ভাব। রিটার দিকে ফিরে কাঁধ ঝাঁকাল রানা।

'দেখলাম।'

'সে কি। চিনতে পারোনি?'

উত্তর দিতে এক মুহূর্ত দেরি করল রানা। 'না।'

সবজান্তার ভঙ্গি করে হাসল রিটা। 'বোঝা গেল, নিউ ইয়র্ক টাইমসের সোসাইটি পেজগুলো তুমি পড়ো না। ওরা কারা, জানো? দুনিয়ার সবচেয়ে ধনীদের তালিকায় ওদের নাম আছে...'

'তাই?' হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল রানা। 'নাম?'

'টাক মাথা ভদ্রলোক ব্রুনোফন টিল। লম্বা, দাড়ি, রুপোর মত চুল—উনি জেরোমি এল. ফাইন।'

'ঠিক জানো? ভুল করছ না তো?'

'উঁহুঁ, প্রশ্নই ওঠে না,' জোর দিয়ে বলল রিটা। 'এর আগে প্রেসিডেন্টের অভিষেক অনুষ্ঠানে ফাইনকে দেখেছি আমি।'

'চারদিকে ভাল করে তাকাও,' ফিস ফিস করে বলল রানা। 'দেখো আর কাউকে চিনতে পারো কিনা।'

মেইন সেলুনে যারা রয়েছে ধীরে ধীরে তাদের ওপর চোখ বুলাতে শুরু করল রিটা। রিটার চোখের দিকে তাকিয়ে লক্ষ করল রানা, একবার নয়, মাঝ পথে তিন তিনবার আটকে গেল তার দৃষ্টি। 'ওই যে, তেকোনা একটা গ্লাস হাতে নিয়ে সোফায় বসে পা দোলাচ্ছেন বুড়ো ভদ্রলোক, উনি স্যার আলবার্ট কাপলান। পাশে বসা সুন্দরীটা নামকরা ব্রিটিশ অভিনেত্রী, ডরোথি...'

'মেয়েদের বাদ দাও...'

'আর যাকে চেনা চেনা লাগছে, এই মাত্র ভেতরে ঢুকল, কথা বলছে বিরহামের সাথে—স্মরণশক্তি বেঈমানী না করলে লোকটা যে অস্ট্রেলিয়ার কোল টাইকুন জ্যাক ফর্ক তাতে কোন সন্দেহই নেই।'

'ব্যাপারটা কি? বিলিওনিয়রদের তুমি চেনো কিভাবে?'

বিস্মিত দেখাল রিটাকে। কৌতুক নেচে উঠল তার চোখে। 'জানো না বুঝি? এই করেই তো আইবুড়ো মেয়েদের অবসর কাটে! কোটিপতিদের পরিচয় জানা, চেহারা মনে রাখা! কে বলতে পারে কবে কার সাথে দেখা হয়ে যায়! ভাগ্যের চাকা ঘুরতেও তো পারে।'

'ঘুরেছে।'

'মানে? কি বলছ?'

'কোটিপতিদের সাথে তোমার দেখা হয়েছে, তুমি তাঁদেরকে চিনতেও পেরেছ,' মুচকি হেসে বলল রানা, 'তারা তোমার পাণি গ্রহণ করবেন কিনা জানি না, কিন্তু আমরা একটা সূত্র পেয়ে গেছি।'

'কি রকম?'

'কবিতা পাঠের আসর, এটা আসলে একটা কাভার,' বলল রানা। 'এর আড়ালে বিরহামের সাথে জড়িত কোটিপতিরা কোন একটা মতলবে মিলিত হয়েছে।'

অবাক হয়ে রানার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল রিটা, কিন্তু সে কিছু বলার আগেই তাকে টেনে নিয়ে এল রানা টেরেসের নির্জন কোণে। দূর থেকে অতিথিরা লক্ষ করছে ওদেরকে। কিন্তু চোখাচোখি হলেই ফিরিয়ে নিচ্ছে দৃষ্টি। কারও আচরণের মধ্যে ঘৃণা বা অসন্তোষের ভাব নেই, কিন্তু সবাই যেন রানাকে এড়িয়ে

যেতে পারলে বাঁচে। অদ্ভুত একটা অস্বস্তি অনুভব করল রানা। উপলব্ধি করতে শুরু করল, বিরহামের এই পার্টিতে না আসলেই ভাল হত। অতিথিরা কে কি বলছে শুনতে পাচ্ছে না রানা, কিন্তু পরিষ্কার আঁচ করতে পারছে ওকে নিয়েই আলোচনা করছে সবাই। ও যেন একটা গিনিপিগ, জরুরী একটা এক্সপেরিমেন্ট চালানো হবে ওর ওপর, বাকি সবাই যেন বিজ্ঞানী, এক্সপেরিমেন্টের ফলাফল কি হবে তাই নিয়ে আলাপ করছে নিজেদের মধ্যে। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল রানা, এখানে আর এক মুহূর্ত থাকা নয়। কোন একটা অজুহাত দেখিয়ে কেটে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

রিটার হাত ধরে এগোবে, এই সময় ওদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল ডোনা আবারাকে। সোজা এগিয়ে এসে রিটার একটা হাত ধরল সে। বলল, 'এবার আপনারা স্টাডিতে গিয়ে বসবেন। অনুষ্ঠান শুরু হতে আর বেশি দেরি নেই।'

'কে পড়বেন?' জানতে চাইল রিটা।

চেহারাটা উজ্জ্বল করে তুলে ডোনা আবারা বলল, 'অবশ্যই অসকার।'

রানার হাত ধরে স্টাডির দিকে টেনে নিয়ে চলল রিটা। বাকি সবাইও দলবেঁধে সেদিকে এগোতে শুরু করেছে, রিটাকে সাবধান করে দেবার কোন সুযোগই পেল না রানা। বিপদটা কি ধরনের, কিভাবে আসছে সে সম্পর্কে কোন ধারণা নেই ওর নিজেরও। কিন্তু অন্তরের অন্তস্তল থেকে জানে—আসছে।

ডায়াসের চারদিকে গোল করে সাজানো হয়েছে আর্মচেয়ার। বেশ বড় স্টাডিরুম, এরই মধ্যে ভরে গেছে। পিছনের সারিতে দরজার কাছে দুটো সীট খালি দেখে বসল ওরা। তেমন পরিস্থিতি দেখা দিলে পালাবার একটা সুযোগ নেয়া যাবে, ভাবল রানা। কিন্তু খানিক পরই ওকে নিরাশ করে দিয়ে একজন উর্দিপরা বেয়ারা দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে তাতে তালা লাগিয়ে দিল।

এরপর ধীরে ধীরে কমে এল আলো। এক সময় অন্ধকার হয়ে গেল স্টাডিরুম। সিলিং থেকে নেমে এল লালচে-কমলা রঙের দুটো স্পটলাইটের উজ্জ্বল ফোকাস, দেখা গেল ডায়াসের ওপর সেই আলোর বৃত্তের ভেতর দাঁড়িয়ে অপরূপ সুন্দরী ডোনা আবারা।

প্রায় দশ সেকেন্ড নিঃসাড় পাথরের গড়া মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকল ডোনা। দর্শকরা সবাই তাকে দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু গাঢ় অন্ধকারে দর্শকদের কাউকে দেখতে পাচ্ছে না সে। ধীরে ধীরে রহস্যের ছোঁয়া মাখা একটুকরো হাসি ফুটল তার ঠোঁটে। দর্শকদের উদ্দেশে মাথা নোয়াল সে, তারপর কথা বলতে শুরু করল।

'সম্মানিত সুধীবৃন্দ। আমাদের হোস্ট, মি. অসকার বিরহাম আজ তার লেটেস্ট রচনা পাঠ করে আমাদের আনন্দ দান করবেন। আমাদের প্রিয় ভাষা, আইসল্যান্ডের ভাষায় কবিতাটি পড়বেন তিনি। তারপর, যেহেতু অতিথিদের প্রায় সবাই ইংরেজী বোঝেন, আধুনিক আইরিশ কবি সীন ম্যাগীর কাব্য থেকে নির্বাচিত কিছু কবিতাও তিনি পাঠ করে শোনাবেন।'

ডায়াস থেকে নেমে গেল ডোনা আবারা। প্রায় সাথে সাথে সেখানে উঠে এল প্রকাণ্ডদেহী অসকার বিরহাম।

কবিতা শুনতে শুনতে নিজের অজান্তেই ঘুমিয়ে পড়ল রানা। বোধ হয় পাঁচ মিনিটের বেশি ঘুমায়নি ও, কিন্তু এরই মধ্যে জনা কয়েক পরিচিতা মেয়েকে স্বপ্নে দেখল।

স্বপ্নের মধ্যে আবার সেই সৈকতে ফিরে গেল রানা। ড. করিডনের মাথাটা কোলে নিয়ে বসে আছে। শূন্য দৃষ্টি মেলে রানার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে ড. করিডন, কথা বলার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না। তারপর, মাত্র তিনটে শব্দ বেরিয়ে এল তার গলা থেকে। যার কোন অর্থ বুঝল না রানা। কিন্তু শব্দ তিনটে উচ্চারণ করতে পেরে কালো মেঘের ছায়াটা সরে গেল ড. করিডনের চেহারা থেকে। একই স্বপ্ন বার বার দেখল বটে রানা, কিন্তু একটার সাথে আরেকটা পুরোপুরি মিল খুঁজে পেল না ও। ড. করিডন অবশ্য প্রতিবারই মারা গেলেন, কিন্তু আনুষঙ্গিক আর সব কিছু প্রতিবার অন্যরকম দেখতে পেল রানা। একবার দেখল, সৈকতে ছেলেদের একজনও নেই, আরেকটা স্বপ্নে তাদের প্রত্যেককে দেখতে পেল। কালো জেট প্লেনটাকে বেশ অনেক বার দেখল। ডানা কাত করে দিয়ে স্যালুট করছে। অপ্রত্যাশিত একটা আচরণ। এমন কি একটা দৃশ্যে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনকেও দেখতে পেল রানা। ওর আর ড. করিডনের সামনে দাঁড়িয়ে বিষণ্ন ভঙ্গিতে এদিক ওদিক মাথা নাড়ছেন। আবহাওয়া, সৈকতের আকার-আকৃতি, সাগরের রঙ—প্রতিবার বদলে গিয়ে এক এক বার এক এক রকম দেখতে হলো। শুধু একটা জিনিস কোনবারই বদলাল না—ড. করিডনের শেষ তিনটে শব্দ। গড সেভ দি।

তুমুল করতালি। ঘুম ভেঙে গেল রানার। চোখ পিট পিট করে তাকাল ও। চারদিক অন্ধকার, শুধু ডায়াসে আলো রয়েছে। বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে অসকার বিরহাম, বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে দর্শকদের উচ্ছ্বাস আর হাততালি উপভোগ করছে সে। হঠাৎ জ্বলে উঠল সব আলো। একটা হাত তুলে সবাইকে চুপ করতে ইশারা করল বিরহাম।

'আপনারা অনেকেই জানেন, কবিতা মুখস্থ করা আমার একটা হবি। নিজের ঢাক নিজে পেটাতে চাই না, তবু সবিনয়ে দাবি করতে চাই, ইংরেজীতে এমন কোন বিখ্যাত কবির কবিতা নেই যা আমি মুখস্থ করিনি। ইচ্ছে করলে আপনারা আমাকে পরীক্ষা করতে পারেন।' দর্শকদের উদ্দেশে একটা চোখ টিপল বিরহাম। 'তাতে আমার সুনাম আরেকটু বাড়বে, এবং সুনাম জিনিসটা আমি কখনও হাতছাড়া করতে রাজি নই। যে-কোন কবিতার যে-কোন অংশ বলতে পারেন আপনারা, আমি বাকি পংক্তিটা শেষ করব। যদি চান, পুরো কবিতাটাও মুখস্থ বলে দেব। পংক্তিটা যদি শেষ করতে না পারি, আপনাদের পছন্দ করা যে-কোন সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে দু'লক্ষ মার্কিন ডলার চাঁদা দেব আমি।' দর্শকদের মধ্যে চাপা গুঞ্জন উঠল। সবাই চুপ না করা পর্যন্ত অপেক্ষা করল সে, তারপর আবার বলল, 'এবার আমরা শুরু করতে পারি, কেমন? কে আমার স্মরণশক্তিকে প্রথম চ্যালেঞ্জ করছেন?'

সবার আগে উঠে দাঁড়ালেন স্যার আলবার্ট কাপলান। 'গুড দি গার্ডিয়ান ফ্রেন্ড অর মাদার···এটা দিয়ে শুরু করো দেখি?'

হাসি মুখে প্রকাণ্ড মাথাটা ঝাঁকাল বিরহাম। 'টেল দি উম অভ উইলফুল ওয়েস্ট,

স্কর্ন দেয়ার কাউন্সেল, স্কর্ন দেয়ার পদার, ইউ ক্যান হ্যাঙ অর ড্রাউন অ্যাট লাস্ট!' একটু থেমে দর্শকদের বিস্মিত প্রতিক্রিয়া লক্ষ করল সে। 'স্যামুয়েল জনসনের লেখা, কবিতার নাম ওয়ান অ্যান্ড টোয়েনটি।'

স্যার কাপলান মাথা নুইয়ে পরাজয় স্বীকার করলেন। 'হ্যাঁ, ঠিক।'

এরপর নিজের সীটু ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন জেরোমি এল. ফাইন। 'বাকি অংশটা শেষ করো, তারপর নাম বলো লেখকের। "নাউ অল মাই ডেজ আর ট্র্যান্সেস অ্যান্ড অল মাই নাইট ড্রিমস..." পারবে তো?'

জেরোমি এল. ফাইন থামার আগেই শুরু করল বিরহাম, 'আর হোয়্যার দাই গ্রে আই গ্লান্সেস, অ্যান্ড হোয়্যার দাই ফুটস্টেপ গ্লীমস—ইন হোয়াট ইথীরিয়্যাল ডান্সেস, বাই হোয়াট ইটারন্যাল স্ট্রীমস! এডগার অ্যালান পো-র লেখা ওয়ান ইন প্যারাডাইস।'

'ধন্যবাদ, বিরহাম।' দর্শকদের তুমুল করতালি ছাপিয়ে উঠল জেরোমি এল. ফাইনের কণ্ঠস্বর। 'তোমার তুলনা মেলা ভার।'

কামরার চারদিকে চোখ বুলাল বিরহাম, ধীরে ধীরে অদ্ভুত নিষ্ঠুর একটুকরো হাসি ফুটে উঠছে তার চেহারায়। রানার সাথে চোখাচোখি হতে হাসিটা আরও বড়, আরও কুৎসিত হয়ে উঠল। 'আপনিও কি আমার শক্তি পরীক্ষা করতে চান, মি. রানা?'

এক মুহূর্ত চুপ করে থাকল রানা। তারপর বিরহামের চোখে চোখ রেখে বলল, 'কিন্তু আমি আপনাকে তিনটের বেশি শব্দ বলতে পারব না।'

'আপনার চ্যালেঞ্জ আমি গ্রহণ করলাম,' সগর্বে বলল বিরহাম। 'তিনটে শব্দই আমার জন্যে যথেষ্ট।'

'গড সেভ দি,' খুব আস্তে আস্তে উচ্চারণ করল রানা, যেন ওর জানা এর পরের শব্দগুলো মুখ ফস্কে বেরিয়ে না পড়ে।

হেসে উঠল বিরহাম। 'হেরে গেলেন, মি. রানা। আপনার দুর্ভাগ্য, আমার সবচেয়ে প্রিয় কবিতাটাকে আপনি বেছে নিয়েছেন।' হাসছে বটে বিরহাম, কিন্তু তার গলার সুরে ঘৃণার ভাবটুকু এখন আর লুকানো কোন ব্যাপার নয়। দর্শকরা সবাই সেটা টেরও পেল। শুরু করল বিরহাম, 'গড সেভ দি, এনশেন্ট মেরিনার, ফ্রম দা ফাইয়েন্ডস্, দ্যাট প্লেগ দি দাস। হোয়াই লুক'স্ট্ দাউ সো? উইথ মাই ক্রসবো আই শট দা অ্যালব্যাট্রস। দি সান নাউ রোজ আপন দা রাইট। আউট অভ দা সী কেইম হী, স্টিল হিড ইন মিস্ট, অ্যান্ড অন দা লেফট ওয়েন্ট ডাউন ইন টু দা সী। অ্যান্ড দা গুড সাউথ উইন্ড স্টিল ব্লিউ বিহাইন্ড, বাট নো সুইট বার্ড ডিড ফলো, নর এনি ডে ফর ফুড অর প্লে কেইম টু দা মেরিনারস' হলো। অ্যান্ড আই হ্যাড ডান এ হেলিশ থিঙ, অ্যান্ড ইট উড ওয়র্ক দেম ঔ। ফর অল অ্যাভার'ড আই হ্যাড কিল্ড দা বার্ড দ্যাট মেইড দা ব্রীজ টু ব্লো।' এরপর হঠাৎ থেমে গেল বিরহাম, চোখে কৌতূহল নিয়ে তাকাল রানার দিকে। 'আর আউড়ে লাভ কি! উপস্থিত সবাই এখানে জানেন এটা স্যামুয়েল টেইলর কোলরিজের কবিতা, নাম দি রাইম অভ দা এনশেন্ট মেরিনার।'

নিঃশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এল রানার, হঠাৎ করে যেন চোখের সামনে থেকে

সরে গেছে কালো একটা পর্দা। আগে জানত না, এমন একটা ব্যাপার এখন জানে ও। অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়েছিল, অপ্রত্যাশিত একটা উত্তর পেয়ে গেছে। ড. করিডনের দুঃস্বপ্ন এখন আর ওর ঘুমের বিঘ্ন ঘটাবে না।

সন্তুষ্টির এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটে। 'ধন্যবাদ, মি. বিরহাম এই রকম আশ্চর্য স্মরণশক্তি নিশ্চয়ই আপনার স্বার্থ রক্ষা করে।'

ক্ষীণ একটু ব্যঙ্গ ছিল রানার সুরে, সেটা টের পেয়ে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করল বিরহাম। রানার হাসিটাও ভাল লাগল না তার।

চার

আরও আধ ঘণ্টা পর কবিতা পাঠের আসর শেষ হলো। সেই সাথে খুলে দেয়া হলো দরজাগুলো। অতিথিরা সবাই বেরিয়ে এল মেইন সেলুনে। প্রায় সাথে সাথে শুধু মেয়েদেরকে পথ দেখিয়ে ডেকে নিয়ে যাওয়া হলো টেরেসে, ওখানে তাদের জন্যে পানীয় এবং হালকা নাস্তার আলাদা ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুরুষদের অনুরোধ করা হলো তারা যেন সবাই ট্রফি রুমে চলে আসে, ওখানে গলা ভেজাবার জন্যে একশো বছরের পুরানো ব্র্যান্ডি এবং ধূমপানের আয়োজন করা হয়েছে।

একটা সিলভার কেসে সাজিয়ে নানা ধরনের সিগার নিয়ে আসা হলো ট্রফি রুমে। প্রত্যেক অতিথির সামনে থামল বেয়ারা, অতিথিরা যে যার রুচি এবং পছন্দ মত বেছে নিল একটা করে। শুধু রানার সামনে থামল না বেয়ারা।

একটা সিলভার ট্রের ওপর অনেকগুলো মোমবাতি জ্বলছে, সেটার চারদিকে ভিড় করল অতিথিরা। সবাই যে যার সিগার মোমের আগুনে সেঁকে গরম করে নিল। এক কোণ থেকে ট্রলি নিয়ে এগিয়ে এল বেয়ারারা, প্রত্যেক ট্রলিতে একশো বছরের পুরানো ব্র্যান্ডি। এবারও শুধু রানাকে বাদ দিয়ে প্রত্যেক অতিথির সামনে থামল ট্রলি।

বিরহাম আর নিজেকে বাদ দিয়ে গুনল রানা, ট্রফি রুমে বত্রিশ জন লোক রয়েছে। কামরার একধারে প্রকাণ্ড একটা ফায়ারপ্লেস, ভেতরে গনগনে আগুন, তার সামনে জড় হয়েছে সবাই। একটু দূরে একা দাঁড়িয়ে আছে রানা। ওর উপস্থিতি সম্পর্কে কামরার কেউ যেন এক বিন্দু সচেতন নয়। রানা যেন কায়াহীন ছায়াহীন অশরীরী একটা ভূত, কেউ দেখতেই পাচ্ছে না।

পিঠে একটা খোঁচা অনুভব করল রানা। স্পর্শটা পাওয়া মাত্র বুঝে নিল, শিরদাঁড়ায় ঠেকে রয়েছে একটা গান ব্যারেলের মুখ। চেহারায় কোন পরিবর্তন ঘটল না রানার, রিভলভারটা কে ধরে আছে দেখার জন্যে ঘাড় ফেরাবারও কোন তাগিদ অনুভব করল না ও।

রানার সামনে চলে এল বিরহাম। কদর্য চেহারায় চাপা উত্তেজনা। তাকিয়ে আছে রানার পিছন দিকে। 'ডোনা!' অভিযোগের সুরে বলল সে, 'এখুনি কেন? আরও বিশ মিনিট পর আসার কথা তোমার!'

মনোগ্রাম করা লিনেনের একটা রুমাল বের করে ভুরু আর জুলফি জোড়া মুছলেন ব্রুনো ফন টিল, সাথে সাথে ঘামে ভিজে গেল রুমালটা। সেটার দিকে চিন্তিতভাবে তাকিয়ে থেকে জানতে চাইলেন, 'সাথে একটা মেয়েকে নিয়ে এসেছিল ও, তার ব্যবস্থা করা হয়েছে?'

'রিটা অ্যালেন বেশ আরামেই আছে,' পিছন থেকে রানার সামনে চলে এসে বলল ডোনা আবারা। 'তাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করার দরকার নেই।' রানার চোখ থেকে মুহূর্তের জন্যেও দৃষ্টি সরাল না সে।

ডোনা আবারার পাশে এসে দাঁড়াল বিরহাম। রিভলভারটা নিজের হাতে নিয়ে বলল, 'আগ্নেয়াস্ত্র আর সুন্দরী মেয়ে, একসাথে মানায় না। আমাদের অতি চালাক মেজরকে পাহারা দেবার জন্যে একজন পুরুষ মানুষ দরকার।'

'আমি কিন্তু ব্যাপারটা দারুণ উপভোগ করছিলাম!' প্রতিবাদের সুরে বলল ডোনা। 'কারও দিকে রিভলভার তাক করে থাকা, সাংঘাতিক থ্রিলিঙ! কতদিন পর যাও বা একটা সুযোগ পেলাম, তুমি সেটা কেড়ে নিলে!'

ধীর-স্থির, ভারী একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'আর দেরি করে লাভ কি? এমনিতেই আমাদের হাতে সময় কম। কাজ শুরু করে দিলেই তো হয়...' ভদ্রলোক অস্ট্রেলিয়ান কোটিপতি জ্যাক ফর্ক।

তাকে একরকম ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দিল বিরহাম। 'ব্যস্ত হবেন না। সময় মত হবে সব।'

বেঁটে খাটো একজন রাশিয়ান, মাথায় শজারুর কাঁটার মত ক'গাছি চুল, একটু খুঁড়িয়ে এগিয়ে এল। বিরহামের সামনে দাঁড়াল সে, পেশল হাত দুটো কোমরে তুলে বলল, 'আশা করি আপনি একটা ব্যাখ্যা দিয়ে আমাদের কৃতার্থ করবেন, মি. বিরহাম। কেন এই লোকটার সাথে,' ইঙ্গিতে রানাকে দেখাল সে, 'ক্রিমিন্যালের মত আচরণ করা হচ্ছে? আমাকে এবং আরও কিছু লোককে আপনি বলেছেন, লোকটা নাকি একজন সাংবাদিক, তাই ওর সাথে মন খুলে কথা বলা উচিত হবে না। অথচ ওকে আপনি মেজর বলে সম্বোধন করছেন। ব্যাপারটা কি জানতে পারি?'

ঝাড়া দশ সেকেন্ড লোকটার দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকল বিরহাম। তারপর হাতের গ্লাসটা নামিয়ে রেখে টেলিফোন সেটের গায়ে সাজানো অনেকগুলো বোতামের একটায় পর পর দু'বার চাপ দিল। রিসিভারটা তুলল না সে, গ্লাসটা আবার তুলে নিয়ে অলস ভঙ্গিতে চুমুক দিল তাতে। ধীরে ধীরে রহস্যময় একটুকরো হাসি ফুটে উঠল তার ঠোঁটে। বলল, 'উত্তরটা পরে শুনবেন, কমরেড ডেভিড রুস্তভ। তার আগে দয়া করে একবার যদি নিজের পিছন দিকে তাকান, খুশি হই।'

দ্রুত ঘুরল রুস্তভ। তার দেখাদেখি বাকি সবাইও। কিন্তু রানার পিছনে ফেরার দরকার হলো না। বিরহামের মাথার পাশ দিয়ে কামরার আরেক প্রান্তে চলে গেল ওর দৃষ্টি। একটা স্ক্রীনের আড়াল থেকে এই মাত্র বেরিয়ে এসেছে কালো আলখেল্লা পরা আট-দশ জন ভয়াল-দর্শন লোক। আলখেল্লার বাইরে শুধু মুখগুলো দেখা যাচ্ছে। নিষ্ঠুর, জল্লাদের চেহারা। প্রত্যেকের হাতে একটা করে এ-আর সেভেনটিন অটোমেটিক রাইফেল, দু'হাত দিয়ে ফায়ারিং পজিশনে ধরে আছে।

ভিড় ঠেলে বিরহামের সামনে এসে দাঁড়ালেন আরেকজন ভদ্রলোক। সত্তর-

বাহাত্তর বছর বয়স, কাঁধ দুটো নিটোল, বিরাট বপু, দৃষ্টিতে ছুরির ধার। খপ করে জেরোমি এল. ফাইনের একটা হাত ধরে ফেললেন তিনি। তারপর উঁচু গলায় কৈফিয়ৎ চাওয়ার সুরে বললেন, 'এসব কি ঘটছে এখানে, জেরোমি? তুমিই আমাকে নিয়ে এসেছ এই পার্টিতে, উত্তরটা নিশ্চয়ই তোমার জানা আছে?'

'অবশ্যই!' কথাটা জোর দিয়ে বলার চেষ্টা করলেও, জেরোমি এল. ফাইনের চেহারায় বিষাদ মলিন একটা ভাব ফুটে উঠল। ধীরে ধীরে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন তিনি।

অত্যন্ত ধীরে ধীরে, প্রায় সবার অজান্তে, জেরোমি এল. ফাইন ব্রুনো ফন টিল, স্যার আলবার্ট কাপলান, বিরহাম এবং আরও আটজন লোক ফায়ার প্লেসের আরেক ধারে সরে গেল। এধারে রয়ে গেল রানা এবং বাকি অতিথিরা। রানা লক্ষ করল, আলখেল্লা পরাদের রাইফেল ওর দলের দিকে তাক করা রয়েছে দেখে দলের সবার মুখ অবিশ্বাস আর আতঙ্কে ঝুলে পড়ল।

'উত্তরটা শোনার জন্যে আমি অপেক্ষা করছি, জেরোমি!' সত্তর বছরের বিরাট বপু থমথমে গলায় স্মরণ করিয়ে দিলেন এল. ফাইনকে।

চেহারা দেখে মনে হলো জেরোমি এল. ফাইন শোকে কাতর হয়ে পড়েছেন। পাশে দাঁড়ানো স্যার কাপলানের দিকে তাকালেন তিনি, তারপর আরেক পাশে দাঁড়ানো ফন টিলের দিকে ফিরলেন। দু'জনেই মাথা নেড়ে সায় দেবার ভঙ্গি করল তারা।

'আপনারা কেউ ইমমর্টাল লিমিটেডের নাম শুনেছেন?' কাঁধে ঝুলে পড়া রূপালি চুল নেড়ে জানতে চাইলেন এল. ফাইন।

নিস্তব্ধতা জমাট বাঁধল কামরার ভেতর। কেউ নড়ল না, কেউ জবাব দিল না। ঠাণ্ডা মাথায় পালাবার সম্ভাবনা বিবেচনা করছিল রানা, কিন্তু সেটা আত্মহত্যার সামিল হবে বুঝতে পেরে হতাশ বোধ করল ও। তবু হাল ছাড়ল না, গার্ড এবং বন্ধ দরজাগুলোর দিকে সারাক্ষণ একটা চোখ রাখল ও।

'ইমমর্টাল লিমিটেড,' আবার মুখ খুললেন এল. ফাইন, 'একটা আন্তর্জাতিক সংগঠন, কিন্তু কোন স্টক এক্সচেঞ্জে এর সন্ধান আপনারা পাবেন না। কারণ অন্য সব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন ব্যবস্থার সাথে এর প্রশাসন ব্যবস্থার কোন মিল নেই। এই সংগঠনের অপারেশন সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা দেবার সময় হাতে নেই, তাই আমি শুধু আপনাদের জানাতে চাই, দক্ষিণ এবং মধ্য আমেরিকার ওপর দখল এবং অধিকার কায়েম করাই ইমমর্টালের প্রধান লক্ষ্য।'

'উদ্ভট, অসম্ভব!' দীর্ঘদেহী একজন লোক হাত ছুঁড়ে বলল, গলার সুরে ফরাসী ভাষার টান। 'আপনি প্রলাপ বকছেন।'

'হ্যাঁ, স্বীকার করি—উদ্ভট, অসম্ভব,' শান্ত সুরে বললেন জেরোমি এল. ফাইন। 'কিন্তু সেই সাথে বলতে চাই, অসম্ভবকে সম্ভব করার গুরু দায়িত্বই নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছি আমরা।'

'আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে ব্যবসা নয়, রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের উন্মত্ত নেশায় পেয়ে বসেছে আপনাদের...'

শান্তভাবে এদিক ওদিক মাথা নাড়লেন এল. ফাইন। 'উন্মত্ততা, হ্যাঁ। কিন্তু

স্বার্থপর অমানবিক উদ্দেশ্য চরিতার্থের জন্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল, না।' তাঁর সামনে দাঁড়ানো বন্দীদের দিকে এক এক করে তাকালেন তিনি। সবার চেহারায় অবিশ্বাস আর স্তম্ভিত বিস্ময় ফুটে আছে।

'আমি, জেরোমি এল. ফাইন,' আবার শুরু করলেন, 'সারা জীবন ব্যবসা করে দু'বিলিয়ন ডলার কামিয়েছি। ঠিক?'

কেউ প্রতিবাদ জানাল না। সবাই জানে, এল. ফাইনের সারা জীবনের রোজগার দু'বিলিয়ন ডলারের চেয়ে বেশি হবে তো কম নয়। যখনই ওয়াল স্ট্রীট জার্নালে দুনিয়ার সবচেয়ে ধনী একশো জনের তালিকা ছাপা হয়, সব সময় এল. ফাইনের নাম প্রথম কয়েক জনের মধ্যে থাকে।

'ধনী হলে তার কাঁধে ভয়ঙ্কর দায়িত্ব থাকে। আমার কথাই ধরুন, প্রায় দু'লক্ষ লোক তাদের রুটি-রুজির জন্যে আমার ওপর নির্ভর করে। কাল যদি আমার আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়ে যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত অসংখ্য কল-কারখানায় তালা পড়বে, হাজার হাজার কর্মী আর শ্রমিক বেকার হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে। আমার সাবসিডিয়ারি কোম্পানীগুলোর ওপর নির্ভর করে অন্যান্য আরও পনেরোটা দেশের অর্থনীতি, সেই অর্থনীতিও প্রচণ্ড এক ধাক্কা খাবে, তাতে সরকার পতনের মত অঘটনও ঘটতে পারে। বলতে চাইছি, প্রচুর টাকা এবং সম্পদ আছে আমার। কিন্তু আরেক সেন্সে এই টাকা এবং ক্ষমতার কোনই ভ্যালু নেই।' নিজের দলের লোকদের দিকে একে একে তাকালেন তিনি। তারপর আবার বললেন, 'আমার সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করে দেখুন, তাঁরা আমার সাথে একমত হবেন। আমার মত তাঁরাও জানেন, এই টাকা এবং সম্পদ একজন ধনীকে অমরত্ব দিতে পারে না। ইতিহাসের পাতায় খুব কম ধনী লোকের কথাই ঠাঁই পেয়েছে।'

একনাগাড়ে অনেক কথা বলে হাঁপিয়ে উঠলেন এল. ফাইন। মাথা নিচু করে বিশ্রাম নিচ্ছেন তিনি, বলতে গেলে অসুস্থই দেখাচ্ছে তাঁকে।

কেউ একচুল নড়ল না, সবাই শুধু চুপচাপ নিঃশ্বাস ফেলছে।

একটু জিরিয়ে নিয়ে আবার বললেন এল. ফাইন, 'বছর দুয়েক আগের কথা। হঠাৎ একদিন আমার মাথায় একটা প্রশ্ন জাগল—মানুষ মরণশীল, আমিও একদিন মারা যাব, কিন্তু যে দুনিয়ায় এতদিন বাস করলাম কি রেখে যাব সেখানে? দুটো জিনিস রেখে যাব আমি। লোভী কিছু আত্মীয়স্বজন, আর উচ্চাভিলাষী কিছু বিজনেস পার্টনার। আমি চোখ বুজতে যা দেরি, সাথে সাথে আমার সম্পদ, ব্যবসা ইত্যাদির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কামড়াকামড়ি শুরু করে দেবে ওরা নিজেদের মধ্যে। বিশ্বাস করুন, বন্ধুগণ, দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে ওঠার পর বমি করে ফেলেছিলাম। এরপর আমি ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে শুরু করি, আমার সম্পদ মানবকল্যাণের কোন কাজে লাগানো যায় কিনা। কিন্তু কিভাবে? লাইব্রেরী তৈরি করেছিলেন এন্ড্রু কার্নেগী, বিজ্ঞান আর শিক্ষার জন্যে জন ডি. রকফেলার গড়েছিলেন ফাউন্ডেশন। কিভাবে কি করলে বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে অধিকাংশ মানুষের কল্যাণ আসবে? আগেই বলেছি, ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে বসি আমি। যদি উল্টোটা হত, আমি যদি ভাবাবেগ তাড়িত হয়ে সিদ্ধান্ত নিতে যেতাম, তাহলে ক্যানসারের বিরুদ্ধে লড়ছে এমন কিছু প্রতিষ্ঠানকে আমার সমদয় সয়-স[illegible] এবং টাকা পয়সা দান করলেই ল্যাঠা চুকে

যেত। অথবা রেডক্রস, স্যালভেশন আর্মি, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, জাতিসংঘের শিশু তহবিল বা এই রকম হাজারটা থেকে একটাকে বেছে নিয়ে সেখানে উপুড় করে দিতাম আমার সারা জীবনের সঞ্চয়। কিন্তু তা আমি করিনি, করার কোন ইচ্ছেও আমার নেই। কারণ, এসব প্রতিষ্ঠান মানবকল্যাণের জন্যে যা করছে উদ্যোক্তাদের জন্যে তা হয়তো যথেষ্ট হতে পারে, কিন্তু আসলে কি তা যথেষ্ট? অন্তত আমার বিচারে নয়। কাজেই আমি নতুন একটা উপায় উদ্ভাবন করতে চাইলাম। মানবকল্যাণের জন্যে এমন একটা পন্থা বের করতে হবে, লক্ষ-কোটি মানুষ যেন হাজার হাজার বছর ধরে তার উপকার ভোগ করে।'

'সেজন্যেই বুঝি দুর্বল ল্যাটিন আমেরিকার ভাগ্য-বিধাতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চান আপনারা?' তীব্র ব্যঙ্গের সুরে প্রশ্ন করল রানা।

'আমাকে ভুল বুঝবেন না, প্লীজ, মি.…'

'রানা,' দ্রুত বলল বিরহাম, 'মেজর মাসুদ রানা।'

'ঈশ্বর বা ভাগ্য-বিধাতা সাজার কোন ইচ্ছে আমার নেই, মি. রানা,' বললেন জেরোমি এল. ফাইন। 'মানব জাতির সার্বিক এবং চিরস্থায়ী কল্যাণের জন্যে আমি একটা পন্থা চেয়েছি, কিন্তু সেটা আমি নিজে আবিষ্কার করতে উদ্যোগী হইনি। হাজার হোক আমি মানুষ, যতই সদিচ্ছা থাকুক আমার, কোথাও না কোথাও ভুল করে বসার সম্ভাবনা আছে। এই ঝুঁকিটা নিতে রাজি নই আমি। উপকার করতে গিয়ে যাতে অপকার করে না বসি, সেজন্যেই আমার এই সতর্কতা। পন্থাটার জন্যে আমি হিউম্যান মাইন্ডের ওপর নির্ভর করিনি…'

'কম্পিউটার!' কথাটা টপ করে বেরিয়ে এল জেরোমি এল. ফাইনের বয়স্ক বন্ধু, বিরাট বপুর মুখ থেকে। 'প্রায় বছর দুয়েক আগে আমাদের ডাটা প্রসেসিং ডিভিশনে একটা প্রোগ্রাম সেট করেছিলে তুমি, নিশ্চয়ই সেটা ইমমর্টাল প্রোজেক্টের সাথে জড়িত। পরিষ্কার মনে আছে আমার, জেরোমি। তিন মাসের জন্যে গোটা কমপ্লেক্স বন্ধ করে দিয়েছিলে তুমি। সমস্ত কর্মী এবং টেকনিশিয়ানকে তিন মাসের বেতন দিয়ে ছুটি দিয়েছিলে, আগে বা পরে এ-ধরনের উদারতা তোমার মধ্যে আর কখনও দেখা যায়নি। কিন্তু তোমার একজন পার্টনার হিসেবে আমাকে তুমি একটা ব্যাখ্যা দিতে বাধ্য ছিলে। ব্যাখ্যা একটা দিয়েওছিলে—টপ সিক্রেট মিলিটারি প্রোজেক্টের জন্যে সরকারকে আমাদের কম্পিউটার ইকুইপমেন্ট ধার দেয়া হয়েছে। তখন তোমার এই ব্যাখ্যা আমি বিশ্বাসও করেছিলাম, কিন্তু এখন বুঝতে পারছি…'

করুণার চোখে বন্ধুর দিকে তাকালেন জেরোমি এল. ফাইন। 'অথচ মজার ব্যাপার কি জানো, তুমি কিছু একটা আঁচ করতে পেরেছ মনে করে সাংঘাতিক ভয়ে ভয়ে ছিলাম আমি, এড।' এই প্রথম বন্ধুর নাম ধরে তাকে সম্বোধন করলেন তিনি। 'আমি একটা সমস্যা দিয়েছিলাম, সিস্টেম অ্যানালাইসিস সেই সমস্যার একমাত্র উপযোগী সমাধান জানিয়ে দিল। কম্পিউটারের এই কৃতিত্বকে বৈপ্লবিক বলে মনে করার কোন কারণ নেই। সব দেশে, সব সরকারের কাছেই আজকাল চিন্তার যন্ত্র অর্থাৎ কম্পিউটার আছে। আমাদের রকেট, মহাশূন্য প্রোজেক্টের জন্যে যে স্পেস সিস্টেম গড়া হয়েছে সেগুলো আজকাল ক্রাইম রিপোর্ট ডায়গনাইজ থেকে শুরু করে সার্জিক্যাল প্রসিডিওর পর্যন্ত সব করে থাকে। প্রয়োজনীয় তথ্য যোগান দিয়ে

কম্পিউটারের কাছ থেকে আমরা জানতে চাইলাম, এমন একটা দেশ বা ভৌগোলিক এলাকা বেছে দাও যেখানে আদর্শ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কায়েম করার সুবর্ণ সুযোগ আছে। ব্যাপারটা পানির মত সহজ।'

'স্রেফ কল্প-কাহিনী।'

'অস্বীকার করার উপায় নেই বিজ্ঞান আমাদেরকে কল্প-কাহিনীর যুগেই নিয়ে এসেছে,' জবাব দিলেন জেরোমি এল. ফাইন। 'ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখুন। একশো বছরেরও বেশি হলো, ল্যাটিন আমেরিকায় বিদেশী কোন শক্তি চড়াও হয়নি। তার মানে বাইরে থেকে আক্রমণ করার চমৎকার একটা পরিবেশ রয়েছে ওখানে। এরকমটি যে ঘটতে পারে, কারও কল্পনায় নেই সেটা। দেশগুলো একটা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, সেই পাঁচিল তৈরি করে দিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যার নাম মনরো ডকট্রিন।'

'কাজেই আপনারা যদি ল্যাটিন আমেরিকায় নাক গলাতে যান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাধা দেবে...'

'ইমমর্টাল লিমিটেডে ওদের এজেন্ট ঢুকে পড়ার আগেই আমরা চোখ-ঝলসানো কৃতিত্ব দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দেব সবাইকে। আমাদের উদ্দেশ্য যে সৎ তা বুঝতে অসুবিধে হবে না কারও। বাধা দেয়া তো দূরের কথা, আমি বলছি দেখে নেবেন, আন্তর্জাতিক ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা এড়িয়ে যতটা সম্ভব ওরা আমাদের সাহায্যই করবে।'

'আদাজল খেয়ে এর পিছনে নিশ্চয়ই আপনি একা নামেননি?' জানতে চাইল রানা।

'না,' শান্ত সুরে বললেন এল. ফাইন। 'প্রোগ্রামটা নিখুঁত এবং সফল হবার ষোলোআনা সম্ভাবনা আছে বোঝার পর কাপলান, ফর্ক, টিল এবং আর সবাইকে প্রস্তাবটা দিই। উদ্দেশ্যটা পূরণ করার জন্যে এদের সবার আর্থিক সঙ্গতি আছে। আমার সাথে ওদের চিন্তাধারার কোথাও কোন অমিল নেই। সবার সাধারণ মঙ্গলের জন্যে ব্যয় করতে হবে টাকা। বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রেখে মরে গিয়ে লাভ কি? করপোরেশনগুলোর বীজ কে রোপণ করেছিল, কার হাড়ভাঙা পরিশ্রমের ফলে উন্নতি হয়েছিল ওগুলোর, আমরা মরে যাবার পর ক'দিন সে-কথা মনে রাখবে মানুষ? এরপর আমরা এক জায়গায় মিলিত হয়ে ইমমর্টাল লিমিটেড গঠন করি। এতে আমাদের সবার সমান শেয়ার রয়েছে, বোর্ড অভ ডাইরেক্টরে সবার ক্ষমতা সমান। সবাই একমত হয়ে প্রতিষ্ঠানের মুখপাত্র হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে আমাকে।'

'কিন্তু আপনাদের মধ্যে কেউ একজন লোভী হয়ে উঠবে না তার কি নিশ্চয়তা?' মৃদু হেসে জানতে চাইল রানা। 'ধরুন, কেউ যদি নিজেই একটা দেশ দখল করে বসতে চায়?'

'পার্টনার বেছে নেবার ব্যাপারেও আমি কম্পিউটারের সাহায্য নিয়েছি,' ভারী গলায় বললেন এল. ফাইন। 'আমাদের সম্পর্কে ভেবে দেখুন। কারও বয়স পঁয়ষট্টির কম নয়। জীবনের কাছ থেকে আর কি চাওয়ার আছে আমাদের? এক, দুই বড়জোর আরও না হয় দশ বছর বাঁচব আমরা? আমরা সবাই নিঃসন্তান। কাজেই কোন উত্তরাধিকার নেই। কি হবে আরও টাকা? না, মি. রানা, আমরা কেউ লোভী হয়ে উঠব না।'

দ্রুত, ঘন ঘন মাথা নেড়ে নিজের অবিশ্বাসের ভাবটা প্রকাশ করল রাশিয়ান

ভদ্রলোক। 'এমন পাগলামি জীবনে শুনিনি। আমার অনুরোধ, মি. ফাইন, সব ব্যাপারেই যখন কম্পিউটারের সাহায্য নিয়েছেন, তখন নিজেদের মাথাগুলোও তাকে দিয়ে একবার পরীক্ষা করিয়ে নিন!'

'তাও নেয়া হয়েছে…'

'তাহলে কম্পিউটারটাকে পরীক্ষা করান!' তীব্র ঝাঁঝের সাথে বললেন রাশান ভদ্রলোক।

রানার পিছন থেকে একজন সৌম্য চেহারার চীনা শান্ত, নাকি সুরে বলল, 'কোন কম্যুনিস্ট সরকারই আপনাদের এই উন্মাদনা সমর্থন করবে না…'

'জানি। শুধু কম্যুনিস্ট সরকার কেন, কোন সরকারই আমাদের এই ইউনিক প্রোগ্রামটাকে সমর্থন করবে না,' গম্ভীর সুরে বললেন এল. ফাইন। 'একটাই কারণ। আধুনিক মানুষের মস্ত একটা দোষ হলো এই যে তারা পলিটিকাল টার্ম দিয়ে সব সমস্যা বিশ্লেষণ করতে চায়। রাজনীতি দিয়ে কিছু হবে না, এই সার সত্যটা এখনও তারা বুঝতে পারছে না। মানুষের ইতিহাস ঘাঁটলে কি দেখতে পাই আমরা? দেখতে পাই, যুগে যুগে অসংখ্য বিপ্লব ঘটেছে। প্রশ্ন করতে চাই, তাতে কি মানব জাতির কল্যাণ এসেছে?'

চেহারায় বিষাদ মলিন ভাব ফুটিয়ে তুলে ধীর ভঙ্গিতে এদিক ওদিক মাথা নাড়লেন এল. ফাইন, তারপর আবার বললেন, 'আসেনি। যদি আসত, তাহলে সেরা গণতন্ত্রের দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্ণ-বৈষম্য থাকত না। হঠাৎ আলো নিভে গেলে ঝাঁকে ঝাঁকে মেয়েরা ধর্ষিতা হত না। রেড ইন্ডিয়ানরা আজ দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার পর্যায়ে এসে দাঁড়াত না। ছলে-বলে-কৌশলে নিগ্রোদের এভাবে বঞ্চিত করা সম্ভব হত না। বন্ধুগণ, এই হলো সেরা গণতন্ত্রের দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা। তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোর কথা বলতে চাই না, সেখানে মানুষ না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে। কেন? এর কারণ কি?'

রানার দলের সবার দিকে এক এক করে তাকালেন এল. ফাইন। 'এর কারণ, শাসক সম্প্রদায় সব কিছুকে রাজনৈতিক ছকের মধ্যে ফেলে সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছে। সবার সাথে এখানেই আমাদের মৌলিক পার্থক্য। রাজনীতি নয়, ব্যবসানীতির সাহায্যে মানবকল্যাণ সাধন করতে চাই আমরা। ইতিহাসের পাতায় নতুন একটা পরিচ্ছেদ যোগ করব আমরা—মানবকল্যাণ, এতদিন যা অসম্ভব বলে বিবেচিত হয়ে এসেছে, ব্যবসানীতি প্রয়োগ করে আমরা সেটাকে সম্ভব করে তুলব।'

'স্কুল-কলেজে বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কোর্স আছে,' বলল রানা, 'কিন্তু সেখানে তো খুন-খারাবির ট্রেনিং দেয়া হয় না!'

'খুন-খারাবি, হ্যাঁ, আমাদের প্ল্যানের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ বটে,' এল. ফাইনের চেহারায় বিষাদ মলিন ভাবটা আরও গাঢ় হয়ে উঠল। 'স্রেফ মার্ডার না বলে এটাকে আমরা মেথোডিকাল অ্যাসাসিনেশন বলতে চাই। সমষ্টির স্বার্থে ব্যষ্টির আত্মদান, ইতিহাসে এর ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রয়ে গেছে। ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসের কিছু কিছু দৃষ্টান্ত অনুকরণ করব আমরা।'

'জেরোমি, তুমি পাগল হয়ে গেছ!' বন্ধু এল. ফাইনের দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছেন বৃদ্ধ সত্তর বছর।

রানার পাশে দাঁড়ানো ফ্রেঞ্চ লোকটাকে কেমন যেন অসুস্থ, আচ্ছন্ন দেখাল। 'কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না কিভাবে আপনারা এটাকে সম্ভব···?'

'আপনি জানতে চাইছেন, কিভাবে আমরা গোটা একটা মহাদেশ দখল করব, এই তো?' মৃদু হাসলেন এল. ফাইন। 'আবার বলছি, এটা একটা ব্যবসানৈতিক প্রবলেম—পলিটিকাল নয়। অনুন্নত একটা দেশকে বেছে নেব আমরা, অর্থ যোগান দেয় এমন সব উৎসগুলো কব্জা করব,···কিভাবে? বড় বড় করপোরেশন, প্রাইভেট কোম্পানী, ন্যাশনালাইজড ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের কাউকে খুন করে গুম করে ফেলা হবে, কাউকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হবে, তারপর সেগুলো হয় কিনে নেব আমরা, নাহয় নিজেদের লোকজনকে দিয়ে চালাব।'

বৃদ্ধের চেহারায় হাসি-কান্না মেশানো বিচিত্র একটা ভাব ফুটে উঠল। 'কেউ যদি বলে দিত আমি দুঃস্বপ্ন দেখছি কিনা! ভাবছি, এখনও তুমি পাগলাগারদের বাইরে রয়েছ কিভাবে, জেরোমি?'

'কাজটা যে পানির মত সহজ, মন দিয়ে শুনলেই বুঝতে পারবে,' বন্ধুর কথা গায়ে না মেখে বললেন এল. ফাইন। 'উদাহরণ হিসেবে বলিভিয়াকেই নাহয় ধরো। বলিভিয়ার মানুষ প্রায় না খেয়ে বেঁচে আছে। সত্যিকার হিসেবে বছরে মাথা পিছু আয় বিশ ডলারেরও কম। দেশটার সম্পদ বা আয় বলতে বোঝায় পেরোজাকপার মাইন। অর্থাৎ খনিগুলো দখল করতে পারলেই দেশটাকে মুঠোয় ভরা যায়।'

'কিন্তু বলিভিয়ার আর্মি? কিছু পাগল তাদের কপার মাইন দখল করতে আসবে, দেশটাকে মুঠোয় ভরবে, আর তারা চুপ করে বসে থেকে তাই দেখবে?' জানতে চাইল রানা।

মৃদু হাসি দেখা গেল এল. ফাইনের ঠোঁটে। 'প্রায় গোটা আর্মিকেও আমরা কিনে নেব, মি. রানা। যার যা দাম, প্রত্যেককে তা দেয়া হবে, বিশেষ করে জেনারেলদের আমরা চড়া দাম দিয়ে কিনব। তাদের মধ্যে কেউ যদি বিক্রি হতে না চায়, তাকে আমরা একজন শত্রু বলে মনে করব, এবং বিদায় করে দেব দুনিয়া থেকে।'

একটু বিরতি নিলেন তিনি, তারপর আবার বললেন, 'কিন্তু প্রশাসনে আমাদের পূর্ণ কর্তৃত্ব কায়েম হবার পর ধীরে ধীরে সামরিক শক্তি কমিয়ে নিয়ে আসা হবে। সামরিক খাতে খামোকা কোটি কোটি টাকা খরচ করা হয়। আমরা ব্যবসায়ী, কাজেই লোকসানের মধ্যে নেই। সামরিক খাতের মত একটা আনপ্রোডাকটিভ খাতে পুঁজি বিনিয়োগ করতে রাজি নই আমরা।'

'তুমি বোধহয় জনসাধারণের কথা একদমে ভুলে গেছ, জেরোমি?' তীব্র [illegible]ষের সাথে বৃদ্ধ এড প্রশ্ন করলেন। 'তাদের দেশটাকে নিয়ে তোমরা ছিনিমিনি খে[illegible]বে, অথচ আশা করো তারা মুখ বুজে সব সহ্য করবে?'

'চুটিয়ে ব্যবসা করছে এমন যে-কোন বড় প্রতিষ্ঠানের মত ইমমর্টাল লিমিটেডেরও অ্যাডভার্টাইজিং এবং মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট থাকবে। নতুন একটা পণ বাজারে ধরাবার জন্যে যা করা হয়, আমরাও ঠিক তাই করব। ব্যাপক বিজ্ঞাপনে ব্যবস্থা করা হবে। প্রচার যন্ত্রগুলো থেকে যা প্রচার করা হয় মানুষ তাই-ই বিশ্বাস করে। সেজন্যেই আমাদের প্রথম কাজগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো, খবরের কাগজ

এবং রেডিও-টিভি স্টেশন যেখানে যে ক'টা পাওয়া যায় সব কিনে ফেলা।'

'তারমানে ফ্রী প্রেসের গলা টিপে মারা হবে?' প্রশ্নটা রানার।

'ফ্রী প্রেস বা সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা, যতই মুখরোচক শোনাক, আসলে সমাজ আর মানুষের ক্ষতিই করে জিনিসটা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে তাকান একবার। যদি নোংরা কুৎসা হয়, যদি কেলেঙ্কারি হয়, যদি যৌন-উত্তেজক হয়, অনায়াসে তা ছাপা যেতে পারে। যা ছাপলে কাগজের বিক্রি বাড়বে বলে মনে করা হয় তাই ছাপা হয় ওখানে। নৈতিকতা, আদর্শ, ন্যূনতম শ্লীলতা বোধ, বিবেক—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তথাকথিত ফ্রী প্রেসের এসব কিছুই নেই।'

'মার্কিন প্রেস নিখুঁত নয়, মানলাম,' বলল রানা। 'কিন্তু তারা অন্তত আপনাদের মত বুড়ো উজবুকদের মুখোশ খুলে ধরতে চেষ্টা করে!'

ভুরু কুঁচকে এল ফাইনের, বিমূঢ় দেখাল তাঁকে। বিরহামের দিকে তাকালেন তিনি। কিন্তু কোন কথা না বলে বিরহাম শুধু কাঁধ ঝাঁকাল।

নিস্তব্ধতা ভাঙলেন এড নামের বৃদ্ধ, 'বেশ বুঝলাম, একটা দেশ কিনবে তোমরা। তারপর? বাকি দেশগুলো দখল করবে কিভাবে? যত ধনীই হও তোমরা, গোটা একটা মহাদেশকে কিনে ফেলার সামর্থ্য তোমাদেরও নেই।'

'ঠিক, এড, আমাদের সবার পুঁজি দিয়েও তা সম্ভব নয়। কিন্তু সবগুলো দেশকেই যে কিনতে হবে তারও কোন মানে নেই।'

'তাহলে কিভাবে…?'

'প্ল্যানটা বলি তোমাকে। উদাহরণ হিসেবে আবার বলিভিয়াকেই ধরো। দেশটাকে আমরা উন্নত, সুসংগঠিত করে গড়ে তুলব। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ লেভেলে তো কোন রকম দুর্নীতি থাকছেই না। সৈনাবাহিনী বলতে থাকছে নামমাত্র কয়েকজন গার্ড। দেশের সমস্ত সম্পদ বিনিয়োগ করা হবে কৃষি আর শিল্প খাতে। ব্যক্তি মালিকানা বলে কিছু থাকবে না। রাষ্ট্রই নিয়ন্ত্রণ করবে সব, এবং এত সবের একমাত্র উদ্দেশ্য হবে জনসাধারণের জীবন ধারণের মান উন্নত করা। সম্ভাব্য অল্প সময়ের মধ্যে দারিদ্রের বদলে বলিভিয়ার মানুষ প্রাচুর্যের মুখ দেখবে। সব মানুষের জন্যে সম্ভব হয়ে উঠবে ভোগ-বিলাসে গা ভাসানো। এর প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে বলে মনে করো? পাশের দেশে খেপে উঠবে না জনসাধারণ? তারা আমাদের সাথে যোগ দেবার জন্যে শুরু করবে না তুমুল আন্দোলন? বুঝতে পারছ, কোন দিকে গড়াবে পানি?'

'গরীব আর ক্ষুধার্তরা স্বর্গে যাবার জন্যে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে, এই রকম একটা কিছু ধরে নিচ্ছেন, তাই না?' ঘৃণার সুরে জানতে চাইল ফ্রেঞ্চ লোকটা।

'অবশ্যই। একটা দেশকে মুঠোয় নিয়ে এসে আমাদের প্রথম কাজই হবে ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে সবাইকে পরিষ্কার জানিয়ে দেয়া যে আমরা এই দুনিয়ার বুকেই স্বর্গ রচনা করতে যাচ্ছি।'

'আপনাদের উদ্দেশ্যটা মহৎ,' মৃদু গলায় বলল রানা, 'কিন্তু…'

'এর মধ্যে কোন কিন্তু নেই,' রানার কথা কেড়ে নিয়ে বললেন এল. ফাইন। 'মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে মানবকল্যাণের চেষ্টা আগেও হয়েছে, কিন্তু সেগুলোর একটাও সফল হয়নি—নিশ্চয়ই এ-ধরনের কিছু একটা বলতে চান আপনি, মেজর রানা, তাই

না? আমি আপনাকে আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, এর আগে যারা মানব জাতির সামগ্রিক কল্যাণ চেয়েছেন তাঁরা সবাই রাজনীতিক ছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজনও ব্যবসায়ী ছিলেন বলে জানা নেই আমার। রাজনীতিক বলেই তাঁরা সমস্যাটা সমাধান করতে চেয়েছেন পলিটিক্যাল ইডিয়োলজির সাহায্যে। কিন্তু আমরা সলিড ব্যবসায়িক নীতির সাহায্য নিতে যাচ্ছি। কাজেই ব্যর্থতার কোন প্রশ্নই ওঠে না!'

'আপনাদের প্ল্যানটাও মোটামুটি নিখুঁত বলে মনে হচ্ছে,' চিন্তিত ভাবে মাথা নেড়ে বলল রানা। 'কিন্তু, ধরুন আপনাদের মধ্যেই কেউ যদি বিপথগামী হয়?'

'কেন হবে? কম্পিউটারকে দিয়ে অমন হাজার বার চেক করিয়েছি আমরা, কোথাও কোন ঘাপলা, বাধা, গোলমাল হবার কোনও সম্ভাবনা নেই।'

'কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি,' মৃদু স্বরে বলল রানা, 'আপনাদের ভেতর এমন লোকও রয়েছে যারা সুযোগ পেলে পিঠে ছুরি মারতে ইতস্তত করবে না।'

ভুরু কুঁচকে রানার দিকে তাকিয়ে থাকলেন এল. ফাইন। অনেকক্ষণ পর ভারী গলায় বললেন, 'আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না, মেজর রানা।'

ইঙ্গিতে বিরহাম আর ডোনা আবারাকে দেখাল রানা। 'আপনাদের মধ্যে এদের উপস্থিতি কিভাবে আপনি ব্যাখ্যা করবেন? ইমমর্টাল লিমিটেডের সদস্য হবার জন্যে ওদের বয়স নিতান্তই কম, তাই না? ক্ষমতার লোভ ওদেরকে পেয়ে বসতে বাধা কোথায়?'

'ডোনার ভাই জেসাস আবারা আমারই মত একজন আইডিয়ালিস্ট ছিল। দুর্দশা আর দারিদ্র্যের থাবা থেকে সাধারণ মানুষকে কিভাবে উদ্ধার করা যায় সেটাই ছিল তার একমাত্র চিন্তা। মানবকল্যাণে সে ছিল নিবেদিত প্রাণ। লোভ, স্বার্থপরতা তার মধ্যে দেখিনি। সাধারণ ব্যবসায়ীরা যা ভাবতে পারে না, ব্যবসা থেকে যা লাভ হত তার প্রায় সবটাই সে গরীব মানুষের উপকারের জন্যে দান করে দিত। তার অকাল মৃত্যু আমাদের জন্যে সাংঘাতিক একটা আঘাত হয়ে দেখা দিয়েছিল। তার জায়গায় আমরা সবাই ভোট দিয়ে ডোনাকে ইমমর্টাল লিমিটেডের একজন সদস্যা হিসাবে নির্বাচিত করি।'

'আর বিরহাম?'

'অসকার বিরহাম না থাকলে আমাদের প্ল্যান সফল হবে কিভাবে? ফিশিং লাইনে ওর চেয়ে বড় আছে আর কেউ? দক্ষিণ আমেরিকার ফিশিং ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তুলতে ওর অভিজ্ঞতা আমাদের একান্তভাবে দরকার হবে। শুধু কি তাই? বিভিন্ন দেশের প্রভাবশালী মহলের সাথে দহরম মহরম আছে ওর, সেটাও আমাদের কাজে লাগবে। তাছাড়া, এবং এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ একটা ব্যাপারে অসকার বিরহামকে আমরা সুপ্ত প্রতিভা বলতে পারি। তার এই প্রতিভার জন্যেই তাকে আপনি আমাদের মধ্যে দেখছেন।'

'তার মানে, বিরহাম আপনাদের চীফ-অভ-স্টাফ? গলাকাটা বাহিনীর সর্দার?'

জেরোমি এল. ফাইনকে ঘিরে যারা দাঁড়িয়ে আছে সবাই পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। সবার চেহারায় কৌতূহল। এবার নিয়ে বোধহয় বার দশেক কপালের ঘাম মুছলেন ব্রুনো ফন টিল। স্যার আলবার্ট কাপলান বাঁ হাত দিয়ে জুলফির নিচেটা ঘষতে ঘষতে এল. ফাইনের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকালেন। ইঙ্গিতটা

চোখে পড়ল না রানার।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল রানা। জানে, ওকে প্রাণ নিয়ে ফিরতে দেবার কোন ইচ্ছে বিরহামের নেই। ওর জন্যে সমস্যাটাকে আরও জটিল করে তুলেছে রিটা। কে জানে কোথায় আছে সে। তাকে ফেলে তো আর পালাবার চেষ্টা করা যায় না।

'মেজর রানা, বিরহামকে যে ওই পদটা দেয়া হয়েছে, সেটা আপনি তাহলে অনুমান করতে পেরেছেন?' হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভাঙলেন এল. ফাইন।

'এ আর তেমন কি কঠিন,' সংবিৎ ফিরে পেয়ে মুচকি হাসল রানা। 'আপনার জীবনের ওপর যদি পর পর তিনবার হামলা চালানো হত...'

'হাইড্রোপ্লেন!' হিংস্র চেহারা নিয়ে গর্জে উঠল বিরহাম। খসে পড়ল ভদ্রতার মুখোশ। 'তুমি জানো, কি হয়েছে সেটার?'

পা দিয়ে টেনে কাছে নিয়ে এসে একটা চেয়ারে বসল রানা। বিরহামের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল। 'দোষটা তোমাকে নাকি তোমার হাইড্রোপ্লেনের মরহুম ক্যাপ্টেনকে দেব, ঠিক বুঝতে পারছি না।' কাপুরুষের অভিনয় করার আর কোন দরকার আছে বলে মনে করছে না ও। ওকে যে খুন করার প্ল্যান করা হয়েছে তাতে এখন আর কোন সন্দেহ নেই। 'বিশ্বাস করো, বিরহাম, আমি যখন মলোটভ ককটেলটা ছুঁড়ে দিলাম, তোমার ক্যাপ্টেনের চেহারাখানা দেখার মত হয়েছিল!'

'শালা মিথ্যেবাদী!' শার্টের আস্তিন গুটাতে শুরু করল বিরহাম। রাগে অন্ধ, আক্রোশে উন্মাদ হয়ে গেছে সে। 'চাপা মারার জায়গা পাওনি...'

'মিথ্যে কথা বলে আমার লাভ?' আবার মুচকি হাসল রানা। তারপর উপদেশ খয়রাত করার সুরে আবার বলল, 'ভুল করেছ, সেটা স্বীকার করো। তোমার গাফিলতির জন্যেই জাহাজ আর ক্রুরা ডুবল। স্বীকার করলে বন্ধুদের কাছে জবাবদিহি করতে হবে, সেটাই বুঝি তোমার ভয়, বিরহাম?'

প্রচণ্ড রাগে থরথর করে কাঁপতে শুরু করল বিরহাম।

সঙ্গীদের দিকে তাকাল সে, চিৎকার করে বলল, 'শালা আমাদের মধ্যে ভাঙন ধরাতে চাইছে! আপনারা বুঝতে পারছেন না?'

'তুমি একটু থামো, বিরহাম,' কর্তৃত্বের সুরে বললেন এল. ফাইন। 'মেজর রানা, আপনি বলে যান।'

'আপনি অত্যন্ত বিচক্ষণ,' এক গাল হেসে বলল রানা। পায়ের ওপর পা তুলে দিল ও। 'আপনাদের গলাকাটা বাহিনীর সর্দার সব ক'টা হামলা লেজে-গোবরে করে ছেড়েছে। দ্বিতীয় হামলার কথাই ধরুন। খুঁটিয়ে বর্ণনা দিয়ে আপনাদের আমি বিরক্ত করব না। শুধু এইটুকু জেনে রাখুন, আমাকে খুন করার জন্যে বিরহাম যে দু'জনকে পাঠিয়েছিল তারা এই মুহূর্তে ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির এজেন্টদের সামনে বসে মুখে খই ফোটাচ্ছে।'

'সর্বনাশ!' ঝট্ করে বিরহামের দিকে ফিরলেন এল. ফাইন। 'সত্যি?'

'আমার লোকেরা মুখ খোলে না।' তীব্র প্রতিবাদের সুরে বলল বিরহাম। রানার দিকে ফিরে দাঁতে দাঁত ঘষল সে। 'ও শালা মিথ্যে কথা বলছে।' আবার এল. ফাইনের দিকে তাকাল। 'তাছাড়া, গুরুত্বপূর্ণ কোন তথ্য জানা নেই ওদের।'

'বেশ!' কাঁধ ঝাঁকালেন এল. ফাইন। 'আশা করা যাক তোমার কথাই ঠিক। ধীরে ধীরে রানার দিকে এগোলেন তিনি। সামনে এসে দাঁড়ালেন। ঝুঁকে পড়লেন রানার দিকে। তাঁর চেহারায় এবং চোখে অদ্ভুত একটা নির্বিকার ভাব ফুটে উঠল। 'আপনার মতলব যাই হোক, মেজর রানা, আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি, সেটা আপনার চলতি জীবনে পূরণ হবার নয়। যথেষ্ট সময় নষ্ট হয়েছে, আর নয়। এবার আপনাকে বিদায় নিতে হবে। আপনি তৈরি তো?'

'এখুনি?' হাসল রানা। কিন্তু সেটা যে জোর করা হাসি, উপস্থিত কারও তা বুঝতে বাকি থাকল না। 'আসল কথাটা তো আমি শুরুই করিনি…'

'আপনার আর কোন কথাই শোনা হবে না…'

'কিন্তু কথাটা বলতে না পারলে মরে গিয়ে যে পেট ফুলে দুর্গন্ধ ছড়াব আমি,' চেয়ারে হেলান দিল রানা। 'সত্যি, ড. করিডনের জন্যে আমার দুঃখ হয়।' প্রায় ফিস ফিস করে কথা বলছে ও। 'আপনাদের তরফ থেকে ভয়ঙ্কর, ভয়ঙ্কর একটা ভুল। একেই বলে সেমসাইড! জানি, ভুলের ধাক্কাটা এখনও আপনারা সামলে উঠতে পারেননি। হাজার হোক ড. করিডন ছিলেন ইমমর্টাল লিমিটেডের একজন কী মেম্বার!'

পাঁচ

সামনের দিকে পা দুটো মেলে দিয়ে চেয়ারের ওপর শরীরটাকে আরও ঢিল করে দিল রানা। মুচকি হাসির ক্ষীণ রেশটুকু এখনও মিলিয়ে যায়নি ঠোঁটের কোণ থেকে। কিন্তু বিরহাম আর তার সঙ্গীদের চেহারা দেখার মত হয়েছে—ওরা যেন প্রত্যেকে বাড়ি ফিরে যার যার স্ত্রীকে অন্য কোন পুরুষের সাথে এক বিছানায় দেখতে পেয়েছে। চোখ দুটো বড় হয়ে উঠল এল. ফাইনের, রুদ্ধ হয়ে এল নিঃশ্বাস। কিন্তু সবার আগে তিনিই নিজেকে সামলে নিতে পারলেন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আবার তাঁকে শান্ত, স্থির, পেশাদার ব্যবসায়ী চরিত্রে ফিরে যেতে দেখা গেল। বলার মত কিছু খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত চুপ করে থাকলেন।

ইঙ্গিতে রাশান ভদ্রলোককে দেখাল রানা। 'উনিই ঠিক বলেছিলেন। আপনাদের কম্পিউটারটাকে পরীক্ষা করে দেখা দরকার। আমি এবং অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন প্রথম থেকেই নজর রেখেছিলাম ড. করিডনের ওপর।' মিথ্যে বললেও বিরহাম বা জেরোমি এল. ফাইন তা ধরতে পারবে না বুঝতে পেরে সুযোগটা নিল ও। 'তাঁকে আমরা কিভাবে কেন সন্দেহ করলাম, সে অনেক কথা। অত কথা শোনার ধৈর্য বোধহয় আপনাদের নেই।'

'এখনকার পরিস্থিতি একটু অন্যরকম,' শান্ত কিন্তু অস্বাভাবিক গাম্ভীর্যের সাথে বললেন এল. ফাইন। 'সব কথা জানা দরকার আমাদের।'

বুক ভরে শ্বাস নিয়ে সাহস সঞ্চয় করল রানা, তারপর বলল, 'আসলে প্রথম সূত্রটা আমরা পাই ড. রিচি ব্রেয়ারকে উদ্ধার করার পর…'

'না! অসম্ভব! মিথ্যে কথা!' রাগে উন্মাদ নয়, বিস্ময়ের ধাক্কায় বেকুব দেখাল বিরহামকে।

ড. রিচি ব্রেয়ার আর তার সহকারী জ্যাকসনকে আবার ঝাঁচিয়ে তোলার প্ল্যানটা অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের, মনে মনে তাঁকে অজস্র ধন্যবাদ জানাল রানা। রুপোর রেকাবিতে করে সুযোগটা দেয়া হয়েছে ওকে, সময় ক্ষেপণের জন্যে সেটা ব্যবহার করছে ও। 'বিশ্বাস না হয়,' মৃদু হেসে বলল ও, 'ফোনের রিসিভার তুলে ওভারসীজ অপারেটরকে ওয়াল্টার রিড জেনারেল হাসপাতালের চারশো নয় নম্বর রুমের সাথে যোগাযোগ করে দিতে বলো। পারসন-টু-পারসন কলের জন্যে অনুরোধ করতে পরামর্শ দেব আমি, তাতে কানেকশনটা তাড়াতাড়ি পাওয়া যাবে।'

'তার কোন দরকার নেই,' এল. ফাইন বললেন। 'আপনার কথা আমি অবিশ্বাস করছি না।'

চেহারায় নির্বিকার একটা ভাব ফুটিয়ে তুলে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'ড. ব্রেয়ারকে উদ্ধার করার পর তিনি আমাদেরকে কমেট আর তার ক্রুদের সমস্ত বর্ণনা দেন। সুপারস্ট্রাকচার বদলানো হলেও, কমেটকে চিনতে মোটেও বেগ পেতে হয়নি তাঁকে। এসব অবশ্য আপনারা জানেন। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনকে তিনি যে মেসেজটা পাঠিয়েছিলেন, আপনাদের লোকেরা সেটা আড়ি পেতে শুনেছিল।'

'তারপর?'

'বুঝতে পারছেন না?' একটু অধৈর্য দেখাল রানাকে। 'বাকিটুকু অনুমান করে নিতে কোনই অসুবিধে হয়নি আমাদের। জেসাস আবারাকে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল কমেট, অনেক মাস পর আবার তাকে দেখা গেল ড. ব্রেয়ারের রিসার্চ স্টেশনের কাছাকাছি একটা আইস ফ্লোতে নোঙর ফেলা অবস্থায়, মাঝখানের সময়টায় কোথায় ছিল সে? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল ড. ব্রেয়ারের দেয়া কমেটের বর্ণনা থেকে। দক্ষিণ আমেরিকান বন্দরগুলোয় খোঁজ-খবর নিতেই জানা গেল সব। এই সময়েই অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন ড. করিডনকে সন্দেহ করতে শুরু করেন। সাংঘাতিক বুদ্ধিমান মানুষ, আমাদের এই অ্যাডমিরাল।'

'বলে যান, বলে যান,' প্রায় অনুরোধের সুরে বললেন এল. ফাইন।

'পরিষ্কার বোঝা গেল, মাঝখানের সময়টা দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল এলাকায় আন্ডার-সী প্রোবের সাহায্যে মিনারাল ডিপোজিট খুঁজছিল কমেট। সেই সাথে এ-ও পরিষ্কার হয়ে গেল, জেসাস আবারা আর তার ইঞ্জিনিয়াররা মারা যাওয়ায়, প্রোবটা একমাত্র ড. করিডনই অপারেট করতে পারেন। তিনি যে প্রোবটার সহ-আবিষ্কারক, সে তো সবারই জানা।'

'আশ্চর্য বটে! অনেক কথাই জানেন দেখছি।' থমথমে গলায় বললেন এল. ফাইন। 'কিন্তু এগুলোকে ঠিক প্রমাণ বলা যায় না।'

'প্রমাণ চান, তাই না? মারা যাচ্ছে, এমন একজন লোকের মুখের কথায় চলবে?'

'মানে?'

'ড. করিডন মারা যাবার আগে বলে গেছেন।'

'বিশ্বাস করি না।'

'আমার কোলে মাথা রেখে মারা যান তিনি, চোখ বোজার আগে তিনটে শব্দ উচ্চারণ করেন।'

'তিনটে শব্দ?'

'গড সেভ দি।'

'কি বলতে চাও তুমি?' চেঁচিয়ে উঠল বিরহাম। 'তোমার মতলবটা কি?'

'নিজের খুনীকে চিনতে পেরেছিলেন ড. করিডন,' ঠাণ্ডা সুরে বলল রানা। 'দি রাইম অভ দা এনশেন্ট মেরিনার কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দিতে চেষ্টা করছিলেন তিনি। মিলটা নিশ্চয়ই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে না? উইথ মাই ক্রসবো আই শট দা অ্যালব্যাট্রস, তোমার ট্রেডমার্ক, বিরহাম। ফর অল অ্যাভার'ড আই হ্যাড কিলড দা বার্ড দ্যাট মেইড দা ব্রীজ টু ব্লো। সাগরের তলা চষতে যে মানুষটা তোমাকে সাহায্য করেছিল তাকেই তুমি খুন করেছ। এরপর আর মিল খুঁজে দরকার কি? মারা যাবার আগে নিজের খুনী হিসেবে আঙুল তুলে তোমাকে দেখিয়ে গেছেন তিনি।'

'আপনার ধারণার মধ্যে কোনও ভুল নেই, মেজর রানা,' ভারী গলায় বললেন এল. ফাইন। 'কিন্তু আপনি ভুল লোকের ওপর সন্দেহ করছেন। ড. করিডনকে খুন করার নির্দেশ বিরহাম নয়, আমি দিই। বিরহাম আমার সেই নির্দেশ পালন করেছে মাত্র।'

'কিন্তু কেন?'

'ইমমর্টাল লিমিটেডের অপারেশন সম্পর্কে আমাদের সাথে তার মতবিরোধ দেখা দেয়। লোকটা ছিল ওল্ড-ফ্যাশন্ড। অ্যাসাসিনেশন ডিপার্টমেন্ট বন্ধ করে না দিলে আমাদের অস্তিত্বের কথা ফাঁস করে দেবে বলে ভয় দেখাতে শুরু করে সে।'

'কাজেই তাকে মেরে ফেলতে হলো?'

'আমরা একটা মহৎ উদ্দেশ্য সামনে নিয়ে কাজে নেমেছি, পথে কেউ যদি বাধা হয়ে দাঁড়ায়...'

'আসল কথা ড. করিডন সব কিছু জানতেন, তাই তাঁকে বাঁচতে দেয়া গেল না।' একটু থামল রানা, তারপর গলার সুর পাল্টে শান্ত ভাবে জানতে চাইল, 'আমিও তো সব জানি। আমাকে নিয়ে কি করবেন বলে ভেবেছেন আপনারা?'

'সব জানাটা আপনার অপরাধ নয়,' রানার চোখে চোখ রেখে বললেন এল. ফাইন। 'আপনি আমাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবেন, সেটাই আপনার অপরাধ। কাজেই আপনাকে চলে যেতে হবে।'

'কিন্তু আন্ডারসি প্রোব? সোনার ডিমটা পেড়েছিল যারা, ড. করিডন আর জেসাস আবারা, দু'জনেই মারা গেছে। আরেকটা মডেল তৈরি করার জন্যে তাহলে থাকল কে?'

দৃঢ় আত্ম-বিশ্বাসের ভাবটা ফিরে এল এল. ফাইনের চোখে। 'কেউ না,' নরম সুরে বললেন তিনি। 'এর জন্যে অবশ্য কাউকে আমাদের দরকারও নেই। প্রয়োজনীয় ইনফরমেশন যোগান দিয়ে আমাদের কম্পিউটারকে প্রস্তুত করা হয়েছে, ডাটার যথাযথ অ্যানালাইসিসের সাহায্যে প্রোবের ওয়র্কিং মডেল পেতে নব্বই দিনের বেশি লাগবে না আমাদের।'

কয়েক সেকেন্ডের জন্যে থ হয়ে গেল রানা। এই রকম একটা অপ্রত্যাশিত উত্তর আশা করেনি ও। বিস্ময়ের ধাক্কাটা ঝেড়ে ফেলে চেয়ারে সিধে হয়ে বসল ও। 'তার মানে ড. করিডন আপনাদের কোন কাজে লাগতেন না। আপনাদের ডাটা প্রসেসিং ব্রেন সেলটিনিয়াম টু-সেভেন-নাইন তৈরির রহস্য আবিষ্কার করতে পেরেছে!'

'আপনি আমাকে তাজ্জব করলেন, মেজর রানা। আপনার জানার পরিধি বিস্ময়কর।' রিস্টওয়াচ দেখলেন এল. ফাইন। পিছিয়ে নিজের দলের ভেতর ফিরে গেলেন। তাকালেন বিরহামের দিকে। নিঃশব্দে, চোখে চোখে কথা হলো ওদের মধ্যে। আবার বললেন তিনি, 'দুঃখিত, বন্ধুগণ। সময় হয়ে গেছে। পার্টি শেষ।'

বন্ধু এল. ফাইনের দিকে এক পা এগোলেন বৃদ্ধ এড। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। 'আমাদের নিয়ে কি করতে চাও তোমরা, জেরোমি?' বৃদ্ধের চোখের দৃষ্টি সহ্য করতে না পেরে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এল. ফাইন। 'আমাদের কৌতূহল মেটাবার জন্যে নিজেদের অনেক গোপন কথা বলেছ। তার মানে কি এই, কেউ আমরা এই বাড়ি থেকে আর বেরুতে পারব না?'

অন্য দিকে তাকিয়ে থেকেই মৃদু সুরে এল. ফাইন বললেন, 'তুমি ঠিকই ধরেছ, এড। তোমরা কারও কাছে মুখ খোলো সে ঝুঁকি আমরা নিতে পারি না।'

'কিন্তু…কেন? তোমাদের গোপন কথা শুনেছি বলে আমাদের মরতে হবে…তাহলে শোনালে কেন?'

ধীরে ধীরে বন্ধুর দিকে ফিরলেন এল. ফাইন। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ দুটো রগড়ালেন। তারপর হেলান দিলেন ফায়ারপ্লেসের পাশের দেয়ালে। তাঁর সামনে রানার সাথে যারা রয়েছে তাদের সবার চেহারায় আতঙ্ক আর অবিশ্বাস ফুটে উঠেছে। 'এখন এগারোটা বাজে। এখন থেকে ঠিক বিয়াল্লিশ ঘণ্টা দশ মিনিট পর ইমমর্টাল লিমিটেড তার ব্যবসার শুভ সূচনা ঘটাবে। এর চব্বিশ ঘণ্টা পর আমরা আমাদের প্রথম মক্কেলের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নেব। মক্কেল, বা দেশও বলতে পারো। এই ঐতিহাসিক ঘটনাটাকে সাময়িকভাবে গোপন করে যাবার জন্যে আমাদের দরকার একটা ডাইভারশন। ভয়ঙ্কর একটা দুর্ঘটনা ঘটলে দুনিয়ার সংবাদপত্রে সেটাই হবে হেডিং, বড় বড় দেশের সরকার প্রধান আর নেতারা অস্থির উদ্বিগ্ন হয়ে পড়বেন, সেই সুযোগে আমরা কারও নজরে না পড়ে নিজেদের কাজ গুছিয়ে নেব।'

সাদা চুলে আঙুল চালাতে চালাতে বৃদ্ধ এড বললেন, 'আর সেই ডাইভারশন হিসেবে বেছে নিয়েছ আমাদের?'

বন্ধুর দিকে অনেকক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে থাকার পর এল. ফাইন বললেন, 'হ্যাঁ।'

ভয় নয়, বৃদ্ধের চেহারায় ঘৃণা ফুটে উঠল। 'এই ডাইভারশন সৃষ্টি করার পরামর্শটাও বোধহয় কম্পিউটারের কাছ থেকে পেয়েছ, জেরোমি?'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালেন এল. ফাইন। 'তোমরা সবাই যে যার দেশে এবং নিজ নিজ সরকারের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। পাঁচটা দেশের সরকার, বিজ্ঞান এবং ইন্ডাস্ট্রির প্রতিনিধিত্ব করছ তোমরা। যদি কোন ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনায় পড়ে একসাথে

মারা যাও, সারা দুনিয়ায় শোকের ছায়া নেমে আসবে।'

'এসব আমি কিছুই বিশ্বাস করতে পারছি না!' ফিসফিস করে বললেন বেঁটে খাটো ডেভিড রুস্তভ। 'প্রায় দু'ডজন লোক আর তাদের স্ত্রীকে গুলি করে মেরে ফেলা—পাগলের কৌতুক ছাড়া আর কি হতে পারে?'

'আপনাদের স্ত্রীরা কিছুই জানবেন না, তাঁদেরকে যার যার ঠিকানায় ফিরে যেতে দেয়া হবে,' বিরহামের হাত থেকে একটা গ্লাস নিয়ে তাতে চুমুক দিলেন এল. ফাইন। 'আর, কাউকে গুলি করারও কোন ইচ্ছে নেই আমাদের। লাশের গায়ে বুলেটের ফুটো থাকলে হৈ-চৈ পড়ে যাবে, কিন্তু নির্ভেজাল দুর্ঘটনার বিরুদ্ধে কারও কিছু বলার থাকে না। আপনাদের ব্যাপারে আমরা নির্ভর করব জননী প্রকৃতির ওপর। তাকে অবশ্য এক-আধটু সাহায্য আমরাও করব।'

কালো আলখেল্লা পরা গার্ডদের কাছে আসার ইঙ্গিত করল বিরহাম। তারপর রানার দলের লোকদের দিকে ফিরে বলল, 'সবাই শার্টের আস্তিন গুটিয়ে তৈরি হোন।'

আগে থেকেই বলা ছিল, বিরহাম থামতেই কামরা থেকে বেরিয়ে গেল ডোনা আবারা। একটু পরই হাতে একটা ট্রে নিয়ে ফিরে এল সে। ট্রের ওপর কয়েকটা বোতল আর হাইপডারমিক সিরিঞ্জ দেখা গেল। ট্রে-টা টেবিলের ওপর রেখে সিরিঞ্জগুলো ভরতে শুরু করল সে।

রানার দল থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল একজন হ্যাঙলা চেহারার লোক। উন্মত্তের মত হাত ছুঁড়ে চিৎকার করে বলল, 'দেখি কোন শালা আমাকে ইঞ্জেকশন দিতে আসে! মারতেই হয়, গুলি করো...'

সাবধান করার জন্যে মুখ খুলতে যাবে রানা, তার আগেই গার্ড তার রাইফেলের উল্টো দিকটা সজোরে নামিয়ে নিয়ে এল লোকটার মাথার পিছনে। জ্ঞান হারিয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল লোকটা।

'কেউ যদি আপত্তি তোলে বা বাধা দেবার চেষ্টা করে, তার ওই একই অবস্থা হবে,' বিরহামের হিংস্র চেহারায় আক্রোশ ফুটে উঠল। রানার দিকে তাকাল সে। 'তুমি আমার সাথে চলো, রানা।' ডোনার কাছ থেকে নেয়া রিভলভারটা রানার বুকে তাক করে ধরল। 'তোমার সাথে আমার কিছু ব্যক্তিগত দেনা-পাওনা আছে।'

রানার পিঠে রাইফেল ঠেকিয়ে এগোল তিন জন গার্ড। দরজা খুলে চওড়া একটা করিডরে বেরিয়ে এল বিরহাম, পিছু পিছু রানা। করিডরের শেষ মাথায় সিঁড়ি, ধাপগুলো অর্ধবৃত্ত আকারের। নিচে, বড় একটা হলরূমে নেমে এল ওরা। এক দিকের দেয়ালে দু'আড়াই হাত পর পর একটা করে দরজা। সেটা খুলে ভেতরে ঢুকল একজন গার্ড। আরেকজন গার্ড পিছন থেকে রাইফেলের কুঁদো দিয়ে রানার শিরদাঁড়ার ওপর গুঁতো দিল। ঠাস করে চড় মারল বিরহাম গার্ডের মুখে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল না রানা, কিন্তু খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকার সময় বিরহামের হিস হিস গলা শুনতে পেল।

'দরকার হলে গুলি করবে তোমরা, কিন্তু ওর ওপর হাতের সুখ মেটাব আমি একা!'

গার্ডের নাকের পাশে পাঁচ আঙুলের দাগ ফুটে উঠল। স্থির দৃষ্টিতে বিরহামের

চোখে তাকিয়ে থেকে বলল সে, 'ইয়েস, স্যার!'

দরজা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকেছে রানা, এই সময় পিছন থেকে ঝেড়ে একটা লাথি কষাল বিরহাম। তৈরি ছিল না রানা, কামরার মাঝখানে ছিটকে পড়ল ও। প্রায় সাথে সাথে উঠে বসতে চেষ্টা করল ও। দরজার কাছ থেকে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল বিরহাম। ইন্দ্রিয়গুলো প্রখর হয়ে উঠেছে বলেই বোধহয় তার হাসির আওয়াজটা কয়েকশো গুণ জোরাল হয়ে উঠে প্রচণ্ড আঘাত করতে লাগল রানার কানে। শরীরে এমন দাউ দাউ আগুন জ্বলে উঠল, নিজেই ভয় পেয়ে গেল রানা। মনে হলো, প্রচণ্ড রাগে বিস্ফোরিত হতে যাচ্ছে শরীরটা। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে রাখল ও। জানে, পাল্টা আঘাত করতে গেলেই গুলি খেতে হবে। টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল ও। যা ভেবেছিল তাই। দরজার দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন গার্ড, আরেকজন কামরার উল্টোদিকের দেয়ালে হেলান দিয়ে, তিনজনের রাইফেলই ওর বুক আর মাথা তাক করে ধরা। সতর্কতার সাথে বিরহামের দৃষ্টি এড়িয়ে গেল ও। চোখ ঘুরিয়ে দেখল কামরাটা। সিলিং এবং দেয়াল সাদা রঙ করা। কামরার মাঝখানে বড় সড় একটা প্যাড, সেটার চারদিকে নানা ধরনের বডি-বিল্ডিং ইকুইপমেন্ট। ফ্লু অরেসেন্ট লাইট ফিক্সচারের লম্বা সারি থেকে কোমল কিন্তু উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে পড়েছে। অত্যন্ত দামী ইকুইপমেন্ট দিয়ে সাজানো এটা একটা জিমনেশিয়াম। দেয়ালে পনেরো বিশটা পোস্টার, প্রত্যেকটিতে কারাতে বা কুং ফু-র পোজ।

দোরগোড়া থেকে কথা বলল বিরহাম, 'একটু কাজে যাচ্ছি, এই যাব আর আসব। এর মধ্যে পেশীগুলো তৈরি করে নাও। প্যারালেল বার দিয়ে শুরু করতে পারো।' আবার অট্টহাসি বেরিয়ে এল তার গলা থেকে। দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল, তারপরও আওয়াজটা বাজতে থাকল রানার কানে। ক্রমশ দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। নিজের অজান্তেই শিউরে উঠল রানা। শুধু বদ্ধ উন্মাদ নয়, হিংস্র একটা জানোয়ারের খপ্পরে পড়েছে ও। এবং সবচেয়ে ভয়ের কথা হলো, লোকটার মধ্যে বিন্দুমাত্র সততা নেই। ওর সাথে লাগতে এসে শুধু নিজের ক্ষমতার ওপর ভরসা রাখতে রাজি নয় বিরহাম, সাহায্যকারী হিসেবে তিনজন সশস্ত্র গার্ড দরকার তার। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পেরে কলজে শুকিয়ে এল রানার। পারুক না পারুক বিরহামের সাথে একা লাগতে ওর কোন আপত্তি নেই, কিন্তু চারজন সশস্ত্র শত্রুর সাথে লাগতে যাওয়ার চেয়ে বাধা না দিয়ে পড়ে পড়ে মার খাওয়াই বোধহয় বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

ধীরে ধীরে গার্ডদের দিকে তাকাল রানা। দেহের আকার ও শক্তিতে প্রত্যেকে ওর তুলনায় বড়। পরিষ্কার খুনীর চেহারা। শুধু যে রাইফেল নিয়ে আছে তা নয়, কালো আলখেল্লার ভেতর থেকে উঁচু হয়ে রয়েছে ছোরার হাতলও। তিন জোড়া তীক্ষ্ণ চোখে পলক নেই, গুলি করার তুচ্ছ ছুতো খুঁজছে যেন। হতাশ বোধ করল রানা। এদের সাথে কৌশল করতে গেলে ভয়ঙ্কর খেসারত দিতে হবে।

তবু বিরহাম ফিরে আসার আগে পালাবার কোন উপায় করা যায় কিনা ভেবে দেখছে রানা। পাঁচ মিনিট কেটে গেল, কিন্তু আশার কোন আলো দেখল না। একবার পকেটে হাত ভরতে গেল, পিছন থেকে একজন গার্ডের ধমক শুনে রুমাল বের না করেই হাতটা শরীরের পাশে নামিয়ে নিল ও। এর একটু পর অন্যমনস্কতার

ভান করে পায়চারি শুরু করতে যাচ্ছিল, এবার তিনজন গার্ডের একজনও বাধা দিল না, শুধু ঘরের ভেতর বজ্রপাতের আওয়াজ হলো, এবং কানের পাশ দিয়ে বিঙ করে বুলেট ছুটে যাবার শব্দ পেল ও।

এরপর আর একচুল নড়েনি রানা। কয়েক সেকেন্ড পর দোরগোড়ায় আবার দেখা গেল বিরহামকে। 'উফ্!' পরম স্বস্তির হাঁপ ছেড়ে একগাল হাসল সে। 'আমি তো ভেবেছিলাম চালাকি করতে গিয়ে মারা পড়েছ তুমি, রানা! সেরকম কোন অঘটন ঘটে গেলে দুঃখের আর সীমা থাকত না আমার।'

ডিনার জ্যাকেট বদলে সাদা, ঢিলেঢালা কারাতে পোশাক পরে এসেছে বিরহাম। জি আই না কি যেন বলে পোশাকটাকে, এই মুহূর্তে ঠিক মনে করতে পারল না রানা। খালি পা ফেলে শান্তভাবে হেঁটে এল সে। দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে তালা লাগিয়ে দিল একজন গার্ড।

রানার সামনে প্যাডের ওপর এসে দাঁড়াল বিরহাম। 'বলো, রানা, কারাতে বা কুং ফু জানো?'

চেহারায় অস্বস্তি নিয়ে বিরহামের কোমরে পেঁচিয়ে থাকা কালো বেল্টটার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। তারপর মুখ তুলল। বুঝল, সিদ্ধান্তটা ভুল নেয়নি ও। পড়ে পড়ে মার খেলে তবু হয়তো প্রাণে বেঁচে যাবার ক্ষীণ একটু আশা আছে। নিঃশব্দে এদিক ওদিক মাথা নাড়ল ও।

'জুডো?'

'না। মারপিট ভাল লাগে না আমার।'

'যা ভেবেছিলাম বোঝা গেল, তোমাকে পিটিয়ে খুব একটা মজা পাওয়া যাবে না। তুমি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী নও।' কাঁধ ঝাঁকাল বিরহাম। 'তবু, নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল। কিন্তু মজার কথা কি জানো? তোমার সম্পর্কে ডোনার ধারণাটা কিন্তু ঠিক উল্টো। ওর বিশ্বাস, আসলে তুমি প্রচণ্ড শক্তি রাখো, কিন্তু সেজে থাকো দুর্বল ভেড়া। অবশ্য সত্যি-মিথ্যে এখুনি জানা যাবে।'

বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে বিরহামকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলছে রানা...কল্পনা করতে গিয়ে কোথাও কোন গলদ দেখল না রানা। কিন্তু আবার উপলব্ধি করল, কল্পনাটাকে বাস্তবে রূপ দিতে বাদ সাধছে তিনটে রাইফেল। চেহারায় যাতে ঘৃণার ভাবটুকু ফুটে না ওঠে সেজন্যে নিজের সাথে যুঝতে হলো ওকে। ঢোক গিলে চোখে মুখে ভীতির ভাব ফুটিয়ে তুলে কাঁপা গলায় বলল ও, 'আমাকে ছেড়ে দাও, ভাই। আমি তো তোমার কোন ক্ষতি করিনি, তাহলে আমাকে মারবে কেন? বোকার মত মিথ্যে কথা বলেছি আমি, কুয়াশায় বোটটাকে আমি দেখতেই পাইনি। খোদার কসম বলছি...'

পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে শুরু করল গার্ড তিনজন। একাধারে কৌতুক এবং নৈরাশ্যের ছাপ ফুটে উঠেছে তাদের চেহারায়। মারপিটটা যে জমবে না, এরই মধ্যে বুঝতে শুরু করেছে ওরা।

বিরহামের কদর্য চেহারা রাগে বীভৎস হয়ে উঠল। হুঙ্কার ছাড়ল সে, 'চোপ, শালা! আমার বোটের গায়ে হাত দেবার সাহস যে তোর হবে না সে তো আমার জানা কথা। কিন্তু মিথ্যে কথা বলেছিস বলেই তো তোর সাথে আমার শত্রুতা।

রেডি হ।'

কোণঠাসা ইঁদুরের মত নিজের চারদিকে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকাল রানা। আতঙ্কে কাঁপতে শুরু করল শরীর। 'কেন, ভাই? কি লাভ তোমার আমাকে খুন করে? খোদার কিরে, একটা কথাও বলব না কাউকে। আমাকে ছেড়ে দাও। দোহাই লাগে।' হাত দুটো দয়া প্রার্থনার ভঙ্গিতে জোড় করে বিরহামের দিকে এগোল ও।

'থাম!' গর্জে উঠল বিরহাম। 'আর যদি এক পা এগোবি, খুন করে ফেলব!'

নিশ্চল হয়ে গেল রানা। ওর প্ল্যানটা কাজে লাগছে। কোনরকম বাধা বা প্রতিরোধের সৃষ্টি না করলে বেশিক্ষণ উৎসাহ ধরে রাখতে পারবে না বিরহাম। বলা যায় না, বিরক্ত হয়ে ওকে রেহাই দিলেও দিতে পারে।

'আশ্চর্য! কোন্ শালা তোকে মেজর বানাল?' কর্কশ সুরে বলল বিরহাম। 'আমার ধারণা তুই একটা হোমো, ওটা দিয়েই ওপর-অলাদের মন জয় করেছিস!' প্যাডের মাঝখানে চলে এল সে। কারাতের সূচনা পর্বের একটা পোজ নিল।

'না, থা-থামো...' তোতলাতে শুরু করল রানা। পর মুহূর্তে এক ঝটকায় মাথাটা পিছন দিকে সরিয়ে নিল, সেই সাথে পিঠ বাঁকা করে একদিকে খানিকটা ঘুরিয়ে নিল শরীর—সাংঘাতিক ভয়ে এই রকম বিদঘুটে ভঙ্গি করে থাকে মানুষ, এটা যে আত্মরক্ষার একটা কৌশল সেটা বিরহামকে বুঝতে দিল না ও। বিরহামের চোখের মণি ক্ষীণ একটু নড়ে উঠতে দেখে বুঝতে পেরেছিল, আক্রমণটা আসছে।

হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে বিদ্যুৎগতিতে পাঞ্চ করেছিল বিরহাম। ভয় পেয়ে রানা এভাবে সরে গিয়ে ফাঁকি দেবে তা সে আশা করেনি। রানার চোয়ালে ঘুসিটা লাগল বটে, কিন্তু লেগেই পিছলে গেল, তেমন জখম করতে পারল না। এলোমেলো পা ফেলে পিছিয়ে গেল রানা, আগুপিছু দুলতে শুরু করল শরীর। ওদিক ধীরে ধীরে সামনে এগোতে শুরু করল বিরহাম। ঠোঁটে ক্রূর হাসি।

রানার জন্যে মহা মুশকিল হলো, প্রতিটি আক্রমণ ঠেকাবার কৌশল রপ্ত করা আছে ওর। অথচ নিজেকে অনভিজ্ঞ গোবেচারা প্রমাণ করার জন্যে মার খেতে হবে ওকে, প্রতিহত করা চলবে না। কাজটা যে সাংঘাতিক কঠিন, হাড়ে হাড়ে টের পেল ও। বিরহাম হামলা চালাতে আসছে দেখলেই নিজের অজান্তে শক্ত হয়ে ওঠে শরীরের পেশী, ঠেকাবার জন্যে উপযুক্ত ভঙ্গি নিতে চায়। শরীরটাকে জোর করে দমিয়ে রাখতে চেষ্টা করল ও।

বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল বিরহাম। শরীর ঢিল করে দিয়ে ঘুসিটা বুকে নিল রানা। পরমুহূর্তে লাফিয়ে উঠে ওর মাথা লক্ষ্য করে লাথি চালাল বিরহাম। রানার গোটা মুখ যেন একটা এক্সপ্রেস ট্রেনের সাথে ধাক্কা খেয়ে থেঁতলে গেল। প্যাডের ওপর থেকে ছিটকে পড়ল দেয়ালে সেট করা একসার হরাইজন্টাল বারের গায়ে। ওখান থেকে মেঝেতে। নিঃসাড় পড়ে থাকল ও। ফাটা ঠোঁট থেকে বেরিয়ে আসা রক্তের লোনা স্বাদ পেল জিভে, জিভের ডগা দিয়ে অনুভব করল সামনের ক'টা দাঁত একটু যেন নড়বড় করছে।

'ওঠো রানা, ওঠো!' আদরের সুরে বলল বিরহাম। 'খাড়া হও। শিখতে হলে অমন এক-আধটু তো লাগবেই। ওঠো।'

টলমল করতে করতে উঠে দাঁড়াল রানা। মাতালের মত দুলতে দুলতে এগোল প্যাডের দিকে। সমগ্র অস্তিত্ব জুড়ে পাল্টা আঘাত হানার তীব্র একটা ঝোঁক অনুভব করল ও।

এবার নিয়ম ধরে আক্রমণ চালাল বিরহাম। দুম দুম হাতুড়ির বাড়ির মত রানার মাথায় নেমে এল জোড়া হাতের বিদ্যুৎগতি ঘুসি, এর যেন কোন শেষ নেই। সেই সাথে উন্মুক্ত বুকের খাঁচা লক্ষ্য করে ফ্রন্ট কিক চালাল বিরহাম। যতটা শব্দ শুনে তার চেয়ে বরং অনুভব করে বুঝল রানা, পাঁজরের একটা হাড়ে চিড় ধরল। স্লোমোশন সিনেমায় যেমন দেখা যায়, ধীরে ধীরে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল রানা। তারপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সামনের দিকে। এমন সাংঘাতিকভাবে আহত হয়েছে যে রক্ত আর বমিতে মাখামাখি হয়ে গেল মুখ, প্যাডের ওপর সেগুলোর একটা পুকুর তৈরি হলো। ক্রমশ বড় হচ্ছে পুকুরের পরিধি। ফুলে উঠেছে ঠোঁট জোড়া। নাকের ফুটো চিরে গেছে।

বুকে কেউ যেন ছোরা গাঁথছে। প্রচণ্ড ব্যথায় চোখের সামনে অন্ধকার দেখছে রানা। কিন্তু মাথাটা এখনও ঠাণ্ডা রাখতে পেরেছে, চিন্তাশক্তিও লোপ পায়নি। ভয় হলো জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। জোর করে সজাগ থাকার চেষ্টা করল ও, কিন্তু সেই সাথে ভান করতে শুরু করল, জ্ঞান হারিয়ে ফেলছে।

আক্রোশে রানার চারদিকে লাফালাফি শুরু করল বিরহাম। 'শালা আমাকে ঠকাচ্ছে! অজ্ঞান হয়ে গিয়ে ফাঁকি দিতে চায়!' একজন গার্ডকে ইঙ্গিত করল সে। 'তাজা করো ওকে।'

দরজা খুলে বাথরুমে ঢুকল একজন গার্ড। ভিজে তোয়ালে নিয়ে বেরিয়ে এল সে। কোনরকম মায়া-মমতা না দেখিয়ে জোর দিয়ে খসখস করে ঘষে রানার মুখটা মুছে দিল সে। তারপর লাল হয়ে ওঠা কাপড়ের ওপর দিয়ে ঘাড়টা কমপ্রেস করল। কিন্তু তবু রানাকে নড়তে না দেখে আবার বেরিয়ে গেল গার্ড জিমনেশিয়াম থেকে, ফিরে এল খানিকটা কটুগন্ধী লবণ নিয়ে।

খক করে কেশে উঠল রানা। একবার, দু'বার। তারপর হড় হড় করে খানিকটা রক্ত ঢেলে দিল গার্ডের বুটে। গড়িয়ে মেঝেতে পিঠ দিল ও। আবার চোখ মেলতে দেখল, ওর ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রকাণ্ড দৈত্যটা।

দৈত্যর কদর্য চেহারায় উজ্জ্বল হাসি ফুটে উঠল। 'খারাপ কথা, রানা! অন্যায়! ক্লাসে ঘুমিয়ে পড়লে তার শাস্তি কি জানো?' পরমুহূর্তে রাগে আরও বিকৃত দেখাল চেহারা। 'ওঠো। উঠে দাঁড়াও!'

'অন্যায়? ক্লাস?' ভাঙা গলায় বিড়বিড় করে উঠল রানা। ঠোঁটের গায়ে শুকনো রক্তের ওপর তাজা রক্ত গড়াতে দেখা গেল। 'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি...'

উত্তরে রানার নাভির ওপর একটা পা তুলে দিয়ে চাপ দিতে শুরু করল বিরহাম। গুঙিয়ে উঠল রানা, থরথর করে কেঁপে উঠল শরীর। পায়ের চাপ কমাল বিরহাম। 'ওঠ বলছি!'

'পারছি...পারছি না যে...'

পিছিয়ে এল বিরহাম। অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল। তারপরই বিদ্যুৎগতিতে লাথি চালাল সে। মাথায় লাথি খেয়ে ঘুরে গেল রানার শরীর। এবার ভান নয়, সত্যি

সত্যিই জ্ঞান হারাল ও।

'কুত্তাটার হুঁশ ফেরাও!' উন্মাদের মত চিৎকার করে বলল বিরহাম। 'ওকে আমি নিজের পায়ে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে চাই।'

আড়চোখে পরস্পরের দিকে তাকাল তিনজন গার্ড। গম্ভীর হয়ে উঠেছে চেহারাগুলো। বিরহামের কাপুরুষতা দেখে ওদেরও ঘৃণা ধরে গেছে। কিন্তু হুকুম হুকুমই। ওদের মধ্যে দু'জন রানার জ্ঞান ফিরিয়ে আনার জন্যে শুশ্রূষা শুরু করল। ঝাড়া সাত মিনিট চেষ্টা করার পর রানা নড়ে উঠল বটে, কিন্তু ওদের কারও বুঝতে বাকি থাকল না যে কেউ ধরে দাঁড় করালে তবেই দাঁড়াতে পারবে ও। সেই নির্দেশই দিল বিরহাম।

রানাকে দাঁড় করিয়ে ওর দুই বগলের নিচে কাঁধ দিয়ে রাখল দু'জন গার্ড। গার্ডদের মাঝখানে নিষ্প্রাণ, ভিজে চিনির বস্তার মত ঝুলতে থাকল রানা। এই অবস্থায় আবার ওর ওপর হামলা চালাল বিরহাম। ঘামে ভিজে গেল তার সাদা ড্রেস, সামনের অংশটা লাল হয়ে উঠল।

নিজের অবস্থা ভাল বুঝতে পারছে না রানা। এই জ্ঞান থাকছে, এই সব অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। শুধু অনুভব করল, আবেগ, বোধ, অনুভূতি সব হারিয়ে ফেলেছে ও। মাথাটা আগের মত কাজ করছে না, লোপ পেয়েছে চিন্তাশক্তি। ভোঁতা আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে ও, প্রতিটি আওয়াজের সাথে ঝাঁকি খাচ্ছে শরীর, কিন্তু তেমন ব্যথা অনুভব করছে না। উপলব্ধি করল, ওর ব্রেন আর শরীর যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেছে বাস্তবের সাথে।

হাঁপিয়ে উঠেছে বিরহাম। ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছে। রানার পেট লক্ষ্য করে পা চালাল সে আবার। এবার নিয়ে ছয়বার চোখের সামনে অন্ধকার দেখল রানা। গার্ডদের কাঁধের ওপর থেকে ছিটকে পিছিয়ে গেল শরীরটা। ভারী বস্তার মত প্যাডের ওপর ধপ করে পড়ল। বিরহামের চেহারা থেকে ধীরে ধীরে মুছে গেল হিংস্র ভাবটা। শূন্য দৃষ্টিতে রক্তাক্ত আঙুলের গিঁটগুলো পরীক্ষা করল সে। বুকটা নিঃশ্বাসের সাথে ঘন ঘন ওঠা-নামা করছে। হাঁটু মুড়ে বসল সে। মুঠো করে ধরল রানার মাথার চুল। মাথাটা একপাশে টেনে নিয়ে গেল যাতে পুরো গলাটা দেখতে পায়।

এর পর রানার গলার ওপর ডান হাত উঁচু করল বিরহাম। হাতটার তালু খোলা। শেষ আঘাতটা হানার জন্যে সম্পূর্ণ তৈরি সে। জুডোর এই একটা চপই যথেষ্ট, রানাকে আর বাঁচতে হবে না। বাড়িটা পড়লেই পিছন দিকে ঝাঁকি খাবে মাথা, ভেঙে যাবে ঘাড়। কিন্তু প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় থাকলেও কেমন করে যেন মৃত্যুর পদধ্বনি ঠিকই শুনতে পেল রানা।

প্রথমে বিরক্তি অনুভব করল ও। কে যেন গভীর ঘুম থেকে জাগাবার চেষ্টা করছে ওকে। কিন্তু জাগতে গিয়ে ব্যথা অনুভব করল ও শরীরে। ভাবল, দরকার কি, তার চেয়ে যেমন আছি তেমনি থাকি। কিন্তু যে ওকে জাগাবার চেষ্টা করছে সে ছেড়ে দেবার বান্দা নয়। সে তার চেষ্টা চালিয়েই যাচ্ছে। তার সেই চেষ্টাটাও

আবার গভীর অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তলিয়ে যাবার ঠিক আগের মুহূর্তে তাকে দেখতে পেল রানা। ঠিক তাকে নয়, তার ভুরু। কাঁচা-পাকা একজোড়া কুঁচকে ওঠা ভুরু। চেহারার বাকিটা কল্পনা করে নিতে পারল রানা। নীরবে তিরস্কার করছেন ওকে মেজর জেনারেল রাহাত খান। সারা শরীরে যেন বিদ্যুতের স্পর্শ অনুভব করল রানা।

চোখের পাতা নড়ে উঠল। আবছাভাবে দেখল, ওর গলার ওপর হাত নামিয়ে আনতে যাচ্ছে বিরহাম। সাথে সাথে বিপদটা টের পেয়ে গেল রানা। তৈরি হয়ে গেল ও।

'না!'

হাতটা নামাল না বিরহাম, কিন্তু ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল দরজার দিকে। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ডোনা আবারা, চেহারায় রাজ্যের আতঙ্ক আর বিস্ময় ফুটে আছে। 'না!' আবার বলল সে। 'প্লীজ! এ তোমাকে মানায় না।'

হাতটা তবু নামাল না বিরহাম। 'এত কিসের দরদ? ওকে মারলে তোমার কি আসে যায়?'

'কিছুই আসে যায় না। কিন্তু ও-ও তো একটা মানুষ? একজন অসহায় লোকের ওপর তোমার এই নির্মমতা কেন? তুমি না পুরুষমানুষ? তুমি না সবল পুরুষমানুষ? কেউ দুঃসাহস দেখালে তবেই না তোমার নিষ্ঠুর হওয়া মানায়! তুমি আমাকে নিরাশ করছ, অসকার!'

ধীরে ধীরে হাতটা নামিয়ে নিল বিরহাম। উঠে দাঁড়াল। ডোনা আবারার দিকে এগোবার সময় নেশাখোরের মত এদিক ওদিক দুলতে লাগল শরীরটা। এলোমেলো পা ফেলে ডোনা আবারার সামনে গিয়ে থামল সে। খপ করে ধরল তার পোশাকের সামনের অংশ, হ্যাঁচকা টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলল। হাত দিয়ে বুক ঢাকল ডোনা। তার গালে ঠাস করে চড় মারল বিরহাম। 'কুত্তী! আমার ব্যাপারে নাক গলাতে তোকে না আমি বারণ করেছি? আমার বা আর কারও সমালোচনা করার কোন অধিকার নেই তোর। গদিমোড়া নরম সোফায় পাছা রেখে সময় কাটাও, ওদিকে দুনিয়ার কঠিন কাজগুলো সারতে দম বেরিয়ে যাবার অবস্থা হয় আমার! ফের যদি...'

চড় কষার জন্যে হাত তুলল ডোনা আবারা, কিন্তু সেটা খপ করে ধরে মুচড়ে দিল বিরহাম। ব্যথায় ছটফট করতে শুরু করল ডোনা আবারা।

দাঁত বের করে হাসল বিরহাম। 'এখানেই একজন পুরুষের সাথে একজন মেয়ের পার্থক্য! গায়ের জোর, মাই ডিয়ার! তুমি বোধহয় ভুলে গিয়েছিলে?'

ডোনা আবারাকে ঠেলে দরজার ওপারে সরিয়ে দিল বিরহাম। গার্ডদের দিকে ফিরল ও। 'ব্লাডি বাস্টার্ডটাকে বাকি সবার সাথে ফেলে দিতে হবে,' হুকুম করল সে।

ছয়

গভীর ঘন অন্ধকার থেকে উঠতে শুরু করল রানা। ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে আসছে ওর। নাগালের বাইরে ক্ষীণ একটু আলোর আভাস এই আছে এই নেই, সেটার দিকে হাত বাড়াতে গেলেই আবার গভীর ঘন অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে ও। মারা গেছি, আমি মারা গেছি—অস্পষ্টভাবে মনে পড়ল ওর।

কিন্তু তারপরই আরও একটা শক্তি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল ও। অদ্ভুত একটা অনুভূতি নড়াচড়ার সাথে ক্রমশ জোরাল হচ্ছে। একটু পরই সেটাকে চিনতে পারল, বুঝল, দুনিয়ার বুকে এখনও বেঁচে আছে ও। ব্যথা, প্রিয় যন্ত্রণা, ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে সারা শরীরে। গুঙিয়ে উঠল ও, কিন্তু ব্যথাটাকে চিনতে পেরে পুলকও অনুভব করল।

'যীশু, তোমার অপার মহিমা! তোমায় লাখো সালাম! তুমি ওকে ফিরিয়ে দিয়েছ, এ ঋণ···' যেন অনেক, অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে রানার কানে কথাগুলো। পরমুহূর্তে আবার অন্ধকারে তলিয়ে যেতে শুরু করল ও। এবার কিন্তু শরীরটাকে ঢিল করে না দিয়ে, মনটাকে নিস্তেজ করে না রেখে যুঝতে শুরু করল ও। প্রায় সাথে সাথে অন্ধকার থেকে উঠে এল। এবার আরও পরিষ্কার শুনতে পেল কথাগুলো।

'রানা! রানা! আমি রিটা! তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ, রানা? চোখ মেলো, রানা!'

চোখ মেলতে চেষ্টা করল রানা, কিন্তু পারল না। পারল না তার কারণ, হঠাৎ বন্ধ পাতায় উজ্জ্বল আলো লেগে ধাঁধিয়ে গেল চোখ। সেই সাথে একটা গন্ধ ঢুকল নাকে। তাজা, ঠাণ্ডা বাতাসের গন্ধ। অনুভব করল, ওর মাথার নিচে নরম একটা হাত। তারপর ধীরে ধীরে চোখ মেলল ও। প্রথমে কিছু দেখতে পেল না। সব কেমন যেন ঝাপসা আর ছেঁড়া ফাটা। অস্পষ্ট ভাবে দেখল ওর ওপর ঝুঁকে রয়েছে মানুষ আকৃতির একটা কাঠামো। ঠোঁট দুটো ফাঁক করে কথা বলার চেষ্টা করল ও, কিন্তু গোঙানি আর দুর্বোধ্য ক'টা শব্দ ছাড়া কোন আওয়াজ বের হলো না।

'যতদূর বুঝতে পারছি, আমাদের মেজর রানা নবজন্ম লাভ করতে শুরু করেছেন।'

অস্পষ্টভাবে কথাগুলো শুনতে পেল রানা। গলাটা রিটার নয়, এটুকু বুঝতে পারল। সুরে গভীরতা আর পুরুষালী ভাব রয়েছে। 'কিভাবে যে উনি বেঁচে আছেন, সেটাই আমার কাছে আশ্চর্য লাগছে।' আবার শোনা গেল সেই কণ্ঠ। 'যীশু সাক্ষী, জ্ঞান ফিরে না পেয়ে উনি মারা গেলেই বোধহয় ভাল করতেন। অবস্থা দেখে বুঝতে পারছি, কেউই আমরা আর ফেরার জন্যে বেঁচে থাকব না···'

'মেলা বকবক করবেন না তো!' ঝাঁঝের সাথে বলল রিটা। 'রানাকে বাঁচাতেই হবে। বুঝতে পারছেন না, ও-ই এখন আমাদের একমাত্র ভরসা?'

'আশা…ভরসা?' ফিসফিস করে উঠল রানা। 'মনে পড়ছে আশা নামে একটা মেয়ের সাথে একবার ডেট হয়েছিল…' শরীরের পাশে ব্যথাটা আচমকা মাংসের ভেতর গরম লোহার ছ্যাঁকা হয়ে উঠল। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার হলো, ওর মুখে কোন অনুভূতি নেই। থেঁতলানো মাংস অসাড় হয়ে গেছে। তারপরই কারণটা বুঝতে পারল ও, বুঝতে পারল চোখের সামনে কেন শুধু ছায়া দেখতে পাচ্ছিল এতক্ষণ। ওর মুখের ওপর থেকে স্বচ্ছ একটুকরো ভিজে নাইলন তুলে নিল রিটা।

কাছের একটা ডোবা থেকে হিম ঠাণ্ডা পানি তুলে নিয়ে এসে রানার ক্ষতগুলো ভিজিয়ে রাখছিল এতক্ষণ রিটা। খানিক চেষ্টা করার পর পুরোপুরি চোখ মেলল রানা। সোনালি একরাশ চুলের মাঝখানে উদ্বেগ-মাখা একটা মুখ। ওকে চোখ মেলতে দেখে উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সেটা। রিটার পাশ থেকে সেই গলাটা আবার কথা বলে উঠল, 'কেমন আছেন, মি. রানা? ট্রাকের নাম্বার প্লেটটা দেখে রেখেছেন তো? নাকি ওটা একটা বুলডোজার ছিল?'

মাথাটা একটু ঘুরিয়ে তাকাতেই বেন হলের সাথে চোখাচোখি হলো রানার। আনন্দ আর খুশি উপচে উঠছে চেহারা থেকে।

হাসতে কোন অসুবিধে হলো না রানার। 'বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, ওটা ছিল একটা দৈত্য, হাতির পায়ের মত আঙুল…'

'কিন্তু আমি ভাবছি অন্য লোকটার কথা—আপনার যদি এই অবস্থা করে থাকে সে, না জানি আপনি তার কি অবস্থা করেছেন!'

'মিছে ভয় পাচ্ছ, হল্। বিশ্বাস করো, তার গায়ে একটা টোকাও মারিনি আমি।'

বিস্ময়ে, অবিশ্বাসে হাঁ হয়ে গেল হলের মুখ, ভেতরে লালচে আলাজিভটা পর্যন্ত দেখা গেল। 'অসম্ভব! ভেবেছেন আপনার সম্পর্কে কিছু জানি না আমি? ভুলে গেছেন আমি ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্সের একজন এজেন্ট? আর যাই হোক, মুখ বুজে মার খাবার মত মানুষ মাসুদ রানা নন।'

'আহ্,' হলের গায়ে ঠেলা দিয়ে তাকে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করল রিটা, 'আপনি দেখছি বিপদ ভুলে গল্প জুড়ে দিলেন!' রানার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল সে। 'রানা, মন দিয়ে শোনো। মনে করো, আমার প্রতিটি শব্দ ওজন করা, একটুও বাড়িয়ে বলছি না। আমাদের সবাইকে যদি বাঁচাতে হয়, যেভাবে হোক তোমাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। এখান থেকে বেরুতে হবে তোমাকে, সাহায্য আনতে…'

কান দিল না রানা রিটার কথায়। জানে নড়তে গেলেই তীব্র ব্যথা বাধা দেবে ওকে, তাই প্রায় এক ঝটকায় বসার ভঙ্গিতে তুলে ফেলল শরীরটাকে। পাঁজরের ভেঙে যাওয়া হাড়টা চামড়া ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইল যেন। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় চোখে অন্ধকার দেখল ও। মনে হলো বিরাট একটা সাঁড়াশীর মাঝখানে ওর বুকটাকে ঢুকিয়ে নিয়ে কেউ যেন চাপ দিচ্ছে। মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিল আবার, ওর কাঁধ ধরে ফেলল রিটা আর বেন হল্। ঝাড়া দশ সেকেন্ড পর ধীরে ধীরে চোখ মেলল রানা আবার। নিজের চারদিকে তাকাল।

কিছু একটা দেখল বটে, কিন্তু দেখেই সেটাকে চিনতে পারল না ও। মনে হলো, দুর্বোধ্য দুঃস্বপ্ন দেখছে। অবাস্তব দৃশ্যটার দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে

থাকল ও। তারপর ধীরে ধীরে ঘাড় ফেরাল রিটা আর বেন হলের দিকে।

রানার চেহারায় স্তম্ভিত বিস্ময় ফুটে উঠতে দেখল ওরা।

একটু একটু করে চোখ খুলে যাচ্ছে রানার। কোথায় রয়েছে ওরা, সেটা যেন পরিষ্কার হয়ে আসছে। রিটার নরম কাঁধে ওর আঙুলের নখ ডেবে গেল। কিন্তু প্রতিবাদ জানাল না রিটা। যেন কিছুই অনুভব করছে না সে।

'মাই গড! এ কিভাবে সম্ভব?' ফিস ফিস করে বলল রানা।

বিশ-পঁচিশ সেকেন্ড অনড় বসে থাকল ও। বিধ্বস্ত হেলিকপ্টারটা মাত্র দশ গজ দূরে পড়ে রয়েছে গভীর নালার নিচে। নালার মাঝখানে ঘন কাদা, তোবড়ানো অ্যালুমিনিয়ামের স্তূপটা কাদায় প্রায় ডুবে আছে। নালার দু'পাশে ঢাল প্রায় খাড়া ভাবে উঠে গেছে একশো ফিট। মাথার ওপর লম্বা একটা ফাটলের ওদিকে দেখা গেল আইসল্যান্ডের আকাশ। লক্ষ করল, বিধ্বস্ত 'কপ্টারটা বেশ বড়, সম্ভবত টাইটান শ্রেণীর। অন্তত ত্রিশজন প্যাসেঞ্জার বইতে পারে। প্রথম অবস্থায় 'কপ্টারের গায়ে যে রঙই চড়ানো হয়ে থাকুক, এখন আর সেটা চেনার উপায় নেই। আদি রঙ এবং মার্কিঙের ওপর নতুন রঙ চড়ানো হয়েছে। ককপিটের পিছনের ফিউজিলাজ ভেঙে গিয়ে ভেতর দিকে ডেবে গেছে। বাকি ফ্রেমওয়র্কও ভেঙে খান খান। এই রকম একটা অ্যাক্সিডেন্টের পর কোন প্যাসেঞ্জারের পক্ষে বেঁচে যাওয়া সম্ভব নয়। তাহলে সে, রিটা, বেন হল্ কোত্থেকে এল।

তারপর লক্ষ করল রানা, নালার পাশের ঢালে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে আরও মানুষ। প্রত্যেকের শরীর দুমড়ে মুচড়ে পড়ে আছে। অনেককেই আবছা ভাবে চিনতে পারল রানা। অবাক কাণ্ড, নড়াচড়া করছে সবাই, কিন্তু কেউ গোঙাচ্ছে না বা চিৎকার করছে না। বিরহামের ট্রফি রুমে শেষবার এদেরকে দেখেছিল ও। বিরহাম আর এল. ফাইনের উল্টোদিকে ওর সাথে দাঁড়িয়ে ছিল এরা সবাই।

মনে হলো সবাই বেঁচে আছে, কিন্তু প্রত্যেকে মারাত্মকভাবে আহত। ঢালের ওপর বিদঘুটে ভঙ্গিতে পড়ে থাকা দেখে বোঝা যায় সবারই হাড়-গোঁড় ভাঙা পড়েছে।

রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইল রানা, 'কি…কি ঘটেছে?'

'আপনি যা ভাবছেন তা নয়,' মৃদু কণ্ঠে বলল বেন হল্।

'তাহলে কি? মেরে ফেলার জন্যে নিশ্চয়ই কোথাও আমাদের নিয়ে যাচ্ছিল বিরহাম, এই সময় অ্যাক্সিডেন্ট করে 'কপ্টার…'

'না,' বলল হল্, 'আমরা অ্যাক্সিডেন্ট করিনি। ভাঙা 'কপ্টারটা এখানে আগে থেকেই ছিল, বোধহয় কয়েক দিন বা কয়েক হপ্তা আগে ফেলে রেখে যাওয়া হয়েছিল।'

চোখে অবিশ্বাস নিয়ে হলের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। ভিজে মাটিতে শুয়ে আছে হল্, বিশেষ নড়াচড়া করছে না, কাদা লেগে নোংরা হয়ে আছে কাপড়চোপড়। 'সব কথা খুলে বলো আমাকে, হল্। তুমি আমাদের সাথে কেন? আমরাই বা এখানে এলাম কিভাবে?'

'অ্যালব্যাট্রস ডকের কাছে ঘুরঘুর করছিলাম, কিন্তু কোন সূত্র পাবার আগেই বিরহামের লোকের হাতে ধরা পড়ে যাই। বিরহামের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বাকি

সবার মাঝখানে ফেলা হয় আমাকেও।'

কিভাবে যে উঠে দাঁড়াল রানা, নিজেও ভাল বলতে পারবে না। টলে পড়ে যাচ্ছিল, কিন্তু সামলে নিল কোনমতে। লক্ষ করল ওর দিকে তাকিয়ে আছে রিটা, কিন্তু সাহায্যের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিল না। কাদার ওপর শক্ত পাথর হয়ে বসে আছে সে, হলের মত সে-ও বিশেষ নড়াচড়া করছে না। 'কি হয়েছে তোমাদের?' নিচু গলায় জানতে চাইল ও।

হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠল রিটা। পিঠটা ফুলে ফুলে উঠল তার।

হলের দিকে ফিরল রানা। 'কি ব্যাপার, হল্? চুপ করে আছ কেন?'

'আমরা সবাই আহত, কিন্তু এখুনি মারা যাব এমন অবস্থা নয় কারও। বিরহাম ঠিক এই চেয়েছিল। আমাদের এক নম্বর শত্রু আবহাওয়া। টেমপারেচার এখন চল্লিশ ডিগ্রীর নিচে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ফ্রিজিং পয়েন্টে নেমে যাবে। এরপর ঠাণ্ডা আর শকে একে একে মারা যেতে শুরু করব আমরা। সকাল বেলা দেখা যাবে এই নালায় আমরা সবাই বরফ হয়ে পড়ে আছি।'

'বিরহাম ঠিক তাই চেয়েছিল মানে?'

'বুঝতে পারছেন না? আমাদের এই হালের জন্যে কোন অ্যাক্সিডেন্ট দায়ী নয়। বিরহাম আপনাকে মারধর করে তক্তা বানাবার খানিকপর আমাদের সবাইকে নেমবুটালের হেভী ডোজ দেয়া হয়। আমরা সবাই জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। এরপর বিরহামের লোকেরা একজন একজন করে ধরে আমাদের প্রত্যেকের এক বা একাধিক হাড় ভেঙে দেয়। এরপর প্রত্যেককে আবার পেইনকিলার ইঞ্জেকশন দেয়া হয়। একটা 'কপ্টার অ্যাক্সিডেন্ট করলে প্যাসেঞ্জারদের যে-সব হাড় ভাঙতে পারে শুধু সেগুলোই ভাঙা হয়। পরে যাতে দেখে মনে হয়, আমরা একটা হেলিকপ্টার অ্যাক্সিডেন্টের দুর্ভাগা শিকার মাত্র।'

হলের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা, মুখে কথা সরল না। কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে ও। জানে, ভুল বা মিথ্যা বলছে না হল্, অথচ কথাগুলো বিশ্বাসও করতে পারছে না ও। বার বার শুধু একটাই প্রশ্ন জাগছে মনে—এতগুলো বুড়ো মানুষ রয়েছে ওদের মধ্যে···মানুষ এই রকম পাষণ্ড হয় কিভাবে?

চোখ বুজে এদিক ওদিক মাথা নাড়ল রানা। বিড়বিড় করে বলল, 'বিরহাম।' তারপর চোখ মেলল ও, জানতে চাইল, 'এতসব তুমি জানলে কিভাবে?'

'নেমবুটাল ইঞ্জেকশন সবার শেষে দেয়া হয় আমাকে। জেরোমি এল. ফাইন কথা বলছিলেন স্যার কাপলানের সাথে, ওদের সব কথা শুনতে পাই আমি। চারদিকে এই যে করুণ দৃশ্যটা দেখতে পাচ্ছেন, এর ধারণাটা ওরা কম্পিউটারের কাছ থেকে পায়। ইমমর্টাল লিমিটেডের কম্পিউটার কিভাবে কি করতে বলে দিয়েছে সেটাই ব্যাখ্যা করছিলেন এল. ফাইন।'

'কিন্তু কেন? কি দরকার ছিল এই নিষ্ঠুরতার? একটা এয়ারক্রাফটে আমাদেরকে তুলে দিয়ে সেটা সাগরে ফেলে দেবার ব্যবস্থা করলেই তো পারত ওরা। কেউ আমরা বাঁচতাম না, আমাদের কি হলো না হলো তাও কেউ কিছু জানতে পারত না কখনও।'

'অদ্ভুত এক চীজ এই কম্পিউটার, শুধু নিরেট ফ্যাক্ট নিয়ে মাথা ঘামায় সে।

মানবিক কোন গুণ তার কাছ থেকে আশা করা যায় না। আমি এবং আরও দু'একজন ছাড়া আর যারা এখানে আহত হয়েছে তারা সবাই যে যার সরকারের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফিগার। বিরহামের পার্টিতে আপনি তো ছিলেনই, আমাদের কেন মরতে হবে তার ব্যাখ্যা এল. ফাইনের মুখ থেকে শুনেছেন—একটা ডাইভারশন ক্রিয়েট করার জন্যে। সবাই যখন এই অ্যাক্সিডেন্ট নিয়ে ব্যস্ত থাকবে সেই সুযোগে দক্ষিণ আমেরিকার একটা দেশে অভিযান চালাবে ইমমর্টাল লিমিটেড।'

'তবু এই নিষ্ঠুরতার কারণ বোঝা গেল না।'

'আমার ধারণা, আমাদেরকে সাগরে গায়েব করে দেয়া উচিত হবে কিনা এই প্রশ্নই করা হয়েছিল কম্পিউটারকে, কিন্তু কম্পিউটার বাবাজী সবদিক থেকে নিখুঁত একটা সমাধান বলে দেয় ওদের। সেই সমাধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, লাশগুলো ওদের পছন্দ মত সময়ে লোকের চোখে পড়বে।'

'সাগরে ডুবিয়ে মারার মধ্যে অসুবিধেটা কি ছিল?'

'উত্তর আটলান্টিকের প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় কোন মানুষের পক্ষে বেশিক্ষণ বেঁচে থাকা সম্ভব নয়,' বলল হল্। 'তাই চার কি বড়জোর পাঁচ দিনের মধ্যে উদ্ধারকারী দলকে ফিরিয়ে নেয়া হত। ডাইভারশন ক্রিয়েট করার উদ্দেশ্য প্রচুর সময় হাতে পাওয়া, উদ্ধারকারী দল সাত তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে নেয়া হলে ওদের সেই উদ্দেশ্যটা পূরণ হত না।'

'হুঁ। কমেটের ব্যাপারে ঠিক তাই করা হয়েছিল।'

'দক্ষিণ আমেরিকায় অভিযান চালাবার জন্যে প্রচুর সময় দরকার ওদের। কম্পিউটার ওদেরকে সম্ভাব্য সবচেয়ে বেশি সময় পাইয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছে। হোমরাচোমরা লোকজনদের হারিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট থ হয়ে যাবে, অন্য কোন দিকে তেমন কোন খেয়াল থাকবে না তাদের, সেই সুযোগটা নেবে ওরা। প্রথমদিকে লাশগুলোর কোন খোঁজই পাওয়া যাবে না। হপ্তাখানেক বা দেড়েক পর সবাই যখন হতাশ বোধ করবে, ইমমর্টাল লিমিটেড তখন কৌশলে লাশের হদিস পাইয়ে দেবে। অনেক ভাবেই তা করা সম্ভব। সবচেয়ে সহজ উপায় হলো, স্থানীয় একজন লোকের চোখে হঠাৎ করে বিধ্বস্ত হেলিকপ্টারটা পড়ে যাওয়া। এরপর কি হবে? উদ্ধার পর্ব শুরু হবে। তারপর শোক পালন পর্ব। রাষ্ট্রপ্রধানরা শব-মিছিলে হাজির হওয়ার জন্যে প্রস্তুতি নেবেন। বক্তৃতা-বিবৃতি লেখা হবে। সারা দুনিয়া শোক সপ্তাহ পালন করবে।'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকিয়ে বেন হলের ব্যাখ্যা সমর্থন করল রানা।

'কোন কিছুই ওদের নজর এড়িয়ে যায়নি,' বলল বেন হল্। 'সবাইকে জানানো হবে, উত্তরে বিরহামের একটা জমিদারি আছে, আমরা সেখানে পিকনিক করার এবং মাছ ধরার জন্যে রওনা হয়েছিলাম। পরবর্তী ফ্লাইটে বিরহাম এবং তার অন্যান্য বন্ধুবান্ধব অর্থাৎ ইমমর্টাল গ্রুপ রওনা হবার কথা।'

'হঠাৎ যদি কেউ, ধরো এই মুহূর্তেই, আমাদেরকে আবিষ্কার করে ফেলে?' হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখের পানি মুছে জানতে চাইল রিটা। 'নিশ্চয়ই আশপাশে ইমমর্টাল লিমিটেডের কোন লোক তাকে বাধা দেবার জন্যে নেই?'

আবার নিজের চারদিকে এবং মাথার ওপর তাকাল রানা। 'দেখে বুঝতে পারছ না? হঠাৎ কেউ আবিষ্কার করবে আমাদের, সে-সম্ভাবনা কোথায়? আমাদের দেখতে পেতে হলে সরাসরি আমাদের ওপর এসে দাঁড়াতে হবে তাকে।' একটু থামল রানা, তারপর আবার বলল, 'আমার ধারণা, আইসল্যান্ডের সবচেয়ে নির্জন এলাকায় রয়েছি আমরা। কোন লোকজনের আনাগোনা নেই এদিকে।'

'আপনার অনুমান সম্ভবত হানড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট, মি. রানা,' বলল হল্। 'প্রথমে ঢালের মাথায় নিয়ে আসা হয় হেলিকপ্টারটাকে, তারপর ওখান থেকে এই সরু নালায় ফেলে দিয়ে ভাঙা হয় ওটাকে—তা নাহলে ভাঙাটা দেখতে ন্যাচারাল হত না। এই নালার ঠিক মাথার ওপর দিয়ে যদি কোন সার্চ প্লেন উড়ে যায়, অ্যালুমিনিয়ামের স্তূপটাকে দেখতে এক সেকেন্ডের বেশি সময় লাগবে না পাইলটের, কিন্তু কোন সার্চ প্লেনের এদিকে আসার সম্ভাবনা দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগও আছে কিনা সন্দেহ। এরপর ওরা আমাদেরকে ঢালের ওপর ছড়িয়ে ফেলে দেয়। এতে করে, দুই কি তিন হপ্তা পর যোগ্য একজন করোনার নিশ্চয় করে জানাবে, মানুষগুলো কেউ অ্যাক্সিডেন্টে আহত হয়ে, কেউ প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে।'

'আমি ছাড়া আর কে হাঁটাচলা করতে পারে?' নিজের চারদিকে তাকাল রানা। ঢালে যারা শুয়ে রয়েছে তাদের মধ্যে অনেকেই মাথা তুলে, ঘাড় বাঁকা করে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। তাদের হতাশামাখা চেহারায় আশার আলো ফুটে উঠতে দেখে পাঁজরের তীব্র ব্যথাটা ভুলে থাকার চেষ্টা করল ও।

'আরও দু'একজন হয়তো চেষ্টা করলে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে পারবেন,' বলল বেন হল্, 'কিন্তু ভাঙা হাত-পা নিয়ে বেশি দূর যেতে পারবেন না কেউ। ঢালের ওপর ওঠার তো প্রশ্নই ওঠে না।'

'আমাকেই তাহলে চেষ্টা করতে হবে,' এতগুলো মানুষের প্রাণের দায়িত্ব ওর কাঁধে চেপেছে বুঝতে পেরে থমথমে হয়ে উঠল রানার চেহারা। 'তাহলে আর দেরি করি কেন? আমি বরং...' হঠাৎ প্রসঙ্গ বদল করে জানতে চাইল ও, 'তোমার অবস্থাটা কি, হল্?'

'কাঁধের হাড় ভেঙে দিয়েছে, হাঁটু দুটোও ভাঁজ করতে পারছি না—বোধ হয় আমার পেলভিসও গেছে।' হাসি মুখে বলল বটে হল্, যেন চাঁদের সমতল ভূমির বর্ণনা দিচ্ছে, কিন্তু সেই সাথে ভুরু আর জুলফি থেকে সড় সড় করে নেমে এল ঘামের ধারা।

রিটার দিকে ফিরল রানা। 'তোমার?'

'আমাকে তুমি ভাগ্যবতী বলতে পারো,' বলল রিটা। 'গোড়ালির হাড় আগের জায়গায় নেই, এটুকু বুঝতে পারছি। বাকি সব ঠিক আছে।'

রিটার সামনে চলে এল রানা। ঝুঁকে পড়ে দু'হাত দিয়ে ধরল ওকে, কাদা থেকে তুলল, পাঁজাকোলা করে বয়ে নিয়ে এল শুকনো মাটিতে। ওকে নামিয়ে দিয়ে ফিরে এল হলের সামনে। তাকেও শুকনো মাটিতে, রিটার পাশে নিয়ে এল ও। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে এগোল ঢালের কিনারায় পড়ে থাকা বৃদ্ধ ভদ্রলোকের দিকে, যাকে শুধু এড নামে চেনে ও। কাদা-পানির ওপর পড়ে আছেন তিনি, হাঁটুর কাছে

পা দুটো উল্টোদিকে ভাঁজ হয়ে আছে। তারমানে, যদি বাঁচেনও, তাঁর পা থাকবে না। শুকনো মাটিতে তাঁকে তুলে নিয়ে এল রানা বিরহামের ট্রফি রুমে ভদ্রলোকের চোখে বুদ্ধির দীপ্তি লক্ষ করেছিল ও, এখন আধবোজা চোখে ম্লান, বিমূঢ় একটা ভাব ফুটে আছে রানাকে দেখে অবশ্য হাসতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু মুখে সেটা ভাল ভাবে ফুটল না।

'লাঞ্চের সময় পেরিয়ে যাবার আগেই ফিরে আসতে চেষ্টা করব আমি,' অভয় এবং সান্ত্বনা দেবার জন্যেই কথাটা বলা। তারপর একটু রসিকতা করার চেষ্টা করল রানা। 'সাথে আইসল্যান্ডের সেরা সুন্দরী নার্সও থাকবে—আপনার জন্যে।'

এবার বৃদ্ধের ঠোঁটে ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটল। 'আমার যা বয়েস, তাতে নার্সের চেয়ে বরং একটা কড়া চুরুট অনেক বেশি প্র্যাকটিক্যাল প্রমাণিত হবে।'

'ঠিক আছে, চুরুটই পাবেন আপনি।' ঝুঁকে পড়ে বৃদ্ধের হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে দিল রানা। হঠাৎ করে আবার সেই বুদ্ধির দীপ্তি দেখতে পেল তাঁর চোখে। রানার হাতটা আঁকড়ে ধরে উঠে বসলেন তিনি। চেহারায় দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের একটা ভাব ফুটে উঠল। ঝাড়া পাঁচ সেকেন্ড রানার চোখে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার পর স্পষ্ট কিন্তু নিচু গলায় কথা বলে উঠলেন তিনি।

'যেভাবে হোক ওকে থামাতেই হবে, মি. রানা। জেরোমির এই পাগলামি লক্ষ লক্ষ মানুষের সর্বনাশ ডেকে আনবে। তার উদ্দেশ্য হয়তো মহৎ, কিন্তু তার সাঙ্গপাঙ্গরা সবাই নীচ, স্বার্থপর, ক্ষমতার লোভে অন্ধ হয়ে আছে।'

কথা না বলে রানা শুধু মাথা ঝাঁকাল।

'যাই করে থাকুক জেরোমি, ওকে আমি ক্ষমা করে দিয়েছি,' আরও নিচু গলায় বললেন বৃদ্ধ এড। 'যদি সুযোগ হয়, যদি আপনার সাথে তার দেখা হয়, তাকে কথাটা জানিয়ে দেবেন—বলবেন, তাকে তার ভাই ক্ষমা করে দিয়েছে।'

হতভম্ব দেখাল রানাকে। 'মাই গড! জেরোমি এল. ফাইন আপনার…আপনার ভাই?'

'আমাদের মা আলাদা, কিন্তু বাপ এক। এত বছর আমি নেপথ্যে ছিলাম। আমাদের মাল্টি-ন্যাশনাল করপোরেশনের ফাইনানশিয়াল প্রবলেমগুলো আমিই ফেস করতাম। যোগাযোগ আর সাংগঠনিক কাজে তুলনা হয় না জেরোমির, ওদিকটা দেখাশোনা করত সে। সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করার একটা ক্ষমতা এবং মধ্যমণি হয়ে থাকার একটা মোহ সব সময়ই ছিল ওর, সেজন্যেই আমি ইচ্ছে করে নেপথ্যে সরে গিয়ে ওকে সামনে থাকার সুযোগ করে দিই। এই ক'দিন আগে পর্যন্ত আমরা ছিলাম অত্যন্ত সফল মানিকজোড়।' বৃদ্ধ এড মাথা নিচু করলেন, যেন শুভ বিদায় জানালেন রানাকে। 'যীশু যেন আপনাকে সাহায্য করেন।' তারপর ধীরে ধীরে তাঁর মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়ল। 'আর হ্যাঁ, চুরুটের কথাটা যেন ভুলবেন না!'

'না, ভুলব না,' বিড়বিড় করে কথাটা বলে ঘুরে দাঁড়াল রানা। ধীরে ধীরে এগোল ঢালের কিনারার দিকে। বিস্ময়টা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি ও। ভাই হয়ে ভাইয়ের… হোক না সৎ ভাই, এই রকম সর্বনাশ করতে পারে? রানার সব রাগ গিয়ে পড়ল বিরহামের ওপর। হঠাৎ থর থর করে কেঁপে উঠল শরীর। বিরহামের জিমনেশিয়ামে সারা শরীরে আগুন ধরে গিয়েছিল ওর, সেই আগুন আবার ছড়িয়ে

পড়ল ওর সমগ্র অস্তিত্বে। এই সময় কে যেন ডাকল ওকে। 'মি. রানা?'

ফিরল রানা। দেখল, ঢালের একধারে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে রয়েছেন রাশিয়ান ভদ্রলোক, ডেভিড রুস্তভ। তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল রানা।

'একজন সৎ কম্যুনিস্টের আন্তরিক শুভেচ্ছা থাকল আপনার সাথে, মি. রানা।'

এক নজর দেখেই বুঝল রানা, রাশিয়ান ডিপ্লোম্যাটের বাঁ পা এবং হাত দুটো ভেঙে দেয়া হয়েছে। ঢালের গায়ে সমতল একটা জায়গায় শুয়ে আছেন তিনি।

'আপনার জন্যে কিছু আনতে হবে?' কিছু একটা বলা দরকার, তাই বলা।

'আপনি ফিরে এলেই আমি খুশি হব, মি. রানা।' ভদ্রলোকের মুখের চেহারা হঠাৎ একটু বিকৃত হয়ে উঠতে দেখল রানা। ভয়ে কলজে শুকিয়ে গেল রানার। বুঝতে পারল, পেইন কিলার ওষুধের প্রভাব শেষ হয়ে গেলেই এরা সবাই চিৎকার শুরু করবে। হঠাৎ নালা থেকে উঠে পালিয়ে যাবার একটা তাগাদা অনুভব করল ও।

'পারলে আপনার জন্যে এক বোতল ভদকা নিয়ে আসব,' বলে আর দাঁড়াল না ও।

ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল ও। প্রথমে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে, একেক বারে কয়েক ইঞ্চি করে, ভাঙন ধরা পাঁজরের হাড়ে যাতে ঝাঁকি না লাগে। সোজা সামনে এবং ওপর দিকে তাকিয়ে আছে ও। ভিজে পিচ্ছিল মাটিতে বার বার হড়কে গেল হাত-পা। প্রথম দিকে যতটুকু উঠল, পিছলে নেমে এল সবটুকু। উপলব্ধি করল, মাথাটা খালি করতে পারছে না ও, বিরহামের ওপর আক্রোশে আগুন হয়ে আছে মেজাজ। জোর করে সব চিন্তা মাথা থেকে বের করে দিল ও। ভুলে থাকার চেষ্টা করল বিরহামকে। নিজেকে মনে করিয়ে দিল, বিশ-বাইশ জন লোকের জীবন-মৃত্যু নির্ভর করছে এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে সাহায্য নিয়ে সময় মত ফিরে আসার ওপর।

এরপর প্রথম বিশ ফিট উঠতে তেমন কোন অসুবিধে হলো না। কিন্তু তারপর ঢালটা খাড়া হতে শুরু করেছে। এদিকের মাটিও অনেক শক্ত, হাত দিয়ে খুঁড়ে গর্ত করা কঠিন। অথচ পা রাখার জন্যে গর্ত তৈরি করেই উঠে যেতে হবে ওকে, বিকল্প কোন উপায় নেই।

এখন আর পাঁজরের ব্যথাটাকে গ্রাহ্য করছে না রানা। মন থেকে সব আবেগ, রাগ, ঘৃণা, ভয় দূর করে দিয়েছে। এক একটা গর্ত খুঁড়তে দু'মিনিট আড়াই মিনিট লেগে গেল। আঙুলের নখ উল্টে গেল, কব্জির ওপর দিয়ে কনুইয়ের দিকে গড়িয়ে নামল রক্ত, কিন্তু মুহূর্তের জন্যেও থামল না রানা। যন্ত্র হয়ে গেছে সে। গর্তে পা দিয়ে উঠে যাওয়া ছাড়া আর যেন কোন কাজ নেই যন্ত্রটার। প্রতিটি পদক্ষেপ গুনতে শুরু করল ও, কিন্তু ত্রিশ পর্যন্ত গোণার পর খেই হারিয়ে ফেলল। বুঝতে পারল, সচেতন ভাবে কাজ করছে না ব্রেন।

দিনের আলোর ভেতর দিয়ে রানা যেন এক অন্ধ লোক এগোচ্ছে। অনুভূতি বা বোধ বলতে অবশিষ্ট আছে শুধু স্পর্শ। কিন্তু তারপরই, এই প্রথম বারের মত, ভয়ে শিউরে উঠল ও। পড়ে যাবার বা ব্যথা পাবার ভয় নয়, ঢালের মাথায় উঠতে না পারলে নিচের আহত লোকগুলোকে বাঁচানো যাবে না, এই ভয়ে। এক একটা মিনিট

পেরোতে সময় নিচ্ছে যেন এক ঘণ্টা। আর কতদূর? আর কতক্ষণ? নিজের কাছ থেকে কোন উত্তর পেল না রানা। উঠতে শুরু করার পর থেকে একবারও নিচের দিকে তাকায়নি ও। জানে, উদ্বেগ-ব্যাকুল চোখে ওপর দিকে তাকিয়ে আছে সবাই।

আবার গুনতে শুরু করল ও। কিন্তু এবার দশ পর্যন্ত গোণার পরই খেই হারিয়ে ফেলল। এবার বিশ্রাম, নিজেকে বলল ও, কিন্তু এক মিনিটের বেশি নয়। বিশ সেকেন্ডও পেরোয়নি, আবার উঠতে শুরু করল ও। ওর ধারণা, এক মিনিটের জায়গায় দেড়-দু'মিনিট পেরিয়ে গেছে।

মাঝপথে দু'বার থেমে শরীরের পাশে হাতের তালু মুছে নিল ও। হাতের পেশীগুলো তীব্র ব্যথায় টন টন করে উঠল। শুধু হাতের তালু নয়, সারা শরীর ঘামে ভিজে গেছে। কিন্তু সব কিছুকে ছাড়িয়ে উঠল টাইমবোমার টিক টিক আওয়াজ। রানার কানের ভেতরই যেন কোথাও ফিট করা আছে বোমাটা। নিচের অসহায় লোকগুলোর কথা প্রতিনিয়ত স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে ওকে।

পিঠ আর হাতের পেশীগুলো এক সময় থরথর করে কাঁপতে শুরু করল। বিপদ টের পেয়ে থেমে গেল রানা। মুখ তুলল ওপর দিকে। চোখে, পাপড়িতে ঘাম লেগে থাকায় ভাল দেখতে পেল না। ঢালের মাথা আর লম্বা আকাশটাকে কেমন যেন ঝাপসা দেখাল, বোঝার কোন উপায় নেই কতটা দূরে।

কয়েক সেকেন্ড বিশ্রাম নিয়ে আবার উঠতে শুরু করল রানা। গর্ত খোঁড়ার জন্যে নরম একটা জায়গা হাতড়াচ্ছে, এই সময় অপ্রত্যাশিতভাবে ঢালের কিনারা স্পর্শ করল ওর আঙুল। শরীরে যে এতটা শক্তি লুকিয়ে ছিল, ধারণাও করতে পারেনি ও। মাত্র একটা ঝাঁকি দিয়ে ঢালের গা থেকে কিনারা টপকে সমতল মাটিতে পড়ে গড়ান দিল একটা। তারপর স্থির, নিঃসাড় হয়ে গেল শরীরটা। একটু পর ঘন ঘন উঁচু-নিচু হতে শুরু করল বুক।

পাঁচ মিনিট পর উঠে বসল রানা। কিন্তু দাঁড়াল না। এখনও হাঁপাচ্ছে ও। এখনও ঘাম ঝরছে শরীর থেকে। চোখ দুটো বুজে আছে ও। নিজের চারদিকে কি দেখবে জানে না, এখুনি জানতে চায়ও না। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল ও। উঁকি দিয়ে তাকাল ঢালের নিচে।

দিনের আলোয় পরিষ্কার দেখা গেল নিচের লোকদের, কিন্তু সবাই যেন ছোট ছোট খেলনা পুতুল। একজন হাত নাড়ল ওকে দেখে, কিন্তু ওপর থেকে তাকে ঠিক চিনতে পারল না রানা। চিৎকার করে কিছু বলার জন্যে হাত দুটো ঠোঁটের চারদিকে চোঙের মত করল রানা, কিন্তু কি বলবে ভেবে না পেয়ে ওই ভঙ্গিতে বোকার মত ঝাড়া পাঁচ সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থাকল ও। এমন একটা কথা মনে পড়ল না যা শুনে নিচের লোকগুলো উৎসাহ বোধ করবে বা অভয় পাবে। ধীরে ধীরে হাত দুটো নামিয়ে নিল রানা। ঢাল বেয়ে ওপরে ওঠার পর এখন ও জানে, সে-ই ওদের একমাত্র ভরসা। আহত তো দূরের কথা, সুস্থ সবল খুব কম মানুষই এই ঢাল বেয়ে উঠতে পারবে, বড়জোর হাজারে একজন। তাকেও সাংঘাতিক ঝুঁকি নিতে হবে প্রাণের ওপর।

নিঃশব্দে শুধু হাত নাড়ল রানা। তারপর দাঁড়াল।

সাত

নির্জন, নিঝুম ধু ধু প্রান্তর, মাঝখানে একা দাঁড়িয়ে আছে রানা, যেন নিঃসঙ্গ একটা গাছ। চারদিকে যতদূর চোখ যায়, গাঢ় সবুজ রঙের কার্পেট বিছানো, দেখতে অনেকটা শ্যাওলার মত। গোটা দিগন্তরেখার তিন ভাগের দু'ভাগ ঢাকা পড়ে আছে রোদ মাখা সাদা কুয়াশায়, বাকি একদিকে একসার উঁচু পাহাড় চূড়া। ধু ধু প্রান্তরের এখানে সেখানে দু'এক জায়গায় ফুলে ফেঁপে আছে মাটি, বাকি সবটুকু সমতল। প্রথমে মনে হলো, এই বিশাল প্রান্তরে ও বোধহয় একা। কিন্তু তারপরই কালো একটা বিন্দু চোখে পড়ল। দূর আকাশ থেকে দ্রুতগতিতে ছুটে এল বিন্দুটা, ক্রমশ বড় এবং লম্বাটে হয়ে উঠল আকারে। একটা শকুন। শিকারের খোঁজে আকাশ পাড়ি দিচ্ছে। আরও কাছে চলে এল ওটা, দুশো ফিট ওপরে থাকতে রানাকে ঘিরে দুটো চক্কর দিল। গলা লম্বা করে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। সবুজ কার্পেটের ওপর তামাটে চামড়ার লোকটাকে নড়তে চড়তে না দেখে তাজ্জব হয়ে গেছে ওটা। এবার খাড়া গোত্তা দিয়ে একশো ফিটের মধ্যে নেমে এল, তারপরই আবার প্রায় খাড়া উঠতে শুরু করল, দেখতে দেখতে আগের সেই কালো বিন্দুতে পরিণত হলো ওটা। ধীরে ধীরে হারিয়ে গেল দূর-দিগন্তে। আবার একা হয়ে পড়ল রানা।

পাহাড় চূড়া লক্ষ্য করে ধীরে ধীরে এগোল ও। মনে পড়ল, পিছনের নালায় ওরা রয়েছে, ওদের জন্যে সাহায্য আনতে হবে। চলার গতি বেড়ে গেল ওর। কিন্তু পঞ্চাশ ফিটও এগোয়নি, হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ও। হঠাৎ খেয়াল হয়েছে ব্যাপারটা। হারিয়ে গেছে ও।

সূর্যটা ঠিক মাথার ওপরে। দিনের বেলা আকাশে একটা তারাও নেই যে সেটা দেখে দিক্‌ভ্রান্তি দূর করবে। এখন উপায়? উত্তর, দক্ষিণ, পুব, পশ্চিম চিনবে কিভাবে? দু'দিক থেকে দ্রুত এগিয়ে আসছে সাদা কুয়াশা, খানিক পরই গ্রাস করবে ওকে, তখন তো কোন ল্যান্ডমার্কও গাইড করবে না ওকে।

ভয় নয়, রাগ হলো রানার। রাগ হলো ইমমর্টাল লিমিটেডের কম্পিউটারের ওপর। সবদিক বিবেচনা করে বিরহাম গ্রুপকে একটা ষড়যন্ত্রের নীল-নকশা তৈরি করে দিয়েছে যন্ত্রটা, সেই ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে ও এখন অনিবার্য মৃত্যুর অপেক্ষা করছে। তাই কি? প্রশ্নটা নিজেকেই করল রানা। একটা যন্ত্রের কাছে হেরে যাবে তার সাহস, বুদ্ধি, ট্রেনিং? রাগটা ধীরে ধীরে জেদ হয়ে উঠল। পরাজয় কাকে বলে জানে না মাসুদ রানা। হোক মহা শক্তিশালী আধুনিক বিজ্ঞান ওর শত্রু, সে-ও এর শেষ দেখে ছাড়বে।

মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবতে শুরু করল রানা। সন্দেহ নেই, আইসল্যান্ডের কোন একটা নো-ম্যানস-ল্যান্ডের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে ও। আইসল্যান্ড সম্পর্কে কি জানে, স্মরণ করার চেষ্টা করল ও। কোস্ট গার্ডের সুপারকাটার সুয়ারলিনে থাকার সময় ফ্লাইট ম্যাপ স্টাডি করেছিল ও, সেটা থেকে কি জানতে পেরেছিল? উত্তর

থেকে দক্ষিণে দ্বীপটা একশো নব্বই মাইল। আর পুব থেকে পশ্চিমে প্রায় তিনশো মাইল। দুটো রেখার মধ্যে ছোট হলো উত্তর-দক্ষিণ রেখা। কাজেই পুব-পশ্চিম রেখাটাকে এড়িয়ে যাওয়া যায়। ও যদি দক্ষিণ দিকে রওনা হয়, তাহলে হয়তো ভ্যাটনাজোকুল আইস ম্যাসের সামনে গিয়ে পড়ার সমূহ আশঙ্কা দেখা দেবে। ভ্যাটনাজোকুল শুধু আইসল্যান্ডের নয়, ইউরোপেরও সবচেয়ে বড় গ্লেসিয়ার। কাজেই, দক্ষিণও বাদ।

হাতে থাকল শুধু উত্তর। একটু চিন্তা ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল রানা, উত্তর দিকেই যাবে ও। কম্পিউটারকে হারিয়ে দেবার জেদটা যথেষ্ট প্রভাব রাখল রানার এই সিদ্ধান্তে। ধরে নেয়া যায়, সম্ভাব্য সবদিকই বিবেচনার মধ্যে রেখেছিল যন্ত্রটা। গভীর নালা থেকে প্রাণ নিয়ে কেউ যদি উঠেও আসে, সে যে উত্তর দিকে যাবে না, কম্পিউটারের দেয়া ধারণার মধ্যে এই কথাটা নিশ্চয়ই পরিষ্কার করে বলা হয়েছে। কেননা উত্তর দিকে গেলে সাফল্যের সম্ভাবনা সবচেয়ে কম। যে-কোন সাধারণ মানুষ সোজাসুজি যেতে চাইবে রেইকজাভিকে, সবচেয়ে বড় শহর ওটা, অনেক দক্ষিণ-পশ্চিমে। এই পরিস্থিতিতে একজন সাধারণ মানুষের যা করা উচিত ঠিক তাই ভবিষ্যদ্বাণী করেছে কম্পিউটার, এটা অনুমান করে নিল রানা।

উত্তর দিকে যাবে, কিন্তু উত্তর দিক কোন্‌টা? তাছাড়া, কোন্‌টা উত্তর জানা থাকলেই বা কি, সরল একটা রেখা ধরে সোজা এগোবে কিভাবে? স্বতঃসিদ্ধ একটা ব্যাপার, ডান-হাতি মানুষ হাঁটার সময় গাইড হিসেবে কোন ল্যান্ডমার্ক না পেলে ধনুকের মত বাঁকা একটা রেখা ধরে এগোয়—কথাটা মনে পড়ে গেল রানার।

এরোপ্লেনের মৃদু গুঞ্জন ছিঁড়ে দিল ওর চিন্তাজাল। ঝট করে মুখ তুলে আকাশে তাকাল ও। রোদ লেগে ধাঁধিয়ে গেল চোখ, তাড়াতাড়ি হাত তুলে আড়াল করল চোখ। নীল আকাশ-পথ ধরে কমার্শিয়াল এয়ারলাইনার ছুটে যাচ্ছে। কে জানে, কে বলে দেবে কোন্ দিক থেকে কোন্ দিকে যাচ্ছে ওটা। পশ্চিমে, রেইকজাভিকে যেতে পারে। পুবে, নরওয়ে যেতে পারে। দক্ষিণ-পশ্চিমে, লন্ডনে যেতে পারে। নিশ্চয় করে বলা কঠিন। সাথে কম্পাস থাকলে কথা ছিল।

কম্পাস! শব্দটা মনে জায়গা করে নিল, নড়তে চায় না আর। ছোট্ট, সামান্য একটা জিনিস—একটা কাঠির ওপর অতি সাধারণ একটুকরো ম্যাগনেটিক লোহা, গ্লিসারিন আর পানি মেশানো খুদে পুকুরে ভাসছে। হঠাৎ ইউরেকা বলে চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করল রানার। জলবৎ তরলং সহজ উপায়টা মনে পড়ে গেছে ওর। ছোটবেলায় বয় স্কাউট গ্রুপের সাথে আউটডোরে বেরিয়ে কৌশলটা শিখেছিল ও। সেই ছোটবেলার মাসুদ রানার ওপর কৃতজ্ঞতায় ছেয়ে গেল যুবক মাসুদ রানার মন। কিছু শিখলে সেটা কখনও ফেলনা যায় না।

ছোট একটা গর্ত, তাতে খানিকটা পানি, খুঁজে বের করতে দশ মিনিটের ওপর লেগে গেল ওর। হাতঘড়িটা কব্জি থেকে খুলে ওপরের কাঁচটা ভেঙে ফেলল। ডায়াল থেকে সেকেন্ডের কাঁটাটা বের করল। এরপর জুতো খুলল। পা থেকে নামাল সিল্কের মোজা। সেটার এক প্রান্ত মাটির সাথে পা দিয়ে চেপে ধরে আরেক প্রান্ত টেনে রাখল বাঁ হাত দিয়ে। এবার ডান হাত দিয়ে ঘড়ির সেকেন্ডের কাঁটাটা টান টান হয়ে থাকা সিল্কের মোজায় বারবার দ্রুত গাঁথতে শুরু করল, যতক্ষণ না ঘষা

খেয়ে লোহার খুদে টুকরোটা চুম্বকে পরিণত হয়।

নালা থেকে ওঠার পরিশ্রমে গরম হয়ে গিয়েছিল শরীর, ঘামে এখনও ভিজে রয়েছে গায়ের কাপড়, তাই ঠাণ্ডাটা টের পায়নি রানা। কিন্তু এখন যে শুধু শরীরে কাঁপুনি ধরে যাচ্ছে তাই নয়, সেই সাথে অসাড় হয়ে আসছে হাত-পা। স্পর্শবোধ কমে গেছে আঙুলগুলোর, বোধহয় সেজন্যেই ফাঁক গলে পড়ে গেল সেকেন্ডের কাঁটাটা। শ্যাওলার ভেতর হাতড়ে সেটা খুঁজতে গিয়ে কয়েকটা মূল্যবান মিনিট নষ্ট হলো। শেষ পর্যন্ত কাঁটাটা উল্টে থাকা একটা নখের ভেতর দিয়ে মাংসে হুল ফুটিয়ে ধরা দিল ওকে। ব্যথায় বিকৃত হয়ে উঠল চেহারা। কিন্তু মনে মনে আবার খুশিও হলো। ব্যথাটা অনুভব করায় এইটুকু অন্তত জানা গেল যে আঙুলগুলো এখনও পুরোপুরি অসাড় হয়ে যায়নি।

সিল্কের সাথে কাঁটাটা ঘষে আর কিছু পাবার নেই বুঝতে পেরে ক্ষান্ত হলো রানা। এবার কাঁটাটা নিজের কপাল আর নাকের সাথে ঘষতে শুরু করল ও, কাঁটাটা যাতে যতটা সম্ভব চামড়ার তেল মেখে নিতে পারে। লাল জ্যাকেটের লাইনিং থেকে দুটো সুতো খুলে নিল ও, মুখ খোলা দুটো লুপ তৈরি করে সেগুলোর ভেতর ঢোকাল কাঁটাটা। অপারেশনের কঠিন কাজটা এবার শুরু হবে, তার আগে কয়েক মুহূর্তের বিশ্রাম। এই সুযোগে হাত দুটো বার বার মুঠো খুলল। এরপর ভাল করে ম্যাসেজ করে নিল আঙুলগুলো।

তৈরি হয়ে নিল রানা। লুপ দুটো ধরে আলতোভাবে, অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তুলল ও। ধীরে ধীরে ছোট্ট পুকুরের নিস্তরঙ্গ পানিতে নামাল কাঁটাটা। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করার সময় দেখল রানা, কাঁটার ভারে একটু ডেবে গেল পানি। এবার আরও সতর্কতার সাথে আরও ধীরে ধীরে কাঁটা থেকে খুলে নিতে শুরু করল লুপ দুটো, যাতে কাঁটাটা নিজে থেকেই সাঁতরাতে পারে। ও জানে, পানির সারফেস টেনশন আর কাঁটার গায়ে লেগে থাকা তেল, এই দুইয়ে মিলে ভাসিয়ে রাখবে ওটাকে।

ছেলেমানুষের মত আনন্দে উত্তেজনায় হাততালি দিয়ে উঠতে যাচ্ছিল রানা, শেষ মুহূর্তে অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিল ও। মুগ্ধ চোখে দেখল, ছোট্ট কাঁটাটা অলস ভঙ্গিতে ঘুরে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে একটা অর্ধবৃত্ত রচনা করে থামল সেটা—মাথাটা ম্যাগনেটিক নর্থের দিকে ইঙ্গিত করছে। ঝাড়া তিন মিনিট স্থির বসে থাকল রানা, অপলক তাকিয়ে থাকল নিজের তৈরি কম্পাসটার দিকে। যেন ভয় হচ্ছে, চোখের পাতা ফেলতে গেলেই পানিতে ডুবে হারিয়ে যাবে ওটা। বিড়বিড় করে বলল, 'কম্পিউটার বাবাজীর ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে এটা নিশ্চয়ই ছিল না।'

আর কেউ হলে তখুনি হয়তো অধীর হয়ে উঠে কাঁটা যেদিকে নির্দেশ করছে সেদিকে রওনা হয়ে যেত। ভুল করে সে হয়তো ধরে নিত একটা কম্পাস সবসময়ই সততার সাথে নিখুঁত উত্তর দিকটা নির্দেশ করে। রানা শুধু একটাই জায়গার কথা জানে যেখানে একটা কম্পাস নির্ভুল ভাবে নর্থ পোল নির্দেশ করে। সেটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর কানাডার মাঝখানে গ্রেট লেকের ভেতর ছোট একটা জায়গা, যেখানে দৈবাৎ নর্থ আর ম্যাগনেটিক পোল একই রেখার মধ্যে পড়েছে। শখ এবং পেশার খাতিরে নেভিগেটর হিসেবে ট্রেনিং নেয়া আছে রানার, এ লাইনে ওর অভিজ্ঞতাও

কম নয়। সেই সূত্রে এ-ও জানে ও, হাডসন বে ছাড়িয়ে প্রিন্স অভ ওয়েলস আইল্যান্ডের নিচের দিকে কোথাও ম্যাগনেটিক পোলের আস্তানা, মোটামুটি আর্কটিক পোল থেকে হাজার মাইল নিচে, এবং আইসল্যান্ডের মাত্র কয়েকশো মাইল ওপরে। মানে দাঁড়াল, কাঁটার মাথাটা পশ্চিমের কয়েক ডিগ্রী উত্তর ঘেঁষা একটা দিক নির্দেশ করছে। ওর কম্পাসের ডেক্লিনেশন আন্দাজ করল রানা আশি ডিগ্রীর কাছাকাছি, হিসেবটা নিখুঁত না হলেও এখন অন্তত মোটামুটি নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারল ও, কাঁটার মাথার সামান্য ডান দিকে রয়েছে উত্তর।

দিকটা ভাল করে বুঝে, পানি থেকে কাঁটাটা তুলে হাঁটতে শুরু করল রানা। কয়েক পা এগিয়ে কুয়াশার ভেতরে ঢুকল ও। একশো গজও পেরোয়নি, এই সময় মুখের ভেতর রক্তের নোনতা স্বাদ পেল ও। ঠোঁটের ভেতরের দিকটা কেটে গিয়েছিল, সেটা থেকে এখন আবার রক্ত গড়াতে শুরু করেছে। জিভ দিয়ে স্পর্শ করতে নড়বড়ে দাঁতের গোড়া ব্যথা করতে শুরু করল। দুই উরুর মাঝখানে লাথি ঝেড়েছিল বিরহাম, তাই হাঁটার সময় একটু খোঁড়াচ্ছে ও। দিক্‌ভ্রান্তি দূর হয়ে যাওয়ায় হালকা হয়ে গেছে মন, বোধহয় সেই সুযোগেই পাঁজরের ব্যথাটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করল। অনুভব করল, পানির পিপাসায় বুকের ছাতি ফেটে যেতে চাইছে। অদ্ভুত একটা আচ্ছন্ন ভাব ধীরে ধীরে ঘিরে ধরছে ওকে। এবড়োখেবড়ো মাটি, ছোট গর্ত আর চড়াই উৎরাইয়ের সংখ্যা সীমা নেই। আছাড় খেয়ে কতবার পড়ল আর কতবার উঠল গুনতে শুরু করে খেই হারিয়ে ফেলল ও। হাত দুটো দিয়ে জড়িয়ে রেখেছে আহত বুকটাকে, কিন্তু তাতে ব্যথার প্রকোপ কমছে না এতটুকু।

তবু ভাগ্যটাকে ভালই বলতে হবে যে দেড় ঘণ্টা পর অদৃশ্য হয়ে গেল কুয়াশা। এবার পথে পড়ল ছোট ছোট উষ্ণ প্রস্রবণ, সেকেন্ডের কাঁটাটা দিয়ে আবার একবার দিক নির্ণয় করে নিল ও। কুয়াশা না থাকায় ল্যান্ডমার্ক দেখে নিয়ে উত্তর দিকে সোজা এগোবার উপায়ও হলো। একের পর এক ল্যান্ডমার্ক চিহ্নিত করে একটা সরল রেখার মধ্যে থাকা এখন আর কোন কঠিন ব্যাপার হবে না। যখনই মনে হবে রেখাটা বেঁকে যাচ্ছে, কম্পাস ব্যবহার করে রেখাটাকে আবার সোজা করে নিতে পারবে ও।

এক দুই করে তিন ঘণ্টা পেরিয়ে গেল। তারপর চারঘণ্টা। প্রতিটি সেকেন্ড অসহ্য কষ্টের মধ্যে কাটছে ওর। একদিকে ঠাণ্ডার কামড়, সারা শরীর কনকন করছে। আরেক দিকে ভাঙা হাড় আর থেঁতলানো মাংসের ব্যথা, রক্তে যেন বিষের জ্বালা ছড়িয়ে দিচ্ছে। সচেতন থাকার প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে গেল রানা। আবার যখন আছাড় খেয়ে পড়ল, মনে হলো আর বুঝি উঠতে পারবে না ও। হতাশায় ছেয়ে গেল মন। এই ঠাণ্ডায় নির্জীব হয়ে পড়ে থাকলে মরতে দু'ঘণ্টাও লাগবে না।

মরার কথা মনে হতেই ক্ষীণ একটু উত্তেজনা অনুভব করল রানা। অনেক কষ্টে আবার উঠে দাঁড়াল ও। পা তুলল, মনে হলো মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। মাতালের মত টলমল করতে করতে এগোল এক পা। তারপর আর এক পা। চাবি দেয়া পুতুল যেন, অলস ভঙ্গিতে এক পায়ের সামনে আর এক পা ফেলছে। নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে চেতনাটা দ্রুত আবছা হয়ে এল। স্বাভাবিক বুদ্ধি, বোধ, অনুভূতি সব হারিয়ে ফেলল

ও। শুধু বুঝতে পারল, এক পা ফেলে তার সামনে আর এক পা ফেলতে হবে।

দূরে দেখা গেল শেষ ল্যান্ডমার্কটা। চোখে সম্মোহিত দৃষ্টি নিয়ে শুধু সেদিকেই তাকিয়ে থাকল রানা। জানার মধ্যে শুধু জানে, ওখানে পৌঁছতে হবে ওকে। ডান পা…হ্যাঁ, পড়েছে ঘাসের ওপর, এবার বাঁ পা…হ্যাঁ, পড়েছে। এইভাবে এক পা এক পা করে এগোল ও।

অবশেষে কাছে চলে এল ল্যান্ডমার্ক। ভাগ্য ভাল যে চোখ দুটো খোলা রাখতে পেরেছে এখনও। সমগ্র চেতনা এক করে পরবর্তী ল্যান্ডমার্ক স্থির করার চেষ্টা করল ও। খানিকপর এগোতে শুরু করল বটে, কিন্তু সেটা সরাসরি উত্তর দিক নয়।

মনের গভীর কোথাও থেকে কে যেন সাবধান করে দিল ওকে। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। ফুটন্ত একটা সালফার পুল দেখল সামনে। সেটার সামনে বসতে গিয়ে অবাধ্য হাঁটু দুটো বেয়াড়ার মত হঠাৎ ভাঁজ হয়ে যাওয়ায় ঘাসের ওপর ধপাস করে পড়ে গেল ও। কাঁপা হাতে পানিতে নামাল কাঁটাটা। কিন্তু লূপ দুটো খুলে নিতে গিয়ে হাত নড়ে যাওয়ায় কাঁটাটা পানির গায়ে ভেসে থাকল না, ডুবে যেতে শুরু করল।

স্বচ্ছ পানি, পরিষ্কার দেখতে পেল রানা, কম্পাসটা দ্রুত নেমে যাচ্ছে তলার দিকে। নাগালের বাইরে চলে যাবার আগেই পানির ভেতর হাত ভরে সেটা ধরে ফেলল বটে, কিন্তু আবার কম্পাসটা পানিতে ভাসাবার সুযোগ পেল না ও।

ঠাণ্ডায় হু হু করে জ্বলছিল চোখ দুটো, অনেক আগেই প্রায় বুজে এসেছিল, এবার পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেল। চেষ্টা করেও যখন খুলতে পারল না, আতঙ্কিত হয়ে পড়ল রানা। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াতে গেল ও। কিন্তু হাঁটুর কাছে অদ্ভুত একটা অসাড় ভাব, একটা দুর্বলতা অনুভব করল ও, কোনমতেই সিধে করতে পারল না পা। ফোঁস ফোঁস শব্দে বেরিয়ে আসছে নিঃশ্বাস, নিস্তব্ধ প্রান্তরে আর কোন আওয়াজ শোনা গেল না। মাটি খামচে ধরে হাত দুটো টান টান করল রানা, ধীরে ধীরে সিধে করল শিরদাঁড়া, তারপর সমস্ত শক্তি এক করে আবার চেষ্টা করল উঠে দাঁড়াতে।

বারবার পড়ে গেল রানা। কিন্তু হাল ছাড়ল না। সাত বারের বার দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল বটে, কিন্তু আগুপিছু এমন দুলতে শুরু করল যে প্রতি মুহূর্তে মনে হতে লাগল, এই বুঝি পড়ে গেল। অনেক কষ্টে চোখ দুটো সামান্য একটু খুলল ও। কোত্থেকে জোর পেল বলতে পারবে না, শেষ ল্যান্ডমার্কটাকে একটা পয়েন্ট ধরে পরবর্তী ল্যান্ডমার্ক স্থির করল ও। মাত্র তিনশো গজ দূরে একটা ঢালের মাথা। সেটা লক্ষ্য করে এগোল ও। আশ্চর্য, বারবার পড়ে যাবার উপক্রম করলেও, একবারও পড়ল না রানা। তিনশো গজ পেরিয়ে এসে আবার একটা ল্যান্ডমার্ক স্থির করল। এইভাবে একটানা দু'ঘণ্টা এগোল ও। তারপর, আট ফুট উঁচু একটা ঢালের মাথায় উঠতে গিয়ে, মাথাটা যখন আর মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে, হঠাৎ সব শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেল, জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল ও।

তারপর আবার যখন হুঁশ ফিরে এল, পরিষ্কার বুঝতে পারল ও, এতক্ষণ একটা তন্দ্রার মধ্যে ছিল, ঠিক জ্ঞান হারায়নি। সেই সাথে উপলব্ধি করল, শরীরের কাছ থেকে কোন সাড়া পাচ্ছে না, ওটা মারা গেছে। কোন ব্যথা নেই, কোন অনুভূতি নেই, এমন কি কোন ভাবাবেগও নেই। চোখ দুটো আধবোজা, সামনে ইঞ্চি কয়েক

জায়গা জুড়ে সবুজ ঘাস দেখতে পেল শুধু। চোখ ছাড়া আরও একটা ইন্দ্রিয় নামকা-ওয়াস্তে কাজ করছে। কান। কি যেন শুনতে পেল। কিন্তু কিসের শব্দ ওটা, কতদূর থেকে আসছে, এসব কিছুই ধরা দিল না চেতনায়।

তারপর আবার হঠাৎ করে নেমে এল নিস্তব্ধতা। কিছুক্ষণ শুধু নিজের ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাসের আওয়াজ শুনতে পেল রানা। একটু পর আর একটা শব্দ। এটা বোধহয় বাতাসের গুঞ্জন। চোখ দুটো আরও একটু মেলার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখল, সামনে দোল খাচ্ছে ঘাসগুলো। সমস্ত দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পেয়েছে ও, কয়েক ঘণ্টা আগের কথা কিছুই মনে নেই। মনে নেই একটা নালা থেকে উঠে এসেছে। মনে নেই নালায় ফেলে এসেছে বিশ-বাইশ জন মানুষকে। মনে নেই, ও যদি সাহায্য নিয়ে ফিরতে ব্যর্থ হয় তারা কেউ বাঁচবে না। কিছুই মনে পড়ল না রানার। শুধু বুঝতে পারল, মারা যাচ্ছে ও। আর বেশি দেরিও নেই। মনের গহীন গভীর থেকে কে যেন কি একটা বোঝাতে চাইছে ওকে, কিন্তু বিরক্তির সাথে সেটাকে এড়িয়ে থাকতে চাইল ও। মরার সময় একটু শান্তি দরকার ওর। মৃত্যুর কাছে আশ্রয় নেয়া সবচেয়ে সহজ এখন। চোখ বুজে ইচ্ছে করলেই চির অন্ধকারে ডুবে যেতে পারে ও। কিন্তু কোথায় যেন কি একটা ঘাপলা আছে। যতই মনে হচ্ছে মৃত্যুই এখন সবচেয়ে আরামের, ততই যেন সেই আরামে গা ভাসাবার পরিবেশটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

চোখের সামনে ঘাস দুলছিল, কিন্তু এখন আর তাও দুলছে না। একজোড়া বুট ঢেকে দিয়েছে ঘাসগুলোকে। ছাল ওঠা বুট। পিঠে স্পর্শ অনুভব করল। কে যেন হাত বুলিয়ে দিল। ভারী একটা শব্দ বাজল কানে, কিন্তু সেটা কিসের শব্দ এবারও চিনতে পারল না। মুখটা ওপর দিকে তুলল ও। খালি আকাশ চোখে পড়ল। কিন্তু পরমুহূর্তে সেই খালি আকাশটুকু দখল করে নিল একটা অবয়ব। জ্বলজ্বলে নীল দুটো চোখ দেখতে পেল ও। চোখের চারদিকে, মুখের সবখানে অসংখ্য কাটাকুটি দাগ ভর্তি। চওড়া কপালে নেমে এসেছে ঝাঁকড়া সাদা চুলের কোঁকড়ানো ডগা। বুড়ো একজন মানুষ! হঠাৎ যেন চৈতন্য ফিরে পেল রানা। মনে পড়ে গেল, সে-ও একজন মানুষ, তার নাম মাসুদ রানা, আইসল্যান্ডে রয়েছে ও···এক নিমেষে সব, সব মনে পড়ে গেল ওর।

পরমুহূর্তে বিস্ময়ের একটা ধাক্কা অনুভব করল ও। দু'হাত দিয়ে বুকে তুলে নিয়েছে ওকে লোকটা। সত্তর বছরের একজন বুড়োর পক্ষে কিভাবে সম্ভব হলো? ওকে দু'হাতের ওপর নিয়ে ঢালের মাথায় উঠে এল বৃদ্ধ। ঢালের নিচেই আরেকটা বিস্ময় অপেক্ষা করছিল ওর জন্যে। মাথাটা থেকে ছোট্ট একটা লাফ দিলেই যে-কেউ মেঠো পথের ওপর পড়বে। রাস্তার ওপারেই খাদ, খাদের নিচে কালো রঙের পাথরগুলোকে প্রায় ডুবিয়ে দিয়ে ছুটে চলেছে একটা ধবধবে সাদা নদী। দ্রুতবেগে একদিক থেকে আরেক দিকে ছুটে চলেছে বরফের ছোট বড় টুকরো। কে কার চেয়ে আগে যেতে পারে তারই প্রতিযোগিতা চলছে যেন ওগুলোর মধ্যে, কিন্তু বরফের সাথে বরফের ধাক্কাধাক্কির শব্দ নয়, রানা শুনতে পেয়েছিল ব্রিটেনের তৈরি একটা জীপের আওয়াজ। অত্যন্ত পুরানো, জরাজীর্ণ হাল, রাস্তার পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে।

শো-কেসের মাথায় আলতোভাবে যেভাবে পুতুল নামিয়ে রাখা হয় সেভাবে জীপের সামনের একটা সীটে রানাকে বসাল বৃদ্ধ। শরীর ও মনে অদ্ভুত একটা উৎসাহ এবং তাজা ভাব অনুভব করল রানা। ক্লান্তি, ব্যথা, অসুস্থতা সত্ত্বেও উদ্ধার পাওয়ায় উপভোগ্য একটা পুলক ছড়িয়ে পড়ল ওর অস্তিত্বে। ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল বৃদ্ধ। বিরহামের পূর্ব-পুরুষ কেউ নয়তো? বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিজের সাথে রসিকতা করল রানা। বুড়ো আকারে ওর চেয়ে কম করেও তিন গুণ বড় তো হবেই। ফুল হাতা হলুদ সোয়েটারের বাইরে থেকেও পরিষ্কার টের পাওয়া গেল কঠিন পেশীর অস্তিত্ব। খানিক দূর পর ক্রমশ ওপর দিকে উঠে গেছে রাস্তা। দু'পাশ সিঁড়ির ধাপের মত খেত-জমি, সব্জী গাছ দোল খাচ্ছে বাতাসে। খানিক পরপরই একটা করে গেট, খোলার জন্যে বার বার জীপ থেকে নামতে হলো বৃদ্ধকে। গরু-ছাগল যাতে খেতে ঢুকতে না পারে, তার জন্যেই এই গেটের ব্যবস্থা, ধারণা করল রানা।

সাদা রঙ করা ছোট একটা ফার্ম হাউজের সামনে থামল জীপ। গাড়ি থেকে নেমে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল বৃদ্ধ, কিন্তু রানা সেটা না ধরেই নেমে পড়ল। বৃদ্ধের পিছু পিছু সিঁড়ির তিনটে ধাপ টপকে লিভিং রুমে ঢুকল ও।

'টেলিফোন! জলদি! আমার একটা টেলিফোন দরকার! প্লীজ!' হঠাৎ ভাষা খুঁজে পেয়ে হড়বড় করে বলল রানা।

নীল চোখ জোড়ার চারপাশ ভাঁজ খেয়ে কুঁচকে গেল। 'আপনি ইংরেজ?' জানতে চাইল স্থানীয় বৃদ্ধ।

'বিদেশী,' কামরার চারদিকে তাকাল রানা। 'কোথায়, টেলিফোন দেখছি না কেন? নেই নাকি?'

'আপনি...'

'আপনার সব প্রশ্নের উত্তর পরে দেব। টেলিফোন আছে কিনা বলুন। তাড়াতাড়ি সাহায্যের ব্যবস্থা না করতে পারলে অনেকগুলো লোক মারা যাবে...'

'মালভূমিতে আরও লোক আছে?' অবাক দেখাল বৃদ্ধকে।

'হ্যাঁ। জানতে চাইছি টেলিফোন...'

'নেই, মিস্টার। সবচেয়ে কাছের টেলিফোনটা এখান থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে...'

ধপ্ করে একটা সোফায় বসে পড়ল রানা। সেই সাথে খ্যাঁচ করে ব্যথা পেল পাঁজরে। কিন্তু বৃদ্ধের পরের কথাটা শুনে সব হতাশা, সব ব্যথা ধুয়ে মুছে গেল।

'তবে আমার কাছে একটা রেডিও ট্র্যান্সমিটার আছে। আসুন।'

সাথে সাথে উঠে দাঁড়াল রানা। বৃদ্ধকে অনুসরণ করে পাশের কামরায় চলে এল ও। ফার্নিচার বলতে একটা টেবিল, একটা চেয়ার, একটা কেবিনেট, এবং টেবিলটার ওপর একটা প্রায়-নতুন চকচকে ট্র্যান্সমিটার। এই ছোট আর প্রায় নির্জন একটা ফার্ম হাউজে জিনিসটা এল কোত্থেকে? কিন্তু প্রশ্নটা নিয়ে পরে মাথা ঘামালেও চলবে। ট্র্যান্সমিটারের সামনে বসে ডায়াল আর নব ঘোরাতে শুরু করেছে বৃদ্ধ, তার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। ফ্রিকোয়েন্সি সিলেক্ট করে মাইক্রোফোন তুলে নিল বৃদ্ধ। স্থানীয় ভাষায় অনর্গল কথা বলল সে। তারপর ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করতে শুরু করল।

অনেকক্ষণ কেটে গেল, স্পীকার টুঁ-শব্দ করল না। ট্র্যান্সমিটিং ফ্রিকোয়েন্সি একটু ঘোরাল সে, তারপর আবার কথা বলল মাইক্রোফোনে। এবার প্রায় সাথে সাথে স্পীকার থেকে একটা গলা ভেসে এল

উত্তেজনায় টান টান হয়ে আছে রানা। অস্থিরভাবে পায়চারি শুরু করল ও। রেইকজাভিক কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলতে শুরু করেছে বৃদ্ধ। মিনিট দশেক ধরে ব্যাখ্যা দেয়ার পর রেইকজাভিক কর্তৃপক্ষ মার্কিন দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ ঘটিয়ে দিতে রাজি হলো।

টেবিলের সামনে বসে মাইক্রোফোন ধরল রানা।

'রানা? কোথায়? কোথায় ছিলে তুমি?' অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর বিস্ফোরণের মত শোনাল রানার কানে, যেন দোরগোড়া থেকে ভেসে এল আওয়াজটা।

'বান্ধবীকে নিয়ে একটু হাওয়া খেতে বেরিয়েছিলাম, হাঁটতে হাঁটতে কতদূর চলে এসেছি বুঝতে পারিনি,' বলল রানা। 'ডাক্তারদের একটা দল তৈরি করে ওদেরকে আকাশে তুলতে কতক্ষণ সময় লাগবে?'

অপর প্রান্তে কোন সাড়া নেই ঝাড়া তিন সেকেন্ড। রানার কথার তাৎপর্য অনুধাবনের প্রয়াস পাচ্ছেন অ্যাডমিরাল। রানার গলার সুরে জরুরী তাগাদার অনুরণন শুনে গুরুত্ব বুঝতে অসুবিধে হয়নি তাঁর। বললেন, 'এয়ারফোর্সের প্যারামেডিক। ত্রিশ মিনিটের মধ্যে তৈরি হতে পারবে ওরা। কি ব্যাপার, রানা?'

'ব্যাখ্যা দেয়ার সময় নেই, অ্যাডমিরাল,' বলার ভঙ্গিটা একটু কঠিন হয়ে গেল, কিন্তু সেজন্যে কোন অস্বস্তি অনুভব করল না রানা। 'দেরি হলে, প্রতি মিনিটে একজন করে লোক মারা যেতে পারে। এয়ারফোর্সের সাথে যোগাযোগ করুন। প্যারামেডিকদের হেলিকপ্টারে উঠতে বলুন। একটা 'কপ্টার দুর্ঘটনায় আহতদের উদ্ধার এবং শুশ্রূষা করার জন্যে যা যা লাগে সব যেন সাথে নেয়া হয়। এই কাজগুলো সারুন আগে, তারপর প্রশ্ন করবেন।'

'বুঝেছি,' নরম সুরে বললেন অ্যাডমিরাল। 'সেটের সামনে থাকো।'

কাঁধে একটা হাতের স্পর্শ পেল রানা। সান্ত্বনার ভঙ্গিতে চাপড় দিল বৃদ্ধ। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা। বলল, 'দুঃখিত। আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন আপনি, সেজন্যে অনেক আগেই আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত ছিল আমার। কিন্তু...' চেয়ার ছেড়ে উঠে বৃদ্ধের সামনে দাঁড়াল ও। 'আমি মাসুদ রানা...'

কর্কশ হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে রানার সাথে করমর্দন করল বৃদ্ধ। 'আমি আলফার ম্যানডারসন, রারফার নদীর হেড পাহারাদার নদীর প্রাণী এবং জেলেদের স্বার্থের দিকে নজর রাখা আমার কাজ।'

হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়েছে বলে রানার পাঁজরের ব্যথাটা আবার তীব্র হয়ে উঠল। ওকে মুখ বিকৃত করতে দেখে উদ্বেগ ফুটে উঠল ম্যান্ডারসনের চেহারায়। তাড়াতাড়ি রানাকে ধরে ফেলল সে। 'দেখি কোথায় লেগেছে আপনার?'

বৃদ্ধের হাত সরিয়ে দিয়ে চেয়ারে বসে পড়ল রানা। 'পরে। এখন আমাকে রেডিওর সামনে থাকতে হবে '

খানিক ইতস্তত করল ম্যানডারসন, তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে। দু'মিনিট পর ফিরে এল সে। একটা বোতল আর ফার্স্ট এইড কিট দেখা গেল তার হাতে। 'আপনি ভাগ্যবান,' একগাল হাসল সে। বোতলটা উঁচু করে দেখাল রানাকে। 'আপনার মতই একজন বিদেশী গত হপ্তায় মাছ ধরতে এসে ফেলে গেছে এটা। আমেরিকান ব্র্যান্ডি। দু'ঢোক খেলেই ব্যথা-বেদনা সব পালাবে।'

দু'ঢোক নয়, চার ঢোক গিলে বোতলটা ফিরিয়ে দিল রানা। ইতোমধ্যে তৈরি হয়ে গেছে ম্যানডারসন, রানাও শার্ট খুলে সহায়তা করল তাকে। বুকে ব্যান্ডেজ বাঁধা শেষ হয়েছে, এই সময় ঘড় ঘড় করে উঠল রেডিও। তারপর অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের গলা শোনা গেল।

'মেজর রানা, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?'

মাইক্রোফোন তুলে ট্র্যান্সমিটারের সুইচ অন করল রানা। 'রানা বলছি। আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি, অ্যাডমিরাল।'

'প্যারামেডিকরা কিফলাভিক এয়ারপোর্টে পৌঁছুতে শুরু করেছে। আইসল্যান্ডের সিভিল সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ ইউনিটকেও সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। ওদের সাথে রেডিও যোগাযোগ রাখছি আমি।' একটু বিরতি নিলেন তিনি, তারপর আবার বললেন, 'এখান থেকে কিছুই আমরা বুঝতে পারছি না, রানা। অনেক মানুষকে উদ্বেগের মধ্যে ফেলে দিয়েছ তুমি। সামরিক বা বাণিজ্যিক কোন প্লেন নিখোঁজ হবার রিপোর্ট কিফলাভিক এয়ারপোর্ট পায়নি।'

বাস্টার্ড বিরহাম কোন ঝুঁকি নিচ্ছে না, ভাবল রানা। তার অতিথিরা যে হারিয়ে গেছে সেটা সে এখনও গোপন করে রাখতে চাইছে। বুক ভরে শ্বাস নিল রানা, ম্যানডারসনের হাত থেকে ব্র্যান্ডির বোতলটা নিয়ে আরও দু'ঢোক গলায় ঢালল। 'রিপোর্ট করার সময় হয়নি এখনও।'

বিমূঢ় কণ্ঠে অ্যাডমিরাল বললেন, 'কিছুই বুঝলাম না। প্লীজ, আবার রিপিট করো।'

'দুঃখিত, অ্যাডমিরাল। আপনাদের কোন প্রশ্নেরই উত্তর দেয়া সম্ভব নয়। বিশেষ করে রেডিওতে। আই রিপিট, বিশেষ করে রেডিওতে।'

রানা ঠিক করেছে, যেভাবেই হোক নালায় পড়ে থাকা পৃথিবী বিখ্যাত লোকগুলোর নাম আগামী অন্তত ছত্রিশ ঘণ্টা নিউজ মিডিয়ার কাছ থেকে গোপন করে যেতে হবে। আশা করা যায় এই সময়ের মধ্যে জেরোমি এল. ফাইন, বিরহাম এবং ইমমর্টাল লিমিটেডকে ব্যর্থ করে দেয়া সম্ভব হবে। এই মুহূর্তে যদি খবরের ছিটেফোঁটাও নিউজ মিডিয়ার হাতে গিয়ে পড়ে, সতর্ক হয়ে যাবে শত্রুরা। রানা চায় না, ধরা পড়ার ভয়ে আন্ডারগ্রাউন্ডে গা ঢাকা দিক ওরা।

রানার কথায় অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে দেরি করলেন না অ্যাডমিরাল। বললেন 'তোমার মেসেজ বোঝা গেছে, রানা। লোকেশনটা জানাতে পারো? তোমা রিভার্স কোঅর্ডিনেশন ম্যাপ ব্যবহার করো।'

'দুঃখিত, ও-ধরনের কোন ম্যাপের কথা আমার জানা নেই...'

'আছে,' শান্ত গলায় বললেন অ্যাডমিরাল। 'তুমি ভুলে গেছ।'

এবার অ্যাডমিরালের কথার অর্থ বুঝতে দেরি হলো না রানার। তথ্য

উল্টো ভাবে পরিবেশন করতে বলছেন তিনি। কিন্তু ইঙ্গিতটা বুঝতে প্রথমবার ব্যর্থ হওয়ায় নিজের ওপর এমন রেগে উঠল রানা যে ঝাড়া দশ সেকেন্ড কোন কথাই বলতে পারল না ও। এ এক ধরনের পরাজয়, অ্যাডমিরাল ওকে হারিয়ে দিলেন!

'মনে পড়েছে?' অপরপ্রান্ত থেকে জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল।

উত্তর না দিয়ে বৃদ্ধ ম্যানডারসনের দিকে ঘাড় ফেরাল রানা। 'সবচেয়ে কাছের শহরটা কোন দিকে কতদূর?'

জানালার দিকে হাত তুলে ম্যানডারসন বলল, 'সোডাফোস···শহরটার চৌরাস্তা থেকে আমরা ঠিক চল্লিশ কিলোমিটার দক্ষিণে রয়েছি।'

চল্লিশ কিলোমিটারের সাথে উপত্যকা ধরে ওর হেঁটে আসা দূরত্বটুকু যোগ করল রানা। হিসেব করতে গিয়ে আন্দাজের ওপর নির্ভর করতে হলো ওকে, কিন্তু পথটুকু নিজে হেঁটে এসেছে বলে অনুমানে বিরাট ভুল হবার সম্ভাবনা কম। রেডিওর দিকে ফিরল ও। 'সোডাফোস থেকে প্রায় আশি কিলোমিটার উত্তরে অ্যাক্সিডেন্ট করে এয়ারক্রাফট। আই রিপিট, সোডাফোস থেকে আশি কিলোমিটার উত্তরে।'

'এয়ারক্রাফটটা সিভিল নাকি মিলিটারি?'

'মিলিটারি।'

'ক'জন বেঁচে গেছে?'

'সঠিক বলতে পারছি না। দুই বা চারজন হতে পারে।'

দুই চার জন মানে যে চব্বিশ জন, সেটা অ্যাডমিরাল বুঝলে হয়! কথাটা ভেবে একটু অস্বস্তিবোধ করল রানা। কিন্তু পরমুহূর্তে অ্যাডমিরালের কথা শুনে নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারল ও, দুই আর চারের অর্থ তিনি ঠিকই ধরতে পেরেছেন। কৌশলে তিনি সেটা রানাকে জানিয়েও দিলেন।

'ঠিক আছে। আশা করা যায়, কাল এই সময়ের মধ্যে ওদের সবাইকে আমরা নিরাপদে উদ্ধার করতে পারব,' বললেন অ্যাডমিরাল। এরপর কণ্ঠে রাজ্যের উদ্বেগ নিয়ে প্রশ্ন করলেন তিনি, 'আমার ধারণা তোমার সাথে রিটাও আছে?'

'হ্যাঁ।'

অপরপ্রান্তে চুপ করে আছেন অ্যাডমিরাল। পরিষ্কার দেখতে পেল রানা, প্রাইভেট সেক্রেটারির জন্যে দুশ্চিন্তায় কাহিল হয়ে পড়েছেন ভদ্রলোক। তারপর অত্যন্ত শান্ত গলায় জানতে চাইলেন, 'ও কি তোমার···মানে, খুব বিরক্ত করছে?'

উত্তরটা গুছিয়ে নেবার জন্যে একটু সময় নিল রানা, তারপর বলল, 'মেয়েরা কেমন হয় সে তো বোঝেনই! রাজ্যের অভিযোগ লেগে আছে মুখে। এই বলে গোড়ালি ব্যথা করছে, এই বলে ঠাণ্ডায় মারা যাচ্ছি। আপনি যদি এই মেয়েটাকে আমার ঘাড় থেকে তাড়াতাড়ি নামিয়ে নেন, চিরজীবন আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব আমি। উফ্! জ্বালিয়ে মারল!'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, দেখি কি করা যায়।' পরমুহূর্তে আবার সেই স্বভাবসুলভ ভারী কণ্ঠস্বর শোনা গেল। 'স্ট্যান্ড বাই।'

ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাবার উপক্রম হয়েছে রানার। তোড়জোড় করতেই প্রচুর সময় বেরিয়ে যাচ্ছে। অথচ প্রতিটি মিনিট সোনার খনির চেয়েও দামী। যে সেকেন্ডগুলো পেরিয়ে যাচ্ছে সেগুলো আর কোনভাবেই ফিরে পাওয়া যাবে না।

চোখের সামনে হাত তুলে রিস্টওয়াচ দেখল ও। সেকেন্ডের কাঁটাটা নেই। একটা বাজে। নালা থেকে বেরিয়ে আসার পর সাত ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। শিরদাঁড়ার কাছে হঠাৎ একটা শিরশিরে ভাব অনুভব করল ও। টেবিল থেকে বোতলটা তুলে নিয়ে আরও দু'ঢোক ব্র্যান্ডি ঢালল গলায়।

ঘড় ঘড় করে উঠল রেডিও। 'মেজর রানা?'

'আছি, অ্যাডমিরাল।'

'এখানে আমাদের একটা সমস্যা হয়েছে। দ্বীপের সব ক'টা হেলিকপ্টার এই মুহূর্তে অচল। প্যারামেডিকদের প্যারাস্যুট দিয়ে নামানো ছাড়া আমি কোন উপায় দেখছি না।'

'অসম্ভব, অ্যাডমিরাল! আপনি বুঝতে পারছেন না। হেলিকপ্টার ছাড়া আর কিছু ব্যবহার করার প্রশ্নই ওঠে না। এয়ারলিফটের সাহায্য ছাড়া ওদেরকে তোলা সম্ভব নয়। এবং, অ্যাডমিরাল, সার্চ পার্টির নেতৃত্বে অবশ্যই আমাকে থাকতে হবে—রিপিট, সার্চ পার্টির-নেতৃত্বে অবশ্যই আমাকে থাকতে হবে। দুর্ঘটনার জায়গাটা আকাশ থেকে দেখা যায় না। আপনার রেসকিউ পার্টি দিনের পর দিন খোঁজ করলেও জায়গাটা হয়তো দেখতে পাবে না।'

উত্তর দিতে অনেক দেরি করলেন অ্যাডমিরাল। তারপর তাঁর ভাঙা গলা শোনা গেল। 'তোমার অনুরোধ রাখা যাচ্ছে না। দ্বীপে মোট সাতটা হেলিকপ্টার আছে। এর মধ্যে তিনটে এয়ারফোর্সের, আর দুটো আইসল্যান্ডের সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ ডিপার্টমেন্টের। মেইন্টেন্যান্স প্রবলেমের জন্যে সব ক'টা হ্যাঙ্গারে পড়ে আছে।' থামলেন তিনি, তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'সম্ভাবনা ক্ষীণ, কিন্তু আমাদের লোকজন আর স্থানীয় সরকারী কর্মকর্তারা স্যাবটাজের গন্ধ পাচ্ছেন।'

'ওহ গড!' বিড়বিড় করে বলল রানা। হঠাৎ করে সারা শরীরে হিম শীতল একটা প্রবাহ বয়ে গেল। দুর্ভাগারা যাতে উদ্ধার না পায়, সেজন্যে কি ধরনের স্যাবটাজ করা দরকার তাও বাতলে দিয়েছে কম্পিউটার। কম্পিউটারের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালনও করেছে বিরহামের এজেন্টরা।

'কাছেপিঠে সমান মাঠ বা ওই ধরনের কিছু আছে, যেখানে হালকা একটা প্লেন ল্যান্ড করে তোমাকে তুলে নিতে পারবে?' জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল। 'তাহলে আকাশ থেকে রেসকিউ ড্রপ পরিচালনা করতে পারবে তুমি।'

'হালকা একটা প্লেন বোধহয় ল্যান্ড করতেও পারে। সমতল একটা ঘাসজমি আছে, কিন্তু ফুটবল মাঠের চেয়ে বড় নয়।'

উত্তর আকাশে নিখুঁত একটা কমলা রঙের চাকতির মত জ্বলজ্বল করছে সূর্য। কিন্তু ঘন কালো একটা ভারী মেঘের প্রকাণ্ড বিস্তার ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে তাকে গ্রাস করার জন্যে। সেই সাথে বাতাসের গতিবেগ বাড়ছে একটু একটু করে। মালভূমির লম্বা ঘাসগুলো নুয়ে পড়ছে। কাঁধে হাত অনুভব করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা।

'উত্তর দিক থেকে ঝড় আসছে,' বলল বৃদ্ধ। 'তুষারপাতও শুরু হবে।'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা, পায়ের ধাক্কায় ছিটকে পড়ল চেয়ারটা। ছুটে গিয়ে খোলা জানালার সামনে দাঁড়াল ও। কাঁচের ভেতর দিয়ে তাকাতেই দেখল, সূর্য

নেই। ঢাকা পড়ে গেছে কালো মেঘের আড়ালে চরম হতাশা ঘিরে ধরল ওকে। দুম করে জানালার পাশের দেয়ালে ঘুসি বসিয়ে দিল ও। 'ওহ্ গড!' পরিষ্কার বুঝতে পারল, প্যারামেডিকরা এই ঝড়ের মধ্যে প্যারাস্যুট দিয়ে নামতে শুরু করলে একজনও বাঁচবে না।

'প্লেনটাকে আসতে নিষেধ করে দিলে ভাল হয়, মৃদু গলায় বলল বৃদ্ধ ম্যানডারসন। 'ঝড় সম্পর্কে আমার ধারণা আছে আয়োজন দেখে বুঝতে পারছি, এর মতলব সুবিধের নয়।'

টলতে টলতে রেডিওর কাছে ফিরে এল রানা। চেয়ারটাকে দাঁড় করাল বৃদ্ধ, তাতে ধপ করে বসে পড়ল ও। মুখ ঢাকল দু'হাতে। প্রাকৃতিক দুর্বিপাকের বিরুদ্ধে মানুষ কতটা অসহায়, আজ নতুন করে আরেকবার উপলব্ধি করল সে। 'খোদা, ওদের তুমি বাঁচাও!' প্রার্থনা ছাড়া ওর আর কি করার আছে ভেবে পেল না।

রেডিওতে ফিরে এলেন অ্যাডমিরাল, 'তোমার সঠিক পজিশন, মেজর। দিতে পারবে?'

দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে আছে রানা, শুনতেই পেল না।

রানার কাঁধের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে মাইক্রোফোনটা তুলে নিল ম্যানডারসন। 'এক মিনিট, অ্যাডমিরাল,' দৃঢ় গলায় বলল সে। 'প্লীজ স্ট্যান্ড বাই।'

রানার ডান কব্জিটা শক্ত করে চেপে ধরল সে, বলল, 'মেজর রানা, এই বিপদে আপনার মুষড়ে পড়লে চলবে না! যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ, আপনাদের ভাষায় এই রকম কোন কথা নেই?'

চোখ মেলল রানা। অভয় দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে হাসল বৃদ্ধ। ও নিজেই সময় নষ্ট করছে, বুঝতে পেরে রেগে উঠল রানা নিজেরই উপর। উপলব্ধি করল, ওর একটা প্ল্যান দরকার। নালায় ওদের কাছে পৌঁছবার জন্যে ওর একটা যানবাহন দরকার। কম্পিউটার স্রষ্টা নয়, ভুল তারও হতে পারে। এর ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। যত যাই হোক, কম্পিউটারের তো আর মন নেই! এক গাদা তারের ভেতর তো আর ভাবাবেগ, নস্টালজিয়া নেই!

নতুন আত্মবিশ্বাস এল; ম্যানডারসনের হাত থেকে মাইক্রোফোনটা নিয়ে অ্যাডমিরালের সাথে কথা বলতে শুরু করল রানা।

আট

দেখে মুগ্ধ-বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয় এমন দৃশ্য বা বস্তু সারা দুনিয়ায় অনেকই আছে। কিন্তু এই মুহূর্তে রানা যা দেখতে পাচ্ছে তার তুলনায় অবিশ্বাস্য সুন্দর আর কিছু থাকতে পারে বলে মনে হলো না ওর। অতি পুরাতন ফোর্ড ট্রাই-মটর, টিনগুজ নামে যার খ্যাতি, বাতাসের এলোপাতাড়ি ধাক্কা খেয়ে মাতালের মত বেসামাল ভঙ্গিতে আকাশ পথ ধরে এগিয়ে আসার চেষ্টা করছে। ঘন কালো মেঘের পুরু ভাঁজে বারে বারে হারিয়ে গেল সেটা। তারপর কখনও তেরছা ভাবে বেরিয়ে এল,

কখনও লেজ উঁচু করে গোঁত্তা খাবার ভঙ্গিতে ভেদ করল মেঘের বিস্তার।

শুরু হয়ে গেছে ঝড়। বাতাসের গায়ে হেলান দিয়ে আছে রানা, তা না হলে দাঁড়িয়ে থাকতে পারত না। পাথরের দেয়ালের মত ঠেকে আছে পিঠে তীব্র বাতাস। যে-কোন মুহূর্তে শুরু হবে তুষারপাত। কিন্তু ঝড়, তুষার এসব কিছুই রানার গভীর মনোযোগ কাড়তে পারল না। মুখ উঁচু করে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ও আকাশের দিকে। প্রাচীন প্লেনটা নেমে এল আরও নিচে। ভোঁতা চেহারা, এ-যুগে একেবারেই বেমানান, কুৎসিতই বলা চলে, কিন্তু নিজের যুগের ঐতিহ্যের বিচারে বিশেষ আলাদা একটা সৌন্দর্য আছে ওটার। থ্রটল পিছিয়ে নিয়ে আসার আগে ম্যানডারসনের ফার্মহাউজটাকে বার কয়েক চক্কর দিল পাইলট। তারপর নেমে এল আরও। একটা কাঁটাতারের বেড়ার দশ ফিট ওপর দিয়ে উড়ে গেল দু'বার। ঘাসজমিতে ল্যান্ড করতে শুরু করল পাইলট। ঘেমে নেয়ে উঠল সে, কিন্তু নিচে থেকে দেখে মনে হলো প্লেনটাকে অনায়াসে ল্যান্ড করাল। ঘাসজমিতে চাকা স্পর্শ করার পর আরও দুশো ফিট ছুটল প্লেন, তারপর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

পাশে দাঁড়ানো বৃদ্ধের দিকে ফিরল রানা। 'গুডবাই, ম্যানডারসন। আমার জন্যে অনেক করেছ তুমি, সেজন্যে ধন্যবাদ।'

শক্ত কর্কশ হাত বাড়িয়ে রানার হাতটা ধরল ম্যানডারসন। 'ধন্যবাদ আপনাকে দিই আমি। আমার দেশের লোককে সাহায্য করার সুযোগ করে দিয়েছেন আপনি। খোদা আপনার সহায় হোন।'

চিড় ধরা পাঁজরের জন্যে দৌড়াতে পারল না রানা। তা না পারলেও, ট্রাই-মটরের কাছে পৌঁছতে ত্রিশ সেকেন্ডের বেশি লাগল না ওর। ফিউজিলাজের ডান পাশে পৌঁচেছে, এই সময় এক ঝটকায় খুলে গেল দরজা, পেশল একজোড়া হাত বেরিয়ে এসে ধরল ওকে, তুলে নিল খুদে কেবিনের ভেতর।

'আপনি মেজর রানা, স্যার?'

ম্যানডারসনকে সন্দেহ হয়েছিল রানার, এই লোকটাকে দেখেও সন্দেহ হলো ওর—বিরহামের ভাই-টাই নয় তো? গরিলার মত শরীর লোকটার। তবে বিরহামের মত কুৎসিত নয়। চেহারায় শিশুসুলভ একটা সারল্য আছে। 'হ্যাঁ।'

'স্বাগতম, স্বাগতম! বুড়ো ফ্লাইং ফসিলে আরাম করে বসতে মর্জি হোক, মেজর রানা।' মুহূর্তে পরিবেশটাকে হালকা এবং আনন্দঘন করে তুলল লোকটা। 'দুনিয়ার সপ্ত আশ্চর্যের একটা, নিশ্চয় স্বীকার করবেন, মেজর? এই ফসিল নিয়ে রেসকিউ মিশনে এসেছি!' রানার দিকে বিশাল হাতটা বাড়িয়ে দিল সে। 'আমি ক্যাপ্টেন জেমস র‍্যাপ।'

হ্যান্ডশেক করে রানা বলল, 'তুষারপাত এড়াতে চাইলে আমাদের আর দেরি করা উচিত নয়।'

'ঠিক।' রানার নোংরা পোশাক এবং ক্ষতবিক্ষত চেহারা দেখে মনে মনে যাই ভাবুক র‍্যাপ, মুখে কিছু বলল না সে। 'আমাদের সাথে কো-পাইলট নেই। সীটটা আপনার জন্যে খালি রাখা হয়েছে। পথ দেখিয়ে অ্যাক্সিডেন্টের জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে সামনের ব্যালকনিতে বসতে চাইবেন ভেবে এই ব্যবস্থা।'

'অ্যাডমিরালকে দুটো জিনিসের কথা বলেছিলাম...'

'জানি।' বিস্ময় এবং কৌতুক, একাধারে দুটো ভাবের আলো ফুটে উঠল র‍্যাপের চেহারায়। 'আমরা টেকঅফ করার আগে জিনিস দুটো যাতে যোগাড় করা সম্ভব হয় তার জন্যে কড়া সামরিক আইন জারি করে বসেছিলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন।' ইউনিফর্মের পকেট থেকে একটা প্যাকেট বের করে রানার হাতে ধরিয়ে দিল সে। 'কিন্তু রহস্যটা কি বলুন তো, মেজর রানা? এই এরকম একটা পরিস্থিতিতে এক বোতল রাশিয়ান ভদকা, এক প্যাকেট চুরুট—এসব দিয়ে কি হবে?'

মৃদু হেসে রানা শুধু বলল, 'ওগুলো আমার দু'জন বন্ধুর জন্যে।' ক্যাপ্টেনের অনুরোধ সত্ত্বেও বসল না ও। ঘুরে দাঁড়িয়ে কেবিনের মেঝেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে নানা ভঙ্গিতে বসে থাকা দশ জন লোকের মধ্যে দিয়ে পথ করে নিয়ে এগোল ও। চেহারা দেখে বোঝা যায়, এরা সবাই কাজের লোক। সবাই আর্কটিক আবহাওয়ার উপযোগী পোশাক পরে আছে। স্কুবা ডাইভিং, প্যারাস্যুট জাম্পিং এবং যে-কোন পরিস্থিতিতে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেবার ট্রেনিং পাওয়া লোক এরা। জরুরী পরিস্থিতিতে সার্জারী ছাড়া যে-কোন ধরনের চিকিৎসার জন্যেও এদের ওপর ভরসা রাখা যায়। এক নজর এদেরকে দেখেই সারা শরীরে উৎসাহ এবং আত্মবিশ্বাসের একটা ঢেউ অনুভব করল রানা।

মাথা নিচু করে দরজা পেরিয়ে ককপিটে ঢুকল ও। ছোট্ট পরিসর। কো-পাইলটের খালি সীটে বসল ও। স্ট্র্যাপ বাঁধা শেষ করে তাকাল পাইলটের দিকে। দেখল ওর দিকে তাকিয়ে বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে আছে সার্জেন্ট স্যাম চেসম্যান।

'হাউ ডু ইউ ডু, মেজর?' বিস্ফারিত হয়ে উঠল চেসম্যানের চোখ জোড়া। 'গড অলমাইটি, আপনার মুখের অবস্থা এরকম কেন?'

'আবার যদি কোন কাজে কিফলাভিক এয়ারপোর্টে আপনার কাছে যাই, কফি খেতে দেবেন, তখন শোনাব গল্পটা,' ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেলের দিকে তাকাল রানা। পুরানো আমলের গজ, ইন্ডিকেটর ইত্যাদির সাথে দ্রুত পরিচয় করে নিল। 'আপনাকে দেখে অবাক লাগছে...'

'একজন জেনুইন ফ্লাইট অফিসারের বদলে আমি, একজন সার্জেন্ট কেন চালাচ্ছি প্লেনটা, এই তো?' হাসল চেসম্যান। 'আমি ছাড়া কোন উপায় ছিল না, মেজর। গোটা দ্বীপে এই মান্ধাতা আমলের বুড়ো পাখিটাকে একমাত্র আমিই সামলাতে পারি। তা যাই বলুন,' চোখ বড় বড় করল সে, 'পুরানো, বুড়ো হলে কি হবে, এ্যাদ্দিন যে টিকে আছে সেটা কম কৃতিত্বের কথা নয়, কি বলেন? বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, এক ডলারের একটা নোট বিছিয়ে দিলে তা থেকে টেকঅফ করতে পারে এই বুড়ো, তাতে ল্যান্ডও করতে পারে—তারপর আবার রেজকিও ফেরত দেয়।'

'ও.কে., সার্জেন্ট। কমান্ডে আপনিই থাকছেন। নিন, আকাশে উঠুন। নদীর কিনারা ধরে পশ্চিমে যেতে হবে, তারপর কখন দক্ষিণ দিকে বাঁক নিতে হবে বলে দেব আমি।'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল চেসম্যান। জায়গার অভাব, কিন্তু একশো আশি ডিগ্রী

বাঁক নিয়ে টিন গুজকে ঘুরিয়ে নিতে কোন অসুবিধে হলো না তার। বাতাস আর ঘাসজমির আরেক প্রান্তের দিকে মুখ করল প্লেন। এরপর তিনটে থ্রটল সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে টিন গুজকে ছুটিয়ে দিল সে। পর পর কয়েকটা ঝাঁকি খেল প্লেন, কয়েকবার কাত হয়ে উল্টে পড়ার উপক্রম করল। লাফ দিয়ে দিয়ে এগোল, সেই সাথে বেড়ে গেল ছোটার গতি। তীর বেগে ছুটে আসছে অপর প্রান্তে কাঁটাতারের বেড়া এবং ঘাসজমির শেষ সীমানা।

ম্যানডারসনের ছোট বাড়িটাকে পাশ কাটিয়ে এল ওরা। প্লেনের পিছনের চাকা এখনও ঘাসজমি ছেড়ে শূন্যে ওঠেনি। মনে মনে প্রমাদ গুণল রানা। তিন ভাগের দু'ভাগ ঘাসজমি পেরিয়ে এসেছে ওরা, আর কখন টেকঅফ করবে প্লেন? আড়-চোখে সার্জেন্টের দিকে তাকাল ও। দিব্যি হাসিখুশি দেখাল লোকটাকে। শুধু তাই নয়, গুনগুন করে কি যেন গাইছে সে। গান-টানই হবে, কিন্তু দুশো হর্স পাওয়ার ইঞ্জিনের আওয়াজে কলিগুলো শুনতে পেল না রানা।

ভাব-ভঙ্গি দেখিয়ে এটুকু অন্তত প্রমাণ করতে পেরেছে লোকটা, বিশেষ করে এই প্লেনটা কিভাবে সামলাতে হয় তা সে ভালই জানে—ভাবল রানা। আবার আড়চোখে একবার তাকাল ও। কন্ট্রোল কলাম সামনে ঠেলে দিল চেসম্যান, টেইল হুইল তুলল ঘাসজমি থেকে, তারপর আবার কন্ট্রোল কলাম পিছিয়ে নিয়ে এল। আচরণে কোন রকম ব্যস্ততা নেই, সবই ধীর, অলস ভঙ্গিতে সারছে। ঘাসের মাত্র কয়েক ফিট ওপর দিয়ে উড়ছে প্লেন। এরপর রানাকে বিমূঢ় এবং আতঙ্কিত করে দিয়ে আচমকা প্লেনটাকে শক্ত ঘাস জমিতে নামিয়ে নিয়ে এল চেসম্যান। প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি খেল প্লেন। কাঁটাতারের বেড়া আর মাত্র পঞ্চাশ ফিট দূরে।

রানার আতঙ্ক বিস্ময়ে পরিণত হলো। এবার অলস ভঙ্গি নয়, বিদ্যুৎ গতিতে কন্ট্রোল কলাম নিজের বুকের ওপর পিছিয়ে নিয়ে এল চেসম্যান। লাফ দিয়ে শূন্যে উঠল টিন গুজ, সেই লাফেই ওরা কাঁটাতারের বেড়া টপকাল। শূন্যে উঠে সাবলীল গতিতে ছুটে চলল প্লেন।

প্রায় নিঃশব্দে একটা হাঁফ ছাড়ল রানা। 'কোত্থেকে শিখেছেন কৌশলটা?' এতক্ষণে চেসম্যানের গানের সুরটা ধরতে পারল রানা। পুরানো একটা ছায়াছবির গান। গানের একটা কলি মনে পড়ল রানার—দোজ ম্যাগনিফিশেন্ট মেন ইন দেয়ার ফ্লাইং মেশিনস।

'ওকলাহোমার ট্রেনিং ইন্সটিটিউটের একজন ইন্সট্রাক্টর ছিলাম আমি।'

'তাহলে এয়ারফোর্সের মেকানিক পদে নামলেন কেন?'

'দুঃখের কথা আর কি বলব!' হাসিখুশি মুখে খেদের ভাব ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে চেহারাটাকে আরও হাস্যকর করে তুলল চেসম্যান। 'এই রকম একটা পুরানো পাখি চালাতে গিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট করেছিলাম···গল্পটা বলতে পারি, যদি কথা দেন, হাসবেন না!'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'একটা ফার্ম হাউজের ওপর এসে দেখি, পেট্রল শেষ। মনে পড়ল, টেক অফ করার সময় চেক করতে ভুলে গিয়েছিলাম।'

'তারপর?' মনে মনে আঁতকে উঠল রানা। ফুয়েল চেক করতে ভুলে যায়, এ

কেমন পাইলট? আর এর ওপরই কিনা ভার দেয়া হয়েছে এতগুলো লোককে উদ্ধার করার?

'ফার্মহাউজের ওপর দিয়ে কয়েকটা চক্কর দিলাম তারপর নেমে পড়লাম মাঠে.' বলল চেসম্যান

'যাক, শেষ পর্যন্ত তাহলে অ্যাক্সিডেন্ট ঘটেনি?'

'ঘটেনি মানে? এই ঘটনাই তো আমার এত কষ্টের ক্যারিয়ার খতম করে দিল!'

'কি রকম?'

'ফার্মহাউজের ওপর চক্কর দেয়ার সময় ওখানে যত গরু-ছাগলের বাচ্চা ছিল তারা নাকি সব ভয়ে যে যেদিকে পারে ছুটে পালিয়েছিল আবার তাদেরকে ধরে আনতে সময় লেগেছিল পুরো তিন দিন। তাও নাকি সবগুলোকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। যাই হোক, এই ঘটনার জন্যে ওই এলাকায় তিন দিন দুধ সরবরাহ বন্ধ ছিল। তাতেই ক্ষেপে আগুন সবাই। শহরের সব লোক আমার নামে আদালতে কেস ঠুকে দিতে চায়। দিতও। কিন্তু তার আগেই আমাকে বদলি করা হয় এখানে। বুঝতেই পারছেন, বদলি করা হয় পাইলট হিসেবে নয়, মেকানিক হিসেবে।'

গম্ভীর থম থমে হয়ে উঠল রানার চেহারা। 'গল্পটা শুনে খুব একটা উৎসাহ বোধ করছি না!'

'ভয় পাবার কিছু নেই,' তাড়াতাড়ি বলল চেসম্যান। 'তারপর থেকে টেকঅফ করার আগে ফুয়েল চেক আর কাউকে দিয়ে করিয়ে নিই আমি। এ-যাত্রা অ্যাডমিরালকে অনুরোধ করায় তিনি প্রথমে বোমার মত ফেটে পড়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে দিয়ে আমি চেক করিয়ে নিয়েছি।'

না হেসে পারল না রানা। কিন্তু সেই সাথে প্রসঙ্গটাকে আর বাড়তে দিল না। বলল, 'আমার মাথা ধরেছে।'

উইন্ডশীল্ড দিয়ে দুশো ফিট নিচে নদীর দিকে তাকাল রানা। ছোট ঢালটা চিনতে পারল ও, ম্যান্ডারসন যেখান থেকে উদ্ধার করেছিল ওকে। ঢালের গোড়া থেকে একটা রেখা দেখতে পেল ও, সোজা চলে গেছে দক্ষিণ দিকে। প্রথমে চিনতে পারল না ও। ভাবল, কি ওটা? আগে তো দেখিনি! পরমুহূর্তে উপলব্ধি করল, রেখাটা ওরই তৈরি, সবুজ নরম শ্যাওলার ওপর ওর পায়ের দাগ। মনটা খুশি হয়ে উঠল। নালাটাকে খুঁজে পেতে এখন আর কোন অসুবিধে হবে না।

চেসম্যানও রেখাটা দেখতে পেয়েছে। সে কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই বলল রানা, 'হ্যাঁ, ওটাকে অনুসরণ করুন।'

প্লেনের নাক ঘুরিয়ে নিল চেসম্যান। রানার যেখানে কয়েক ঘণ্টা লেগেছিল, তার লাগল মাত্র পনেরো মিনিট।

'ওই যে,' ইঞ্জিনের আওয়াজ ছাপিয়ে উঠল রানার গলা। 'মাটি ডেবে গেছে ওখানে, ফাটল মত দেখা যাচ্ছে, যেখানে থেমে গেছে পায়ের ছাপ।'

'কোথায় ল্যান্ড করতে বলেন, মেজর?'

'নালার কিনারা দেখতে পাচ্ছেন? পুব থেকে পশ্চিমে লম্বা জায়গাটা দেখতে পাচ্ছেন?' রানার প্রশ্নের উত্তরে দু'বারই ঘাড় কাত করল চেসম্যান। 'জায়গাটা সমতল।'

প্রতি মুহূর্তে আরও কালো হয়ে আসছে আকাশ। যেখানে মেঘ নেই সেখানে কুয়াশার মত একটা ধোঁয়াটে জাল দেখা যাচ্ছে, তারমানে শুরু হয়ে গেছে তুষারপাত। ল্যান্ডিং অ্যাপ্রোচের জন্যে তৈরি হলো চেসম্যান। এই সময় সাদা ময়দার গুঁড়োর মত তুষার পড়ল উইন্ডশীল্ডে। ভাগ্যিস পায়ের ছাপটা ছিল, মনে মনে বলল রানা, তা না হলে নালাটা খুঁজে বের করতে প্রচুর সময় লেগে যেত. তুষারের হামলা থেকে ওদেরকে বাঁচানো যেত না।

জায়গাটা ঠিক সমতল নয়, কাজেই প্রচুর ঝাঁকি খেল ওরা তবে নিরাপদ অবতরণ কাকে বলে দেখিয়ে দিল চেসম্যান। যতই ঝাঁকি লাগুক, সত্যিকার ঝুঁকির মুখোমুখি একবারও হলো না ওরা। প্লেনের চাকা থামতে যা দেরি, লাফ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল রানা। দশ ফিট দূরেই নালার কিনারা। পিছলে, গড়িয়ে নিচে নামতে শুরু করল ও। ওর পিছনে র‍্যাপের লোকজন শৃঙ্খলা এবং দক্ষতার সাথে সাপ্লাই নামাতে শুরু করেছে। দু'জন প্যারামেডিক নালার ভেতর রশির কুণ্ডলী নামিয়ে দিল। আহতদের ওপরে তুলতে হবে, এটা তাদের সেই প্রস্তুতির একটা অঙ্গ। এসব কিছুই ভাল করে লক্ষ করল না রানা। দুর্ভাগা লোকগুলোর পাশে সবার আগে পৌঁছবার তাগাদায় অস্থির হয়ে আছে ও।

রিটাকে যেমন বসিয়ে রেখে গিয়েছিল; তেমনি বসে থাকতে দেখল ও। কিন্তু বেন হল্ শুয়ে আছে। তার ওপর ঝুঁকে আছে রিটা, মুখের কাছে মুখ নামিয়ে ফিসফিস করে কথা বলছে। কি বলছে শুনতে না পেলেও, রিটা যে অভয়বাণী শোনাচ্ছে সেটা আন্দাজ করে নিল রানা। এই পরিস্থিতিতে নিশ্চয়ই প্রেম নিবেদন করছে না ও!

'মানুষ এক অদ্ভুত প্রাণী!' ওদের পিছন থেকে বলল রানা। 'এই রকম একটা বিপদের মধ্যেও মন দেয়ানেয়া চলছে তোমাদের?'

দ্রুত ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রিটা। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আছে, চোখের সামনে শুধু একজনের কাঠামো দেখতে পেল, ওটা যে রানার কাঠামো সেটা বুঝল গলার আওয়াজ শুনে। 'গুড লর্ড, তুমি ফিরে এসেছ?' হাত বাড়িয়ে রানার কব্জি চেপে ধরল সে। 'একবার যেন মনে হলো প্লেনের আওয়াজ পেলাম, কিন্তু···ওহ্ গড, তুমি আমাদের বাঁচালে! রানা···রানা···' হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠল রিটা।

রিটার পিঠে হাত বুলিয়ে দিল রানা। 'হল্ কেমন আছে?'

'বুঝতে পারছি না,' কান্না থামিয়ে কাঁপা গলায় বলল রিটা। 'আধ ঘণ্টা আগে অজ্ঞান হয়ে গেছে ও।'

ঝুঁকে পড়ে হলের নিঃশ্বাসের আওয়াজ শুনল রানা। ধীরে ধীরে পড়ছে নিঃশ্বাস, কিন্তু নিয়মিত। মৃদু হাসি দেখা গেল রানার ঠোঁটে। 'চিন্তার কিছু নেই। এ-যাত্রা সামলে নেবে ও।' হাসিটা গায়েব হয়ে গেল ওর চেহারা থেকে। 'প্রশ্ন হলো, আর কখনও হাঁটতে পারবে কিনা!'

ক্যাপ্টেন র‍্যাপকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল।

রিটাকে দেখিয়ে বলল রানা, 'লেডিজ ফার্স্ট। ওর গোড়ালি ভেঙে গেছে।'

'আমার লোকেরা ওপরে একটা তাঁবু গেড়েছে, ওখানেই প্রাথমিক চিকিৎসা হবে। স্টোভ জেলে ভেতরটা গরম করা হচ্ছে। সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ ইউনিট এসে

না পৌঁছানো পর্যন্ত ওখানে সবাই আরামেই থাকবে তারপর রেইকজাভিকে নিয়ে যাওয়া হবে সবাইকে। রেডিও সিগন্যাল পাঠানো হয়েছে আগেই, এই মুহূর্তে লোকেশন জানানো হচ্ছে, অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে আসবে ওরা ঠিক আছে, স্যার?'

'ওকে প্লেনে করে নিয়ে যাওয়া যায় না?'

মাথা নাড়ল র‍্যাপ। 'দুঃখিত, স্যার, আমাদের টিন গুজ প্রতিবার মাত্র আটটা স্ট্রেচার কেস বইতে পারে। প্রথম ট্রিপে শুধু গুরুতর আহতদের নিয়ে যাওয়া হবে। অন্তত এই পরিবেশে লেডিজ ফার্স্ট নিয়মটা খাটে না।' বেন হলের দিকে তাকাল সে। 'ওর কি অবস্থা?'

'কাঁধের হাড় আর পেলভিস ফেটে গেছে।'

অ্যালুমিনিয়ামের একটা বাস্কেট স্ট্রেচার নিয়ে হাজির হলো র‍্যাপের দু'জন লোক। হলকে দেখিয়ে র‍্যাপ বলল, 'আগে ওকে নিয়ে যাও। খুব সাবধানে, আঘাতটা ওর পেছন দিকে।'

স্ট্রেচারে তোলা হলো বেন হলকে। স্ট্রেচারে রশি বাঁধা হলো। ওপর থেকে সেই রশি টেনে ধীরে ধীরে নালা থেকে তোলা হলো স্ট্রেচার। মুখ তুলে ওপর দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। রশিগুলো সাবলীল ভাবে স্ট্রেচারটাকে তুলে নিয়ে গেল দেখে পরম স্বস্তি অনুভব করল ও। তিন মিনিট পর সেই একই স্ট্রেচারে তোলা হলো রিটাকে।

'সাবধানে, ক্যাপ্টেন,' বলল রানা। 'আহত হয়েছে বলে অমন চুপচাপ দেখছ ওকে। তা না হলে ও যে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের প্রাইভেট সেক্রেটারি সেটা তোমাকে হাড়েহাড়ে টের পাইয়ে দিত।'

চোখ বড় বড় হয়ে উঠল ক্যাপ্টেন র‍্যাপের। 'তাই? উনি অ্যাডমিরালের প্রাইভেট সেক্রেটারি? তাহলে, ভদ্রমহিলাকে আমি নিজে এসকর্ট করে নিয়ে যাব।'

প্রকাণ্ডদেহী র‍্যাপ ঝুঁকে পড়ে দু'হাতে আলগোছে তুলে নিল রিটাকে। তারপর ধীরে ধীরে নামাল বাস্কেট স্ট্রেচারে। কথা রাখল সে, স্ট্রেচারের সাথে সাথে নালার মাথা পর্যন্ত উঠল, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তাঁবুর ভেতর সবচেয়ে গরম জায়গায় রিটাকে শোয়াবার ব্যবস্থা করে ফিরে এল আবার নিচে।

বগলের তলা থেকে প্যাকেটটা হাতে নিয়ে রাশিয়ান ভদ্রলোক ডেভিড রুস্তভের সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। 'মি. রুস্তভ, কেমন আছেন আপনি?'

'ভাল আছি, ধন্যবাদ,' গম্ভীর গলা।

'ব্যথা নেই তো?'

'বুড়ো একজন বলশেভিক কখনও ব্যথার কথা স্বীকার করে না।

'ও! তাহলে ওটা আপনার দরকার নেই?'

'ওটা?'

'সাথে করে নিয়ে এসেছি। খেলে ব্যথা কমে যায়।'

'হোয়াট? সত্যি আপনি ভদকা নিয়ে এসেছেন, মেজর রানা? অসম্ভব, এ আমি বিশ্বাস করি না!'

'কি আশ্চর্য! প্রতিশ্রুতি দিলে সেটা আপনারা রক্ষা করেন না?

বোকার মত রানার দিকে তাকিয়ে থাকলেন ডেভিড রুস্তভ। বিড়বিড় করে

বললেন, 'করি। অবশ্যই করি! কিন্তু তবু, এ যেন আমি ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না! এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতেও আপনি কথাটা মনে রেখেছেন?'

প্যাকেট খুলে ভদকার বোতলটা ডেভিড রুস্তভের সামনে রাখল রানা। 'এই নিন।' তারপর আবার বোতলটা তুলে নিয়ে সেটার ছিপি খুলল ও, বোতলের মুখটা ধরল ভদ্রলোকের ঠোঁটের সামনে। মুখ খুলে রানার দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। দু'চোখে এখনও অবিশ্বাস আর বিস্ময় ভরা দৃষ্টি।

খোলা মুখের ভেতর বোতলের গলাটা ঢুকিয়ে দিল রানা। দ্রুত কয়েক ঢোক ভদকা গিললেন ডেভিড রুস্তভ। তারপর ধন্যবাদ বলতে গিয়ে হড় হড় করে খানিকটা ভদকা উগরে দিলেন নিজের বুকের ওপর। অপ্রতিভভাবে হাসলেন তিনি। 'এ জিনিস কোথায় পেলেন আপনি, মেজর রানা? এ যেন একেবারে আমার নিজের বাড়ির তৈরি ভদকা!'

ডেভিড রুস্তভের সামনে বোতলটা রেখে সিধে হয়ে দাঁড়াল রানা। ফিরে যাবার জন্যে ঘুরল দ্রুত।

'মেজর রানা?'

'বলুন।'

'ধন্যবাদ জানিয়ে নিজের অজান্তে ছোট করেছি আপনাকে, সেজন্যে আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন!'

রানা যখন তাঁকে দেখতে পেল, তুষার মেখে সাদা হয়ে আছেন তিনি, শুয়ে আছেন সেই আগের জায়গাতেই, শূন্য দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে কালো মেঘের দিকে। চেহারায় ফুটে আছে অদ্ভুত এক প্রশান্তি, যেন কোন দুঃখ, কোন ব্যথা, কোন খেদ নেই তাঁর। একজন প্যারামেডিক ঝুঁকে পড়ে পরীক্ষা করছে তাঁকে।

'হার্ট?' ফিস ফিস করে প্রশ্ন করল রানা, যেন তাঁর ঘুম ভেঙে যাবে এই ভয়ে তটস্থ।

'ভদ্রলোকের যা বয়স, তাতে হার্ট ফেইলার ধরে নেয়াই যুক্তিসঙ্গত, স্যার,' প্যারামেডিক মুখ তুলে প্রথমে রানার দিকে তারপর ক্যাপ্টেন র‍্যাপের দিকে তাকাল। 'লাশটা তোলার ব্যবস্থা করি, ক্যাপ্টেন?'

'এখানেই শুয়ে থাকতে দাও,' বলল র‍্যাপ। 'আমাদের কাজ যারা এখনও মরেনি তাদের বাঁচানো। লাশের কথা পরে ভাবা যাবে।'

'হ্যাঁ,' মৃদু গলায় বলল রানা।

ফার্স্ট এইড কিট নিয়ে ফিরে গেল প্যারামেডিক।

নরম হয়ে এল র‍্যাপের সুর। 'ভদ্রলোককে আপনি চেনেন, স্যার?'

'আরও ভাল করে চিনলে খুশি হতাম। ভদ্রলোকের নাম এড ফ্র্যাংক।'

নাম শুনে কোন প্রতিক্রিয়া হলো না ক্যাপ্টেনের। প্রসঙ্গ বদলে জানতে চাইল সে, 'আপনি নিজে কেন তাঁবুতে যাচ্ছেন না, মেজর? আপনিও তো সাংঘাতিক অসুস্থ...'

'না, বুড়ো এডের সাথে এখানে কিছুক্ষণ থাকব আমি,' হাত বাড়িয়ে আলতোভাবে এড ফ্র্যাংকের চোখ দুটো শেষবারের মত বন্ধ করে দিল ও। তারপর

বগলের প্যাকেট থেকে একটা চুরুট বের করে তাঁর ব্রেস্ট পকেটে ভরে দিল

প্রায় মিনিট খানেক অনড় দাঁড়িয়ে থাকল ক্যাপ্টেন ব্যাপ. কিছু বলার মত ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না। অবশেষে কিছু বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল সে. তার বদলে মাথাটা নিঃশব্দে শুধু ঝাঁকাল একবার. যেন ব্যাপারটা তার বোধগম্য হয়েছে

রানা আর এড ফ্র্যাংককে পিছনে রেখে ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল সে। নিজের কাজে ফিরে গেল।

নয়

ফাইলটা বন্ধ করলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন, সরিয়ে রাখলেন এক পাশে, তারপর যেন লাফ দিতে যাচ্ছেন এই রকম একটা ভঙ্গিতে ঝুঁকে পড়লেন সামনের দিকে। 'আপনি যদি আমার অনুমতির জন্যে এসে থাকেন, আমার উত্তর হলো—না!'

'আপনি আমাকে অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিলেন, অ্যাডমিরাল,' অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের সামনে, ডেস্কের ওধারে একটা চেয়ারে বসে আছেন ভদ্রলোক। একটু বেঁটেই বলা যায় তাঁকে, কিন্তু চওড়া চেয়ারটা পুরো জুড়ে আছেন। পরনে দামী কাপড়ের কালো স্যুট, সাদা শার্ট, কালো সিল্কের টাই। নিজের অজান্তেই, মাঝে মধ্যে চকচকে টাকে হাত বুলাচ্ছেন, যেন কোন এক সময় ওখানে যা ছিল তা এখনও মনে মনে আশা করছেন। চোখ দুটো শিকারী পাখির মত, অ্যাডমিরালের দিকে তাকিয়ে থাকার সময় একবারও পলক পড়ল না। 'আমি কিন্তু আন্তরিকভাবেই আশা করেছিলাম আপনার সাথে আমার মতের অমিল হবে না। যাই হোক, ব্যাপারটা যখন উল্টো হয়ে দেখা দিল, আপনাকে এখন আমি না জানিয়ে পারছি না যে আমার এখানে হাজির হওয়াটা আর কিছু নয়, স্রেফ ভদ্রতার খাতির! মি. রানাকে রিঅ্যাসাইনমেন্টে পাঠাবার অর্ডার অনেক আগেই পেয়ে গেছি আমি

'অর্ডার পেয়ে গেছেন?' ভুরু কুঁচকে উঠল অ্যাডমিরালের। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত রাখলেন তিনি। 'জানতে পারি, কার কাছ থেকে?'

'অর্ডার শীটে আমাদের দেশের সেক্রেটারি অভ ডিফেন্স সই করেছেন,' শান্ত সুরে বললেন ভদ্রলোক।

'সেক্রেটারি অভ ডিফেন্স অর্ডার দেবার কে?' গম গম করে উঠল অ্যাডমিরালের ভারী গলা। 'রানা কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক? সেক্রেটারি অভ ডিফেন্সের কথা পরে, আমাদের খোদ প্রেসিডেন্টের অর্ডার মানতেও কি সে বাধ্য?'

কাঁধ ঝাঁকালেন ভদ্রলোক। 'তা জানি না। তবে এটুকু অনুমান করে নিতে পারি যে নির্দেশ দেবার আগে সেক্রেটারি অভ ডিফেন্স নিশ্চয়ই জেনেছেন যে তার এই নির্দেশ মান্য করা হবে। মি. রানার জন্যে আমার কাছে একটা চিঠি আছে। খামের মুখ বন্ধ। চিঠিটা কার লেখা, আমি জানি না

'সেক্রেটারি অভ ডিফেন্স রানাকে আবার অ্যাসাইনমেন্টে পাঠাবার ব্যাপারে যে নির্দেশই দিয়ে থাকুন,' দৃঢ় স্বরে বললেন অ্যাডমিরাল. 'আমি তাঁর সাথে দ্বিমত পোষণ

করি।' একটু বিরতি নিলেন তিনি, তারপর অস্বাভাবিক শান্ত গলায় জানতে চাইলেন, 'তাঁর অর্ডারটা যদি দেখতে চাই, সেটা নিশ্চয়ই অভদ্রতা হয়ে যাবে না?'

'বেশ,' অ্যাডমিরালের প্রতিপক্ষ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। পায়ের কাছ থেকে ব্রীফকেসটা তুলে নিয়ে খুললেন সেটা। ভেতর থেকে এক সেট কাগজ পত্র বের করে ডেস্কের ওপর দিয়ে বাড়িয়ে দিলেন অ্যাডমিরালের দিকে।

অর্ডারটা নিঃশব্দে পড়লেন অ্যাডমিরাল। তিক্ত হাসি ফুটে উঠল তাঁর ঠোঁটের কোণে। 'রূঢ় শোনালে মাফ করবেন, কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছি, আপনার ভাষায় গলদ আছে। আপনি বললেন রানাকে অর্ডার করা হয়েছে। কিন্তু সেক্রেটারি অভ ডিফেন্সের এই চিঠিতে আমি দেখতে পাচ্ছি, অর্ডার নয়, তিনি সবিনয় অনুরোধ করছেন!'

'কর্মকর্তারা যখন অনুরোধ করেন সেটাকে নির্দেশ বলেই ধরে নিতে হয়।'

'কথাটা আপনার জন্যে হয়তো সত্যি,' কর্কশ শোনাল অ্যাডমিরালের গলা। 'কিন্তু আমরা যাকে নিয়ে আলোচনা করছি, সেই মাসুদ রানার ক্ষেত্রে তা নয়। নির্ভেজাল অনুরোধ হয়তো বা সে বিবেচনা করতে রাজি হতে পারে, কিন্তু অর্ডার? তাও অন্য এক দেশের ডিফেন্স সেক্রেটারির? অসম্ভব! তাকে আপনি চেনেন না!'

'আমরা শুধু শুধু নিজেদের মধ্যে তর্ক করছি, অ্যাডমিরাল। ছেলেটা সম্পর্কে এ পর্যন্ত যা শুনেছি তাতে ব্যক্তিগতভাবে আমিও বলতে পারেন তার একজন ভক্ত হয়ে পড়েছি, বিশ্বাস করুন আর নাই করুন। কিন্তু কথা সেটা নয়। আপনি যদি মনে করেন মি. রানাকে অসম্মান করতে চাইছি আমি, তাহলে কিন্তু মস্ত ভুল করবেন! আমার উদ্দেশ্য ঠিক তার উল্টো। ব্যাপারটা নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক জটিলতা দেখা দিয়েছে, কিন্তু সেটা আমি উপভোগ করছি তা ধরে নেবেন না। আসল কথা হলো, সময়ের অভাব, অ্যাডমিরাল। সেজন্যেই মি. রানাকে ছাড়া চোখে অন্ধকার দেখছি আমরা।'

কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন অ্যাডমিরাল ভদ্রলোকের দিকে।

'দয়া করে পরিস্থিতিটা একটু ব্যাখ্যা করতে দিন আমাকে,' আবার শুরু করলেন ভদ্রলোক। একটু থেমে ধীরে-সুস্থে আগুন ধরালেন পাইপে। এক মুখ ধোঁয়া ছাড়লেন, তারপর ধোঁয়া থেকে চোখ দুটো বাঁচাবার জন্যে মাথাটা এক দিকে কাত করে তাকালেন অ্যাডমিরালের দিকে। 'ইমমর্টাল লিমিটেডের গোটা স্কীমটাই একটা অবাস্তব পাগলামি। স্বীকার করি, প্ল্যানটা শুনতে ভাল লাগে, কেমন যেন একটা উৎসাহ বোধ জাগে। সভ্যতাকে রক্ষা করা! গরীবকে বাঁচানো! গোটা দুনিয়াকে একটা স্বর্গরাজ্যে পরিণত করা! এর চেয়ে ভাল কথা, এর চেয়ে ভাল স্লোগান আর কি হতে পারে? কে জানে, হয়তো জেরোমি এল. ফাইনের মতবাদই একদিন প্রতিষ্ঠিত হবে, তার দর্শনের সফল প্রয়োগ ঘটিয়েই হয়তো ঢেলে সাজানো হবে ভবিষ্যৎ দুনিয়াটাকে। কিন্তু এই মুহূর্তে একদল ম্যানিয়াকের, একদল গুণ্ডা আর খুনীর সর্দার ছাড়া আর কিছু নয় সে। যেভাবে হোক থামাতেই হবে তাকে। এরই মধ্যে তিরিশজন লোককে খুন করেছে তারা। এবং, এখন থেকে ঠিক দশ ঘণ্টার মধ্যে, দু'জন রাষ্ট্রপ্রধানকে খুন করার প্ল্যান নেয়া হয়েছে। একটা মাত্র ফ্যাক্ট এত দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছে আমাদের—ইমমর্টাল লিমিটেডকে থামাতেই হবে। এবং

তা যদি করতে হয়, মি. রানার সাহায্য একান্তভাবে দরকার। কারণ একমাত্র তিনিই জেরোমি এল. ফাইনের পোষ্য খুনীদের চেনেন।'

হাতের কাগজগুলো সশব্দে ডেস্কের ওপর নামিয়ে রাখলেন অ্যাডমিরাল 'ভাবতে আশ্চর্য লাগছে আমার একটা মানুষের অসুস্থতাও আপনাদের বিবেচনায় ঠাঁই পেল না?' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। অস্থির ভাবে পায়চারি শুরু করলেন। তারপর হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে এমন একটা কথা বললেন যা এর আগে কখনও উচ্চারণ করেননি তিনি, নিজের সবচেয়ে প্রিয় এবং বিশ্বস্ত কারও সামনেও নয়, রানার সামনে তো নয়ই। 'আপনি এমন একজনকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে বলছেন যে আমার কাছে নিজের ছেলের মত! এমন প্রচণ্ড মার খেয়েছে যে তার বাঁচার কোন কথা ছিল না! আর তাকেই কিনা আপনি ছয় হাজার মাইল দূরে গিয়ে একদল ভয়ঙ্কর খুনীর সাথে একা লড়তে বলছেন!' এদিক ওদিক মাথা নাড়লেন অ্যাডমিরাল। 'রক্ত-মাংসের একজন মানুষের কাছ থেকে আশা করারও তো একটা সীমা আছে? একজন মানুষের সাহস নিশ্চয়ই অফুরন্ত নয়। যতটুকু আশা করা হয়েছিল তারচেয়ে অনেক বেশি এরই মধ্যে করে দেখিয়েছে রানা। আর কি চান আপনারা?'

'সন্দেহ নেই, মি. রানা যথেষ্ট করেছেন,' শান্ত সুরে বললেন ভদ্রলোক। 'কিন্তু তাঁকে আপনি এত ছোট করে দেখছেন কেন? তিনি যে আরও অনেক কিছু করতে পারেন, সে-বিশ্বাস আমাদের আছে বলেই না তাঁর সাহায্য চাইছি আমরা।'

'আপনাদের বিশ্বাস মিথ্যে,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার অবস্থা নয় রানার।'

'একমত হতে পারলাম না,' প্রায় ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বললেন ভদ্রলোক। একটা ব্রাউন রঙের ফোল্ডার খুলে চোখ বুলালেন তিনি। 'আমার কয়েকজন এজেন্টের রিপোর্ট এগুলো, ওরাই মেজর রানাকে পাহারা দিয়ে রেখেছে।' একটু বিরতি নিয়ে ফোল্ডারের লেখা পড়লেন তিনি, তারপর আবার বললেন, 'এখানে বলা হয়েছে, চমৎকার সুস্থ আছেন মি. রানা, রাক্ষসের মত খিদে, সুন্দরী নার্সদের সাথে ঘনিষ্ঠ হবার উদ্যম দেখা যাচ্ছে তাঁর মধ্যে···এরই মধ্যে একটানা চোদ্দ ঘণ্টা বিশ্রাম নিয়েছেন তিনি···ইনটেনসিভ কেয়ার এবং প্রচুর ভিটামিন ইঞ্জেকশন, সেই সাথে মাসল থেরাপি তাঁকে প্রায় সুস্থ করে তুলেছে। ম্যাসেজ করা হয়েছে, কাটাছেঁড়াগুলোর যত্ন নেয়া হয়েছে। সৌভাগ্যই বলতে হবে যে বড় ধরনের ক্ষতি একটাই, পাঁজরের একটা হাড়ে চিড় ধরেছে। তাও মারাত্মক কিছু নয়। স্বীকার করি, এখনও পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠেননি তিনি। কিন্তু আপনি, অ্যাডমিরাল, আমার দিকটাও তো একবার ভেবে দেখবেন? এই মুহূর্তের যা পরিস্থিতি, এখানে এসে যদি দেখতাম মি. রানাকে কবরে নিয়ে যাবার আয়োজন চলছে, তবু তাকে আমার কিডন্যাপ করতে হত!'

চেহারা দেখে মনে হলো না অ্যাডমিরাল পরাজয় স্বীকার করতে যাচ্ছেন। শেষ অস্ত্রটা এবার ছাড়লেন তিনি। 'আপনার জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, আমার বন্ধু মেজর জেনারেল রাহাত খানকে বিশেষ অনুরোধ করায় রানাকে সাময়িকভাবে নুমার প্রোজেক্ট ডিরেক্টর হিসেবে পেয়েছি আমি বলতে গেলে, রানা এখন আমার

অধিকারে রয়েছে। তাকে যদি ফিরিয়ে দিতে হয়, বন্ধু রাহাত খানের কাছেই ফিরিয়ে দেব। আপনারা যদি পারেন, যান, তাঁর কাছ থেকে ধার করুন রানাকে—আমার কোন আপত্তি নেই। যদিও, রানাকে পাওয়া আপনাদের পক্ষে সম্ভব কিনা সে-ব্যাপারে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।'

রহস্যময়, ক্ষীণ একটু হাসি দেখা গেল ভদ্রলোকের ঠোঁটে। 'আপনি বোধহয়, অ্যাডমিরাল, ইচ্ছে করেই ভুলে যাচ্ছেন যে মেজর জেনারেল রাহাত খান আমারও একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ভাল কথা, আপনি কি জানেন, আমাদের সেক্রেটারি অভ ডিফেন্স রাহাতকে বন্ধু হিসেবে পরিচয় দেবার সুযোগ পেলে অত্যন্ত গর্ব অনুভব করেন?'

'হয়তো,' ঠাণ্ডা সুরে বললেন অ্যাডমিরাল। 'কিন্তু তাতে কি?'

'না, আমি বলতে চাইছি…'

দূতাবাসের একজন সেক্রেটারি দরজা খুলে ভেতরে উঁকি দিল। 'মেজর রানা এসে পৌঁচেছেন, স্যার।'

মোটাসোটা ভদ্রলোকের দিকে কটমট করে তাকালেন অ্যাডমিরাল। 'তার মানে, রানার সাথে আগেই কথা বলেছেন আপনি?'

কথা না বলে কাঁধ ঝাঁকালেন ভদ্রলোক।

সেক্রেটারির দিকে ফিরলেন অ্যাডমিরাল। 'পাঠিয়ে দাও।'

ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল রানা। ধীর পায়ে এগিয়ে এসে খালি একটা সোফায় বসল ও। শুধু চোখ আর নাকের ফুটো জোড়া বাদে প্রায় গোটা মুখটাই ঢাকা পড়ে আছে ব্যান্ডেজে, চোখে আতঙ্ক এবং বিস্ময় নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছেন অ্যাডমিরাল। হাত দুটো বুকের ওপর ভাঁজ করে জানতে চাইলেন, 'তুমি কোথায় হাসপাতালের ডাক্তাররা তা জানে?'

মৃদু হাসল রানা। 'সন্দেহ করছি আধঘণ্টা পর টনক নড়বে তাদের।'

'আমি ধরে নিচ্ছি,' মোটাসোটা ভদ্রলোককে দেখিয়ে প্রশ্ন করলেন অ্যাডমিরাল, 'এই ভদ্রলোকের সাথে আগেও দেখা হয়েছে তোমার?'

'না,' বলল রানা। 'তবে টেলিফোনে কথা হয়েছে। যদিও আনুষ্ঠানিক ভাবে আমাদের পরিচয় হয়নি।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক, তাড়াতাড়ি ডেস্ক ঘুরে এগিয়ে গেলেন, রানার সামনে দাঁড়িয়ে বাড়িয়ে দিলেন হাতটা। 'নেথ…স্যাম নেথ। চীফ অভ ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি।'

মনে মনে বিস্ময় বোধ করলেও রানার চেহারা দেখে কিছু বোঝা গেল না। মৃদু কণ্ঠে শুধু বলল, 'মাসুদ রানা।'

'আপনার সাহায্যের জন্যে আমরা কৃতজ্ঞ,' অমায়িক হেসে বললেন ইন্টেলিজেন্স চীফ। পরমুহূর্তে গাম্ভীর্যের সাথে জানতে চাইলেন, 'এক-আধটু আকাশ ভ্রমণের ইচ্ছে রাখেন নাকি, মি. রানা?'

'আইসল্যান্ডের পর,' মুচকি হেসে জবাব দিল রানা, 'দক্ষিণ আমেরিকার রোদ মন্দ লাগবে না।'

'রানা!' একই সাথে আহত এবং বিস্মিত শোনাল অ্যাডমিরালের গলা। 'তুমি

এখনও সুস্থ নও…

'ব্যান্ডেজ দেখে কিছু অনুমান করার চেষ্টা করবেন না, অ্যাডমিরাল,' হাসিমুখে বলল রানা। 'আপনি জানেন না, রোজ এগুলো খোলা হয়, তারপর আবার লাগানো হয়। খোলা অবস্থায় যদি দেখেন, দেখবেন সব দাগ প্রায় শুকিয়ে গেছে।'

'কিন্তু রাহাতের কাছে আমি কি জবাব দেব? তাকে আমি কথা দিয়েছিলাম…'

'এক্সকিউজ মি,' আবার অ্যাডমিরালকে বাধা দিলেন এন. আই.এ. চীফ স্যাম নেথ। 'মি. রানা,' ব্রীফকেস থেকে একটা এনভেলাপ বের করে রানার দিকে বাড়িয়ে দিলেন তিনি, 'এটা ঢাকা থেকে আমাদের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে এসেছে। আমাদের সেক্রেটারি অভ ডিফেন্সকে অনুরোধ করা হয়েছে এটা যেন আপনার হাতে পৌঁছে দেয়া হয়।'

'এনভেলাপটা ঢাকা থেকে এসেছে তা আমাকে আগে বলেননি কেন?' থমথমে সুরে জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল।

কাঁধ ঝাঁকালেন স্যাম নেথ। 'আপনি আগ্রহী হবেন বলে মনে করিনি আমি।' ক্ষীণ একটু হাসি তাঁর ঠোঁটে ফুটে উঠেই দ্রুত মিলিয়ে গেল।

এনভেলাপটা খুলে ভেতর থেকে ছোট একটা চিরকুট বের করে পড়ল রানা। চেহারায় কোন ভাবান্তর হলো না। কাগজটা নিঃশব্দে অ্যাডমিরালের দিকে বাড়িয়ে দিল সে।

কাগজের ওপর মেজর জেনারেল রাহাত খানের হাতের লেখাটা দেখেই চিনতে পারলেন অ্যাডমিরাল। তাঁর বন্ধু রানাকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন—'রানা, এই ভয়ঙ্কর পাগলামি বাড়তে না দিয়ে থামানো দরকার। যত শীঘ্রি সম্ভব।'

ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন অ্যাডমিরাল। 'এরপর আমার আর কথা বলা সাজে না। রানা তো আর আমার নিজের ছেলে নয়।'

গলা খাঁকারি দিয়ে নিজের উপস্থিতিটাই যেন সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিলেন এন. আই. এ. চীফ স্যাম নেথ। তারপর বললেন, 'মি. রানা, আপনার অনুমানে একটু ভুল আছে। আপনাকে দক্ষিণ আমেরিকায় পাঠাবার কোন ইচ্ছে আপাতত আমার নেই। তার বদলে আপনাকে যদি ক্যালিফোর্নিয়ার রোদ হাতছানি দিয়ে ডাকে, কেমন লাগবে আপনার?'

'ক্যালিফোর্নিয়া?'

'আজ বিকেল চারটের সময়।'

'আজ বিকেল চারটের সময়?'

'ডিজনীল্যান্ডে।'

'ডিজনীল্যান্ডে?'

'হ্যাঁ, রানা,' বললেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'ওখানেই জমেছে এখন নাটক।'

'কিন্তু,' অবাক ভাবটা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি রানা, 'ক্যালিফোর্নিয়া…কোন হিসেবেই তো মেলে না!'

'এক ঘণ্টা আগে হিসেবটা আমরাও মেলাতে পারছিলাম না,' বললেন স্যাম নেথ।

'আসলে আপনার ইচ্ছেটা কি, মি. নেথ?' 'ইচ্ছে' না বলে 'মতলব' শব্দটা

ব্যবহার করতে পারলে খুশি হত রানা। অকারণ রহস্য কোনদিনই পছন্দ নয় ওর।

'বলছি,' ব্রীফকেস থেকে আরও কাগজ বের করে সেগুলোর ওপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিলেন স্যাম নেথ। 'আপনাকে, এবং আর যারা কথা বলার মত অবস্থায় আছে তাদের জেরা করার আগে পর্যন্ত ইমমর্টাল লিমিটেডের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে পরিষ্কার কোন ধারণা আমাদের ছিল না। ওটার অস্তিত্বের কথা জানতাম আমরা, ভাগ্যগুণে ওদের কিছু বিজনেস ডিলিংসের ব্যাপারস্যাপারও জানতে পারি, কিন্তু ওদের আলটিমেট গোল, গোটা সংগঠনের পিছনে কাদের ব্রেন কাজ করছে, মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার কে ওদেরকে যোগাচ্ছে এসব কিছুই আমাদের জানা ছিল না।'

'কিন্তু আপনাদের হাতে একটা সূত্র ছিল। ড. করিডনকে আপনারা সন্দেহ করেছিলেন।'

'হ্যাঁ। কিন্তু আমাদের হাতে নিরেট কোন প্রমাণ ছিল না। সেজন্যেই তাকে আমরা চোখে চোখে রাখি, একটা সাজানো মঞ্চে তুলে দিই—ভেবেছিলাম তিনি আমাদের পথ দেখিয়ে ইমমর্টাল লিমিটেডের কর্মকর্তাদের কাছে নিয়ে যাবেন।'

'সাজানো মঞ্চ?' প্রায় আঁতকে উঠল রানা। 'মাই গড! তারমানে, আইসবার্গের ওপর গোটা দৃশ্যটা বানোয়াট একটা ব্যাপার ছিল!'

চেহারায় অপরাধী এক ভাব ফুটিয়ে তুলে অপ্রতিভ ভঙ্গিতে একটু হাসলেন এন. আই.এ. চীফ। কিন্তু রানা ধারণা করল, ভাবভঙ্গিটা ষোলো আনাই কৃত্রিম হতে পারে। 'হ্যাঁ,' বললেন তিনি। 'আন্ডারসী প্রোব আবারা লিমিটেড একা নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও আবিষ্কারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু ড. করিডন নিজের দেশকে এ ব্যাপারে কোন রকম সাহায্য না করে সাহায্য করলেন আবারা লিমিটেডকে। এ-থেকেই তাঁর ওপর সন্দেহ জাগে আমাদের।'

'পরে আপনারা ইয়ট কমেটকে আইসবার্গে সেঁধিয়ে দিয়ে ড. করিডনের জন্যে একটা ফাঁদ পাতলেন,' বলল রানা। 'আপনারা জানতেন ইনভেস্টিগেটর হিসেবে সামনে এগিয়ে আসতে বাধ্য হবেন ড. করিডন। ঘটলও ঠিক তাই। কাকতালীয় ঘটনাটা হলো, ঠিক ওই একই সময় এত সব না জেনেই ড. করিডনকে ইনভেস্টিগেশনের জন্যে পাঠালেন অ্যাডমিরাল। কমেটের ওপর উঠে তল্লাশী চালাবার এই সুযোগটাকে ড. করিডন নিশ্চয়ই পরম ভাগ্য বলে মনে করেছিলেন। অ্যাডমিরালের ডাকে সাথে সাথে সাড়া দেন তিনি। কেন? তাঁর বন্ধু ভে াস আবারার ভাগ্যে কি ঘটেছে জানার জন্যে? না। সেটা তিনি ইতিমধ্যে আ াজ করতে পেরেছিলেন। তাহলে? নাকি আইসবার্গের গোটা একটা জাহাজ ঢুকে ত ছে এই বিস্ময়কর দৃশ্যটা চাক্ষুষ করার জন্যে? উঁহুঁ। তিনি আসলে তাঁর নিজের তৈরি আন্ডারসী প্রোবটার নিয়তি জানার জন্যে অস্থির হয়ে পড়েছিলেন।'

'আপনার অনুমানে কোথাও ভুল নেই, মি. রানা,' ওর দিকে কয়েকটা ঝাপসা ফটো বাড়িয়ে দিয়ে বললেন স্যাম নেথ। 'একটা সাবমেরিন একটানা প্রায় তিন হপ্তা কমেটের ওপর নজর রেখেছিল। ওই সাবমেরিন থেকে কমেটের এই ফটোগুলো তোলা হয়। ক্রুদের লক্ষ করুন, প্লীজ।'

এন.আই.এ. চীফের কথায় কান না দিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে অ্যাডমিরালের দিকে তাকাল রানা। এতদিনে তাহলে সত্যি কথাটা জানা গেল। কমেটকে খুঁজে পায় সার্চ

ফ্লিট তারপর পুড়ে না যাওয়া পর্যন্ত সেটাকে অনুসরণ করা হয়

মৃদু কাঁধ ঝাঁকালেন অ্যাডমিরাল। 'এই ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্টটা দয়া করে মাত্র গত রাতে আমাকে জানিয়েছেন মি. নেথ।'

'রাগ বা অভিমান যা খুশি করতে পারেন,' গাম্ভীর্যের সাথে বললেন এন. আই. এ. চীফ, 'কিন্তু আপনাদের দু'জনের কাছে ব্যাপারটা চেপে যাবার একান্ত প্রয়োজন ছিল। জেরোমি এল. ফাইন, বিরহাম, এবং বিশেষ করে ড. করিডন যদি টের পেতেন আমাদের সাথে আপনাদের যোগাযোগ আছে, গোটা অপারেশনটাই ভণ্ডুল হয়ে যেত।' রানার দিকে তাকালেন তিনি, গলার সুর নরম করে বললেন, 'আপনাকে আমরা স্রেফ পাইলট হিসেবে আশা করেছিলাম। ড. করিডনকে কমেটে নিয়ে যাবেন আপনি, ওখান থেকে চলে আসবেন আইসল্যান্ডে, তারপর আবার আমরা ড. করিডনের ওপর নজর রাখতে শুরু করব—মোটামুটি এই ছিল প্ল্যান।'

'কিন্তু আপনাদের প্ল্যানটা কেঁচে গেল।'

'হ্যাঁ—তার কারণ, শত্রুদের আমরা আন্ডার এস্টিমেট করেছিলাম

'আইসবার্গের ভেতর কমেট ঢুকল কিভাবে, সেটা কিন্তু আপনি ব্যাখ্যা করেননি। নতুন একদল ক্রুকে দেখা গিয়েছিল কমেটে, তাদেরই বা কি হলো? তারপর, জেসাস আবারা আর তার অরিজিন্যাল ক্রুরা ইয়ট নিয়ে এক বছর অদৃশ্য থাকার পর হঠাৎ করে আবার সেই ইয়টেই তাদের পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া লাশ পাওয়া গেল—কিভাবে?'

'প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরই সহজ,' বললেন স্যাম নেথ। 'জেসাস আবারার অরিজিন্যাল ক্রুরা কমেট ছেড়ে কোথাও যায়নি।'

বুক থেকে ভাঁজ করা হাত দুটো নামিয়ে ধীরে ধীরে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন অ্যাডমিরাল। নিজের সামনে এবং দুদিকে ডেস্কের ওপর হাতের তালু রাখলেন। চোখে কঠোর, পাথুরে দৃষ্টি। 'ড. রিচি ব্রেয়ার আফ্রিকান এবং আরব ক্রু দেখতে পেয়েছে বলে রিপোর্ট করে, সাদা-চুলো স্ক্যান্ডানেভিয়ান নয়।'

'তাও সত্যি,' বললেন স্যাম নেথ। 'কিন্তু আপনারা যদি এই ফটোগুলোর দিকে একনজর তাকান, তাহলে আমি কি বলতে চাইছি বুঝতে পারবেন।'

এক সেট ফটো রানা, আরেক সেট ফটো অ্যাডমিরালের দিকে বাড়িয়ে দিলেন তিনি। তারপর চেয়ারে হেলান দিয়ে নিভে যাওয়া পাইপে ধীরে সুস্থে আগুন ধরাতে শুরু করলেন। তাঁর চেহারায় এখন পর্যন্ত কোনরকম ভাবাবেগ বা চাঞ্চল্য লক্ষ করেনি রানা। মনে মনে ধারণা করল, ভদ্রলোকের তলপেটে ছুরি গেঁথে দিলেও বোধহয় দিব্যি আড়মোড়া ভেঙে হাই তুলবেন।

'এক নম্বর ফটোটা লক্ষ করুন, প্লীজ,' বললেন তিনি। 'পেরিস্কোপের ভেতর দিয়ে অত্যন্ত শক্তিশালী টেলিফটো লেন্সের সাহায্যে তোলা হয়েছে। দশজন ক্রুকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন, জাহাজের নানা দিকে ডিউটি করতে যাচ্ছে ওরা। দলে একজনও কালো বা তামাটে চামড়ার লোক নেই।'

'ড. রিচি ব্রেয়ার যাদের কথা বলেছিল তারা হয়তো ওই সময় জাহাজের নিচে ছিল,' বললেন অ্যাডমিরাল।

'কিন্তু অন্য দিন অন্য সময়ে তোলা ফটোগুলো দেখুন, সেগুলোতেও শুধু সাদা

চামড়ার লোকজন দেখতে পাবেন আপনি। সব মিলিয়ে চোদ্দজন লোককে ধরা গেছে ফটোয়। তাদের মধ্যে একজনও আরব বা আফ্রিকান নেই। এই চোদ্দজনকে আমরা চিনতেও পেরেছি—সবাই কমেটের অরিজিন্যাল ক্রু, কমেট গায়েব হয়ে যাবার কিছু আগে ওতে এদেরকে দেখা গিয়েছিল।'

'কিন্তু ড. ব্রেয়ারের ভুল হবে কেন?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল। 'ব্রেয়ার শুধু একজন প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানী ছিল তাই নয়, নিখুঁত অবজারভেশনের দুর্লভ গুণেরও অধিকারী ছিল সে। তার তো ভুল হবার কথা নয়? সে তার রিপোর্টে পরিষ্কার বলেছিল আরব এবং আফ্রিকান ক্রু দেখা গেছে...'

'আসল ব্যাপারটা হলো,' বললেন স্যাম নেথ, 'ছদ্মবেশধারী ক্রুদের দেখেছিলেন ড. রিচি ব্রেয়ার। ক্রুদের যখন দেখার সুযোগ পান তিনি, তার অনেক আগেই ছদ্মবেশ নিতে পটু হয়ে উঠেছিল তারা। মনে রাখবেন, অনেকগুলো বন্দর ঘুরে এসেছিল কমেট। ওদের কেউ চিনতে পারে সে-ঝুঁকি ওরা নেয়নি। এর সবটাই অনুমান, ঠিক, আসল কথা আমরা হয়তো কোন কালেই জানতে পারব না, কিন্তু আমাদের অনুমানটাও যুক্তি নির্ভর। জ্যাকসন ওদেরকে লক্ষ করেছেন, এটা জানার পর ক্রুরা ছদ্মবেশ নেয়, এরপর কমেটে উঠে তাদেরকে দেখতে পান ড. ব্রেয়ার।'

'হুঁ,' মৃদু সুরে বলল রানা। 'তারপর কি?'

'বাকিটা জানা না থাকলেও আপনি অনুমান করে নিতে পারবেন,' আয়েশ করে পাইপ টানলেন কিছুক্ষণ, তারপর আবার বললেন স্যাম নেথ, 'যেভাবেই হোক, বুঝতে অসুবিধে হয় না, সেলটিনিয়াম টু-সেভেন-নাইন জ্বলে ওঠে, তার ফলে গোটা ইয়টে আগুন ধরে যায়। এত তাড়াতাড়ি ঘটে ব্যাপারটা যে বোকার মত তাকিয়ে থাকা ছাড়া আমাদের সাবমেরিনের কিছু করার ছিল না। দুর্ভাগ্য, কেউ বাঁচেনি। ভাগ্যিস সাবমেরিনের স্কিপার আশ্চর্য উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দেয়, তা নাহলে ওই পোড়া অবস্থায়ও কমেটকে দেখতে পেতেন না আপনারা। ঠিক ওই সময় পুব আকাশে ঝড়ের লক্ষণ দেখতে পায় স্কিপার, বুঝতে পারে, ঝড়-বৃষ্টি শুরু হলেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে ইয়ট, গরম খোলে ফাটল ধরবে, ডুবে যাবে কমেট...'

'কাজেই,' বলল রানা, 'বিশ মিলিয়ন ডলারের সাবমেরিনটাকে টাগ বোট হিসেবে ব্যবহার করে সে। আগুন ঢাকা ইয়টটাকে কাছের সবচেয়ে বড় একটা আইসবার্গের দিকে ঠেলে দেয়। জ্বলন্ত কমেট ধীরে ধীরে ঢুকে যায় বরফের ভেতর।'

'আপনার অনুমান হানড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট, মি. রানা,' টাক মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন স্যাম নেথ।

'অনুমানটা আমার নয়, ড. করিডনের,' বলল রানা। 'সুয়ারলিনের কমান্ডার পেরিকে ঠিক এই ব্যাখ্যাই দিয়েছিলেন তিনি।'

'আই সি!'

'আমার পরের প্রশ্ন, আইসবার্গের ওপর থেকে লাল ডাই মার্কার তুলে ফেলা হলো কেন? ওটার খোঁজে গোটা উত্তর আটলান্টিক চষে বেড়াতে হলো আমাদের...কেন?'

মুখে পাইপ নিয়ে, মাথাটা একদিকে কাত করে রানার দিকে তাকিয়ে থাকলেন এন. আই. এ. চীফ, তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বললেন 'আপনাদের যখন আশা

করেছিলাম তার দু'দিন আগে পৌঁছে যান আপনারা, তাই ফ্রিজিং পয়েন্টে দাঁড়িয়ে ওই ডাই তুলতে গাধার খাটনি গেছে আমার লোকেদের

'তার মানে কমেটের ভেতর তল্লাশী চালাচ্ছিলেন আপনারা কিন্তু কাজটা তখনও শেষ হয়নি, এই সময় পৌঁছে যাই আমরা?

'হ্যাঁ। ওই ঝড়ের মধ্যে হেলিকপ্টার নিয়ে আটলান্টিকে আসবে কেউ, আমরা ধারণা করতে পারিনি।'

'মাই গড! আমি আর ড. করিডন কমেটে ঢোকার সময় আপনার লোকেরা ওতেই ছিল?'

'চুপিসারে বেরিয়ে আসবে সে সুযোগ ওদেরকে দেননি আপনারা।'

ধীর ধীরে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা। চোখের পলকে অদ্ভুতভাবে বদলে গেল ওর চেহারা। ওর দিকে তাকিয়ে কেমন যেন থতমত খেয়ে গেলেন এন. আই. এ. চীফ এবং অ্যাডমিরাল।

অ্যাডমিরালের দিকে ফিরেও তাকাল না রানা, জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে থাকল স্যাম নেথের দিকে। চাপা, তীব্র কণ্ঠে জানতে চাইল ও, 'আপনি বলতে চাইছেন, আমাকে আর ড. করিডনকে পড়ে যেতে দেখেছিল ওরা? কিন্তু তবু সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে আসেনি?'

হাসতে গিয়েও সেটা কি ভেবে চেপে গেলেন এন. আই. এ. চীফ। গম্ভীর সুরে বললেন, 'এমন একটা পেশায় জড়িয়ে আছি আমরা, মি. রানা, যাতে নির্দয় না হয়ে আমাদের উপায় নেই...' জোর করা একটু হাসি দেখা গেল তাঁর ঠোঁটে। 'ব্যাপারটা আমরা উপভোগ বা পছন্দ করি, তা নয়। কিন্তু এই খেলার এই নিয়ম।' অসহায়ভাবে কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি।

'খেলা? মানুষের জীবন নিয়ে? এই স্বীকারোক্তির পরও নিজেদের আপনারা মানবজাতির কলঙ্ক বলে মনে করেন না?'

'মি. রানা, আপনি আমাদের ওপর অবিচার করছেন। নির্দয়তার দৃষ্টান্ত প্রথমে আমরা সৃষ্টি করিনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সব সময় ভাল, লক্ষ্মী ছেলে হয়েই ছিল। কিন্তু বিপক্ষ দল যদি নোংরা কৌশল খাটাতে শুরু করে তখন আমাদের দয়ার সাগর সেজে থাকা চলে না।'

'আপনি যদি ভুলে গিয়ে থাকেন, সেজন্যে নিজের পরিচয়টা আপনার কানে তুলতে চাই,' কঠিন সুরে বলল রানা। 'আমি একজন বাংলাদেশী। আপনার দেশের বিরুদ্ধে নোংরা কোন কৌশল বাংলাদেশ খাটিয়েছে এই অভিযোগ কেউ করতে পারবে না। বরং উল্টোটাই একাধিক বার ঘটেছে, প্রমাণ চান?'

আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে হাত দুটো মাথার ওপর তুলে হেসে ফেললেন এন. আই. এ. চীফ। 'রক্ষে করুন, মি. রানা। পলিটিক্স নিয়ে তর্ক করতে গিয়ে এই বিপদে আপনার সাহায্য থেকে বঞ্চিত হবার কোন ইচ্ছে আমার নেই। বসুন, প্লীজ। আপনার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করার জন্যে মিথ্যে কথা বলেছি আমি। আসলে, আপনি যে ড. করিডনকে উদ্ধার করতে পারবেন সে-বিশ্বাস আমার লোকদের ছিল। তবু, আপনি যদি ব্যর্থ হতেন, আপনাদের দু'জনকে উদ্ধার করার জন্যে একদল স্বেচ্ছাসেবী তৈরি হয়েই ছিল।'

ধীরে ধীরে নিজের চেয়ারে বসল রানা। কিন্তু এন. আই. এ. চীফের চোখ থেকে দৃষ্টি সরাল না। ভদ্রলোকের চোখের ভাষা পড়ে বুঝল, মিথ্যে কথা বলছেন না তিনি। হঠাৎ যেমন রেগে উঠেছিল ও, তেমনি আবার দ্রুত সামলেও নিতে পারল নিজেকে। শান্ত সুরে জানতে চাইল, 'ডিজনীল্যান্ডে কেন, মি. স্যাম?'

'সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। আপনার আর হাসপাতালের আর সবার কাছ থেকে যতটুকু জানতে পেরেছি তা থেকে বোঝা গেছে এখন থেকে ঠিক নয় ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর তাদের প্রথম অপারেশন শুরু করবে ইমমর্টাল লিমিটেড। ল্যাটিন আমেরিকার একটা দেশ দখল করতে যাচ্ছে তারা, অপারেশনটা শুরু করবে সে-দেশের রাষ্ট্রপ্রধানকে খুন করে। ঠিক?'

'অন্তত জেরোমি এল. ফাইন তাই বলেছেন,' বলল রানা। 'বলিভিয়া হবে তাদের প্রথম টার্গেট। যদিও…'

'হ্যাঁ, ওটা ছিল তার কথার কথা, স্রেফ উদাহরণ। ইমমর্টাল লিমিটেড এত বেশি শক্তিশালী নয় যে প্রথমেই বলিভিয়ার মত অত বড় একটা দেশকে টার্গেট করবে। সাফল্যের শতকরা নব্বই ভাগ সম্ভাবনা না দেখলে কাজে হাত দেবার বান্দা বিলিওনিয়ার ব্যবসায়ী এল. ফাইন নয়।'

'আধ ডজন দেশের যে-কোন একটা ওদের প্রথম টার্গেট হতে পারে,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'ঠিক কোন্‌টা তা জানার উপায় কি?'

'কম্পিউটার আমাদেরও আছে,' তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল স্যাম নেথের মুখে। 'ডাটা যোগান দিতেই কম্পিউটার সম্ভাব্য চারটে দেশের কথা জানিয়েছে। সেই সংখ্যাটা দুটোয় নামিয়ে আনতে সাহায্য করছেন মি. রানা।'

'আমি?' অবাক দেখাল রানাকে। 'কিভাবে?'

'সাগর থেকে দুটো মডেল তুলেছিলেন আপনি, সে-কথা ভুলে গেছেন? একটা ডোমিনিকান রিপাবলিকের ক্যাপিটল বিল্ডিঙের হুবহু নকল। অপরটা হলো ফ্রেঞ্চ গায়েনার সরকারী লেজিসলেটিভ চেম্বারস্‌।'

'অন্তত জানা গেল দুটোর যে-কোন একটা দেশে…'

'না,' অ্যাডমিরালকে বাধা দিয়ে বললেন স্যাম নেথ। 'একটা নয়, দুটো দেশেই একযোগে হামলা চালাবার প্ল্যান করেছে ওরা।'

'সেকি! একসাথে দুটো দেশে হামলা চালাবে?' অনুসন্ধানী চোখে এন. আই. এ. চীফের দিকে তাকিয়ে থাকলেন অ্যাডমিরাল। 'আপনি সিরিয়াস মি. স্যাম?'

মাথা ঝাঁকালেন মোটাসোটা ভদ্রলোক। 'ডেডলি সিরিয়াস।'

'কিন্তু নিজেদের শক্তি এভাবে ভাগ করে ইমমর্টাল লিমিটেড কি বোকামি করতে যাচ্ছে না?' জানতে চাইল রানা।

'আসলে ফ্রেঞ্চ গায়েনা আর ডোমিনিকান রিপাবলিককে একই সময়ে দখল করতে যাওয়ার মধ্যে কোন ঝুঁকি নেই।' ব্রীফকেস থেকে একটা ম্যাপ বের করে ডেস্কের ওপর বিছালেন স্যাম নেথ। 'দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর উপকূলে আপনি পাচ্ছেন ভেনিজুয়েলা, এবং ব্রিটিশ, ডাচ আর ফ্রেঞ্চ গায়েনা। আরও উত্তরে একটা দ্বীপ রয়েছে—বোটে মাত্র একদিনের পথ, প্লেনে মাত্র কয়েক ঘণ্টার পথ, ওই দ্বীপে রয়েছে দুটো দেশ। হাইতি আর ডোমিনিকান রিপাবলিক। স্ট্র্যাটেজিক্যালি এটা

'কি রকম?'

'ধরুন,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন স্যাম নেথ. 'একজন ডিক্টেটর যে কিউবা শাসন করে সে একই সাথে ফ্লোরিডাও শাসন করে...'

'বুঝেছি!' দ্রুত বললেন অ্যাডমিরাল। ঝুঁকে পড়ে ম্যাপের দিকে তাকালেন তিনি। 'সন্দেহ নেই, ওদের জন্যে এটা একটা চমৎকার পরিস্থিতি ' একটু থেমে আবার বললেন তিনি, 'আমি ভাবছি হাইতির কথা। ডোমিনিকান রিপাবলিক ওদের হাতে চলে গেলে পাশের দেশ হাইতির অর্থনীতি কজা করতে মোটেও বেগ পেতে হবে না ওদের...'

'হ্যাঁ। তারপর দ্বীপটাকে ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করে একের পর এক মধ্য ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলো দখল করতে শুরু করবে ওরা।'

'কিন্তু ইতিহাস বলে,' ভারী গলায় বললেন অ্যাডমিরাল, 'কিউবা থেকে ক্যাস্ট্রো মেইনল্যান্ডে যতবার লোক ঢোকাতে চেয়েছে ততবারই ব্যর্থ হয়েছে সে।'

'কথাটা ঠিক,' বললেন এন. আই. এ. চীফ। 'কিন্তু এল. ফাইনের একটা বিশেষ সুবিধে থাকবে, যেটা ক্যাস্ট্রোর ছিল না—পা রাখার একটা জায়গা। ইমমর্টাল লিমিটেডের দখলে থাকবে ফ্রেঞ্চ গায়েনা।'

'এল. ফাইনকে আমি একটা পাগল ভেবেছিলাম,' বলল রানা। 'কিন্তু এখন দেখছি সম্পূর্ণ সুস্থ সে। একটা পাগল সব কাজে এত নিখুঁত হয় কি করে? আমরা তাকে বাধা দিতে যাচ্ছি, তবু তার সাফল্যের সম্ভাবনা কম নয়।'

'অবশ্যই কম নয়,' জোর দিয়ে বললেন এন. আই. এ. চীফ। 'সমস্ত দিক বিবেচনা করে দুনিয়ার সেরা জুয়াড়ীরা ইমমর্টাল লিমিটেডের পক্ষেই বাজি ধরবে, এ আমি হলপ করে বলতে পারি।'

অ্যাডমিরালকে কেমন যেন দ্বিধাগ্রস্ত বলে মনে হলো। খানিক ইতস্তত করে তিনি বললেন, 'হয়তো ওদেরকে একটা সুযোগ দিলেই ভাল করব আমরা। কে জানে! হয়তো বাধা না পেলে ইমমর্টাল লিমিটেড সত্যি সত্যিই দুনিয়াটাকে একদিন স্বর্গরাজ্যে পরিণত করবে।'

'এল. ফাইনের কথা জানি না,' বললেন স্যাম নেথ। 'কিন্তু বাকি কারও সে রকম কোন ইচ্ছে আসলে নেই। অন্তত ওদের দ্বারা স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে না।'

'এত জোর দিয়ে বলছেন কিভাবে?' প্রশ্ন করল রানা।

বিস্মিত দেখাল স্যাম নেথকে তারপর রানার চোখে চোখ রেখে হাসলেন তিনি। 'ওহ্ হো, বলতে ভুলে গেছি, ডাক্তার রনসনের কথা মনে আছে তো? ভদ্রলোকের চেম্বারে আপনাকে যারা গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করেছিল, তাদের একজন শেষ পর্যন্ত মুখ খুলেছে। রীতিমত একটা গল্পই শুনিয়েছে সে!'

'আপনি দেখছি অনেক কথাই বলতে ভুলে গেছেন!' তিক্ত সুরে বললেন অ্যাডমিরাল।

যেন অ্যাডমিরালের কথা শুনতে পাননি, রানার চোখে চোখ রেখে বলে চললেন এন. আই. এ. চীফ, 'এল. ফাইনের এত সাধের সংগঠন ভেঙে পড়তে বাধ্য, মি.

রানা। ব্যাপারটা যে শুধু ওদের একজন এজেন্টকে জেরা করে জেনেছি তা নয়, আরও বিশ্বস্ত সূত্র থেকেও তথ্য পেয়েছি। ফ্রেঞ্চ গায়েনা আর ডোমিনিকান রিপাবলিকে দখল কায়েম করার পরপরই ওদের নিজেদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই শুরু হয়ে যাবে। একটা নীল-নকশা ছকে রেখেছে অসকার বিরহাম। জেরোমি এল. ফাইন, স্যার কাপলান, ব্রুনো ফন টিল এবং অন্যান্যদের খুন করার একটা প্ল্যান সেটা। ওদেরকে সরিয়ে নিজেকে বোর্ডের চেয়ারম্যান ঘোষণা করবে সে। এ-কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে অসকার বিরহামের কাছ থেকে আর যাই হোক, মহৎ কিছু আশা করতে পারি না আমরা।'

হাসপাতাল।

বেন হলের বেডের পাশে একটা হুইল চেয়ারে বসে আছে রিটা প্রথমে রানা, তারপর পিছুপিছু কেবিনে ঢুকলেন অ্যাডমিরাল এবং স্যাম নেথ।

'ডাক্তারের কাছ থেকে জেনেছি,' হাসি মুখে বলল রানা, 'তোমরা দু'জনেই বাঁচবে। তাই অভিনন্দন জানাতে এলাম। এই সুযোগে বিদায়ের পালাটাও চুকিয়ে ফেলি।'

চেহারায় অদ্ভুত এক উজ্জ্বলতা এবং আবেগ নিয়ে বেন হলের দিকে তাকিয়ে ছিল রিটা, রানার দিকে ফিরে হাসল সে। 'তুমি...তুমি চলে যাচ্ছ?'

'বিরহামের ট্রিগারম্যানদের সনাক্ত করতে হবে না?'

'সা...সাবধানে থেকো, রানা,' চেহারায় উদ্বেগ ফুটে উঠল রিটার। 'আমরা তোমাকে অক্ষত অবস্থায় ফেরত চাই, তা না হলে সব মাটি হয়ে যাবে...'

অবাক দেখাল রানাকে। 'বুঝলাম না...'

'আগে নিরাপদে ফিরে এসো, তারপর বুঝিয়ে দেব,' বেন হলের দিকে আবার তাকাল রিটা।

নিঃশব্দে পরস্পরের দিকে তাকালেন অ্যাডমিরাল এবং এন. আই. এ. চীফ।

অনেক চেষ্টা করে বালিশ থেকে মাথাটা একটু ওপরে তুলল বেন হল্। 'মি. রানা, নালায় তখন কথাটা আপনি বলেননি কেন?' চেহারায় অসন্তোষ ফুটে উঠল। 'খোদার কিরে, ঘুণাক্ষরেও টের পাইনি যে আপনার পাঁজরের একটা হাড় ভেঙে গেছে...'

'বললেই বা কি! আমি ছাড়া কারও হাঁটার শক্তি ছিল না। তাছাড়া, কৃতিত্ব দেখাবার সুযোগ পেলে সেটা কখনও হাত ছাড়া করি না আমি।' হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলে মৃদু স্বরে জানতে চাইল রানা, 'এখন কেমন বোধ করছ?'

'জানি না কতদিন বিছানায় পড়ে থাকতে হবে,' ম্লান সুরে বলল বেন হল্। 'কিন্তু রিটা সেই থেকে আশ্বাস দিয়ে চলেছে, হাসপাতাল থেকে আমি ছাড়া পেলেই ও একটা পার্টি দেবে, সেই পার্টিতে আমি নাকি নাচতে পারব।' রিটার দিকে তাকাল রানা। বুঝতে আর বাকি থাকল না কিছুই।

'মিঞা-বিবি যখন রাজি, এবার পালাতে হয়! বাই!' বলে ঘুরে দাঁড়াল রানা, বেরিয়ে এল কেবিন থেকে।

গাড়িতে উঠে এয়ারবেসে যাবার সময় জানতে চাইল রানা, 'ছেলেটা বোধহয়

আর কোনদিন হাঁটতে পারবে না, তাই না?'

'পারবে না।'

গাড়িতে আর কোন কথা হলো না।

পনেরো মিনিট পর কিফলাভিক এয়ার ফিল্ডে পৌঁছল ওরা। টারমিন্যালে এয়ার ফোর্সের একটা বি-নাইনটি-টু রিকনিশ্যান্স বোমারু বিমান অপেক্ষা করছিল ওদের জন্যে। দশ মিনিট পর রানওয়ে ধরে ছুটতে শুরু করল সুপারসনিক জেট।

টারমিন্যালে একা দাঁড়িয়ে থাকলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। দৃষ্টি দিয়ে জেটটাকে অনুসরণ করলেন যতক্ষণ দেখা গেল। এক সময় মেঘের আড়ালে হারিয়ে গেল সেটা। একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি, ফিরে চললেন গাড়ির দিকে।

দশ

জেট বম্বারের স্পীড ঘণ্টায় বারোশো মাইল। কাজেই সেদিন সকালেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আকাশে পৌঁছে গেল রানা। কেবিনটা ছোট্ট, চোখ মেলে সাবধানে আড়মোড়া ভাঙল ও। ঢুলু ঢুলু চোখে নেভিগেটরের সাইড উইন্ডো দিয়ে নিচে তাকাতে সিয়েরা মাদ্রি পাহাড়ের ঢালে জেটের খুদে ছায়াটাকে স্যাৎ করে ছুটে যেতে দেখল ও।

এরপর কি? পাহাড়ের মাথা পেরিয়ে এসে সান গাবরিয়েল উপত্যকার ওপর চলে এল প্লেন। জানালার কাঁচে নিজের প্রতিবিম্বের চোখে চোখ রেখে আপন মনে প্রশ্ন করল ও—এরপর? অতীত থেকে মনটাকে ফিরিয়ে নিয়ে এসে নিকট ভবিষ্যতের কথা ভাবতে শুরু করল। একটা প্ল্যান তৈরি করা দরকার। কিন্তু সেটা কিভাবে তৈরি করা যায়, জানে না ও। অন্তরের অন্তস্তল থেকে শুধু একটা কথাই জানে, খুন করতে হবে অসকার বিরহামকে।

ধাক্কা দিয়ে নামিয়ে দেয়া হলো ল্যান্ডিং গিয়ার, তারপর লক করা হলো, শব্দটা শুনে সংবিৎ ফিরে পেল রানা। মৃদু একটা টোকা পড়ল ওর কাঁধে।

'ঘুমটা বোধহয় ভাল জমেনি, না?' পাশের সীট থেকে জানতে চাইলেন এন. আই. এ. চীফ স্যাম নেথ।

'ঝরঝরে লাগছে শরীর···' আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল রানা।

বি-নাইনটি-টু ল্যান্ড করল। বাইরে দিনটা বেশ গরম, ক্যালিফোর্নিয়ার সূর্য থেকে প্রখর রোদ নেমে এসেছে ট্যাক্সিওয়ের কাছে সার বেঁধে দাঁড়ানো অনেকগুলো মিলিটারি জেটের ওপর, প্রতিটি প্লেন আয়নার মত ঝকঝক করছে। প্রকাণ্ড একটা হ্যাঙ্গার দেখল রানা, মাথায় বারোফুটি একটা সাইনবোর্ড—এল টোরো মেরিন এয়ার স্টেশন।

প্লেন পুরোপুরি থামার আগেই কাছে এসে দাঁড়াল নীল রঙের একটা ফোর্ড স্টেশনওয়াগন। মই বেয়ে কংক্রিটের ওপর নেমে এলেন স্যাম নেথ, পিছনে রানা।

স্টেশনওয়াগন থেকে দু'জন বয়স্ক ভদ্রলোক নামল। ওদের দিকে সোজা এগিয়ে এল তারা। ফিসফিস করে স্যাম নেথ বললেন, 'কোন প্রয়োজন নেই, কাজেই ওদেরকে আমি আপনার পরিচয় জানাচ্ছি না।' কথাটা বলে রানাকে পিছনে রেখে গাড়ির আরোহীদের সাথে যোগ দেবার জন্যে তিনিও এগোলেন।

অত্যন্ত সমীহের সাথে এন. আই. এ. চীফের কুশলাদি জানতে চাইল গাড়ির আরোহীরা। তাদের প্রশ্নের উত্তর দিলেন কি দিলেন না, পাল্টা প্রশ্ন করতে শুরু করলেন স্যাম নেথ। মিনিট তিনেক পর আরোহীরা দু'জন গাড়িতে উঠল, স্যাম নেথ দ্রুত পায়ে ফিরে এলেন রানার কাছে।

'মৌমাছিরা সবাই এক জায়গাতেই চাক বেঁধে আছে,' এক গাল হেসে বললেন তিনি।

'মানে?'

'সবাই এখানে, মি. রানা। বিরহাম, এল. ফাইন, স্যার কাপলান, সবাই।'

'এখানে, এই ক্যালিফোর্নিয়ায়?' অবাক দেখাল রানাকে।

'হ্যাঁ। আইসল্যান্ড থেকেই ওদের ওপর নজর রাখা হয়েছে। ভাল কথা, কালো জেটের যে সিরিয়াল নাম্বারটা উদ্ধার করেছিলেন আপনি, সেটা ধরে খোঁজ নিয়ে প্লেনের মালিকের নাম জানা গেছে। একটা নয়, দুটো নয়, ইমমর্টাল লিমিটেড ওই একই মডেলের ছ'টা জেট কিনেছে ফ্যাক্টরি থেকে। বাকি পাঁচটার ওপর নজর রাখছে আমার লোকেরা।'

'অবাক করলেন! এরই মধ্যে এত কিছু সেরে ফেলেছেন?'

মুচকি হাসলেন তিনি। 'বাকি পাঁচটা প্লেনই এক জায়গায় আছে, কাজেই খোঁজ পেতেও বিশেষ বেগ পেতে হয়নি, নজর রাখতেও কোন অসুবিধে হচ্ছে না। ওগুলো কোথায় জানেন? এখান থেকে মাত্র আট মাইল দূরে, অরেঞ্জ কাউন্টি এয়ারপোর্টে।'

'ওদের হেডকোয়ার্টার তাহলে কাছেপিঠেই কোথাও হবে।'

'লাগুনা বীচের পিছনে, পাহাড়ের ওপর,' হাত তুলে দক্ষিণ দিকটা দেখালেন স্যাম নেথ। 'পঞ্চাশ একর জায়গা জোড়া একটা কমপ্লেক্স। ইমমর্টাল লিমিটেডের মাইনে করা কর্মচারী আছে তিনশো, তাদের ধারণা, নিজ সরকারের পক্ষে ক্লাসিফায়েড পলিটিক্যাল অ্যানালিসিস করছে তারা।'

'এখান থেকে কোথায়?'

রানার হাত ধরে গাড়ির দিকে পা বাড়ালেন স্যাম নেথ। 'ডিজনীল্যান্ডে। জোড়া খুন ঠেকাতে হবে।'

স্টেশনওয়াগনের ব্যাক সীটে উঠে বসল ওরা। এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে এল গাড়ি। সান্তা অ্যানা ফ্রিওয়েতে উঠে এসে উত্তর দিকে ছুটল গাড়ি। মাত্র সকাল, রাস্তায় ট্রাফিকের ভিড় নেই বললেই চলে। নিউপোর্ট বীচ টার্ন-অফ পেরিয়ে এল ওরা। দুটো ফটো বের করে রানার কোলের ওপর ফেললেন স্যাম নেথ।

'এই দু'জনকে বাঁচাতে হবে।'

একটা ফটো তুলে নিল রানা। 'ইনি পাবলো ওটিলা। ডোমিনিকান রিপাবলিকের প্রেসিডেন্ট।'

মাথা ঝাঁকালেন এন. আই. এ. চীফ। 'প্রতিভাবান অর্থনীতিবিদ, ল্যাটিন

আমেরিকার অবিসংবাদিত নেতা। অভিষেকের পরদিন থেকেই তিনি তাঁর দেশটাকে নতুন করে ঢেলে সাজানোর কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। অনেক বড় আশা তাঁর। তাঁর আমলেই এই প্রথম দেশের লোক মনে জোর পেয়েছে, খানিকটা আশার আলো দেখতে পেয়েছে ডোমিনিকান রিপাবলিক নিজের পায়ে দাঁড়াতে যাচ্ছে, এই অবস্থায় ইমমর্টাল লিমিটেড সব তছনছ করে দিতে চাইছে, কাজেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি রকম উদ্বিগ্ন তা আপনি সহজেই অনুমান করতে পারেন। আমরা আর্থিক সাহায্য না দিলে দেশটার দৈনন্দিন কাজকর্ম পর্যন্ত অচল হয়ে পড়তে চায়।'

দ্বিতীয় ফটোটা তুলে নিল রানা। 'ইনি?'

'হুয়ান ডি হোক্সা। পিপলস প্রগেসিভ পার্টির নেতা। মাত্র মাস ছয়েক আগে ইলেকশন জিতেছেন। ফ্রেঞ্চ গায়েনার নতুন প্রেসিডেন্ট।'

'খবরের কাগজ থেকে যতদূর জানি, এই ভদ্রলোকের সামনে অনেক সমস্যা।'

'ঠিক।' মাথা ঝাঁকালেন এন. আই. এ. চীফ। 'ব্রিটিশ বা ডাচ গায়েনার তুলনায় ফ্রেঞ্চ গায়েনা খুবই গরীব। হুয়ান ডি হোক্সার সবচেয়ে বড় শত্রু হলো পাহাড়ে লুকিয়ে থাকা গেরিলারা। এছাড়া খাদ্যের অভাব, রোগ মহামারী লেগেই আছে।'

'হোক্সা সরকারকে নাহয় সহজেই উৎখাত করতে পারবে ইমমর্টাল লিমিটেড, কিন্তু ডোমিনিকান রিপাবলিকের বেলায়ও কি তা সম্ভব? পাবলো ওটিলা যদি খুন হন, তাঁর মন্ত্রীসভায় এমন কেউ নেই যে নেতৃত্ব দিয়ে বাঁচাবে দেশটাকে?'

'জনতাকে সাথে নিয়ে তা হয়তো সম্ভব। কিন্তু ডোমিনিকান আর্মি বিশ্বস্ত নয়। এমনই পরিস্থিতি ওখানে, সামরিক জান্তা ক্ষমতা দখল করে বসলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এই রকম পরিস্থিতিতে জেনারেলদের প্রচুর টাকা দিয়ে কিনে নেবার ব্যবস্থা সেরে ফেলেছে ইমমর্টাল লিমিটেড।'

'একই সময় একই জায়গায় দু'দেশের প্রেসিডেন্টকে দেখা যাচ্ছে কেন?'

'সান ফ্রান্সিসকোয় এই মাত্র একটা কনফারেন্স শেষ হলো। বিষয় ছিল ইকোনমিক অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল প্রগ্রেস। পশ্চিম গোলার্ধের প্রায় সব নেতা যোগ দিয়েছে তাতে। পাবলো ওটিলা এবং হুয়ান ডি হোক্সা এই সুযোগে দেশে ফেরার আগে দর্শনীয় জায়গাগুলো দেখে নিচ্ছেন।'

'ডিজনীল্যান্ডে ওঁদের ঢুকতে বাধা দেননি কেন?'

'চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু আমাদের ইন্টারন্যাল সিকিউরিটি ফোর্স তৎপর হওয়ার আগেই পার্কে ঢুকে পড়েন তাঁরা।' রিস্টওয়াচ দেখলেন স্যাম নেথ। 'দু'ঘণ্টা হলো পার্কে আছেন তাঁরা, অনেক করে অনুরোধ করেও দু'জনের কাউকে বের করা যাচ্ছে না। এখন আমরা শুধু আশা করতে পারি, বিরহামের ভাড়াটে খুনীরা তাদের শিডিউল মেইনটেইন করবে।'

'তার মানে জিরো আওয়ারের অপেক্ষায় তৈরি হয়ে আছেন আপনারা? নির্দিষ্ট সময়ে তাঁদেরকে খুন করার চেষ্টা হলে আপনার লোকেরা বাধা দেবে?'

'হ্যাঁ। আমরা অবশ্য দু'জনকেই সারাক্ষণ ছায়ার মত অনুসরণ করছি।'

ফ্রিওয়ে থেকে হারবার বুলেভার্ডে উঠে এসে গেটের সামনে থামল গাড়ি। গার্ডকে ড্রাইভিং লাইসেন্স ইত্যাদি দেখিয়ে পথ-নির্দেশ চাইল ড্রাইভার। জানালা দিয়ে মাথা বের করে ওপর দিকে তাকাল রানা, একটা মনোরেল ট্রেন পেরিয়ে

গেল। পার্কের উত্তর প্রান্তে রয়েছে ওরা, এই গেট শুধু ডিজনীল্যান্ডের কর্মচারীরা ব্যবহার করে। মাটি ফেলে তৈরি করা পাহাড়গুলো এখান থেকে পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়, বিল্ডিংগুলোকে ঘিরে রেখেছে ওগুলো। পাহাড়ের ওপর দিয়ে দৃষ্টি চলে গেল রানার, ম্যাটারহর্নের অর্ধেকটা এবং ফ্যানটাসীল্যান্ডের গম্বুজটা দেখতে পেল শুধু। গেট খুলে দিল গার্ড। ভেতরে ঢুকল ওরা।

আন্ডারগ্রাউন্ড করিডর ধরে হেঁটে পার্কের সিকিউরিটি অফিস এলাকায় চলে এল ওরা। মেইন কনফারেন্স রুমটা বিশাল। সবচেয়ে বড় টেবিলটা লম্বায় পঞ্চাশ ফিটের কম নয়, দু'ধারে বসে আছে বিশ জন লোক। টেবিলের একধারে একটা রেডিও দেখা গেল। দেয়াল জোড়া একটা ম্যাপের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন মার্কার, রেডিও অপারেটর ব্যস্ততার সাথে তাকে একটা পজিশন দেখিয়ে দিচ্ছে। টেবিলের পাশ ঘেঁষে ধীর পায়ে হেঁটে এসে ডিজনীল্যান্ডের রঙিন ম্যাপের সামনে দাঁড়াল রানা। ম্যাপের ওপর, পার্কের ট্রাফিক এরিয়ায় আলোর রঙিন খুদে বালব এবং ফ্লু অরেসেন্ট টেপ লাগাচ্ছে মার্কার। কাজটা মনোযোগ দিয়ে দেখছিল রানা, এই সময় ওর কাঁধে মৃদু টোকা পড়ল।

'আপনি তৈরি, মি. রানা?' জানতে চাইলেন স্যাম নেথ।

ঘুরে দাঁড়াল রানা। লক্ষ করল, টেবিলে বসা লোকগুলো সবাই অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। সন্দেহ নেই, এই রকম একটা চলমান ব্যান্ডেজ দেখে ঘাবড়ে গেছে ওরা। এন. আই. এ. চীফের পাশে আরেকজন লোককে দেখল রানা। স্যাম নেথের মত তার মুখেও পাইপ ঝুলছে। ভদ্রলোক প্রকাণ্ডদেহী। অত্যন্ত সৌখিন রিমলেস গ্লাস জোড়া তাকে ঠিক মত মানায়নি। স্যাম নেথ পরিচয় করিয়ে দিলেন।

'মেজর মাসুদ রানা, আর ইনি মি. জর্জ বুজকো, চীফ অভ পার্ক সিকিউরিটি।'

হ্যান্ডশেক করল ওরা। 'আপনার শারীরিক অসুবিধের কথা মি. স্যাম আমাকে জানিয়েছেন, মেজর রানা,' বলল পার্কের সিকিউরিটি চীফ বুজকো। 'এখনও সময় আছে, ভেবে দেখুন, ধকলটা সহ্য হবে তো?'

প্রশ্নের উত্তর দেবার প্রয়োজনই বোধ করল না রানা। মৃদু হেসে বলল, 'মুখের ব্যান্ডেজটা ঢাকার কোন ব্যবস্থা করা যায় কিনা দেখুন। এই অবস্থায় দেখলে সবাই সন্দেহ করবে আমাকে।'

একটু যেন থমকে গেল সিকিউরিটি চীফ, বুঝল সাধারণ কোন লোকের সাথে কথা বলছে না সে। রানার আপাদমস্তক দ্রুত দেখে নিল একবার। মুখ ঢাকা, কাজেই চোখ দেখে ব্যক্তিত্বের পরিমাপ নিতে হলো তাকে। গভীর কালো একজোড়া সাহসী চোখ। সম্মোহনী দৃষ্টি। পলক নেই, যেন অন্তরের অন্তস্তল পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে। প্রচ্ছন্ন, কিন্তু দৃঢ় একটা আত্মবিশ্বাসের ভাবও লক্ষ করল সে। নিজের অজান্তেই আশ্চর্য একটা আস্থার ভাব অনুভব করল। ধীরে ধীরে তার মুখে হাসি ফুটে উঠল। উপলব্ধি করতে পেরেছে, মেজর মাসুদ রানা দুর্লভ একটা ব্যক্তিত্ব, দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে ব্যর্থ হবার মানুষ ইনি নন।

জর্জ বুজকোর মুখে হাসিটা ছড়িয়ে পড়ল, কৌতুকে চিকচিক করে উঠল চোখ দুটো। বলল, 'কোন চিন্তা নেই, মেজর রানা। আমার ওপর সব ছেড়ে দিন। আপনার চেহারা এমন বদলে যাবে যে—যে বদলাবে সে-ও পরে আর আপনাকে

চিনতে পারবে না!'

নির্জন একটা কামরায় নিয়ে আসা হলো রানাকে। তিন মিনিট পর বড় একটা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল ওকে। আয়নায় দেখতে পেল নিজেকে, বাঘের মত থাবা তুলে লাফ দিয়ে পড়ার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। পরমুহূর্তে হা হা করে হেসে উঠল ও। সিকিউরিটি চীফ তার কথা রেখেছে। মুখের ব্যান্ডেজ ঢাকা পড়েছে পুরোপুরি, তার জায়গায় রয়েলবেঙ্গল টাইগারের একটা মুখোশ দেখা যাচ্ছে।

কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সাথে এন. আই. এ. চীফ বললেন, 'যাই বলুন, আপনার ক্যারেক্টারের সাথে কিন্তু মুখোশটা দারুণ মানিয়ে গেছে, মেজর রানা!'

হাসি থামিয়ে জানতে চাইল রানা, 'হাতে আর কতটা সময় আছে?'

'যতদূর সম্ভব ইমমর্টাল লিমিটেড ঘড়ির কাঁটা ধরে একটা নির্দিষ্ট সময়ে হামলা চালাবে।' রিস্টওয়াচ দেখলেন স্যাম নেথ। 'এখনও একঘন্টা চব্বিশ মিনিট বাকি...'

'আমাকে তাহলে বেরুতে দিচ্ছেন না কেন?' লক্ষ করেছে রানা, সময় ঘনিয়ে এলেও এন. আই. এ. চীফের মধ্যে কোন রকম ব্যস্ততার ভাব নেই। 'খুনীদের চেনার জন্যে সময় দরকার হবে আমার।'

'আমার নিজের লোক ছাড়াও পার্কের সিকিউরিটি স্টাফ এবং এফ. বি. আইয়ের এজেন্ট রয়েছে ওখানে। সংখ্যায় তারা চল্লিশজনের কম নয়। খুনটা যাতে না ঘটে সেজন্যে সম্ভাব্য সব রকম সতর্কতা নিয়ে অপেক্ষা করছে ওরা। আপনাকে আমি আলাদা করে রেখেছি শেষ মুহূর্তের জন্যে, যদি দেখি আর কোন উপায় নেই...'

পা দিয়ে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল রানা। শান্ত সুরে বলল, 'আপনার এই প্ল্যান আমার পছন্দ হচ্ছে না।'

'আমরা অ্যামেচারদের নিয়ে কাজ-কারবার করি না, মি. রানা। বাইরে যারা ডিউটিতে রয়েছে তারা সবাই এক একজন দক্ষ প্রফেশন্যাল। কেউ কেউ আপনার মত মুখোশ পরে আছে, কেউ কেউ সুখী দম্পতির মত হাত ধরা-ধরি করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কেউ একদল ছেলে-মেয়ের মাঝখানে বাবা সেজে রয়েছে, আবার কেউ অ্যাটেনড্যান্টদের জায়গা দখল করে রেখেছে। এদের প্রত্যেকের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র আছে। এমনকি ছাদের ওপর, দোতলার জানালায়ও লোক রয়েছে—তাদের কাছে রাইফেল, টেলিস্কোপ, বিনকিউলার আছে।' শান্ত, নরম সুরে কথাগুলো বললেন স্যাম নেথ, কিন্তু বলার ভঙ্গিতে আত্মবিশ্বাস আর দৃঢ়তার কোন অভাব নেই। 'আমি বিশ্বাস করি, মেজর রানা, খুন করার আগেই খুনীদের চেনা যাবে, এবং ধরা পড়বে তারা।'

'ভাষণ হিসেবে আপনার কথাগুলো ভালই লাগল,' বলল রানা। 'কিন্তু শ্রোতাদের মধ্যে বিরহাম নেই, থাকলে অনেক কষ্টে চেপে রাখত হাসিটা।' এন. আই. এ. চীফের মুখ লাল হয়ে উঠতে দেখল রানা। একটু থেমে আবার বলল ও, 'আপনি তাকে চেনেন না, মি. নেথ।'

ভারী নিস্তব্ধতা নেমে এল ছোট ঘরের ভেতর। চোয়ালের ওপর হাতের তালু ঘষলেন স্যাম নেথ। তারপর নিজের ব্রীফকেস খুলে ভেতর থেকে বের করলেন

একটা ফোল্ডার, কাভারের ওপর লেখা রয়েছে—জিরো-সেভেন-এইট: থ্রী -ফোর। ফোল্ডারটা খুললেন তিনি।

'মানলাম, অসকার বিরহামকে সামনে থেকে দেখিনি আমি,' বললেন তিনি। 'কিন্তু তাই বলে তাকে আমার জানতে বাকি নেই।' এরপর ফোল্ডারের লেখা পড়তে শুরু করলেন: 'অসকার বিরহাম, ওরফে ম্যাক্স প্যারিজ, ওরফে হুগো ফন কুইজে, ওরফে ডানকান কাইল, আসল নাম হল্ লরেন্স, নিউ ইয়র্কের ব্রুকলিনে জন্ম, জন্মতারিখ পনেরোই জুলাই, উনিশশো পঞ্চাশ। কতবার গ্রেফতার হয়েছে, কতবার শাস্তি হয়েছে তা বর্ণনা করতে গেলে ঘণ্টা কয়েক লেগে যাবে, তাই সে-ঝামেলায় আর গেলাম না। নিউ ইয়র্কের সাগর পারে অত্যন্ত কুখ্যাত মাস্তান ছিল সে। জেলেদের সংগঠন সে-ই ঢেলে সাজিয়েছিল। কিন্তু মাফিয়ার সাথে পেরে না ওঠায় লেজ তুলে পালাতে দিশে পায়নি। বছর কয়েক ধরে বিরহাম আর তার অ্যালব্যাট্রস ইন্ডাস্ট্রির ওপর নজর রাখছি আমরা। দুই আর দুই চার যোগ করে শেষ পর্যন্ত জানতে পেরেছি, আসলে সে হচ্ছে হল্ লরেন্স।'

বাঁকা একটু হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। 'জানতে ইচ্ছে করে আপনাদের খাতায় আমার সম্পর্কে কি না কি লেখা আছে!'

ঝট্ করে মুখ তুলে তাকালেন স্যাম নেথ, চেহারায় অপ্রতিভ একটা ভাব ফুটে উঠল, পরমুহূর্তে দ্রুত মাথা নেড়ে তাড়াতাড়ি, আন্তরিক সুরে বললেন, 'না-না! আপনার সম্পর্কে খারাপ কিছু কিভাবে লিখতে পারি আমরা! কতবার কতভাবে আপনি আমাদের সাহায্য করেছেন, আমরা আপনার কাছে ঋণী…'

'সাহায্যের বিনিময়ে অনেক কিছু নিঙড়েও নিয়েছি…' কথাটা শেষ না করে হাসল রানা, তারপর আবার বলল, 'এ-প্রসঙ্গ থাক। ডোনা আবারা সম্পর্কে আপনাদের ফাইল কি বলে?'

আহত একটা ভাব ফুটল এন. আই. এ. চীফের চেহারায়, যেন এইমাত্র গুলি খেয়েছেন। 'তার সম্পর্কে আপনার কৌতূহলের কারণ?'

'ডোনা আবারা সম্পর্কে নিশ্চয়ই আপনারা ফাইল মেইনটেইন করেন।'

'তা করি,' খানিক ইতস্তত করে বললেন স্যাম নেথ। একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে ব্রীফকেস থেকে এইট-এইট থ্রী: ফাইভ-সেভেন লেখা ফোল্ডারটা রানার হাতে ধরিয়ে দিলেন তিনি।

ফোল্ডার খুলে দশ মিনিট ধরে বিস্তারিত রিপোর্টটা পড়ল রানা। শুধু রিপোর্ট নয়, ভেতরে কিছু ডকুমেন্ট এবং ফটোও আছে। অবশেষে, স্বপ্নাচ্ছন্নের মত ফোল্ডারটা বন্ধ করে ফিরিয়ে দিল স্যাম নেথকে।

'বিশ্বাস করতে পারছি না!' চাপা গলায় বলল ও। 'অদ্ভুত, অদ্ভুত! কি করে বিশ্বাস করি?'

'অথচ প্রতিটি তথ্য খাঁটি। নিরেট সত্য।'

হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ রগড়াল রানা। 'আশ্চর্য! সন্দেহ কিছুটা আমারও হয়েছিল, কিন্তু ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারিনি তখন যে…' ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে এল গলা।

'বিস্ময়ের ধাক্কায় আমরাও বেসামাল হয়ে পড়েছিলাম। নিউ গায়েনায় ডোনা আবারা নামে কাউকে যখন পাওয়া গেল না, তখনই প্রথম সন্দেহ জাগে

আমাদের...'

'হ্যাঁ, এই ব্যাপারটায় আমারও খটকা লেগেছিল।'

'তাই?' বিস্মিত দেখাল স্যাম নেথকে। 'কিন্তু কেন? কি দেখে আপনার সন্দেহ হলো?'

'গায়ের রঙ দেখে। সন্দেহ হয়েছিল, আদৌ কি নিউ গায়েনায় ছিল সে?'

বার কয়েক মাথা ঝাঁকালেন এন. আই. এ. চীফ, তারপর জানতে চাইলেন আবার, 'কিন্তু কেন...ডোনা আবারা সম্পর্কে আপনার এত আগ্রহ কেন?'

'আবারা লিমিটেডের আন্ডার-সী মিনারাল প্রোবটা উদ্ধার করতে চাই আমি—আমার ধারণা, ওটার ব্লু প্রিন্ট কোথায় আছে তা ডোনা আবারা জানে। তার সম্পর্কে গোপন তথ্যটা এখন আমি জানি, কাজেই সেটা তার কাছ থেকে আদায় করতে পারব বলে মনে হয়।'

'হুঁ,' ডেস্কের কিনারায় বসে পেপার ওপেনারটা নাড়াচাড়া করতে শুরু করলেন এন. আই. এ. চীফ। 'ঠিক আছে, এল. ফাইন আর তার দলকে গ্রেফতার করার পর, জেরা করার জন্যে আপনার আর অ্যাডমিরালের হাতে কিছুক্ষণের জন্যে তুলে দেব আমরা ডোনা আবারাকে।'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল রানা। 'আরও কিছু চাওয়ার আছে আমার। আমার সাহায্য আপনাদের দরকার, তা পেতে হলে কিছুক্ষণের জন্যে বিরহামকে আমার হাতে ছেড়ে দিতে হবে। আর ডোনা আবারার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমি নেব।'

'অসম্ভব!'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'আমার সাহায্য তাহলে দরকার নেই আপনাদের।'

কয়েক সেকেন্ড গুম হয়ে থাকলেন স্যাম নেথ, তারপর বললেন, 'বিরহামকে যদিও বা আপনার হাতে ছেড়ে দিতে পারি, ডোনা আবারাকে আপনার হাতে তুলে দেবার কোন প্রশ্নই ওঠে না।'

'ডোনা আবারার বিরুদ্ধে আপনাদের অভিযোগটা কি?' জানতে চাইল রানা। 'বড়জোর তার বিরুদ্ধে আপনারা সহায়তার অভিযোগ আনতে পারেন, কিন্তু তাতে আইসল্যান্ডের সাথে আপনাদের সম্পর্কে চিড় ধরবে। আপনাদের পররাষ্ট্র দফতর সে-ঝুঁকি নেবে বলে মনে হয় না।'

স্যাম নেথের চেহারায় কাঠিন্য ফুটে উঠল। 'আপনি ভুল করছেন, মি. রানা। আর সবার সাথে ডোনা আবারাকেও খুনের দায়ে সাজা দেয়া হবে।'

'সাজা দেবার আপনি কে?' শান্ত সুরে জানতে চাইল রানা। 'আপনি অভিযোগ করতে পারেন, বড়জোর গ্রেফতার করতে পারেন, তার বেশি কিছু না।'

'আপনি আসলে বুঝতে পারছেন না...'

দড়াম করে খুলে গেল দরজা, প্রায় ছিটকে ভেতরে ঢুকল সিকিউরিটি চীফ জর্জ বুজকো। ফ্যাকাসে চেহারা।

'কি ব্যাপার, জর্জ?' ডেস্ক থেকে নেমে পড়লেন স্যাম নেথ।

টলতে টলতে এগিয়ে এল বুজকো, ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ভুরুর ঘাম মুছল সে। 'সর্বনাশ হয়ে গেছে, স্যার!'

বাঘের মত গর্জে উঠলেন স্যাম নেথ। 'কিছুই বোঝা গেল না! পরিষ্কার করে

বলো, কি হয়েছে?'

'পাবলো ওটিলা এবং হুয়ান ডি হোস্লা পার্কের কোথায় কখন যাবেন তা আগে থেকে ঠিক করা ছিল,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ডিজনীল্যান্ডের সিকিউরিটি চীফ। 'কিন্তু তাঁরা দু'জনই তাঁদের গার্ড এবং গাইডদের চোখে ধুলো দিয়ে কখন যে কোন দিকে কেটে পড়েছেন কেউ তা বলতে পারছে না। আবার তাঁদের খুঁজে পাবার আগে কি না কি ঘটে যায় ভেবে...'

'হোয়াট!' মারমুখো হয়ে উঠলেন স্যাম নেথ। 'এই রকম একটা ঘটনা ঘটল কিভাবে? এফ. বি. আইয়ের এতগুলো লোক ঘাস খাচ্ছিল নাকি?'

'পার্কে এই মুহূর্তে বিশ হাজার লোক রয়েছে, স্যার,' আমতা আমতা করে বলল বুজকো। 'মেইন গেট দিয়ে পার্কে ঢোকার পর থেকেই আমাদের সিকিউরিটি কর্ডন ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবার সুযোগ খুঁজছিলেন তাঁরা। এই ভিড়ের মধ্যে কেউ যদি হারিয়ে যেতে চায় কিভাবে তাদের আমরা বাধা দিতে পারি? পুরুষদের টয়লেটে ঢুকে ছিলেন দু'জনে, কিন্তু ধারণা করছি পাঁচিল টপকে মেয়েদের টয়লেট এলাকায় চলে যান, সেখান থেকে জানালা গলে বেরিয়ে যান পার্কের আরেক দিকে। বুড়ো বয়সে এই রকম ছেলেমানুষি...'

উঠে দাঁড়াল রানা। দ্রুত জানতে চাইল, 'পার্কের কোথায় কোথায় থামার কথা ছিল ওদের? তালিকা আছে?' অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল বুজকো। তারপর চেয়ার ছেড়ে পকেট হাতড়াতে শুরু করল সে। 'আছে, আছে! এই যে। এগিয়ে এসে রানার হাতে একটা ফোল্ডার ধরিয়ে দিল সে। 'প্রতিটি অ্যামিউজমেন্ট আর এক্সিবিটের পাশে টাইম শিডিউল লেখা আছে।'

শিডিউলের ওপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিল রানা। তাকাল স্যাম নেথের দিকে। 'নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, আরও আগে আমাকে না পাঠিয়ে মারাত্মক ভুল করেছেন আপনি?'

অপ্রতিভ দেখাল এন. আই. এ. চীফকে। 'আপনার শর্ত বোধহয় শিথিল হবার কোন সম্ভাবনাই নেই?'

'প্রশ্নই ওঠে না,' মুচকি হেসে বলল রানা।

কাঁধ ঝাঁকালেন স্যাম নেথ। গম্ভীর সুরে বললেন, 'ফাইলে অবশ্য পরিষ্কার লেখা আছে, সুযোগ পেলে চমৎকার ব্ল্যাকমেইল করতে অভ্যস্ত আপনি...ঠিক আছে, মেজর রানা, বিরহাম আর মিস ডোনা আপনার। রাস্তার ওপারেই, ডিজনীল্যান্ড হোটেলের ছ'শো পাঁচ আর ছ'শো সাত নম্বর পাশাপাশি কামরায় আছে ওরা।'

'বাকি সবাই? এল. ফাইন, স্যার কাপলান, ফন টিল?'

'তারাও সবাই ওই হোটেলে। গোটা সাততলাটা রিজার্ভ করেছে ইমমর্টাল লিমিটেড।' নাকের ডগাটা কড়ে আঙুলের নখ দিয়ে চুলকালেন স্যাম নেথ। 'ঠিক কি করার কথা ভাবছেন আপনি, মেজর রানা?'

'ঘাবড়াবেন না,' অভয় দিয়ে হাসল রানা। 'পাঁচ মিনিটের বেশি আটকে রাখব না বিরহামকে। তারপর আপনি ওকে ফিরে পাবেন। ডোনা অবশ্য আমার কাছে থাকবে। মনে করুন নুমাকে একটা উপহার দিচ্ছে এন. আই. এ.—'

'উপহার?'

'হ্যাঁ। ডোনা।' হাসল রানা 'নুমার স্পেশাল প্রোজেক্টের ডিরেক্টর হিসেবে উপহারটা গ্রহণ করব আমি।'

আবার অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল স্যাম নেথ। 'আপনারই জিত হলো। কিন্তু...' রাজ্যের উদ্বেগ ফুটে উঠল তাঁর চেহারায়, '...পাবলো ওটিলা আর হুয়ান ডি হোস্লা—কোথায় তাঁরা?'

'কোথায় আবার,' মুচকি হেসে বলল রানা, 'স্প্যানিশ মেইনের কাছে যাঁদের ছেলেবেলা কেটেছে, তাঁরা ডিজনীল্যান্ডে এলে সবার আগে কোথায় যেতে পারেন ভেবে দেখুন না?'

'গুড গড!' মাথায় হাত দিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করল জর্জ বুজকো। 'আমার মনে পড়েনি...'

'পাইরেটস অভ দা ক্যারিবিয়ান,' উত্তেজনায় একটু কেঁপে গেল স্যাম নেথের গলা, 'ওখানে তাঁদের সবশেষে যাবার কথা!'

এগারো

দুনিয়া-খ্যাত এই পার্কে সবচেয়ে জনপ্রিয় আকর্ষণ ডিজনীল্যান্ড হন্টেড হাউজ। গা ছমছমে মহা ভীতিকর একটা ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে ওখানে। জনপ্রিয়তার দিক থেকে এরপরই পাইরেটস অভ দা ক্যারিবিয়ানের নাম করা হয়। পাতালে দুটো সমতল জায়গা জুড়ে এর বিস্তার, আয়তনে দুই একরের কম নয়। গোটা প্রদর্শনীটা দেখার জন্যে বোটে চড়ে যেতে হয় দর্শকদের। প্রায় সিকি মাইল লম্বা আন্ডারগ্রাউন্ড খালের দু'পাশে বিরাট সুড়ঙ্গ আর বিশাল গুহা আছে, প্রতিটি সাজানো হয়েছে জলদস্যুদের সচল জাহাজ আর সাগর-ঘেঁষা প্রাচীন শহর দিয়ে। জাহাজে এবং শহরগুলোয় মানুষ আছে, অবশ্যই রক্ত-মাংসের নয়, কিন্তু তা না হলেও মানুষগুলো শুধু যে সচল তাই নয়, তারা নাচতে এবং গান গাইতে, এমনকি লুটপাটও করতে পারে।

সিঁড়ি বেয়ে এন্ট্রান্স ল্যান্ডিঙে সবার শেষে পৌঁছল রানা। এখানে টাকা দিয়ে টিকেট নিচ্ছে দর্শকরা, অ্যাটেনড্যান্ট তাদেরকে বোটে উঠতে সাহায্য করছে। পাইরেটস অভ দা ক্যারিবিয়ান প্রদর্শনীর ভেতর দিয়ে যেতে প্রতিটি বোট সময় নেবে পনেরো মিনিট। বোটে ওঠার জন্যে পঞ্চাশ থেকে ষাট জন লোক অপেক্ষা করছে, তাদের সাথে ছোট ছেলে মেয়েরাও আছে। শুধু মুখোশ নয়, বাঘের ছাল দিয়ে তৈরি পোশাকও পরে আছে রানা। আগ্রহ এবং কৌতুকের সাথে সবাই লক্ষ করল ওকে। দু'একটা ছোট ছেলে ওর উদ্দেশে হাতও নাড়ল। কেউ কেউ মুখ ভেঙচে ভয় দেখাল ওকে। এন. আই. এ. চীফ এবং সিকিউরিটি চীফ আগেই পৌঁচেছে, তাদের পিছনে এসে দাঁড়াল রানা। একজন অ্যাটেনড্যান্টের কব্জি চেপে ধরল বুজকো, চাপা গলায় বলল, 'ইমার্জেন্সী! সব বোট থামিয়ে দাও! জলদি!'

অ্যাটেনড্যান্ট অল্প বয়েসী যুবক, হতভম্ব চেহারা নিয়ে স্রেফ দাঁড়িয়ে থাকল সে।

ধৈর্য হারিয়ে ফেলল বুজকো, ল্যান্ডিঙের ওপর দিয়ে হন হন করে কন্ট্রোলের দিকে এগোল। আন্ডার-ওয়াটার ট্র্যাকশন চেন ধরে হ্যাঁচকা টান দিল সে। সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এই চেনটাই বোটগুলোকে টেনে নিয়ে আসে। হ্যান্ডব্রেক সেট করে বিমূঢ় যুবকের দিকে ফিরল সে। 'দু'জন ভদ্রলোককে খুঁজছি আমরা। এক সাথে আছেন তাঁরা। দেখেছ?'

'ঠিক ব-বলতে পা-রব না, স্যা-স্যার!' ঘাবড়ে গিয়ে তোতলাতে শুরু করল অ্যাটেনড্যান্ট। 'অ-অনেক মানুষ, সবাইকে চি-চিনে রাখতে...'

বুজকোকে এক রকম ঠেলে সরিয়ে দিয়ে যুবকের সামনে এসে দাঁড়ালেন স্যাম নেথ। অ্যাটেনড্যান্টের সামনে পাবলো ওটিলা এবং হুয়ান ডি হোক্সার দুটো ফটো ধরলেন। 'দেখো তো, এদেরকে দেখেছ কিনা?'

'ই-ইয়েস, স্যার!' সাথে সাথেই জবাব দিল যুবক। 'মনে পড়েছে!' পরমুহূর্তে ঘামে ভেজা কপালের নিচে ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল তার। 'কিন্তু, স্যার ওদের সাথে তো আরও দু'জন ছিলেন। মোট চারজন।'

'চারজন!' বাঘের মত হুঙ্কার ছেড়ে কম করেও নিজের দিকে ত্রিশ জোড়া চোখের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন স্যাম নেথ। 'তুমি ঠিক জানো?'

'ই-ইয়েস, স্যার!' দ্রুত মাথা ঝাঁকাল যুবক। 'ঠিক জানি! মোট আটজন লোকের জায়গা হয় বোটে। সামনের চারটে সীটে এক ভদ্রলোক, একজন ভদ্রমহিলা, আর তাদের দুটো বাচ্চা বসেছে। আর এই ফটোর ভদ্রলোকেরা আরও দু'জনের সাথে বসেছেন পিছনের সীটে।'

ইতোমধ্যে ওদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে রানা। হ্যান্ডরেইলটা শক্ত করে চেপে ধরে জানতে চাইল, 'ওদের মধ্যে একজন কি গরিলার মত দেখতে, মাথা কামানো, হাত দুটো লোমে ঢাকা? আরেকজন লালমুখো, বিরাট গোঁফ, চাঁছা ভুরু?'

রানার অদ্ভুত দর্শন ছদ্মবেশের দিকে বোকার মত এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল যুবক, তারপর আধো হাসি ফুটল তার মুখে। 'আপনার বর্ণনা হুবহু মিলে গেছে, স্যার।'

স্যাম নেথের দিকে ফিরল রানা। 'আরেকটু আগে এলে বোটটা ধরতে পারতাম।'

বাঁ হাতের তালুতে ঘুসি বসিয়ে অস্থির কণ্ঠে স্যাম নেথ বললেন, 'ফর গডস সেক, কিছু একটা করা দরকার আমাদের!'

অ্যাটেনড্যান্টের দিকে ফিরল বুজকো। 'তিনশো নয় এক্সটেনশনকে ডাকো। যেই ধরুক, তাকে বোলো পাইরেটস অভ দা ক্যারিবিয়ানে হারিয়ে যাওয়া পার্টিকে খুঁজে পেয়েছেন জর্জ বুজকো। বোলো, এটা একটা রেড সিচুয়েশন—তাঁদের সাথে শিকারীরাও আছে।' রানা আর স্যাম নেথের দিকে ফিরল সে। 'চলুন ক্যাটওয়াক আর ব্যাকড্রপ ধরে এগোই আমরা, কিছু একটা ঘটে যাবার আগে ওদেরকে আমরা পেয়েও যেতে পারি।'

'ওটার পর আর ক'টা বোট গেছে?' জানতে চাইল রানা।

'দশ...বারোটাও হতে পারে। নিশ্চয়ই মাঝামাঝি কোথাও থেমে আছে বোটটা...জ্বলন্ত গ্রাম এবং কামান যুদ্ধের মাঝখানে কোথাও।'

'এদিক দিয়ে!' ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটল বুজকো। মাথায় এমপ্লয়ীজ ওনলি লেখা একটা দরজা দিয়ে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল সে। তাকে অনুসরণ করল রানা, পিছনে স্যাম নেথ। গাঢ় অন্ধকার, প্রথমে কিছু দেখতে পেল না ওরা, বুজকোর পায়ের আওয়াজ অনুসরণ করে এগোল। যান্ত্রিক জলদস্যুদের পরিচালনা করছে যে সব ইলেকট্রনিক মেশিন, সেগুলো এখানে রয়েছে বলে এদিকটা অন্ধকার করে রাখা হয়েছে। একটু সামনেই আলোর আভাস পেল ওরা। সেই সাথে কানে এল লোকজনের চাপা গুঞ্জন। পাতাল খালে এই মুহূর্তে যে ক'টা বোট আছে সব অচল করে রাখা হয়েছে, কিন্তু দর্শকদের মধ্যে তার তেমন কোন প্রতিক্রিয়া নেই। কারণ, খালের দু'পাশে রোমহর্ষক জ্যান্ত নাটক দেখতে পাচ্ছে তারা, শত বছর আগে বাস্তবে ঠিক এই রকমটি ঘটেছিল ক্যারিবিয়ানের দুই তীরে।

অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে ছোটার গতি বেড়ে গেল ওদের। কিন্তু এখন আর তাড়াহুড়ো করে লাভ আছে কিছু?—ভাবল রানা। হঠাৎ করে বোট অচল হয়ে যাওয়ায় বিরহামের ভাড়াটে খুনীরা বিপদের আভাস পেয়ে যেতে পারে, আর তা যদি পায়, পাবলো ওটিলা এবং হুয়ান ডি হোক্সাকে খুন করতে দেরি করবে না তারা—নাকি ডেডলাইনের জন্যে অপেক্ষা করবে?

বুকের ব্যথাটা ধীরে ধীরে বাড়ছে অনুভব করে ভয়ই পেল রানা। এখন ওর সমস্ত শক্তি এবং সুস্থতা দরকার।

বিশাল একটা বিল্ডিঙের সামনের আঙিনা ধরে এগোল ওরা। রানাকে পাশ কাটিয়ে সামনে এগিয়ে গেলেন এন. আই. এ. চীফ। জলদস্যুদের কাণ্ডকারখানা দেখে ছোটার গতি কমে গেল রানার। আঙিনায় পাঁচজন জলদস্যুকে দেখল ও, লোহার একটা সিন্দুক মাটিতে পুঁতে রাখছে। প্রত্যেকটা লোকের নড়াচড়া এবং আচরণ এত বেশি জ্যান্ত আর স্বাভাবিক যে বিশ্বাসই হয় না ওগুলো যন্ত্রচালিত। হঠাৎ খেয়াল হলো রানার, পিছিয়ে পড়েছে ও। ছোটার গতি সাথে সাথে বেড়ে গেল, কিন্তু চোখ জোড়া পড়ে থাকল জলদস্যুদের দিকেই। একটু পরই এন. আই. এ. চীফের গোড়ালির সাথে ঠোকর খেল ওর পা।

'আস্তে, আস্তে!' প্রতিবাদ জানালেন স্যাম নেথ।

এই সময় দাঁড়িয়ে পড়ল বুজকো, হাঁপাচ্ছে, হাত নেড়ে ওদেরকে অপেক্ষা করতে বলে সরু একটা করিডর ধরে শিকারী বিড়ালের মত এগোল সে। সামনেই ইঞ্জিনিয়ারদের গ্যালারি, খালের ওপর ঝুলে আছে। রেলিঙের ওপর ঝুঁকে পড়ে নিচের দিকে তাকাল সে। কয়েক সেকেন্ড পর হাতছানি দিয়ে রানা আর স্যাম নেথকে ডাকল।

'ভাগ্যটা ভাল,' ফিস ফিস করে বলল সে। 'তাকান।'

অন্ধকার গ্যালারি থেকে নিচের দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল রানা। পরিবেশটা তৈরি করা হয়েছে গভীর রাতের, তার ভেতর রোমহর্ষক দুঃস্বপ্নের মত দাউ দাউ জ্বলছে একটা বন্দর শহর—হয় পানামা সিটি, নয়তো পোর্ট রয়্যাল, ঠিক চিনতে পারল না রানা। আগুন ধরাবার কাজ এখনও শেষ করেনি জলদস্যুরা, সংখ্যায় তারা ত্রিশ পঁয়ত্রিশ জনের কম হবে না। আগুন ধরাবার সাথে সাথে পুরোদমে চলেছে লুটতরাজের কাজ। সার সার দাঁড়িয়ে আছে ঘর-বাড়ি, অট্টালিকা,

জানালা-দরজা আর বারান্দা থেকে বেরিয়ে আসছে আগুনের লকলকে লেলিহান শিখা। আলোকিত জানালার ভেতর দেখা গেল, আতঙ্কিত মেয়েরা প্রাণ বাঁচাবার জন্যে ছোটাছুটি করছে। গলার রগ ফুলে উঠেছে চিৎকার করতে করতে। পিছু পিছু ধাওয়া করে আসছে জলদস্যুরা, তাদের অট্টহাসিতে কানের পর্দা ছিঁড়ে যাবার অবস্থা। এর সাথে লুকানো লাউডস্পীকার থেকে ধস্তাধস্তি, উল্লাস ধ্বনি আর মেয়েলি গলার কাতর ধ্বনি বেরিয়ে আসছে, পরিষ্কার বোঝা যায় মেয়েদের ধর্ষণ করছে জলদস্যুরা। শহরের দুই সারি অট্টালিকার মাঝখান দিয়ে চলে গেছে খালটা। বাঁ দিকে দু'জন জলদস্যু আর একটা খচ্চর দেখা গেল, নিষ্ঠুর দর্শন জলদস্যুরা গোটা একটা ওয়াগনে ভরেছে তাদের লুটের মালপত্র, কিন্তু সেটাকে টেনে নিয়ে যেতে রাজি হচ্ছে না খচ্চরটা। তবে অনবরত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে জলদস্যুরা। ডান দিকে গড়াগড়ি যাচ্ছে মদের কয়েকটা ব্যারেল। জাহাজীর পোশাক পরা তিনজন জলদস্যু কয়েকটা ব্যারেলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ঢক ঢক করে মদ গিলছে, এদিক ওদিক অসম্ভব টলছে ব্যারেলগুলো। দর্শকরা সবাই ঘন ঘন ডান এবং বাঁ দিকে তাকাচ্ছে। কিন্তু রানার দৃষ্টি আটকে আছে খালের মাঝখানে। একটা ব্রিজের ঠিক প্রায় নিচেই দেখতে পেল ও বোটটাকে, শিশু সুলভ উল্লাসের সাথে আঙুল দিয়ে প্রদর্শনীর খুঁটিনাটি দেখাচ্ছেন পরস্পরকে পাবলো ওটিলা এবং হুয়ান ডি হোক্সা। তাঁদের ঠিক পিছনের দুটো সীটে বসে আছে গম্ভীর দর্শন এক জোড়া স্ট্যাচু, ওরা যে রক্ত-মাংসের মানুষ বোঝার কোন উপায়ই নেই। ডাইনে বাঁয়ে কোন দিকে তাকিয়ে নেই তারা, তাকিয়ে আছে দুই প্রেসিডেন্টের মাথার পিছনে। ওদেরকে চিনতে কোন অসুবিধে হলো না রানার। বিরহামের জিমনেশিয়ামে রাইফেলধারীদের মধ্যে ছিল এরা। মাত্র দু'দিন আগে রেইকজাভিকে বিরহামের হাতে মার খেয়েছে রানা, কিন্তু মনে হলো যেন কতদিন আগের ঘটনা।

ডোক্সা রিস্টওয়াচের লিউমিনাস ডায়ালের দিকে তাকাল রানা। এল. ফাইনের কাউন্টডাউন শুরু হতে এখনও এক ঘণ্টা বিশ মিনিট বাকি। অথচ বিরহামের খুনীরা এরই মধ্যে দুই প্রেসিডেন্টের দু'ফিটের মধ্যে চলে এসেছে। ধাঁধার বড় একটা সূত্র মিলছে না। এল. ফাইন যে তাদের টাইমটেবল সম্পর্কে মিথ্যে কথা বলেনি, অন্তর থেকে তা বিশ্বাস করে রানা। এল. ফাইনের সেই টাইমটেবল বিরহামও কি মেনে চলবে? বিরহামের যদি সত্যিই ইমমর্টাল লিমিটেডকে কজা করার ইচ্ছে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই প্ল্যান বদল করার দরকার হবে তার!

'বোটের ওই দু'জনকে আপনি সামলান, সিকিউরিটি চীফ,' বলল রানা। 'কিভাবে কি করবেন বলুন তো?'

'গোলাগুলির প্রশ্নই ওঠে না,' উদ্বেগের সাথে বলল বুজকো। 'চারদিকে এত বাচ্চাকাচ্চা, অঘটন ঘটে যেতে পারে।'

'মি. রানা,' চেহারায় অসন্তোষের ভাব ফুটিয়ে বললেন স্যাম নেথ, 'বুজকোকে ঠেলে দিচ্ছেন কেন? আপনি ওদেরকে সামলাতে পারবেন না?'

'না-না, আমিই পারব,' তাড়াতাড়ি বলল বুজকো।

অন্যমনস্কভাবে অন্যদিকে তাকিয়ে ছিল রানা, ধীরে ধীরে স্যাম নেথের দিকে ফিরল ও। 'আর আপনি, মি. স্যাম নেথ, আপনিও যান মি. বুজকোর সাথে। দু'জন

মিলে আশাকরি…'

'কিন্তু আপনি?'

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল রানা 'আমি আরেক দিকে যাব।'

বুজকোর দিকে ফিরলেন স্যাম নেথ। 'আমার মনে হয় আরও লোকজন নিয়ে নামা উচিত আমাদের। সাহায্য না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করাই ভাল।'

'সময় নেই,' বলল বুজকো 'অনেকক্ষণ হলো বোটগুলোকে আটকে রাখা হয়েছে, বিরক্ত হয়ে উঠছে দর্শকরা। প্রেসিডেন্টদের পেছনে ওরা দু'জন কেমন এদিক ওদিক তাকাতে শুরু করেছে, দেখতে পাচ্ছেন?'

'ঝুঁকি আমাদের নিতেই হবে,' বলল রানা। বুজকোর দিকে ফিরল ও। 'বোটগুলোকে ছেড়ে দেবার নির্দেশ দিন। প্রেসিডেন্টদের বোট ব্রিজের নিচে চলে এলে আপনারা ওটা দখল করার চেষ্টা চালাবেন।'

'ঠিক। ব্রিজটা কাভারের কাজ দেবে, গা ঢাকা দিয়ে বোটের পাঁচ ফিটের মধ্যে পৌঁছতে পারব আমরা। মি. নেথ, আপনি খচ্চর আর ওয়াগনের আড়ালে পজিশন নিন।' হাত দেখিয়ে কি একটা সাইন বোর্ড লেখা দরজা দেখাল বুজকো। 'আমি পিছন দিয়ে ঘুরে ওই দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসব।'

'আমার সাহায্য আপনার দরকার নেই তো?' জানতে চাইল রানা।

'কোন দরকার নেই,' বলল বুজকো, রানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দ্রুত একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিল সে, তারপর আবার বলল, 'আপনার যা অবস্থা, খালি হাতে লড়তে গেলে মারা পড়বেন।'

'ঠিক আছে,' হতাশ ভঙ্গিতে বলল রানা, 'আমি বরং ব্রিজের ওপর চলে যাই, বাঘ সেজে থাকায় জলদস্যুদের সাথে মিশে যেতে কোন অসুবিধে হবে না আমার। বোটের খুনী দু'জনের দৃষ্টি কেড়ে নিয়ে আপনাদের হয়তো কিছুটা সুবিধে করে দিতে পারব।'

'ভেরি গুড! আপনাকে কোন ঝুঁকিও নিতে হলো না, আবার কাজেও লাগলেন!'

খুঁজে পেতে ইঞ্জিনিয়ারদের গ্যালারি থেকে একটা ফোন আবিষ্কার করল বুজকো। অ্যাটেনড্যান্টকে বলল, 'ঠিক দু'মিনিট পর যেন ছেড়ে দেয়া হয় বোটগুলোকে।' স্যাম নেথকে সাথে নিয়ে জ্বলন্ত অট্টালিকার আড়ালে গা ঢাকা দিল সে।

খানিক পর ধরাশায়ী একজন জলদস্যুকে টপকাল রানা। দর্শকদের ধরে নিতে হবে, দেদার মদ গিলে বেহুঁশ হয়ে গেছে দস্যু। তার হাত থেকে তলোয়ারটা নিতে গিয়ে অবাক হয়ে গেল রানা। জলদস্যু একটা যান্ত্রিক মানুষ হলে কি হবে, তার হাতের তলোয়ারটা ইস্পাতের তৈরি আসল জিনিস।

এত কাছ থেকেও জলদস্যুদের যান্ত্রিক বলে চেনা দায়। যতই দেখল রানা ততই মুগ্ধ হলো ও। ধবধবে সাদা রঙের মোমের মাঝখানে কাঁচের মণি, দেখে ধরার উপায় নেই ওগুলো বানানো চোখ। জলদস্যুর মাথা যেদিকে ঘোরে, চোখ জোড়াও সে দিকে ঘোরে। শুধু তাই নয়, নিখুঁত উচ্চারণের ভঙ্গিতে ঠোঁট জোড়া বন্ধ এবং ফাঁক হওয়ার সাথে সাথে গলার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে গান—'সিক্সটিন মেন

অন এ ডেড ম্যান'স চেস্ট', গানের সুরের সাথে যখন যেমন এবং যতটা প্রয়োজন তাল রেখে ভুরুজোড়া কুঁচকে উঠছে বা উপরে নিচে ওঠা নামা করছে। গান বেরিয়ে আসার রহস্যটা আন্দাজ করতে পারল রানা, অ্যালুমিনিয়ামের শরীরের ভেতর স্পীকার বসানো আছে।

খালের ওপর ধনুকের মত বাঁকা ব্রিজের মাঝখানে চলে এল রানা। পাথরের উঁচু চাতালে বসে নিচের দিকে পা ঝুলিয়ে দিয়েছে তিনজন জলদস্যু, গা দুলিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে গান জুড়ে দিয়েছে তারা, বাতাসে তলোয়ার ঘুরিয়ে কাল্পনিক শত্রুর মুণ্ডুচ্ছেদ করছে। বাঘের পোশাক পরা রানাকে দেখে বোটের দর্শকরা, বিশেষ করে ছোট ছেলেমেয়েরা উল্লাসে হৈ-হৈ করে উঠল। তাদের সাথে হাততালি দিয়ে ওকে উৎসাহ দিলেন আরেক বোটের দু'জন আরোহী, পাবলো ওটিলা আর হুয়ান ডি হোক্সা। তাঁদের পিছনে যারা বসে আছে, কামানো মাথা আর চাঁছা ভুরু, দু'জনের কারও মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা গেল না। এক চুল নড়ল না পর্যন্ত, আগের মতই স্ট্যাচুর মত স্থির হয়ে বসে আছে প্রেসিডেন্টদের ঠিক পিছনে। শুধু চোখগুলো দ্রুত ঘুরছে কোটরের ভেতরে।

হঠাৎ সচল হয়ে উঠল বোট।

বোটের বো ওর পায়ের নিচ দিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছে, এই সময় আড়াল থেকে স্যাৎ করে বেরিয়ে এসে ব্রিজ থেকে লাফ দিয়ে পড়ল বুজকো। বোটের পিছন দিকে পড়ল সে। এক সেকেন্ড পর তার পাশে পড়লেন স্যাম নেথ। এর পর কি ঘটল না ঘটল বলতে পারবে না রানা। কারণ, ঠিক তখনই ও নিজেও ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

এমনকি দর্শকদেরও আগে থেকে কিছু বুঝতে দিল না রানা। কোন নাটকীয় ভঙ্গির আশ্রয় না নিয়ে, কৌতুক করার চেষ্টা না করে, শান্ত কিন্তু দৃঢ়তার সাথে, সামনে বসে থাকা জলদস্যুর বুকে হাতের তলোয়ারটা ঘ্যাঁচ করে ঢুকিয়ে দিল ও। পরমুহূর্তে হ্যাঁচকা টান দিয়ে বুকের ভেতর থেকে সেটা বেরও করে নিল।

অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটল। হাত থেকে তলোয়ার ফেলে দিল জলদস্যু। হাঁ হয়ে গেল মুখ। আহত বিস্ময় আর আতঙ্ক ফুটে উঠল চোখে। পরমুহূর্তে উল্টে গেল সে-দুটো, কাত হয়ে একদিকে ঢলে পড়ল শরীর, ব্রিজ থেকে ঝপাৎ করে পড়ল খালের পানিতে। প্রেসিডেন্টদের বোট কাছে পিঠে নেই এখন, অনেকটা এগিয়ে গেছে।

দু'নম্বর জলদস্যু রানার তলোয়ারের ঘা ঠেকাতে পারত, কিন্তু সাবধান হতে এক পলক দেরি করে ফেলল সে। মুখ খুলে গেল তার, মনে হলো কিছু বলতে চাইছে। রানার হাতের তলোয়ার থেকে রক্তের ফোঁটা ঝরছে তখনও। মাথার ওপর থেকে তেরছা ভাবে নামিয়ে নিয়ে এল সেটা, জলদস্যুর কাঁধ আর ঘাড়ের ওপর সমস্ত শক্তি দিয়ে আঘাত করল ও। সরে যাবার চেষ্টা করল দস্যু, কিন্তু পারল না। তার বাঁ শোল্ডার ব্লেডের ওপর, ঘাড়ের কিনারায় পড়ল তলোয়ারের কোপ। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। বিদ্যুৎ গতিতে সটান মাথার ওপর খাড়া হয়ে গেল তার ডান হাত। তারপর গড়িয়ে পড়ল শরীরটা। একটু পরই ঝপাৎ করে শব্দ শোনা গেল।

নিঃশ্বাস ফেলারও সময় পায়নি রানা, হঠাৎ চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল রোদ লাগা আয়নার মত কি যেন ঝিক করে উঠল। ওটা যে আরেকটা তরোয়াল, না দেখেও বুঝে নিল সে। আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তির বশে মাথাটা একদিকে একটু

কাত্ করে নিল ও, তাতেই এ-যাত্রা বেঁচে গেল প্রাণটা। তিন নম্বর জলদস্যুর ধারাল অস্ত্র রানার মুখোশের ওপর বসানো চওড়া কার্নিসের টপ হ্যাটের কিনারা ফালি করে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

ইঞ্জিনিয়ারদের গ্যালারিতে থাকার সময়ই এদেরকে জ্যান্ত মানুষ বলে চিনতে পেরেছিল রানা। দু'জনকে কোন রকম সুযোগ না দিয়েই মঞ্চ থেকে বিদায় করে দিয়েছে ও, কিন্তু বিরহামের বাকি লোকটা সাবধান হবার প্রচুর সময় পেয়ে গেছে।

তরোয়ালের আঘাতটা এড়াতে গিয়ে তাল হারিয়ে ফেলল রানা, দড়াম করে পড়ে গেল ব্রিজের ওপর। দেখল, মাথার ওপর তরোয়াল খাড়া করে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে জলদস্যু। পা বা হাতের তরোয়াল তুলে হামলাটা ঠেকাবে রানা তার সময় নেই আর এখন। কাজেই কেটে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ ভেবে শরীরটাকে গড়িয়ে দিল ও। ব্রিজের কিনারা থেকে ঝুপ করে পড়ে গেল ও। এক মুহূর্ত পর হিম শীতল খালের পানি আলিঙ্গন করল ওকে।

পানির ওপর ভেসে উঠতেই কানে ধাক্কা দিল গানটা— 'ইও হো হো, সিক্সটিন মেন অন এ ডেড ম্যান'স চেস্ট'। শরীর হাতড়ে কোথাও কোন আঘাত লেগেছে কিনা পরীক্ষা করে নিল ও। শুধু বুক ছাড়া আর কোথাও কোন ব্যথা নেই। ধীরে ধীরে সাঁতরে ল্যান্ডিঙের গোড়ায় চলে এল ও, তারপর একটু একটু করে শরীরটাকে তুলে ফেলল ল্যান্ডিঙের ওপর। মুখ খুলে ক্লান্ত কুকুরের মত কয়েক সেকেন্ড হাঁপাল ও, তারপর বুকের ব্যথাটাকে উপেক্ষা করে পায়ের ওপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল। টলমল করে উঠল শরীর, কিন্তু হাতের তরোয়ালটাকে ছড়ির মত মাটিতে ঠেকিয়ে খাড়া রাখল নিজেকে। তারপর সবিস্ময়ে খেয়াল হলো ওর, আরে! তরোয়ালটা এখনও ছাড়িনি!

খালের দু'দিকে তাকাল রানা। শুধু যেখানে আগুন জ্বলছে সেখানে আলো আছে, বাকি সব আবছা অন্ধকার। ব্রিজটাকে খালি বলে মনে হলো। তিন নম্বর জলদস্যুকে দেখতে পেল না ও। এতক্ষণে একটা বাঁকের কাছে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে বোটটা। খালের অপর দিকে তাকাল ও। শেষ প্রান্তের বাঁকের কাছে আরেকটা বোট দেখা গেল, দর্শকদের নিয়ে এগিয়ে আসছে।

কাছেপিঠেই কোথাও জলদস্যুদের মাঝখানে গা ঢাকা দিয়ে আছে তিন নম্বর শত্রু, জানে রানা। জলদস্যুরা সবাই একই রকম দেখতে, লোকটাকে আলাদাভাবে চিনে বের করা কঠিন, বিশেষ করে এখন যখন লোকটা সাবধান হয়ে গেছে। একটু অসহায় বোধ করল ও। লোকটার পোশাকের খুঁটি-নাটি খুঁটিয়ে দেখে রাখেনি বলে রাগও হলো নিজের ওপর।

দ্রুত একটা প্ল্যান তৈরি করতে চাইল রানা। ওকে অনায়াসে চিনতে পারছে রক্ত-মাংসের জলদস্যু, জানে কি আছে ওর পরনে। কিছু বুঝতে না দিয়ে আচমকা হামলা করার সুযোগও এখন আর নেই ওর। জেটি-পথ ধরে ছুটল ও। ঝাঁকি খেল শরীর, প্রতিটি ঝাঁকির সাথে চিড় খাওয়া পাঁজরের চারদিকে যেন আগুন জ্বলে উঠল। কালো একটা পর্দা ভেদ করে বিস্ফোরণের মত বেরিয়ে এল ও। পর্দার এদিকে পরবর্তী মঞ্চ, রাতের দৃশ্য দেখাবার জন্যে আবছাভাবে আলোকিত বিশাল গম্বুজওয়ালা গুহা আছে মঞ্চের একধারে। মঞ্চের সামনে আবার খাল।

গুহার পিছনের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে জলদস্যুদের জাহাজ। আড়ালে ঘুরছে ইলেকট্রিক ফ্যান, বাতাসে পত্ পত্ করে উড়ছে নানা রঙের পতাকা আর পাল। ডামি ক্রুরা কামানের পিছনে দাঁড়িয়ে গোলা ছুঁড়ছে, প্রতিটি গোলা আড়াআড়িভাবে খালের ওপর দিয়ে, গ্যালারিতে বসা দর্শকদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে পড়ছে পাহাড় চূড়ায়, খুদে একটা দুর্গের ওপর এবং চারপাশে।

এদিকে অন্ধকার বেশি মনে হলো, বোটের সবটা ভাল করে দেখতে পেল না রানা। তবে বোটের পিছনদিকে কোন নড়াচড়া লক্ষ করল না ও। অনুমান করল, বুজকো আর স্যাম নেথ নিশ্চয়ই কাবু করে ফেলেছেন ভাড়াটে খুনীদের। ধীরে ধীরে অন্ধকারটা সয়ে এল চোখে, আবছাভাবে হলেও বোটের অনেক খুঁটিনাটি দেখতে পেল এবার। কয়েকটা শরীর দেখতে পেল ও, বোটের মেঝেতে ঘাড় মাথা নিচু করে আছে। আজব ব্যাপার! সবাই মারা গেছে নাকি?

জলদস্যুদের জাহাজের ওপর উঠে এল রানা। হঠাৎ করেই বুঝতে পারল কারণটা। ভোঁতা একটা আওয়াজ ঢুকল কানে। সাথে সাথে চিনতেও পারল। সাইলেন্সার ফিট করা পিস্তল থেকে গুলি ছুঁড়ল কেউ। নিঃশব্দে কয়েক পা এগোল রানা। একটা মদের পিপে ছাড়িয়ে এল ও, দেখল ওর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন জলদস্যু, হাতটা লম্বা করে দিয়েছে, ট্রিগার পেঁচিয়ে থাকা আঙুলটা ধীরে ধীরে বাঁকা হয়ে যাচ্ছে আরও। হাতের তরোয়াল আগেই ওপরে তুলে রেখেছিল রানা, বিদ্যুৎগতিতে লোকটার কব্জির ওপর নামিয়ে আনল শুধু।

ছিটকে রেলিঙ টপকাল পিস্তলটা, পড়ে গেল নিচের পানিতে। ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াল লোকটা, ব্যথা এবং হতাশায় ঝুলে পড়েছে মুখ। মুখোশের দিকে দু'সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল সে। মুখোশের আড়ালে লোকটাকে জানা নেই, শুধু জানে এই লোকই তার দু'জন সঙ্গীকে খুন করেছে।

'আমি তাহলে তোমার বন্দী?'

এটা যে সময় আদায়ের একটা কৌশল, বুঝতে অসুবিধে হলো না রানার। ওকে একটু অসতর্ক দেখলেই বিদ্যুৎ খেলে যাবে অসকার বিরহামের শরীরে। জলদস্যুর ছদ্মবেশের আড়ালে তাকে চিনতে পারেনি ও, কিন্তু গলার আওয়াজ বের করে ধরা পড়ে গেছে বিরহাম। তাকে চিনতে পেরে হাতের তরোয়ালের চেয়েও ধারাল একটা শক্তি নিজের মধ্যে অনুভব করল রানা। এক নিমেষে বুকের ব্যথাটা দূর হয়ে গেল। ধীরে ধীরে হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটে।

'আচ্ছা! তুমি তা হলে বিরহাম?'

শিকারী বিড়ালের মত ঠাণ্ডা, সতর্ক চোখে বিরহামের দিকে তাকিয়ে আছে রানা। তরোয়ালের ধারাল ডগা ঠেকিয়ে রেখেছে তার বুকের মাঝখানে। অপর হাতটা দিয়ে বাঘের মুখোশ নামাল ও। তারপর অত্যন্ত ধীরে ধীরে প্যাঁচ ছাড়িয়ে খুলতে শুরু করল ব্যান্ডেজটা। কব্জির ব্যথা ভুলে গিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে বিরহাম রানার মুখের দিকে। ডেকের ওপর জড় হতে থাকল ব্যান্ডেজের সাদা কাপড়। সবটা ব্যান্ডেজ খুলে ফেলে এক পা পিছিয়ে এল রানা। লক্ষ করল, বিরহামের চেহারা থেকে বিমূঢ় ভাবটা কাটেনি এখনও।

'কার মুখ বলো তো এটা?' শান্ত সুরে জানতে চাইল রানা। 'অবশ্য চেনার মত

অবস্থায় রাখোনি তুমি এটাকে।'

সারা মুখের আধ-শুকনো ক্ষতচিহ্ন, ফুলে থাকা ঠোঁট আর আধবোজা চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল বিরহাম, ধীরে ধীরে নিখাদ অবিশ্বাস ফুটে উঠল তার চেহারায়। হাঁ হয়ে গেল মুখ। ফিসফিস করে বলল, 'রানা!' বেসুরো কান্নার মত শোনাল আওয়াজটা।

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'অসম্ভব। এ অসম্ভব।' হাঁপাতে শুরু করল বিরহাম।

'আসলে কি জানো,' জ্ঞানদানের সুরে বলল রানা, 'কম্পিউটারকে সব সময় বিশ্বাস করা যায় না।'

অনেকক্ষণ নির্বাক বিস্ময়ে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল বিরহাম। এবার কেঁপে গেল তার গলা। 'বাকি সবাই?'

'একজন বাদে সবাই বেঁচে আছে, তাদের ভাঙা হাড়ও বেশির ভাগই জোড়া লাগানো হয়ে গেছে,' বলল রানা। 'এই হাড় ভাঙার বুদ্ধিটা কে তোমার মাথায় ঢুকিয়েছিল বলো তো? জানতে পারলে তোমার সাথে হিসেব চুকিয়ে তার কাছে যাবার ইচ্ছে আছে।' বিরহামের কাঁধের ওপর দিয়ে তীক্ষ্নদৃষ্টি ফেলল রানা, দেখল, খালের দু'ধারে গ্যালারিতে বসে থাকা দর্শকরা বুঁদ হয়ে উপভোগ করছে জলদস্যুদের কীর্তিকলাপ, মাঝখানে খালের পানিতে দেখা গেল প্রেসিডেন্টদের বোটটাকে। আরোহীরা এখন আর তাদের মাথা নিচু করে নেই, খোলের কিনারার ওপর দেখা গেল তাদের কাঁধ।

'তাহলে আবার আমার সাথে তোমাকে লড়তে হবে, রানা!'

'ওটাকে তুমি লড়াই বলো? কোন পুরুষ মানুষ তা বলবে?'

জবাব না দিয়ে বিরহাম বলল, 'এখনকার পরিস্থিতি খানিকটা তোমার অনুকূলে বটে, কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না—তোমার মত ননীর পুতুলকে কাবু করতে কোন অসুবিধেই হবে না আমার। শুধু যদি একটা তরোয়াল…'

বিরহামের মাথার ওপর দিয়ে হাতের তরোয়ালটা ছুঁড়ে দিল রানা, খালের পানিতে গিয়ে পড়ল সেটা। নিজের হাত জোড়া চোখের সামনে তুলে একবার দেখে নিল ও। এই দুটো দিয়েই সারতে হবে পবিত্র কাজটা। গভীরভাবে কয়েকবার শ্বাস টেনে নিজেকে তৈরি করে নিল ও।

'তোমাকে আমি ভুল বুঝতে দিয়েছিলাম, বিরহাম,' বলল ও। 'প্রথম রাউন্ডে যা ঘটেছে দ্বিতীয় রাউন্ডে সেই রকম কিছু যদি আশা করো মস্ত ভুল করবে। রাইফেল হাতে বডিগার্ড যখন থাকে না তখন তুমি কেমন, বিরহাম? নিজের জিমনেশিয়ামের বাইরে কেমন তুমি? সাহায্য করার, কেউ তো নেই-ই, বিপদ দেখে যদি পালাতে চাও, তারও উপায় নেই! আমি রয়ে গেছি। পালাতে হলে আমাকে ডিঙাতে হবে তোমার, বিরহাম।'

হলুদ দাঁত বেরিয়ে পড়ল বিরহামের। 'তরোয়ালটা কেন ফেলে দিলে বুঝতে পারলাম না। আগেই জেনেছি তুমি দুর্বল, এখন বুঝলাম তোমার ব্রেনটাও ডাল। তুমি একটা বোকা, মাসুদ রানা। হাতের একমাত্র অস্ত্র এভাবে কেউ ফেলে দেয়?' কদর্য চেহারায় অদ্ভুত উজ্জ্বলতা ফুটে উঠল। 'প্রথম রাউন্ডে দয়া করে আমি তোমার

হাড় ভাঙিনি, এবার আর সে ভুল করব না। মট মট করে···বুঝতে পারছ?' হা হা করে হেসে উঠল সে।

এখনও ক্লান্ত এবং দুর্বল রানা, কিন্তু ওর সমগ্র অস্তিত্বের অণু পরমাণুতে দাউ দাউ জ্বলছে প্রতিশোধের আগুন। পলকের জন্যে চোখের সামনে কয়েকজনের ছবি ভেসে উঠল—ড. করিডন, বুড়ো এড, বেন হল্, রিটা এবং আরও অনেকের। এরা সবাই যেন পাশে দাঁড়িয়ে শক্তি যোগাচ্ছে ওকে।

রানার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আচমকা কারাতের একটা ভঙ্গি নিয়ে তৈরি হলো বিরহাম, মুখে অনিশ্চিত একটা হাসি। কিন্তু হাসিটা টিকল না। এখনও কোন ভঙ্গি নেয়নি রানা, তাই সাবধান হবার কোন সুযোগই পায়নি বিরহাম। রানার দিকে তাকিয়ে ছিল সে, অথচ পাঞ্চটা কিভাবে কোন দিক থেকে এল বুঝতেই পারল না। পাঞ্চের আঘাতের চেয়ে বিস্ময়ের আঘাতটা লাগল বেশি। এমন ঝাঁকি খেল মাথা, ঘাড়ের গোড়া থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে চাইল সেটা। টলমল করতে করতে পিছিয়ে গিয়ে ধাক্কা খেল সে মাস্তুলের সাথে।

মনের গভীরে জানে রানা, বিরহামের সাথে একটানা অনেকক্ষণ ধরে লড়তে পারবে না ও। বড়জোর মিনিট কয়েক ঠেকিয়ে রাখতে পারবে এই দৈত্যকে। সেজন্যেই অকস্মাৎ চমকে দেবার প্ল্যান করেছে ও। কিন্তু একটু পরই দেখা গেল, তাতেও খুব একটা সুবিধে করা যাবে না।

আর কেউ হলে রানার ওই বিদ্যুৎ গতি পাঞ্চ খেয়ে পড়ে যেত, আর উঠতে পারত না। কিন্তু বিরহাম পড়ল তো না-ই, এরই মধ্যে সামলে উঠতে শুরু করেছে আঘাতটা। মাস্তুলের কাছ থেকে লাফ দিল সে, কিক্ করল রানার মাথা লক্ষ্য করে। মাথাটা আগেই নিচু করে নিতে শুরু করেছিল রানা, ওর কানের পাশ ঘেঁষে বেরিয়ে গেল লাথিটা। বিরহামের গলার পাশে, চোয়ালে আর চিবুকে ঘন ঘন কয়েকটা লেফট জ্যাব কষল রানা। সবশেষে আরেকটা রাইট জ্যাব খেয়ে ডেকের ওপর হাঁটু গাড়ল বিরহাম। হাত দিয়ে চেপে ধরে আছে রক্তাক্ত নাক।

'তোমার উন্নতি হয়েছে,' বিড়বিড় করে বলল সে।

'বললাম তো, তোমাকে আমি বুঝতে দিইনি।' খানিকটা বক্সিঙের, খানিকটা জুডোর ভঙ্গিতে শরীর টান টান করে দাঁড়িয়ে আছে রানা, অপেক্ষা করছে বিরহামের পরবর্তী পদক্ষেপের জন্যে। 'আসলে আমি হল্ লরেন্সের চেয়ে কম যাই না।'

নিজের আসল নাম শুনে বিরহামের মনের ভেতর গুড় গুড় করে যেন মৃত্যু ডেকে উঠল, কিন্তু কিভাবে যেন শান্ত এবং স্বাভাবিক রাখল গলার আওয়াজ, রক্ত-লেপা মুখের চেহারা নির্বিকার। 'আমি বোধহয় তোমাকে চিনতে ভুল করেছি, রানা।'

'বোধ হয়? এখনও চোখ খোলেনি তোমার?'

রানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বিরহাম। নিজের জায়গা ছেড়ে একচুল নড়ল না রানা, প্রায় ডেকের কাছ থেকে হাত তুলে বিরহামের গালে একটা আপার কাট ঝাড়ল। সমস্ত শক্তি দিয়ে, কাঁধ আর শরীর ব্যবহার করে মারল। বুকের চিড় ধরা হাড়টা যেন নিজের জায়গা ছেড়ে বেরিয়ে এসে গেঁথে গেল মাংসের ভেতর, তীব্র

যন্ত্রণায় চোখে অন্ধকার দেখল ও। বুঝল, বিরহামকে এই রকম আরেকটা আঘাত করার উপায় নেই ওর।

ভোঁতা ঘড় ঘড়, ওয়াক থু, অক অক আওয়াজ বেরিয়ে এল বিরহামের মুখ থেকে। ফুলে ওঠা ঠোঁটের ফাঁক গলে হড়হড় করে রক্ত বেরোচ্ছে, তার সাথে ডেকের ওপর ছিটকে পড়ল তিনটে দাঁত। টলমল করতে করতে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করল সে, কিন্তু পারল না। ঘুসিটা লেগেছে গালে, কিন্তু প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেয়েছে মাথাটা, বিরহামের সন্দেহ হলো, ওর মাথার ভেতর মগজটা সাংঘাতিক নাড়া খেয়ে গেছে। স্লো-মোশন ছায়াছবির মত ধীরে ধীরে পড়ল সে। তারপর স্থির হয়ে গেল।

'তাই বলে ভেব না আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে,' বিড়বিড় করে যেন নিজেকেই শোনাল রানা কথাটা। একবার সন্দেহ হলো, ওর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? কেমন যেন অস্থির লাগছে ওর, নিজের আচরণ নিজের কাছেই যেন পরিষ্কার নয়। আবার একই সাথে উপলব্ধি করল, হাতের কাজ তাড়াতাড়ি সেরে ফেলা দরকার! অসুস্থ রোগীর মত টলতে টলতে এগোল ও। অচেতন বিরহামের একটা হাত রেলিঙের নিচের গ্রিলে তুলে দিল ও। তারপর লাফ দিয়ে শূন্যে উঠল, দু'পা দিয়ে পড়ল হাতটার ওপর। মট করে হাড় ভাঙার আওয়াজ হলো। প্রথমে হাতের ওপর, তারপর ডেকের ওপর পড়ল ও। বিরহামের পা দুটো ধরে শরীরটা ঘুরিয়ে নিল এবার। তারপর একটা পা তুলে দিল নিচের গ্রিলে। একইভাবে শূন্যে লাফ দিয়ে নামল বিরহামের পায়ের ওপর। হাঁটুর একটু নিচে ভেঙে গেল হাড়। মোচড় খেল বিরহামের শরীর। গুঙিয়ে উঠল।

'বেন হলের দেনা শোধ করলে তুমি,' ফিসফিস করে বলল রানা।

একই ভাবে বিরহামের আরেকটা হাত, তারপর আরেকটা পা ভাঙল ও। নিজেকে এখন আচ্ছন্ন, অসুস্থ লাগছে ওর। কিন্তু সেই সাথে অদ্ভুত একটা উল্লাসও অনুভব করল রানা চোখ খুলে ওর দিকে বিরহাম তাকিয়ে রয়েছে দেখে।

চোখে কোন ভাব নেই বিরহামের। টেনে ধরে কে যেন ফাঁক করে রেখেছে চোখের পাতা জোড়া।

'করিডন আর এডের দেনাও শোধ হয়ে গেল।'

এত পরে আশা করেনি রানা, কিন্তু ওকে চমকে দিয়ে আর্তনাদ করে উঠল বিরহাম। 'মেরে ফেলো! আমাকে মেরে ফেলো!'

আশ্চর্য ঠাণ্ডা এক দৃষ্টি ফুটে উঠল রানার চোখে। 'এভাবে যদি হাজার বছর ধরে হাড় ভাঙি তাহলেও তোমার উচিত সাজা হবে না। তবু, আমি চাই তুমি বোঝো ওদের হাড় ভাঙার সময় কি ধরনের ব্যথা পেয়েছিল ওদের শরীর।' তারপর বদ্ধ উন্মাদের মত হেসে উঠল রানা। 'মেরে ফেলব? মেরে ফেললে তো বেঁচে যাবে! তোমার এত বড় উপকার আমি করব বলে তুমি আশা করো?'

পাগলের মতই বার বার শূন্যে লাফ দিল রানা, প্রতিবার দু'পা দিয়ে পড়ল বিরহামের বুকের খাঁচার ওপর। তারপর হঠাৎ যখন খেয়াল হলো বিরহাম আর নড়ছে না, চিৎকার করছে না, ক্ষান্ত হলো ও।

নিঃস্ব লাগল রানার, আশ্চর্য এক বিষাদে ছেয়ে গেল মন। ইচ্ছে করেই অন্য

দিকে তাকিয়ে থাকল ও। তারপর ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল। নিচু হয়ে আছে মাথা। যেন কি এক মস্ত অন্যায় অপরাধ করে অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছে। হ্যাচ কাভারের কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল ও। পা ঝুলিয়ে বসল সেটার ওপর। ঘাড় ফিরিয়ে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল খালের পানির দিকে। বেশ খানিক পর পিছনে সশস্ত্র রক্ষীদের নিয়ে ছুটে এলেন স্যাম নেথ আর বুজকো, তখনও সেই একই ভঙ্গিতে হ্যাচ কাভারের ওপর বসে আছে রানা। ওরা কেউ কিছু বলল না। নিঃশব্দে কেটে গেল ষাটটা সেকেন্ড। ইতোমধ্যে ওদের কারও বুঝতে বাকি নেই কি করেছে রানা।

অবশেষে নিস্তব্ধতা ভাঙলেন স্যাম নেথ। 'লোকটার ওপর একটু বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন দেখছি!'

'ও বিরহাম,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা।

'বিরহাম? মাই গড! আপনি ঠিক জানেন?'

চুপচাপ বসেই থাকল রানা, উত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ করল না।

রানার সামনে এসে দাঁড়াল সিকিউরিটি চীফ বুজকো। 'আমাকে মাফ করে দেবেন, মি. রানা!'

মুখ তুলে তাকাল রানা। চোখে প্রশ্ন।

'না বুঝে আপনাকে আন্ডার এস্টিমেট করে বলেছিলাম, খালি হাতে লড়তে হলে আপনি মারা পড়বেন,' ম্লান সুরে বলল বুজকো। 'সে-ভুল আমার ভেঙেছে।'

'কিন্তু আমি বাধা দেবার আগেই গুলি করেছিল ও,' বলল রানা। 'কেউ আহত হয়েছে নাকি?'

'প্রেসিডেন্ট ওটিলার হাতের চামড়া ছড়ে গেছে সামান্য, ও কিছু না,' বলল বুজকো। 'ভাড়াটে খুনী দু'জনকে কাবু করতে তেমন অসুবিধে হয়নি আমাদের। কিন্তু তারপর ওপর দিকে তাকাতেই দেখি জলদস্যু নয়, জ্যান্ত একজন মানুষের বুকে তরোয়াল ঢোকাচ্ছেন আপনি। বুঝলাম, জঙ্গলে আরও শিকারী রয়ে গেছে। সেজন্যেই আমরা সবাই মাথা নিচু করে রেখেছিলাম বোটে।'

'আর সব খবর?'

'এল. ফাইন আর তার দোসর কোটিপতিদের গ্রেফতার করা হচ্ছে,' বললেন স্যাম নেথ। 'কিন্তু বিচারে কি হবে সেটা বলা মুশকিল—গলে বেরিয়ে যাবার মত অনেক ফাঁকই জানা আছে ওদের।'

ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা, 'খোদাকে ধন্যবাদ যে সময় মত থামানো গেছে ম্যানিয়াকদের!'

'সেজন্যে আমরা সবাই আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ, মি. রানা,' বললেন এন. আই. এ. চীফ। 'আপনি ছিলেন বলেই এত দ্রুত ইমমর্টাল লিমিটেডের মুখোশ খুলে ধরা সম্ভব হলো।'

'কিন্তু আমার একটা কৌতূহল এখনও মেটেনি,' বলল বুজকো। 'মি. রানা, আপনি জানলেন কিভাবে জলদস্যুদের ছদ্মবেশে ওরা আসলে বিরহামের লোক?'

'ওভার অ্যাকটিঙ। মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল ওদের।'

বারো

দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায় সন্ধ্যা নামার সাথে সাথে ঝিরঝিরে বাতাস বইতে শুরু করেছে। পায়ে হেঁটে ডিজনীল্যান্ড হোটেলের সামনে চলে এল রানা, রাস্তা টপকে ভেতরে ঢুকল। একবার ইচ্ছে হলো সিঁড়ি ভাঙে কিন্তু মনের অস্থিরতা তাতে সায় দিল না। এলিভেটরে চড়ে সোজা উঠে এল সাততলায়। করিডরে পা দিয়েই দেখল, আঠারো উনিশ বছরের একজোড়া ছেলেমেয়ে হাত ধরাধরি করে এদিকেই আসছে, খিলখিল করে হাসছে মেয়েটা, হাত নেড়ে তাকে কি যেন বোঝাবার চেষ্টা করছে ছেলেটা। চোখের কোণ চুলকাবার ছলে হাত তুলে মুখ ঢাকল রানা, মাথাটা নিচু করে রাখল। ছেলেমেয়ে দু'জন অবশ্য ওর দিকে তাকালই না, কাজেই দাগে ভরা মুখ আর কালো স্লিং দিয়ে আটকানো হাতটা দেখতে পেল না।

মোড় ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল ছেলেমেয়ে দু'জন। ফাঁকা করিডরে একা দাঁড়িয়ে খুব জোরে শ্বাস টেনে ধীরে ধীরে ছাড়ল রানা। ডিজনীল্যান্ডের ডাক্তার ওর মুখে সামান্য একটু ব্যান্ডেজ তো বেঁধে দিয়েছেই, সেই সাথে ওর কব্জির সরে যাওয়া হাড় জায়গা মত বসিয়ে দিয়েছে। তারপর শাওয়ার সেরে দাড়ি কামিয়েছে ও, মনেই হয় না এসব দু'ঘণ্টা আগের ঘটনা। রেইকজাভিক ছেড়ে আসার পর আজ প্রথম শক্ত খাবার পড়েছে ওর পেটে, যদিও পার্কের ডাক্তার আবার ওকে হাসপাতালে পাঠাবার পণ করে বসেছিল, কিন্তু রানার সবিনয় জেদের কাছে তাকে হার মানতে হয়েছে। ডাক্তারের কাছে দু'ঘণ্টা সময় চেয়ে নিয়েছে ও। তারপর নাকি মেডিকেল সায়েন্সের হাতে ছেড়ে দেবে নিজেকে।

করিডরে পাতা লাল কার্পেটের ওপর দিয়ে এগোল রানা। হঠাৎ এই সময় ওর সামনে এবং ডান দিকে খুলে গেল একটা দরজা। কামরার ভেতর থেকে প্রথমে এন. আই. এ. চীফ স্যাম নেথের একজন এজেন্ট, তার পিছনে জেরোমি এল. ফাইন, এবং সবশেষে আরেকজন এজেন্ট বেরিয়ে এল। ওদের পথ রোধ করে দাঁড়াল রানা। নিচু করে রাখা মাথাটা ধীরে ধীরে তুলে রানার মুখের দিকে তাকালেন এল. ফাইন। চোখে রাজ্যের শূন্য দৃষ্টি, যেন রানাকে ভেদ করে কোন সুদূরে হারিয়ে গেছে। বোঝা গেল, রানাকে তিনি চিনতে পারেননি। অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা রানাই ভাঙল।

'আপনার মহৎ ইচ্ছেটা পূরণ হয়নি, সেজন্যে আমি মোটেও দুঃখিত নই, মি. ফাইন। অবশ্য থিওরি হিসেবে ওটা মন্দ ছিল না। কিন্তু লক্ষ্য যতই মহৎ হোক, অসৎ উপায় বা অপরাধের মাধ্যমে কখনও সেটা অর্জন করা সম্ভব হয় না।'

সামান্য একটু বড় হয়ে উঠল এল. ফাইনের চোখ, ফ্যাকাসে হয়ে গেল মুখের চেহারা। 'আ-আপনি! মাই গড! আপনি বেঁচে আছেন, মেজর রানা? কিন্তু না! তা কি করে হয়!'

'হয় মানে? দেখতেই তো পাচ্ছেন হয়েছে!'

'কিন্তু অন্ধকার যে কসম খেল! বলল নিজের হাতে সে আপনাকে…'

'খুন করেছে?' মৃদু হাসল রানা। 'চেষ্টার ত্রুটি করেনি সে, কিন্তু কপালগুণে বেঁচে গেছি আমি।'

ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকালেন এল. ফাইন। 'এখন আমি বুঝতে পারছি কেন আমার প্ল্যানটা সফল হলো না! আমি আসলে টাকা বানাবার ভাগ্য নিয়ে জন্মেছি, সমাজসেবার ভাগ্য আমার নয়।'

'টাকা বানানোই যাদের পেশা এবং নেশা, সমাজ তাদের কাছ থেকে বিশেষ কিছু আশা করে না।'

ওপর নিচে একবার মাথা ঝাঁকিয়ে কি যেন ভাবলেন এল. ফাইন, তারপর এজেন্টদের একজনের দিকে ফিরে বিড়বিড় করে বললেন, 'চলুন।'

পথ ছেড়ে একপাশে সরে গেল রানা। বলল, 'আপনার জন্যে একটা মেসেজ রেখে গেছেন এড।'

চমকে উঠলেন এল. ফাইন। 'এড কি…'

'নালার ভেতর মারা গেছেন তিনি। মারা যাবার আগে বলে গেছেন, সম্ভব হলে যেন আপনাকে জানাই, তিনি আপনাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।'

বোকার মত কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন এল. ফাইন রানার মুখের দিকে, তারপর হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠে দু'হাত দিয়ে মুখ ঢাকলেন। ওদেরকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল রানা।

আবার যখন পিছন ফিরল ও, দেখল করিডরে নেই কেউ। আরও কয়েক পা এগিয়ে ছ'শো পাঁচ নম্বর স্যুইটের সামনে দাঁড়াল ও। হাতল ঘুরিয়ে বুঝল, দরজায় তালা দেয়া। পাশের স্যুইটটাই ছ'শো সাত নম্বর। হাতল ঘুরিয়ে একটু চাপ দিতেই খুলে গেল দরজা। পা টিপে ভিতরে ঢুকে পিছনে হাত নিয়ে আবার বন্ধ করে দিল দরজা। ঘরের ভেতরটা ঠাণ্ডা আর অন্ধকার। এন্ট্রি হল পেরোবার আগেই নাকে সিগারেটের কটু গন্ধ ঢুকল। এটা যে বিরহামের স্যুইট, বুঝতে অসুবিধে হলো না। বেডরূমের ভেতর ঢুকল ও। পর্দার ফাঁক দিয়ে ভেতরে ঢুকেছে চাঁদের আলো।

দুই স্যুইটের মাঝখানের দরজাটা আধখোলা। রেকর্ড প্লেয়ার থেকে হালকা, অস্পষ্ট যন্ত্র-সঙ্গীতের আওয়াজ ভেসে আসছে। আওয়াজটা শুনে বুঝল রানা, স্যাম নেথ তাঁর কথা রেখেছেন। বিরহাম এবং ইমমর্টাল লিমিটেডের পরিণতি সম্পর্কে ডোনা আবারাকে কিছুই জানায়নি তাঁর এজেন্টরা।

আধখোলা দরজাটা ঠেলে পুরোপুরি খুলে ফেলল রানা, নিঃশব্দে ঢুকল ছ'শো পাঁচ নম্বর স্যুইটে। হালকা পা ফেলে স্যুইটের ভেতরটা পরীক্ষা করে নিল ও। ছোট একটা হল, একটা লিভিং রূম, সেখানে ছোট একটা বার, বেডরূমের সাথে বাথরূম। বাথরূম ছাড়া আর সব ফাঁকা। ব্যালকনিটাও উঁকি দিয়ে দেখে নিল রানা। কেউ নেই। শুধু বাথরূম থেকে আসছে পানির আওয়াজ।

ছোট একটা টেবিলের সামনে বসল রানা। রেকর্ড প্লেয়ারটা একসময় থেমে গেল। আরও বিশ মিনিট অপেক্ষা করতে হলো ওকে। তারপর বাথরূমের দরজা খুলে বেরিয়ে আসতে দেখল ডোনা আবারাকে। পরনে সবুজ রঙের একটা কিমোনো। কোমরের কাছে ঢিলে করে ফিতে জড়ানো। তার মাথা ঘিরে নাচছে

সোনালি চুল তাজা ফুলের মত লাগল তাকে রানার।

রানাকে প্রথমে দেখতেই পেল না ডোনা আবারা বাথরুম থেকে বেরিয়ে সোজা বারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে. গ্লাসে খানিকটা ব্র্যান্ডি ঢেলে চুমুক দিতে যাবে. এই সময় আয়নায় চোখ পড়তে স্থির হয়ে গেল হাতটা। একচুল নড়ল না সে. যেন পক্ষাঘাতে অসাড় হয়ে গেছে শরীর। তাজা ফুলের মত চেহারাটা চোখের নিমেষে ফ্যাকাসে হয়ে গেল, চোখে ফুটে উঠল অনিশ্চিত একটা ভাব।

'চিনতে অসুবিধে হচ্ছে. তাই না?' হাসল রানা।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ডোনা আবারা। অনিশ্চিত ভাবের সাথে কিছুটা কৌতূহল ফুটে উঠল চেহারায় 'আপনাকে আমি চিনি?'

'আমাদের দেখা হয়েছিল।'

ঘুরে দাঁড়াল ডোনা আবারা। হাতের আঙুলগুলো গ্লাসের চারধারে এমন চেপে বসল, রানার মনে হলো, যে-কোন মুহূর্তে ভেঙে যেতে পারে কাঁচ। নির্বাক হয়ে মিনিটখানেক অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকার পর ফিসফিস করে বলল সে, 'রানা!' ঢোক গিলে গলাটা ভিজিয়ে নিল। 'সত্যি তুমি…! মাই গড! থ্যাংক গড! তুমি বেঁচে আছ!'

'আমার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হতে একটু দেরি করে ফেললে না?' বাঁকা হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে।

গভীর বেগুনী আর কুচকুচে কালো দু'জোড়া চোখ পরস্পরের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল।

'ডেল কার্নেগী লেখেননি,' আবার বলল রানা, 'কিন্তু তুমি ইচ্ছে করলে হাউ টু কিল ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ইনফ্লুয়েন্স পিপল নামে একটা বই লিখতে পারো—বোধহয় জেলখানায় বসে।'

'যা করেছি বাধ্য হয়ে করেছি,' অস্ফুট কণ্ঠে বলল ডোনা আবারা। 'কিন্তু তোমাকে আমি কসম খেয়ে বলছি রানা, কাউকে আমি খুন করিনি। আমি চাইনি, আমাকে ব্ল্যাকমেল করে এসবের মধ্যে জড়িয়েছে অসকার। দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারিনি এল. ফাইনের সাথে সে জড়িয়ে পড়লে এতগুলো নিরীহ মানুষ খুন হয়ে যাবে।'

'কাউকে খুন করোনি?'

'না।'

'মিথ্যে কথা।'

বিমূঢ় একটা দৃষ্টি ফুটে উঠল ডোনা আবারার চেহারায়। 'মানে? তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না!'

'তুমি জেসাস আবারাকে খুন করেছ।'

আঁতকে উঠল ডোনা আবারা। স্পষ্ট ভীতি ফুটে উঠল তার চেহারায়, পিছিয়ে গেল এক পা, যেন সন্দেহ করছে পাগল হয়ে গেছে রানা, যে-কোন মুহূর্তে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। ঘন ঘন হাঁপাতে শুরু করল সে। 'এসব কি বলছ তুমি!' কাঁপা গলায় বলল। 'জেসাস কমেটে মারা গেছে।…পুড়ে…পুড়ে মারা গেছে সে।'

'না,' দৃঢ় গলায় বলল রানা। 'জেসাস আবারা পুড়ে মারা যায়নি। উত্তর

আটলান্টিকের কোন ইয়টেও নয় মেক্সিকোর এক সার্জেনের হাতে মারা গেছে সে অপারেশন টেবিলে।'

তথ্যটা হজম করার সময় দিল রানা ডোনা আবারাকে। নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকল তার দিকে।

হাঁ হয়ে গেছে ডোনা আবারার মুখ। তাড়াতাড়ি মুখটা বন্ধ করে কিছু একটা বলার জন্যে অস্থির হয়ে উঠল। তারপর হঠাৎ মাথা নিচু করে নিয়ে দু'হাতে মুখ ঢাকল সে।

'বিশ্বস্ত সূত্র থেকে এসব জানতে পেরেছি আমি,' বলল রানা। 'সাউ ডি সোল হাসপাতালে অপারেশনটা করা হয়। সার্জেন ছিলেন ড. বুঁদে বিসিল।'

মুখ থেকে হাত নামিয়ে আতঙ্কিত চোখে রানার দিকে তাকাল ডোনা আবাবা। 'তুমি তাহলে সবই জানো!'

'সব নয় প্রায় সব। দু'একটা ছোটখাট তথ্য এখনও আমার জানতে বাকি আছে।'

'অথচ আমার ধারণা ছিল কেউ কিছুই জানে না। জানো, সেকথা সরাসরি বললেই তো পারতে।'

'কি বলব সরাসরি? বলব, আসলে তুমিই জেসাস আবারা? বলব, আসলে তোমার কোন বোন ছিল না? বলব, তুমি যখন জন্মালে ঠিক সেই মুহূর্তে মারা গেল জেসাস আবারা?' হাসল রানা। 'যেভাবেই বলি না কেন, মোদ্দা কথাটা তো এই যে তুমি একজন মেয়ে হয়ে যাওয়া পুরুষ মানুষ। সৃষ্টির পর প্রকৃতি তার সিদ্ধান্ত পাল্টেছে, সার্জারির মাধ্যমে তুমিও কিছুটা সাহায্য করেছ প্রকৃতিকে—বদলে গেছে সেক্স। কিন্তু এটা একটা প্রাকৃতিক রহস্য—অস্বাভাবিক হলেও অবিশ্বাস্য বা অসম্ভব কিছু নয়। ব্যাপারটা প্রকাশ পেলে কি এমন ক্ষতি ছিল, কেন এটাকে ঢাকার জন্যে এত কাণ্ড করতে গেলে তা অবশ্য জানা নেই আমার।'

ধীরে ধীরে একটা সোফায় বসে পড়ল ডোনা আবারা। রানার দিকে তাকিয়ে তিক্ত একটু হাসল সে। 'সে যে কী যন্ত্রণা, তা তুমি বুঝবে না, রানা। দুটো অস্তিত্ব নিয়ে বেঁচে ছিলাম আমি তখন। বাইরে থেকে সবাই দেখত আমি প্রবল প্রতাপশালী এক পুরুষ, অ্যাডভেঞ্চারার; অথচ ভেতরে আমি ক্রমেই হয়ে পড়ছিলাম কোমল এক নারী! এই দুই অস্তিত্ব নিয়ে বেঁচে থাকা, নিজের আর সবার সাথে সর্বক্ষণ অভিনয় করে যাওয়া, এ যে কি কষ্ট সে আমি কাউকে বুঝিয়ে বলতে পারব না। যখন শতকরা মাত্র দশ ভাগ পুরুষ থাকলাম, বাকি নব্বই ভাগ হয়ে গেলাম নারী—সেই সময়টাই ছিল সবচেয়ে কষ্টের। পুরুষ পরিচয়ের খোলসের ভেতর বন্দিনী আমি এক অসহায় নারী…'

'কাজেই খোলস ঝেড়ে ফেলে বেরিয়ে এলে,' বলল রানা 'চুপিসারে পালিয়ে গেলে মেক্সিকোয়, একজন সার্জেনের কাছে। ছেলেকে মেয়ে করা, মেয়েকে ছেলে করা, এ-ব্যাপারে একজন বিশেষজ্ঞ ড. বুঁদে বিসিল। অপারেশনের পর উপযুক্ত হরমোন ইঞ্জেকশন দিতেই ঠেলে বেরিয়ে এল বুক, চওড়া হলো কোমর, লোপ পেল গোঁফ দাড়ির আভাস। এরপর সাগর সৈকতে কাটালে লম্বা একটা ছুটি, তাতে মেক্সিকোর কড়া রোদে গায়ের রঙটাও পুড়ল, সেই সাথে ঘা-গুলোও শুকিয়ে ওঠার

সময় পেল। তারপর? তারপর উপযুক্ত সময়ে আইসল্যান্ডে ফিরে এলে তুমি, নিজের পরিচয় দিলে নিউ গায়েনায় হারিয়ে যাওয়া জেসাস আবারার বোন ডোনা আবারা বলে।'

হাতে এখনও ব্র্যান্ডির গ্লাসটা ধরে আছে ডোনা আবারা। কিন্তু তাতে চুমুক দেবার কথা ভুলে গেছে সে।

'শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা চাপা থাকবে, এ তুমি ভাবলে কিভাবে?' আবার বলল রানা। 'অবশ্য, বোকা বানাতে বাকি রাখোনি কাউকে! অত্যন্ত চালাকির সাথে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনকে ভাবতে দিয়েছিলে, আন্ডার-সী প্রোবটা তুমি মার্কিন সরকারের হাতে তুলে দেবে। অনেক লোক, অনেক প্লেন, অনেক জাহাজ তোমার ইয়টের খোঁজে হন্যে হয়ে ফিরেছে, অথচ সেটা আসলে কখনও হারায়ইনি। ড. করিডনের সাথেও ঠগবাজি করেছ তুমি, অথচ তিনি তোমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এক বন্ধু ছিলেন। তাঁকে দিয়ে তুমি একটা লাশকে নিজের লাশ বলে সনাক্ত করিয়ে নাও। আবারা লিমিটেডের কর্মচারীদের ব্যবহার করো তুমি। তোমার নির্দেশ পালন করতে গিয়ে মারা পড়ে তারা। তুমি এমন কি বিরহাম আর এল. ফাইনকেও ব্যবহার করো। কি স্পর্ধা! নিজের কাজে আমাকেও তুমি লাগাতে চেয়েছিলে। আশা করেছিলে, তোমার হয়ে বিরহামকে আমি যেন খতম করতে পারি! কিন্তু লাভ হলো না কিছু, তোমার জালিয়াতি ধরা পড়ে গেল। একজন জালিয়াতের প্রথম কাজ কি জানো তো? নিজেকে চীট করা। এ ব্যাপারে তোমার সাফল্য অস্বীকার করার যো নেই।'

টেবিলের দেরাজ খুলে ছোট্ট একটা পিস্তল বের করল ডোনা আবারা। রানার বুকে তাক করে ধরল সেটা। 'তোমার অভিযোগগুলো বড় অগোছাল, রানা। অন্ধের মত পথ হাতড়াচ্ছ তুমি।'

পিস্তলের দিকে তাকাল রানা। সেটাকে গ্রাহ্য না করে ঘুরে দাঁড়াল ও, জানালার সামনে গিয়ে পর্দা সরিয়ে উঁকি দিল বাইরে। 'তাহলে অন্ধজনে দেহ আলো!'

চেহারায় ইতস্তত ভাব নিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল ডোনা আবারা। কিন্তু হাতের পিস্তলটা এখনও রানার পিঠের দিকে তাক করে ধরে আছে। 'মার্কিন সরকারের হাতে আন্ডার-সী প্রোবটা তুলে দেবার ব্যাপারে আমার মনে কোন দ্বিধা বা অনিচ্ছা ছিল না। আমার প্ল্যানটা ছিল এই রকম—উপহার দান অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্যে আমার সাথে কমেটে করে আমার ইঞ্জিনিয়ার আর বিজ্ঞানীরাও ওয়াশিংটন যাবেন, তারপর সবাই জানবে পথের মাঝখানে কোথাও ইয়ট থেকে আটলান্টিকে পড়ে গেছে জেসাস আবারা।'

'কারণ তাকে মেক্সিকোয় যেতে হবে।' জানালার দিকে পিছন ফিরল রানা।

'হ্যাঁ। কিন্তু আমার সমস্ত প্ল্যান ভেস্তে গেল ড. বুঁদে বিসিলের জন্যে। সে যে ইমমর্টাল লিমিটেডের লোক, জানব কিভাবে!'

'আচ্ছা, সে-ই তাহলে বিরহামকে তোমার ব্যাপারটা জানিয়ে দেয়?'

মাথা ঝাঁকাল ডোনা আবারা। 'সেই মুহূর্ত থেকে বিরহামের ক্রীতদাসী হয়ে গেলাম আমি। আমার ব্যবসার মুনাফা ইমমর্টাল লিমিটেডের হাতে তুলে না দিলে আমি যে মেয়ে হয়ে গেছি সে-কথা সারা দুনিয়াকে জানিয়ে দেবে বলে ভয় দেখাল।

আমার কিছু করার ছিল না। ঝুঁকি নেয়া সম্ভব ছিল না। আমার পরিবর্তন ফাঁস হয়ে গেলে লোকের সামনে মুখ দেখাতে পারতাম না আমি, আবারা লিমিটেড ডুবে যেত, আর আবারা লিমিটেড লাল বাতি জ্বাললে ধ্বংস হয়ে যেত আমার দেশের অর্থনীতি।'

'কমেটকে ছদ্মবেশ পরাবার কি দরকার ছিল?'

'আমাকে মুঠোর ভেতর পেয়ে সী প্রোবটা হাতছাড়া করতে চাইবে কেন ওরা? তাই একটা গল্প বানাল, বলল, কমেট নিখোঁজ হয়েছে। সবাই জানল, সী প্রোবটা চিরকালের জন্যে হারিয়ে গেছে সাগরে।'

'সেই সাথে জেসাস আবারা।'

'হ্যাঁ, আমার দিকটাও ভাবা হয়েছিল তখন।'

'কিন্তু তবু কমেটের সুপারস্ট্রাকচার বদল করার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না,' বলল রানা। 'সী প্রোবটা সরিয়ে আরেকটা জাহাজে ফিট করে নিলেই তো হত।'

এই প্রথম ক্ষীণ একটু হাসি দেখা গেল ডোনা আবারার ঠোঁটে। 'সী প্রোবটা অত্যন্ত জটিল একটা ইকুইপমেন্ট। ওটাকে মাঝখানে রেখে একটা জাহাজের ডিজাইন তৈরি করতে হবে। কমেট থেকে তুলে কোন ফিশিং ট্রলারে ফিট করতে চাইলে কয়েক মাস সময় লেগে যেত। তা না করে সহজ একটা বুদ্ধি আঁটল ওরা। সবাই যখন কমেটকে তন্ন তন্ন করে খুঁজছে, গ্রীনল্যান্ডের পুব উপকূলে তখন বদল করা হচ্ছে কমেটের সুপারস্ট্রাকচার।'

'আর ড. করিডন? তাঁর ভূমিকাটা কি ছিল?'

'প্রোবটা তৈরি করার ব্যাপারে তিনি আমাকে সাহায্য করেন।'

'জানি। কিন্তু তোমাকে কেন? নিজের দেশ বা দেশের কোন প্রতিষ্ঠানকে নয় কেন?'

অনেকক্ষণ রানার মুখের দিকে চুপচাপ তাকিয়ে থাকার পর ডোনা আবারা বলল, 'কারণ, রিসার্চের জন্যে অস্বাভাবিক মোটা বেতন দিতাম আমি, অথচ কোন শর্ত দিয়ে বিজ্ঞানীদের স্বাধীনতা কাড়তাম না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেকনোলজিক্যাল করপোরেশনের শর্ত দেয়া আছে, তাদের হয়ে রিসার্চ করলে এক্সপেরিমেন্টের সমস্ত রেজাল্ট তাদের সম্পদ বলে গণ্য হবে, তা থেকে উপরি কিছু—কৃতিত্ব বা টাকা—আশা বা দাবি করা যাবে না। তাঁর কোন আবিষ্কার দিয়ে কেউ বাণিজ্যিক মুনাফা লুটবে এই ধারণাটাই তিনি পছন্দ করতেন না।'

'অথচ এল. ফাইন আর ইমমর্টাল লিমিটেডের সাথে নিজেকে জড়াতে বাধেনি তাঁর।'

'কিছুদিন আগে গ্রীনল্যান্ডের ওদিকে সাগরের নিচে তল্লাশী চালাবার সময় সী প্রোবে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেয়,' বলল ডোনা আবারা। 'জলদি কিভাবে মেরামত করা যায় সে পরামর্শ একমাত্র ড. করিডনই দিতে পারতেন। ক্যালিফোর্নিয়া থেকে তাঁকে ওখানে নিয়ে আসেন এল. ফাইন। কথার যাদু দিয়ে মানুষকে কিভাবে পটাতে হয়, সেটা ফাইন ভালই জানেন। তাঁর মুখে বড় বড় আদর্শের বুলি শুনে মুগ্ধ হয়ে পড়েন ড. করিডন, প্রস্তাব দিতেই তিনি ইমমর্টাল লিমিটেডে যোগ দিতে রাজি হয়ে যান। আমেরিকানরা যাকে বলে ডু-গুডার, তিনি ছিলেন তাই। মানুষের ভাল

করার একটা নেশা বরাবরই তাঁর মধ্যে ছিল।' তার চেহারায় বেদনার ছাপ ফুটে উঠল। 'কিন্তু পরে তিনি বুঝতে পারেন, ইমমর্টাল লিমিটেডে যোগ দেয়াটা মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে ভুলটা সংশোধন করতে যান তিনি, এবং সেটাই তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।'

'জাহাজে কেন আগুন ধরল, এ থেকে সেটা বোঝা যায়,' চিন্তিত ভাবে বলল রানা। 'ড. করিডনকে আন্ডার এস্টিমেট করেছিলে তোমরা। ইমমর্টাল লিমিটেডের গোটা স্কীম যে স্রেফ একটা পাগলামি, সেটা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। বুঝতে পেরে সিদ্ধান্ত নেন, ষড়যন্ত্রটা ব্যর্থ করতে হবে।'

'কিন্তু...'

'কিভাবে বুঝতে পারলেন, এই তো? কমেটে উঠেই তিনি টের পেলেন, বিরহামের লোকেরা তোমার ইঞ্জিনিয়ার আর বিজ্ঞানীদের নজরবন্দী করে রেখেছে। আমার ধারণা, বন্দী বিজ্ঞানীদের মধ্যে তাঁর বন্ধু ছিল, সে-ই তাঁকে ড. রিচি ব্রেয়ার এবং জ্যাকসনের কথা জানায়। বোধহয় এসব জানার পরপরই সিদ্ধান্ত নেন তিনি, যেভাবে হোক ইমমর্টাল লিমিটেডকে থামাতে হবে। প্রোবটা মেরামত করার নাম করে সেটায় তিনি কিছু তার জড়ান, যাতে প্রোবটা নিজেই বিস্ফোরিত হতে পারে। বিস্ফোরণের সময়ও বেঁধে দেন তিনি। এরপর প্লেনে চড়ে ফিরে যান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। কিন্তু তাঁর প্ল্যানে একটা ভুল থেকে যায়। সেলটিনিয়ামের রিয়্যাকটিভ এলিমেন্টের প্রকৃতি বুঝতে পারেননি তিনি। ফলে বিস্ফোরণের দরুন শুধু যে প্রোবটা ধ্বংস হলো তাই নয়, সেই সাথে গোটা ইয়টে আগুন ধরে গেল। সেই আগুন থেকে ক্রুরা কেউ বাঁচতে পারেনি। আবার যখন তিনি কমেটে পা রাখেন, তাঁর সাথে আমিও ছিলাম। কি সর্বনাশ করেছেন তিনি সেটা বুঝতে পেরে তাঁর চেহারায় ব্যথা আর স্তম্ভিত বিস্ময় ফুটে উঠেছিল।'

'সব দোষ আমার,' শিউরে উঠে বলল ডোনা আবারা। 'আমিই দায়ী। অসকার আর এল. ফাইনকে ড. করিডনের নামটা শোনানোই উচিত হয়নি আমার।'

'জাহাজে কিভাবে আগুন ধরল সেটা অনুমান করে নেন ফাইন,' বলল রানা। 'বিরহামকে নির্দেশ দেন, ড. করিডনের মুখ বন্ধ করো।'

'তিনি আমার সবচেয়ে পুরানো বন্ধু ছিলেন,' রুদ্ধ গলায় বলল ডোনা আবারা। 'অথচ আমিই তাঁকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছি!'

'তোমার ব্যাপারটা জানতেন তিনি?'

'না। বিরহাম তাঁকে শুধু জানিয়েছিল, হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় হাসপাতালে আছি আমি।'

'যতটা তুমি ভাবতে, তার চেয়ে তিনি তোমার অনেক বড় বন্ধু ছিলেন,' বলল রানা। 'অন্য আরেক জনের লাশকে মিছেমিছি তোমার লাশ বলে সনাক্ত করেন তিনি। ইমমর্টাল লিমিটেডের সব কথা তিনি যখন কর্তৃপক্ষকে জানাবেন তখন যাতে তোমার নামটা জড়িয়ে না পড়ে সে-দিকটা চিন্তা করেই কাজটা করেন তিনি দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, কর্তৃপক্ষের কাছে যাবার আগেই বিরহাম তাঁকে খুন করে এরপর মঞ্চে ঢুকি আমি।'

মুখ তুলে তাকাল ডোনা 'সেজন্যেই তোমার সাথে দেখা করতে চেয়েছিলাম

আমি। ড. কারিডনের প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলে তুমি. সেজন্যে কৃতজ্ঞতা জানাতে চেয়েছিলাম। আমি তোমার কাছে ঋণী, রানা…'

'অনেক দেরি হয়ে গেছে, ডোনা। এখন আর কিছুতেই কিছু এসে যায় না।'

'আমার এসে যায়। সেজন্যেই জিমনেশিয়ামে বিরহামের হাত থেকে তোমাকে বাঁচিয়েছিলাম আমি।' হঠাৎ চেহারা কালো হয়ে গেল ডোনা আবারার. 'কিন্তু রানা…দ্বিতীয়বার, দ্বিতীয়বার তোমাকে আমি বাঁচাতে পারব না! নিজের দিকটা দেখতে হবে আমাকে। আমি মরতে চাই না, রানা আমার যদি জেল হয়, আমার জন্যে সেটা মরার চেয়ে বাড়া হবে। দুঃখিত, রানা। সত্যিই দুঃখিত। তোমার সাথে আমার কোন শত্রুতা নেই। কিন্তু আমার বাঁচতে হলে তোমাকে মরতে হবে। প্লীজ, নোড়ো না! তাহলে আমি গুলি করতে বাধ্য হব। প্লীজ, বিরহাম না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো।'

মুচকি হাসল রানা। 'ও, তুমি বুঝি আশা করছ বিরহাম এসে উদ্ধার করবে তোমাকে?' এদিক ওদিক মাথা নাড়ল ও। 'হাসপাতালে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে সে, ডোনা। হাত, পা, পাঁজরের হাড় ভাঙা। বাঁচবে না, তবু ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্সের এজেন্টরা তাকে ঘিরে আছে। আর যদি বেঁচে যায়, তাকে হয়তো হুইল-চেয়ারে করে নিয়ে যাওয়া হবে কোর্টে। হুইল-চেয়ারে বসে গেলেও, সবাই দেখবে নড়বড় করছে সে, স্থির হয়ে বসতে পারছে না।'

পিস্তল ধরা ডোনা আবারার হাতটা কেঁপে গেল। 'তোমার এসব কথার মানে কি?'

'মানে, সব শেষ। ইমমর্টাল লিমিটেড আর তার প্রশাসন চিৎপটাং।'

রাগ, দুঃখ বা ঘৃণা নয়, বরং স্বস্তির একটা ভাব ফুটে উঠল ডোনা আবারার চেহারায়। 'তোমার কথা বিশ্বাস করতে পারলে ভাল হত,' ফিস ফিস করে বলল সে। 'কিন্তু কিভাবে বিশ্বাস করব?'

হাত বাড়িয়ে ফোনটা দেখাল রানা। 'রিসিভার তুলে ফাইন, কাপলান, ফন টিল কিংবা তোমার বন্ধু বিরহামকে ফোন করো। দেখো কারও সাড়া পাও কিনা। অথবা, যাও, গোটা ছয়তলাটা খুঁজে দেখো কাউকে দেখতে পাও কিনা।'

'কি বলছ তুমি?'

'ওদের সবাইকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই ছ'তলায় শুধু তুমি আর আমি আছি।'

ঘরটা দুলতে শুরু করল ডোনার চোখের সামনে। বিরহাম কেন যোগাযোগ করেনি, আসব বলেও কেন আসেননি ফাইন, একবারও কেন বেজে ওঠেনি ফোনটা, প্রায় দু'ঘণ্টা হয়ে গেল কেন কেউ নক করেনি দরজায়, সব পরিষ্কার হয়ে গেল ওর কাছে। নিজেকে দ্রুত সামলে নিতে চেষ্টা করল সে। সিধে হয়ে বসল সোফার ওপর। 'এবার… আমার? আমার কি হবে? নিশ্চয়ই আমাকেও গ্রেফতার করা হবে?'

'না। আমার সার্ভিসের বিনিময়ে তোমাকে রেহাই দেয়ার অনুরোধ জানিয়েছিলাম, মেনে নিয়েছে এন. আই. এ।' হাসল রানা। 'ষড়যন্ত্রে সহায়তা করার জন্যে তোমাকে তারা গ্রেফতার করতে চেয়েছিল বটে, কিন্তু আমি তাদেরকে

বুঝিয়ে শুনিয়ে মানাতে পেরেছি যে তুমি ছিলে বিরহামের ব্ল্যাকমেলের শিকার।'

টেবিলের ওপর ধীরে ধীরে পিস্তলটা নামিয়ে রাখল ডোনা আবারা। অনেক, অনেকক্ষণ রানার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল সে। বুঝল মিথ্যে বলছে না রানা। মৃদু হাসল সে, বলল, 'প্রতিদান? তোমার জীবন…'

'হ্যাঁ। আমাকে বাঁচিয়েছিলে তুমি। সেজন্যে ধন্যবাদ। এবার স্লেটের সব লেখা মুছে আবার নতুন করে জীবন শুরু করতে পারো তুমি।'

'কিন্তু আমার ছদ্ম পরিচয় জানাজানি হয়ে যাবার পর…'

'সে ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারো তুমি। কেউ জানবে না কিছু। সব রেকর্ড নষ্ট করে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

মাথা নিচু করে চুপচাপ বসে রইল ডোনা। হঠাৎ রানা লক্ষ করল টপ টপ করে পানি ঝরছে ডোনার চোখ থেকে। অল্পক্ষণেই সামলে নিল সে নিজেকে, চোখ মুছে বিড়বিড় করে বলল, 'আমি কৃতজ্ঞ, রানা!' ঘাড় ফিরিয়ে জানালার দিকে তাকাল সে। বাতাসে পর্দা উড়ছে, বোধহয় ঝড় উঠবে। বাইরে আলোকিত ম্যাজিক ক্যাসলটাকে বার্থ-ডে কেকের মত উজ্জ্বল আর রঙচঙে দেখাচ্ছে। ছেলেপুলে নিয়ে যে-সব পরিবারগুলো এসেছিল তারা ফিরে গেছে, আছে শুধু যুবক-যুবতীরা, হাত ধরাধরি করে পার্কে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা। আশ্চর্য সুন্দর রোমান্টিক এক পরিবেশ।

দরজার দিকে পা বাড়াল রানা। চট্ করে ওর একটা হাত ধরে ফেলল ডোনা। 'কোথায় চললে?'

'ওই নিচের পার্কে।' জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা।

'আমি আসি তোমার সাথে?'

'বেশ তো! ওখানেই একটা রেস্তোরাঁয় না হয় খেয়ে নেয়া যাবে সাপারটা।'

ঠিক পনেরো মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে পড়ল ওরা হোটেল থেকে।

শক্ত করে ধরে আছে ডোনা রানার হাত।

* * * *